আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

ডিসেম্বর, ২০১৯ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

ডিসেম্বর, ২০১৯ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৯

পাকিস্তান ভিত্তিক সবচাইতে শক্তিশালী জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (TTP) এর জানবায মুজাহিদগণ ৩১ ডিসেম্বর দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

TTP এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, ৩১ ডিসেম্বর সকাল বেলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর "ডুপ" পোস্ট এলাকা থেকে শুরু করে "বদর" পোস্ট পর্যন্ত মুরতাদ বাহিনীর উপর কয়েক ঘন্টা যাবৎ তীব্র হামলা চালান তেহরিকে তালেবানের জানবায মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ রকেট হামলা সহ অনেক ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা হামলা চালান।

তবে এখনো এই হামলায় কত পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছে তা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় নি।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ৩০ই ডিসেম্বর কেনিয়ার "জাবি" শহরে দেশটির কুফফার ও সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।
যার ফল সরূপ কেনিয়ান কুফফার বাহিনীর অনেক সেনা হতাহতের শিকার হয় এবং কুফফার বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্যদিকে ৩১ই ডিসেম্বর উত্তর-পূর্ব সোমালিয়ার বোসাসো শহরের "জালজালা এবং বালী খিদার" দুটি অঞ্চলের মধ্যেবর্তি একটি স্থানে কুফফার পুনটল্যান্ড সন্ত্রাসী বাহিনীকে টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ।

এসময় মুজাহিদদের বোমা বিস্ফোরণে পুনটল্যান্ড কুফফার বাহিনীর ৩ সৈন্য নিজত ও আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের উক্ত হামলায় পুনটল্যান্ড কুফফার বাহিনীর ১টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়।

বগুড়ায় ঘুষ লেনদেনের সময় ধরা পড়েছে হিন্দু সহকারী কর কমিশনার অভিজিৎ কুমার দে। সে বগুড়া কর অঞ্চলের ১৫ সার্কেলের সহকারী কর কমিশনার।

মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুরে নিজ কার্যালয়ে এক করদাতার কাছে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ নেয়ার সময় হাতেনাতে ধরা খেয়েছে এই হিন্দু ঘুষখোর।

সুত্রে জানা গেছে, নন্দীগ্রাম উপজেলার ব্যবসায়ী ইউনুছ আলী কয়েক বছর আগে বেশ কিছু জমি বিক্রি করেন। এ বছর তার আয়কর ফাইলে জমি বিক্রির বিষয়টি দেখাতে চান। এজন্য তিনি কর অফিসে যোগাযোগ করলে গত ছয় মাস ধরে তার ফাইলটি আটকে রাখা হয়। এক পর্যায়ে হিন্দু সহকারী কর কমিশনার অভিজিৎ কুমার দে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করে।

বাধ্য হয়ে ইউনুস আলী বিষয়টি দুদক কর্মকর্তাদের অবহিত করেন। তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে দুদক কর্মকর্তারা কর অফিসে ফাঁদ পাতেন। পরামর্শ অনুসারে ব্যবসায়ী ইউনুস আলী মঙ্গলবার সকালে দুদক কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ দেন।

তিনি বেলা পৌনে ১টার দিকে বগুড়া কর অঞ্চলের ১৫ সার্কেলের সহকারী কর কমিশনার অভিজিৎ কুমার দের কাছে ঘুষের টাকা দেন। এ সময় দুদকের সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে দুদক কর্মকর্তারা তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার ও ড্রয়ার থেকে চিহ্নিত করা ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করেন। হিন্দু সহকারী কর কমিশনার অভিজিৎ কুমার দে টাকার ব্যাপারে সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়।

দুদক বগুড়া সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ওয়াহিদ মঞ্জুর সোহাগ বলেন, ‘গ্রেফতারকৃত অভিজিৎ কুমারের টেবিলের ড্রয়ার থেকে ঘুষের ৫০ হাজার টাকা উদ্ধারের পর সে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

মোহিত নামে একজন যুবককে বেধড়ক পেটানোর পর জোরপূর্বক মূত্রপান করানোর অভিযোগ উঠেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বারখেরা এলাকায়। এ ঘটনার পর স্থানীয় বিধায়ক কিষেণলাল রাজপুত ও তার কয়েকজন অনুগামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত মোহিত গুর্জর।

স্থানীয়রা বলছেন, আসাম রোড থানায় কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত আছেন মোহিত। রাহুল নামে স্থানীয় এক যুবকের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে একটি বাইক কিনেছেন তিনি।

কিন্তু, রাহুলের কাছে আসল কাগজপত্র না থাকায় সেই গাড়িটি মোহিতের নামে ট্রান্সফার করতে পারছিল না। বিষয়টি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে অনেক জলঘোলাও হয়। বাধ্য হয়ে মোহিত বাইকের বদলে নিজের টাকা ফেরত চান।

এরপর গত ১২ ডিসেম্বর ফোন করে আবারো টাকা ফেরত চাইলে তাকে পিলভিট মান্ডি সমিতির গেটে আসতে বলে রাহুল। কিন্তু, সেখানে যাওয়ার পর তাকে স্থানীয় বিধায়ক কিষেণলাল ভাইপো ঋষভের নেতৃত্বে একদল যুবক মারধর করার অভিযোগ ওঠে।

এমনকি তাকে লক্ষ্য করে গুলিও চালানো হয়। এরপর মোহিতের গলার সোনার চেন ও ম্যানিব্যাগ কেড়ে নেওয়া হয়। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর আসাম রোড থানায় যান মোহিত। কিন্তু, কিছুক্ষণ বাদে সেখানে গিয়ে হাজির হয় সন্ত্রাসী বিজেপি বিধায়ক কিষেণলাল রাজপুত ও তার প্রায় ৫০ জন অনুগামী।

মোহিতকে আবারো মারধর করার পাশাপাশি গলায় জুতার মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর জোর করে তাকে মূত্রপান করানো হয়। উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানাতে গেলেও তা নেওয়া হয়নি।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় রেলওয়ের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। ভেঙে দেওয়ার জন্য বাচাইকৃত লাল ক্রস দেওয়া কয়েক ২৫০টি অবৈধ স্থাপনার ভেতর শুধুমাত্র দরিদ্রদের স্থাপনাগুলি ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য কারও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়নি।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার রেলস্টেশন থেকে লাল ব্রিজ এলাকা পর্যন্ত রেলওয়ে জায়গায় অবৈধভাবে কয়েক শ মানুষ পাকা ও আধা পাকা স্থাপনা নির্মাণ করে বসবাস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। গত কিছুদিন আগে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ লিজ গ্রহণসহ বৈধ-অবৈধ স্থাপনার তালিকা প্রকাশ করে। কয়েক মাস পূর্বে রেলওয়ে পাকশি জোনের পক্ষ থেকে অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করে লাল ক্রস দিয়ে সেগুলি সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। গত কয়েক দিন আগে

এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য স্টেশন এলাকায় মাইকিং করে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেন। ২৯ ডিসেম্বর রবিবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ শুরু হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পাকশী জোনের বিভাগীয় ভূমি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুরুজ্জামান, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন, রেলওয়ে পুলিশের এসআই জালাল উদ্দিন ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের এস আই জিয়াউর রহমানসহ সঙ্গীয় ফোর্স ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সে সময় ২৫০টি অবৈধ চিহ্নিত স্থাপনার মধ্যে রেলস্টেশনের পাশের কয়েকটি দোকান ঘর ভেঙে দেওয়া হয়। পরে লালব্রিজ সংলগ্ন পশুহাট এলাকার কয়েকটি দোকান ঘর ভাঙা হয়।

এদিকে, কয়েক ২৫০টি অবৈধ চিহ্নিত স্থাপনার মধ্যে কিছু মাত্র উচ্ছেদ করার ঘটনা সাধারণ মানুষ নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে। এলাকাবাসী অভিযোগ তুলেছে যে ২৫০টি অবৈধ চিহ্নিত স্থাপনার মধ্যে শুধু দরিদ্রদের ছোট ছোট কিছু স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে অভিযান চালিয়ে। আসলে প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য দখলদারদের স্পর্শ করেনি উচ্ছেদ অভিযান। অনেকেই রেলওয়ের এ উচ্ছেদ অভিযানকে আইওয়াশ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তাদের দাবি, প্রভাবশালী দখলদারদের লাখ লাখ টাকায় কিছু সরকারি কর্মকর্তা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করছে। যাদের স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাদের অনেকেই জানান, রেলওয়ের কানুনগো ও নুরুজ্জামান কিছুদিন আগে এসেছিলেন। তারা তাদের সাথে যোগাযোগ করে কাগজ করে নেওয়ার কথা বলেছিল। কাগজ করার জন্য যোগাযোগ করা হলে তারা মোটা অংকের টাকা দাবি করেন। অতো টাকা জোগাড় করতে পারিনি। তবে সে সময় সমিতি করে প্রভাবশালী কয়েকজন অবৈধ দখলদার ৫ লাখ টাকা উত্তোলন করে দিয়ে আসে।

উচ্ছেদের শিকার শফিকুল, আবুল হাসান, জসিম নামের কয়েকজন ব্যবসায়ী জানায়, অবাক করার বিষয়, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এই চলামান উচ্ছেদ অভিযানকে একটি পক্ষ বির্তকিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। রেলওয়ে উচ্ছেদের নামে বাণিজ্য গড়ে তুলেছে তারা। মোটা অংকের টাকা দিলে বৈধ আর দিতে না পারলে অবৈধ। কেউ কেউ বলছে, যাদের স্থাপনায় ক্রস চিহ্ন একে দিয়েছিল, তাদের বহু দোকানদারের দোকান উচ্ছেদ করেনি। যে কারণে উচ্ছেদ অভিযান বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। এমনকি কুমার নদের মাঝে যারা অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ করে ব্যবসা করছে সেগুলিও স্পর্শ করেনি অথাকথিত অভিযান। নদীর মাঝের স্থাপনা কীভাবে বৈধ হয়? কীভাবে তা লিজ হয়? এমন প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

উচ্ছেদকৃত দোকান মালিকেরা দাবি করেন, দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা ছোট পরিসরে ব্যবসা পরিচালনা করছি। ব্যবসার টাকায় আমরা সংসার চালিয়ে যায়। ইতোমধ্যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কাগজ করার জন্য জানায়। কাগজ করার জন্য যোগাযোগ করা হলে তারা মোটা অংকের টাকা দাবি করে।

শফিকুল, আবুল হাসান, জসিম নামের ব্যবসায়ীরা আরো জানায়, অবাক করার বিষয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এই চলামান উচ্ছেদ অভিযানকে একটি পক্ষ বির্তকিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। রেলওয়ে উচ্ছেদের নামে বাণিজ্য গড়ে তুলেছে। মোটা অংকের টাকা দিলে বৈধ আর দিতে না পারলে অবৈধ। কেউ কেউ বলছে, যাদের স্থাপনায় ক্রস চিহ্ন একে দিয়েছিল, তাদের বহু দোকানদারের দোকান উচ্ছেদ করেনি। যে কারণে উচ্ছেদ অভিযান বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। তবে রেল কর্তৃপক্ষ বলছে আমরা শুধু মাত্র অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করছি।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

যুক্তরাষ্ট্ররে সব প্রেসিডেন্ট শান্তির কথা বলে কিন্তু যুদ্ধ শুরু করে। ইরানের প্রেস টিভিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছে আমেরিকার প্রখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডেনিস এটলার। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আমেরিকার স্বার্থ নিয়ে কাজ করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাব্রিলো কলেজের নৃ-বিজ্ঞানের সাবেক এ অধ্যাপক বলেন, সিরিয়া এবং ইরাকে অব্যাহতভাবে মার্কিন সেনারা যে দখলদারিত্ব কায়েম করে রেখেছে তা আন্তর্জাতিক সমস্ত রীতি-নীতি ও আইনের লংঘন। সিরিয়া সরকার এবং ইরাকের দেশপ্রেমিক শক্তিগুলো বারবার মার্কিন সেনাদের চলে যাওয়ার কথা বলেছে; তারপরেও তারা সেখানে দখলদারিত্ব কায়েম করে রেখেছে। মার্কিন সেনাদের এই দখলদারিত্বের কোন বৈধতা নেই।

ডেনিস এটলার বলেন, সিরিয়া এবং ইরাকে মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ চলছে তা মোটেই বিস্ময়কর কিছু নয়। প্রতিটি দেশের জনগণের নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার অধিকার থাকে।

সিরিয়া এবং ইরাকে মার্কিন সেনারা যে হামলা চালাচ্ছে তার কড়া সমালোচনা করেন আমেরিকার এ বিশ্লেষক। তিনি বলেন, আমেরিকার প্রতিটি প্রেসিডেন্ট শান্তির কথা বলেছে কিন্তু তারা যুদ্ধ শুরু করেছে।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারে ক্রুসেডার সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বক্তব্য দিয়েছে তাকে পাগলামি বলে মন্তব্য করেন ডেনিস এটলার।

সূত্র: পার্সটুডে

সূচক, শেয়ার দর, মূলধন কমে দেশের শেয়ারবাজার এখন গভীর খাদে। চরম বিপর্যস্ত শেয়ারবাজারে গত এক বছরে মূলধন কমেছে ৫৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। এ সময় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক প্রায় ১১০০ পয়েন্ট নেমে গেছে। মন্দায় মূলধন হারিয়ে বাজার ছেড়ে গেছেন দুই লাখ বিনিয়োগকারী।

ব্রোকারহাউস, কোম্পানির পরিচালকরা মিলে কারসাজির সিন্ডিকেট আরও পোক্ত হয়েছে। ভুয়া আর্থিক প্রতিবেদন, মিথ্যা তথ্য, গুজব ছড়িয়ে শেয়ারের দর নিয়ন্ত্রণ করে সিন্ডিকেটের পকেটে গেছে কোটি কোটি টাকা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাজারে আস্থা আসতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপ ছিল না বিদায়ী বছরে।

আস্থার সংকট কাটানো সম্ভব হয়নি। কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ফলে ২০১০ সালে ভয়াবহ দরপতনে পুঁজি হারানো লাখ লাখ সাধারণ বিনিয়োগকারী কিছুই পায়নি। বরং তারা নতুন করে মূলধন হারিয়েছেন। শেয়ারবাজার বিনিয়োগকারীদের জন্য চরম হতাশার বছর গিয়েছে ২০১৯।

বছরের শুরুতে বাজার পরিস্থিতি তুলনামূলক ঊর্ধ্বমুখী ছিল। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে ডিএসইর সূচক ৫ হাজার ৪৬৫ পয়েন্ট দিয়ে শুরু হয়। ওই মাসেই সূচক প্রায় ৬ হাজার পয়েন্টের কাছাকাছি যায়। এরপরে জুন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ হাজারের ঘরে ছিল সূচক। অক্টোবর থেকে সূচকের পতন শুরু হয়

ডিসেম্বরে এসে সাড়ে চার হাজার পয়েন্ট থেকে নামতে নামতে এখন ডিএসইএক্স পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৪৩৩। শেয়ার দর কমতে থাকায় ডিএসই বাজার মূলধন কমেছে ৫৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। বছরের শুরুতে ডিএসইর মোট বাজার মূলধন ছিল তিন লাখ ৯১ হাজার কোটি টাকা। বছরের শেষে এসে তিন লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কেনা শেয়ার মূল্য থেকেই কমেছে এই অর্থ। বাজারের এমন চরম দৈন্য-দশায় বছর জুড়েই ছিল ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিক্ষোভ। মতিঝিলের রাস্তায় নেমে প্রতিদিনই

বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন ক্রমেই নিঃস্ব হওয়া বিনিয়োগকারীরা। পুঁজি হারিয়ে দুই লাখের বেশি বিনিয়োগকারী শেয়ারবাজার ছেড়ে গেছেন এ বছর। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীর বেনিফিসিয়ারি অ্যাকাউন্ট (বিও) ছিল ২৭ লাখ ৭৯ হাজার। সর্বশেষ তা আছে ২৫ লাখ ৭৮ হাজার। অর্থাৎ কেউ আস্থা পাচ্ছে না বাজারে বিনিয়োগ ধরে রাখতে। গত দুই মাসে বাজার যেভাবে পড়েছে তাতে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে বাজার স্থিতিশীলতায় কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, বাজার স্থিতিশীলতার জন্য দরকার বৃহৎ মূলধনী কোম্পানি বাজারে নিয়ে আসা। বর্তমানে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) বন্ধ থাকায় শেয়ারবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহে এক প্রকার ধস নেমেছে। বিদায়ী ২০১৯ সালে আইপিও ও রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে কোম্পানিগুলোর অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে ছিল। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৯ সালে আইপিও ও রাইট শেয়ার ইস্যু করে পুঁজিবাজার থেকে ৬৪১ কোটি ৯৩ লাখ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে এ দুই মাধ্যমে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয় ৬৫৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা। বর্তমান কমিশনের অনুমোদন দেওয়া প্রায় অর্ধশতাধিক কোম্পানির শেয়ারের দাম ইস্যু মূল্য অথবা ফেসভ্যালুর নিচে নেমে গেছে। আইপিওতে আসা কোম্পানিগুলোর এমন করুণ অবস্থার কারণে সমালোচনার মুখে পড়ে কমিশন।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

চলতি বছর (২০১৯ সাল) বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক বলেছে বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। মতপ্রকাশের অধিকার, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, হেফাজতে মৃত্যু, গুম, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে এ কথা বলেছে সংগঠনটি।

আজ মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে আসক। যেখানে বলা হয়, চলতি বছর বাংলাদেশে ৩৮৮ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। আওয়ামী দালাল কথিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে মারা গেছেন ১৪ জন। আর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে ও নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন ৪৩ জন বাংলাদেশি। এর বাইরে শিশু নিহত হয়েছে ৪৮৭ জন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে অপহরণ গুম ও নিখোঁজের শিকার হয়েছেন ১৩ জন। ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার

হয়েছেন ১ হাজার ৪১৩ জন। ২০১৮ সালে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৭১৩ আর বিএসএফের গুলিতে মারা যায় ১৪ জন।

সংবাদ সম্মেলনে এ সময় উপস্থিত ছিলেন আসকের নির্বাহী পরিচালক শীপা হাফিজ, নির্বাহী পরিষদের মহাসচিব তাহমিনা রহমান, উপপরিচালক নিনা গোস্বামী ও সমন্বয়কারী আবু আহমেদ ফয়জুল কবির।

মানবাধিকারের ক্ষেত্রগুলোর চলতি বছরের পর্যালোচনায় আসক বলছে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে কথিত সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বন্ধ হয়নি। উল্টো সরকারের পক্ষ থেকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলো অস্বীকার করা হয়েছে। লিখিত প্রতিবেদনে আসক বলছে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৩৮৮ জনের মধ্যে সন্ত্রাসী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছেন ৩৫৬ জন।

এ ছাড়া, চলতি বছর আলোচিত বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনার উদাহরণ দিয়ে আসক বলেছে, বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় চলতি বছরও সত্য প্রকাশের কারণে কথিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা মামলা, গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া, বাধা এসেছে ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠনের সন্ত্রাসী নেতা-কর্মীদের দ্বারাও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হকসহ বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ২৮ জনকে নির্যাতনের কথাও তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে।

চলতি বছর আলোচিত ঘটনাগুলোর মধ্যে ছিল ফেনীর সোনাগাজীর মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যাকাণ্ড। ওই ঘটনার উদাহরণ দিয়ে চলতি বছর নারীর প্রতি যৌন হয়রানি ও উত্ত্যক্তকরণের চিত্র পর্যালোচনা করেছে আসক। তারা বলছে, এ বছর যৌন হয়রানি ও উত্ত্যক্তের শিকার হয়েছেন ২৫৮ জন নারী। এসব ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়েও নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হন আরও ৪৪ জন পুরুষ। উত্ত্যক্ত করার কারণে আত্মহত্যা করেছেন ১৭ জন নারী। আর যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে চারজন নারীসহ মোট খুন হয়েছেন ১৭ জন। ২০১৮ সালে দেশে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন ১৭০ জন নারী।

আসকের প্রতিবেদনে শিশু নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় চলতি বছর শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। কন্যাশিশু ধর্ষণের পাশাপাশি ছেলেশিশুও ধর্ষণের শিকার হয়েছে। নিহত হয়েছে ৪৮৭ জন। এসব শিশুর মৃত্যুর অন্যতম কারণ শারীরিক নির্যাতনে হত্যা, ধর্ষণের পর হত্যা ও ধর্ষণচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হত্যা। ২০১৮ সালে শিশু নিহতের সংখ্যা ছিল ৪১৯।

এর বাইরে গণপিটুনি, শ্রমিক অধিকার, সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনাগুলোও তুলে ধরা হয় আসকের প্রতিবেদনে।

সুত্রঃ প্রথম আলো

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ আরো একবার সিসিএ, এনআরসি, এনপিআরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে। গত সোমবার দেওবন্দে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওলামায়ে হিন্দ নেতাদের উপস্থিতিতে এ বিক্ষোভে অংশ নেন সর্বস্তরের জনগণ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, এটি কোনও বিক্ষোভ নয়, সিসিএ এবং এনআরসি, এনআপপির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সমাবেশে বক্তারা বলেন, আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি প্রতিবাদ জানাতে, এটা আমাদের অধিকার।

সরকারের কঠোরতা যত বাড়বে, ততই এই আন্দোলন তীব্র হবে। আমরা আন্দোলন করতে আসিনি, আন্দোলনে নামলে সরকারের পতন হবে। সিএএ এবং এনআরসি হল দেশের মানুষের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা জাহির আহমেদ, আমির উসমানী, মৌলভী মাহমুদ বাহরাইচি, মাওলানা ইব্রাহিম কাসিমি।

নিজেদের রাষ্ট্র ও মাতৃভূমিতেই পরাধিনতার জীবন-জাপন করতে হচ্ছে আল-আকসার পবিত্র ভূমীর মজলুম ফিলিস্তিনীদের। অন্যদিকে উড়ে এসে ঝেকে বসা দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা একের পর এক মুসলিম বসত-বাড়ি ভেঙ্গে নির্মাণ করছে তাদের অবৈধ আবাসস্থল।

এর জন্য সামন্য প্রতিবাদটুকুও করতে পারছেন না ফিলিস্তিনীরা, করলে বুকে নিতে হবে বুলেট নয়ত কারাবন্দী ।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আশ-শিহাব এর এক প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, শুধু ২০১৯ সালেই দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাঈলী সন্ত্রাসী বাহিনী ৫৫০০ এরও অধিক ফিলিস্তিনি

মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে।
যাদের মধ্যে ১২৮ জন নারী ও ৮৮৯ জনই শিশু।

২০১৯ সালে ভারতীয় মালাউন বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশ সীমান্তে সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালানো ও নির্যাতন আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গিয়েছে, ২০১৯ সালে অর্থাৎ এক বছরেই ৪৩ জনেরও অধিক বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় বিএসএফ সন্ত্রাসী বাহিনী। গত বছর যা ছিল ১৪ জনে।

গতকাল আইন ও সালিশ কেন্দ্রের উর্ধতন সমন্বয়কারী আবু আহমেদ ফাইজুল কবির ডেইলি স্টারকে জানান," ৪৩ বাংলাদেশীর মধ্যে ৩৭ জন গুলিতে নিহত হয়েছেন, বাকী ৬ জন মালাউন বিএসএফ কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।" যা আজকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য মতে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় মমালাউন বিএসএফ এর হাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪৬ বাংলাদেশী প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। ২০১৬ তে সংখ্যাটি ছিলো ৩১ জন ও ২০১৭ তে ২৪ জনে।

মানবাধিকার সুরক্ষা কর্মীদের মতে, নিরস্ত্র ও সাধারণ লোক হত্যা করা "সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ হতে পারেনা"। যা ভারত নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে করে থাকে।

ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লোকজন দৈনন্দিন প্রয়োজনে নিয়মিত সীমান্ত পারাপার হয়ে থাকেন। এসময় বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী কর্তৃক ভারতীয় কোন নাগরিক হত্যা না হলেও বিপরীত প্রতিনিয়ত ভারতীয় মালাউন সীমান্ত রক্ষীদের নির্যাতন ও গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হচ্ছে বাংলাদেশীদের।

ভারতীয় মালাউন বিএসএফের উর্ধতন কর্মকর্তারা সীমান্ত হত্যা শূন্যতে নামিয়ে আনার প্রতিবার অঙ্গীকার করলেও তা যেন লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মতো দিন দিন বেড়েই চলেছে।
হত্যা, নির্যাতন কী না হচ্ছে সীমান্তে ভারতীয় মালাউন বিএসএফের দ্বারা?
এ বছরের এপ্রিলের শেষের সপ্তাহে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে বিএসএফ এক বাংলাদেশী যুবককে ধরে ১০ আঙ্গুলের নখ উপড়ে ফেলে!

সীমান্তে বর্বরোচিত নির্যাতনটি মিডিয়ায় আলোড়ন তোলে, মানবাধিকার সুরক্ষা অধিদপ্তর বিএসএফের এহেন ঘৃণ্য নির্যাতনের নিন্দা করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান পত্রিকার সাক্ষাতকারে ঘটনাটিতে ভারতের অযাচিত বাড়াবাড়ি বলে উল্লেখ করলেও বিপরীতে ভারত প্রীতি বাংলাদেশ ত্বাগুত সরকার এই হত্যাকান্ডের কোন সুষ্ঠু বিচারতো দূরের কথা সামন্য প্রতিবাদটুকুও করছে না। বার বার ভারতকে বন্ধু রাষ্ট্র বলে দেশটির সাধারণ জনগণ এই ত্বাগুত সরকার হরহামেশাই মুলা খাওয়াচ্ছে! অন্যদিকে যারাই এর প্রতিবাদ করছে তাদেরকে ঘুম, খুন-হত্যা ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যার প্রমাণ আবরার হত্যা থেকে শুরু করে ঢাবির শিক্ষার্থীদের উপর হামলা, সাংবাদিকদেরকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা, এমন কোন পন্থাই বাকি রাখেনি এই ত্বাগুত সরকার যা তারা ভারতের স্বার্থ রক্ষার্থে করেনি।

ভারতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন,
"...দুর্ভাগ্যের বিষয় সরকার সীমান্তের ঘটনাগুলো নিয়ে কোন বিবৃতি দিচ্ছে না। মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা ভারতের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে নিয়মিত কথা দেন, কিন্তু আমরা সীমান্তে কোন উন্নতি বা তার প্রতিফলন দেখছি না।"

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আরো বলেন,
"সরকার বলছে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে ভালো। কিন্তু সীমান্ত হত্যা বেড়েই চলেছে...এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।"

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, এশিয়া ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ব্রাড এডামস ডেইলি স্টারকে জানান," ভারতীয় সরকারের সীমান্তে দুর্ব্যবহার ও পেশিবল হ্রাসের প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও বিএসএফ জওয়ানদের ঠাণ্ডা মাথায় সন্ত্রাসী তাণ্ডব যেন কমছেই না।"

২০০০ সালের পরে ১০০০ এরও বেশি বাংলাদেশী সীমান্তে ভারতীয় মালাউন বিএসেফ এর ঠাণ্ডা মাথার সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছেন।

২০১১ সালের ৭ই জানুয়ারি ভারতের অনন্তপুর সীমান্ত দিয়ে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলায় নিজ বাড়ীতে বাবার সাথে ফেরার পথে ১৫ বছরের ছোট্ট মেয়ে ফেলানী হত্যা বিশ্ব মিডিয়ায় নিন্দার ঝড় তোলে।

মেয়েটিকে নির্যাতন করে হত্যার পর ভারতীয় মালাউন পশুগুলো মেয়েটিকে সীমান্তের কাটাতারে ঝুলিয়ে রাখে। ঘটনাটির নয় বছর পেরিয়ে গেলেও ভোক্তভোগী পরিবারটি এখনো সুবিচার পায়নি।

সর্বশেষ এটাই স্পষ্ট কথা যে, এই ত্বাগুত সরকার ও তার মন্ত্রীরা আমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করছেনা, আমাদের জন্য তাদের বিন্দু পরিমাণও সমবেদনা নেই। তারা তো ঐপারের মালাউনদের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যাস্ত। এখন আমাদেরকেই আমাদের ফলাফল বাছাই করে নিতে হবে, হয়তো লাঞ্ছনার জিন্দেগি নয়তো সম্মান ও মাথা উচু করে শত্রুর চোখে চোখ রেখে রুখে দাড়াবার জিন্দেগি।

বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ২০১৯-কে হালাল করার জন্য কিছু অস্বাভাবিক কাজ করছে ভারত। দেশটির কিছু ব্যক্তি বাংলাদেশকে এমন সহিংস রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করছে, যেখান থেকে হিন্দুরা ভারতে পালিয়ে যাচ্ছে।

গত সপ্তাহে ভারতের রাজ্যসভায় পাস হয়েছে সিএএ। এই আইনের অধীনে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দেয়া হবে। বিলে মুসলিমদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি, রোহিঙ্গাদের মতো নির্যাতিত গোষ্ঠির নামও নেই। জাতিসংঘ এই বিলটিকে ‘প্রকৃতিগতভাবেই বৈষম্যমূলক’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

কিন্তু এই পয়েন্টটি ভারতের বিলের পক্ষের লোকেরা স্বীকার করছে না। তারা বিলের বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য থেকে নজর অন্যদিকে সরাতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি সামনে নিয়ে আসছে। আর সুনির্দিষ্টভাবে বললে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করছে তারা।

তিনি এর আগে পার্লামেন্টে বলেছে যে, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। সে আরও বলেছে যে, ১৯৪৭ সালে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ছিল পুরো জনসংখ্যার ২২ শতাংশ, আর এখন সেটা ৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে প্রশ্ন করে, “তাদেরকে কি হত্যা করা হয়েছে? তাদেরকে কি জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে? তাদেরকে কি ভারতে ঠেলে দেয়া হয়েছে”?

তার বক্তব্যে সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করা হয়েছে, এবং আদমশুমারির তথ্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় কম হলেও মুসলমানদের চেয়েও অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দেশভাগের পর থেকেই বাংলাদেশ থেকে অনেক হিন্দুরা দেশ ছেড়ে গেছে। কিন্তু শুধু এটুকু বললে সত্য অস্বীকার করা হবে। কারণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অব্যাহত নির্যাতনের কারণে তারা দেশ ছেড়ে যায়নি। মানুষের দেশ ছাড়ার ঘটনাগুলো অনেক বেশি সূক্ষ্ম।

শুরুতেই বলতে হবে যে, ১৯৭১ সালের আগে বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল, তখনই এর বড় একটা অংশের স্থানান্তর ঘটেছে। ১৯৭৪ সালে যে শুমারি করা হয়, সেখানেই দেখা গেছে যে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমে এক তৃতীয়াংশ কমে ১৪.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এই হার হ্রাসের একটা বড় কারণ হলো নতুন গঠিত জাতি রাষ্ট্র, যেখানে জনসংখ্যার বিনিময় হয়েছে; এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পরিকল্পিতভাবে জাতিগত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিধনযজ্ঞও চালিয়েছিল যাদের মধ্যে অমুসলিম ও মুসলিম উভয়ই ছিল।

ইতোমধ্যে, অমুসলিমদের ভারত গমন বেড়ে যাওয়ার একটা কারণ ছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে মুসলিমদের আগমণ ঘটে। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারির হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৩৪ মিলিয়ন এবং ১৯৬১ সালে সেটা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৬৫ মিলিয়ন হয়ে যায়। এ কারণে আনুপাতিক হারে তারতম্য ঘটে।

ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে মানুষের স্থানান্তরের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল ও এই প্রক্রিয়াটি ঘটেছে প্রায় আধা শতাব্দি ধরে এবং বহু মিলিয়ন মানুষ এ সময়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। ঘরবাড়ি, কাগজপত্রাদি এবং জীবন হারিয়েছে। জনসংখ্যার হাতবদলের সাথে সাথে মানচিত্র বদলেছে। কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বেহিসাবী নাগরিকত্ব দিয়ে দিলেই শুধু বহু পুরাতন এই সমস্যার সমাধান হবে না। আইনি এই পদক্ষেপটি শুধু বৈষম্যমূলকই নয়, এটা খুবই সাদামাটা এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে এখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

আর এটাকে বৈধ করার জন্যেই অযৌক্তিকভাবে এবং কোন তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে হিন্দুদের বৈষম্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

SOURCE-দ্য ডেইলি স্টার

সংশোধিত কথিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরুর পর গত এক সপ্তাহ আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিল, দেশে কোনো 'ডিটেনশন ক্যাম্প' (বন্দিশিবির) নেই। অথচ আসামের গোয়ালপাড়ায় ঘন বন সাফ করে সাতটি ফুটবল মাঠের সমান বন্দিশিবির নির্মাণের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। সেখানে আছে আরো পাঁচটি বন্দিশিবির।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, এনআরসি আর সিএএ অনুযায়ী যারা আর ভারতের নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবেন না তাদের মধ্যে অন্তত ৩ হাজার জনকে বৃহত্তম ওই বন্দিশিবিরে রাখা হবে। আসাম রাজ্য সরকারের একটি সূত্র জানাচ্ছে, আগামী বছরের মার্চের মধ্যেই ভারতের বৃহত্তম এই বন্দিশিবিরের কাজ শেষ হবে।

আসামের প্রাদেশিক রাজধানী গোহাটি থেকে ১২৯ কিলোমিটার দূরের গোয়ালপাড়া মাতিয়া নামক স্থানে ২৫ বিঘা জমির ওপর ৪৬ কোটি রুপি ব্যয়ে ওই বন্দিশিবির নির্মাণ করা হচ্ছে। গোটা বন্দিশিবিরের চারপাশে তোলা হচ্ছে ২০ থেকে ২২ ফুট উঁচু দেয়াল। এ ছাড়া সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন থাকবে।

নির্মাণের দায়িত্বে থাকা সাইট সুপারভাইজার মুকেশ বসুমাতারি আনন্দবাজারকে বলেন, 'এ মাসের (ডিসেম্বরের) মধ্যে আমাদের কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে কাজ বন্ধ থাকায় তাতে খানিকটা সময় বেশি লাগছে। কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য কাঁচামাল সময়মতো পৌঁছবে কি না, তা নিয়েই এখন আমি বেশি চিন্তিত।'

মুকেশ বসুমাতারি জানালেন, গোয়ালপাড়ার ওই বন্দিশিবিরে চারতলা মোট ১৫টি বাড়ি বানানো হবে। প্রতিটি বাড়িতে থাকবেন কমপক্ষে ২০০ জন। এ ছাড়া সেখানে নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য আবাসস্থল, একটি হাসপাতাল, একটি স্কুল, সরকারি রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর ও কমিউনিটি হল।

এ ছাড়া বন্দিশিবিরটির অন্যত্র নির্মাণ করা হচ্ছে টয়লেট কমপ্লেক্স। তার ৬টি ব্লক বানানো হচ্ছে। প্রতিটি ব্লকে থাকছে ১৫টি টয়লেট এবং ১৫টি বাথরুম। নাম প্রকাশ না করার শর্তে আসামের এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে

আসামের কারাগারে থাকা ৯০০ বন্দীকে এই বন্দিশিবিরে আনা হবে।
আসামের চূড়ান্ত নাগরিক তালিকা থেকে বাদ পড়া অনেক মানুষ এই বন্দিশিবির নির্মাণের সাথে জড়িত। নিজেদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে না পারলে এই শ্রমিকদের অনেকেরই ঠাঁই হতে পারে এই বন্দিশিবিরে। এ ছাড়া সম্প্রতি পাস হওয়া নাগরিকত্ব আইনে বাদ পড়া মুসলিমদেরও পাঠানো হবে এসব বন্দিশিবিরে।
গোয়ালপাড়ার কাছাকাছি নির্মাণাধীন এই বন্দিশিবিরসহ মোট ১০টি বন্দিশিবির নির্মাণের পরিকল্পনা আছে ভারত সরকারের। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো আরো জানিয়েছে, বন্দিশিবিরগুলোকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে। এ ছাড়া উঁচু দেয়াল টপকে পালাতে যাতে না পারে তাই থাকবে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার।
বন্দিশিবির নির্মাণের বিশাল কর্মকাণ্ড দেখতে সরকারি কর্মকর্তা ছাড়াও আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক মানুষ সেখানে ভিড় করছেন। ওই এলাকার চারপাশে বসেছে বেশ কিছু চা ও খাবারের দোকান। অনেকে আবার বলছেন, বন্দিশিবির চালু হলে সেখানে কাজ জুটবে আশপাশের গ্রামবাসীদের।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে উত্তপ্ত গোটা ভারত। আন্দোলন ঠেকাতে শক্ত দমননীতি গ্রহণ করেছে দেশটির উত্তরপ্রদেশ মালাউন সরকার। মেরুট, সম্ভল, কানপুর, ফিরোজাবাদ, লাখনৌসহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে রাজ্য পুলিশ। আন্দোলন ঠেকাতে ইতোমধ্যে ৪৯৮ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের মিথ্যা অভিযোগে পুলিশি হেফাজতে নেয়া হয়েছে পাঁচ হাজারের বেশি বিক্ষোভকারীকে। গ্রেফতার হয়েছেন এক হাজার ২৪৬ জন।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও চলছে কড়া নজরদারি। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ সূত্র জানায়, প্রায় ২১ হাজার পোস্টকে আপত্তিকর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১০ হাজার ৩৮০ টুইট, ১০ হাজার ৩৩৯ ফেসবুক পোস্ট এবং ইউটিউবের ১৮১টি ভিডিও। সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর পোস্ট করার অভিযোগে ৯৫টি মামলা করা হয়েছে।
সন্ত্রাসী প্রশাসনের এই অপতৎপরতায় বাহবা জানিয়েছে মালাউন যোগীর দফতর। সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ অনেকাংশে আদায় করা গেছে বলে প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়। বুলন্দশহরে প্রায় ছয় লাখের বেশি টাকা তোলা হয়েছে। এক ভিডিওতে দেখা গেছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকরা সেই অঙ্কের ডিমান্ড ড্রাফট তুলে দিচ্ছেন সরকারি অফিসারের হাতে।

জানা গেছে, বিশিষ্ট মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি দল সরকারের হাতে মোট ৬.২৭ লাখ টাকার একটি চেক তুলে দেন।

পাকিস্তানে চলে যান, হুমকি পুলিশের

উত্তরপ্রদেশের বিক্ষোভে গত শুক্রবার মুসলিম বিক্ষোভকারীদেরকে সরাসরি পাকিস্তানে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন মিরাটের পুলিশ সুপার। গোটা ঘটনার ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে। নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর নতুন করে শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়। সেই বিক্ষোভকে সামাল দিতে গিয়েই ওই মন্তব্য করে পুলিশকর্তা, যা ধরা পড়েছে ভিডিওতে। মোবাইল ফোনে রেকর্ড করা ভিডিওটিতে দেখা গেছে, মিরাটের পুলিশ সুপার অখিলেশ নারায়ণ সিং একটি মুসলিম প্রধান এলাকায় সরু গলির মধ্যে আরো কয়েকজন পুলিশকর্মীকে নিয়ে ঢোকেন। রায়ট গিয়ার পরে তাদের গলিতে হাঁটতে দেখা যায়। সেখানে মাথায় টুপি পরা কয়েকজনকে অখিলেশ বলেন, 'কোথায় যাবে তোমরা? এই গলিতো আমি এবার ঠিক করব।' সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক স্থানীয় বাসিন্দা তখন বলেন, তারা শুক্রবারের নামাজ পড়ছিলেন। তার উত্তরে অখিলেশ বলেন, 'সে তো ঠিক আছে। কিন্তু হাতে এসব কালো আর নীল ব্যাজ যারা লাগিয়েছে, তাদের বলে দাও পাকিস্তানে চলে যেতে।' পুলিশ সুপার আরো বলে, 'এ দেশে থাকতে না চাইলে চলে যাও। থাকবে এখানে আর গান গাইবে অন্য জায়গার?' এর উত্তরে এক মুসলিম বলেন, 'আপনি ঠিকই বলছেন।' প্রত্যেক ঘর থেকে প্রত্যেককে বের করে জেলে ঢুকিয়ে দেয়ার হুমকিও দেয় ওই পুলিশ সুপার।

উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশে বিক্ষোভের জেরে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৯ জনের। এক তৃতীয়াংশ জায়গায় ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ আর্মড কনস্ট্যাবুলারির ১২ হাজার সেনা এবং তিন হাজারের বেশি আধা সন্ত্রাসীবাহিনী টহল দিচ্ছে যোগীর রাজ্যে।

ভারতে নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ একদিকে তীব্র হচ্ছে, একইসাথে বাড়ছে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের 'লাঠির' ব্যবহার। সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময় থেকেই বিরোধীদের দমনে লাঠির ব্যবহার চলে আসছে, যেটা মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

গত দুই সপ্তাহের বিক্ষোভে অন্তত ২৭ জন নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই মারা গেছে গুলিতে। তবে আরও শত শত বিক্ষোভকারী আহত হয়েছে এবং দাঙ্গা পুলিশ তাদের দমনে বাঁশের লাঠি ব্যবহার করেছে।

মিডিয়াতে প্রচারিত ছবিতে দেখা গেছে সন্ত্রাসীরা বিক্ষোভকারীদেরকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাছবিচারহীনভাবে পথিক এমনকি কম বয়সী শিশুদের উপরও পেটানো হচ্ছে। এ ধরণের ছবি জনমানুষের ক্ষোভ আরও উসকে দিয়েছে।

একটি ভিডিওতে দেখা গেছে নয়াদিল্লীতে এক পুরুষ শিক্ষার্থীকে পুলিশের লাঠির আঘাত থেকে বাঁচাচ্ছে তার সহপাঠি মুসলিম মেয়েরা। এই ভিডিওটি সোশাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

যারা পুলিশের ১.৮ মিটার দীর্ঘ বাঁশ বা প্লাস্টিকের লাঠির আঘাত খেয়েছেন, তারা বলেছেন যে এটা তাৎক্ষণিকভাবে আঘাতের জায়গাকে অবশ করে দেয় এবং এর ব্যাথা কয়েক দিন ধরে থাকে।

একাধিক আঘাতে অনেক সময় হাড় ভেঙ্গে যায়, পঙ্গু হয়ে যায় এবং এমনকি মানুষ মারাও যেতে পারে।

অলাভজনক অধিকার গ্রুপ পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজের (পিইউসিএল) সেক্রেটারি জেনারেল ভি সুরেশ বলেছেন, “জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার অস্ত্র হিসেবে লাঠির ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এটা এখন একটা মারণাস্ত্র হয়ে উঠেছে”।

সুরেশ বলেন, “এটা অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং এতটা ব্যবহার করা হচ্ছে যে, দেশ হিসেবে আমাদের অভ্যাসে চলে এসেছে এটা। লাঠিকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখা হয় কিন্তু এটা একটা ভয়াবহ অস্ত্র”।

“কোন কিছু দিয়েই এর বর্বর ব্যবহারের বৈধতা দেয়া যায় না”।

অনেকের বিশ্বাস লাঠির উৎস হলো দক্ষিণ এশিয়া যেখানে মার্শাল আর্টের অস্ত্র হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতো। সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদার তাদের প্রজাদের উপরও লাঠির ব্যবহার করতো এবং এভাবেই এটা ক্ষমতা আর কর্তৃত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ভারতে এই অস্ত্রটি আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে যখন ব্রিটিশরা উনবিংশ ও বিংশ শতকে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদেরকে দমানে এই লাঠির ব্যবহার শুরু করে।

ব্রিটিশরা এমনকি লাঠি ব্যবহারের জন্য গাইডলাইনও তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে, ‘জ্যাবিং’ – যার অর্থ হলো পেটের দিকে আঘাত করা, এবং ‘কাটিং’ – যার অর্থ হলো ঘাড়ে বা মাথায় আঘাত করা।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক সাইয়েদ আলি কাজিম বললেন, “লাঠি হলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার”।

তিনি বলেন, “স্পষ্ট ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে যে, (মুক্তি যোদ্ধা) লালা লাজপাত রায় নিহত হয়েছিলেন যখন ব্রিটিশরা এক বিক্ষোভের সময় তারা মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল”।

ব্রিটিশরা ১৯৪৭ সালে দেশ ছেড়ে গেছে কিন্তু লাঠির ব্যবহার এখনও রয়ে গেছে।

ভারতের বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনবিরোধী প্রতিবাদে সামিল হয়ে সব থেকে বেশিসংখ্যক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে উত্তর প্রদেশে। ঘটনা তদন্তে গঠিত এক স্বাধীন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, বিক্ষোভকারীকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে গুলি চালিয়েছে সেখানকার পুলিশ। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে প্রতিনিয়ত হেনস্তার শিকার হচ্ছে। হাজার হাজার মুসলিমকে আটক ও পুড়িয়ে মারার হুমকির পাশাপাশি তাদের পাকিস্তানে চলে যেতে বলা হচ্ছে। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথ ও সেখানকার পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিতর্কিত অবস্থান ও বক্তব্যে নিন্দার ঝড় বইছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো দাবি করেছে, বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।

গত ১২ ডিসেম্বর অনুমোদন পাওয়া ভারতের সংশোধিত আইনে প্রতিবেশি তিন দেশ থেকে যাওয়া মুসলিমদের বাদ দিয়ে অন্যদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর প্রতিবাদে সংঘটিত বিক্ষোভে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৫ জন নিহত হয়েছে। এদের

মধ্যে ১৯ জনই উত্তর প্রদেশের। রাজ্যের ৬ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে বন্দি করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে সহিংস বিক্ষোভে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ১ হাজারের অধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো এসব অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে।

উত্তর প্রদেশে নিহত ১৯ জনের একজন হলেন বিজনোর শহরের বাসিন্দা সুলেমান হুসাইন (২০)। তার বাবা জাহিদ হুসাইন কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে বলেছেন, '২০ ডিসেম্বর নামাজ শেষে সুলেমান যখন বাড়ি ফিরছিল, তখন পুলিশ বিক্ষোভকারীদের লাঠিচার্জ শুরু করে। সবাই দৌঁড়ে পালালেও সে অসুস্থ থাকায় পারেনি। পুলিশ তাকে ধরে ফেলে এবং গুলি চালায়।'

বিজনোরের পুলিশ সন্ত্রাসী অরুণ কুমার গুলি চালানোর কথা স্বীকার করেছে। বিজনোরের বাসিন্দারা জানিয়েছে, পুলিশ তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন নামের একজন আল জাজিরাকে বলেছেন, পুলিশ দরোজা ভেঙে আমার পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ভাই শামসুদ্দিনের বাড়িতে প্রবেশ করে। সবাইকে লাঠিপেটা করে। তিনি বলেন, 'দরোজা ভেঙে তাকে টেনে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায় এবং পেটায়। সে এখন কারাবন্দি।' জাহিদ বলেছেন, 'সেখানে ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করায় অনেকেই দরোজা বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে অবস্থান করছে। পুলিশি নৃশংসতার কারণে অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।'

সদ্য প্রকাশিত এক ভিডিওতে দাঙ্গা পোশাক পরিহিত পুলিশ কর্মকর্তাকে দুই বেসামরিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। টুপি পরিহিত ওই ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'কোথায় যাবে? এই গলি আমি ঠিক করে দেবো।' আলাপরত ব্যক্তিরা নামাজ পড়তে যাওয়ার কথা জানালে পুলিশ কর্মকর্তা তখন বলেন, 'এখানে যারা কালো ও নীল ব্যাজ পরে আছে তাদের পাকিস্তানে চলে যেতে বলো।' তখন আরেক পুলিশ কর্মকর্তাকে বলতে শোনা যায়, 'সব কটাকে পুড়িয়ে দিতে এক সেকেন্ড লাগবে।'

পরে পুলিশ সন্ত্রাসী অখিলেশ নারায়ণ সিং মুসলিমদের উদ্দেশে বলে, 'খাবে এক জায়গার, আর প্রশংসা করবে অন্য জায়গার। ভারতে থাকতে না চাইলে পাকিস্তানে চলে যাও।' উপস্থিত দুই ব্যক্তি 'ঠিক বলেছ' বলে চলে যেতে উদ্যত হলে আবারও ফিরে আসে পুলিশ সন্ত্রাসী। বলে, 'আমি প্রতিটি বাড়ির সবাইকে জেলে পাঠাবো।'

এর আগে বিক্ষোভে সহিংসতার ঘটনায় 'বদলা' নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল উত্তর প্রদেশে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। এই সপ্তাহের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিল, ' আন্দোলনকারীদের সম্পত্তি নিলাম করেই অর্থ উসুল করা হবে। এই

হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিশোধ নেবো।’ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে মোট ৪৯৮ জনকে শনাক্ত করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। এদের মধ্যে শুধু মিরাটেই রয়েছে ১৪৮ জন। বৃহস্পতিবার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় বিক্ষোভে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট এক হাজার ১১৩ জনকে আটক করা হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গত শুক্রবার প্রশাসনের হাতে ৬ লাখ ২৭ হাজার ৫০৭ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট তুলে দেয় স্থানীয় মুসলমানেরা।

শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কার্যালয়ের অফিসিয়াল টুইটে বলা হয়, ‘সব দাঙ্গাকারী ভয় পেয়েছে। সব সমস্যা সৃষ্টিকারীও ভয় পেয়েছে। যোগী আদিত্যনাথ সরকারের কঠোরতায় সবাই চুপ হয়ে গেছে।’ এর পরে ওই টুইটারে হ্যাশট্যাগ দ্যগ্রেট-সিএমযোগী বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।

কংগ্রেসের মুখপাত্র নওয়াব মালিক বার্তা সংস্থা এএনআইকে বলেছেন, মানুষের বিক্ষোভের অধিকার রয়েছে। দেশের অন্য অংশের বিক্ষোভকারীরা শান্ত থাকলেও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ধর্মের ভিত্তিকে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দিয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, পুলিশ সেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে। উত্তর প্রদেশ ঘুরে আসা অনুসন্ধানী দলের সদস্য অ্যাক্টিভিস্ট কবিতা কৃশান সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘মুসলিম কলোনির মানুষেরা রাত জেগে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। তারা পুলিশি অভিযান বা সাম্প্রদায়িক হামলার আশঙ্কায় ভীত।’

আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করতেই সেখান থেকে যারা ঘুরে এসেছেন এবং দিল্লির উত্তর প্রদেশ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ করছেন তাদের বন্দি করা হচ্ছে।

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ কুফ্ফার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া-মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবত তীব্র অভিযান চালিয়ে আসছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ৩০ই ডিসেম্বর কুখ্যাত নুসাইরী কাফের/মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক বহর টার্গেট করে ড্রোন হামলা চালান আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদিন।

যার ফলস্বরূপ নুসাইরী মুরতাদ বাহিনী bmp সামরিকযান পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় সামরিকযানে থাকা সকল মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

والحمد لله ربّ العالمين

আল কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাঁদের নিয়ন্ত্রিত বিস্তীর্ণ ভূমিতে আল্লাহর শরি'আহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। শরীয়াতের নির্দেশানুযায়ী তাই প্রতি বছর হারাকাতুশ শাবাবের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যাকাতের মাল হিসেবে উত্তোলিত পশু দরিদ্র মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর অফিসিয়াল মিডিয়া 'আল-কাতায়িব' এর পক্ষ থেকে "শরি'আর ছায়াতলে, ১৪৪০ হিজরীতে চতুর্থবারের মত পশুর যাকাত বিতরণ " শিরোনামে অসধারণ এক ফটো রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে।

ফটো রিপোর্টটিতে দেখানো হয়, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ার জালাজদুদ প্রদেশে দিওয়ানুয-যাকাত বা যাকাত বিভাগের দায়িত্বে প্রচুর সংখ্যক ভেড়া দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

প্রদেশটির ৮টি জেলায় যাকাত বিতরণের দৃশ্য ফটো রিপোর্টটিতে দেখানো হয়েছে, জেলাগুলো হচ্ছে- আইল-বুউর, আইল-দেইর, জালহারিরী, হিন্দির, জালআদ, আইল-জারাস, বাহো শহর, ক'আব অঞ্চলের আজাজু শহর।

প্রদেশটির 406 টি পরিবারে মোট 2,722 ভেড়া বিতরণ করা হয়েছে।
17 টি পরিবার যারা প্রত্যেকে 30 টি করে ভেড়া পেয়েছিল।
18 টি পরিবার 20টি করে ভেড়া পেয়েছিল।
অন্য 6 টি পরিবার 10 টি করে ভেড়া পেয়েছে।

অন্যদিকে, বাকি পরিবারগুলোর মাঝে তাদের প্রয়োজন অনুসারে তাদের কোন কোন পরিবারকে 5 টি, 3 টি এবং 2 টি করে ভেড়া দেওয়া হয়েছিল।

জলাজদুদ প্রদেশের যাকাত অফিসের একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন যে, গত বছর আমরা 60 টি পরিবারের মাঝে ২০ টি করে ভেড়া বিতরণ করেছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ্ এই বছর তাদের মধ্য হতে ৪৬টি পরিবারই তাদের উক্ত পশুগুলো হতে লাভবান হয়ে এই বছর তারাও যাকাত আদায় করেছে।

গত ৩০ই ডিসেম্বর পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া জুড়ে ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন দেশটিতে বর্তমানে সবচাইতে শক্তিশালী অবস্থানে থাকা আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব।

এসব অভিযানের মধ্যেহতে মধ্য সোমালিয়ার হাইরান প্রদেশে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় নিহত হয় ১ মুরতাদ সেনা, আহত হয় আরো ১ সৈন্য। মুজাহিদগণ একটি সামরিকযানসহ বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্রও গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে মধ্য শাবেলী প্রদেশে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের পরিচালিত একটি হামলায় নিহত হয় ৩ মুরতাদ সেনা, এসময় মুজাহিদগণ নিহত সেনাদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

এদিকে দেশটির রাজধানী মোগাদিশুতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অন্য একটি সফল গেরিলা হামলায় নিহত হয় দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ এক অফিসার।

এভাবেই শাবেলী প্রদেশ ও হাইরান প্রদেশে মুজাহিদদের অপর দুটি পৃথক সফল অভিযানে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর এবং ক্রুসেডার উগান্ডার সন্ত্রাসী বাহিনীর সামরিক ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, পাসাপাশি অনেক সেনা হতাহতের শিকারও হয়।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের পরিচালিত অপারেশন রুম হতে গতে ৩০ই ডিসেম্বর কিছু ফটো রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন।

এর মধ্যে প্রথম রিপোর্টে দেখা যায় আলেপ্পো সিটির "জুমার" গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর সাথে মুজাহিদদের প্রতিরোধ যুদ্ধের চিত্র। যেখানে মুজাহিদগণ সফলতার সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং মুরতাদ বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেন।

দ্বিতীয় ফটো রিপোর্টে দেখা যায়, আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদগণ ইদলিব সিটির সীমান্ত এলাকায় যাত্রা শুরু করেছেন, যার লক্ষ হচ্ছে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার প্রতিরক্ষা করা।

https://alfirdaws.org/2019/12/31/30604/

গত ৩০ই ডিসেম্বর আল-কায়েদদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ আলেপ্পো সিটির "জাম্মার" গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর সাথে এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে অবতির্ণ হন।

ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন অপারেশন রুমের মিডিয়া বিভাগ হতে জানতে পারা যায় যে, কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী আলেপ্পোর "জাম্মার" গ্রাম দখলে নেয়ার জন্য মুজাহিদদের উপর হামলা চালায়, তখন মুজাহিদগণ কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেন, যার ফলে সেখানে তীব্র লড়াই সংগঠিত হয় এবং অনেক মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী উক্ত এলাকা হতে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

والحمد لله ربّ العالمين

৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৯

ভারতের উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা ৬৬ বছর বয়সী মাওলানা আসাদ রাজা হোসেনি ঘুমের মধ্যে কেবল কাঁদেন।

তার পরিবার বলছে, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী পুলিশ তাকে নিয়ে নগ্ন করে নির্যাতন করেছে। সেই অপমান থেকে এখনও আত্মীয়-স্বজনকেও নিজের মুখ দেখাতে চান না তিনি।

পুলিশ মুজাফফরনগর শহরে এতিম শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সাদাত হোস্টেল থেকে প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থীকে ধরে নিয়ে গেছে। এরা সকলেই মাওলানা আসাদ হোসেনের শিক্ষার্থী।

স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও সাবেক এমপি সাইদুজ্জামান সাঈদের ছেলে সালমান সাঈদ বলেন, আটককৃত শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করা হয়েছে। তাদেরকে টয়লেটে যেতে দেওয়া হয়নি।

মারের চোটে অনেকের রক্তপায়খানাও হয়েছে বলে জানান তিনি।

মাওলানা আসাদ এই সাদাত মাদ্রাসায় পড়ান। তিনি ওই এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক। তাকেও পুলিশ ব্যাটন দিয়ে পিটিয়েছে। ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভারতের মুসলিম বিরোধী নয়া নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলাকালে তাকে এতিমখানা থেকে টেনেহিঁচড়ে ধরে নিয়ে যায় সন্ত্রাসী পুলিশ। তিনি নিজের পরিবারকে বলেছেন যে, অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাকে ২৪ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছে। সেখানে তীব্র ঠান্ডায় তাকে নগ্ন করে পেটানো হয়েছে। ভীষণ শীতে ওভাবেই তিনি রাত কাটিয়েছেন।

পাশের প্রকোষ্ঠে ১৪ থেকে ২১ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদেরও নির্যাতন করা হয়েছে। রাতভর তাদের পেটানো হয়েছে। তাদের ছেড়ে দেওয়ার পর তাদের সঙ্গে যেসব প্রতিবেশী কথা বলেছেন, তাদের বরাতে এ খবর দিয়েছে টেলিগ্রাফ।

সাঈদ বলেন, অনেক শিক্ষার্থীকে জোর করে ‘জয় শ্রী রাম’ বলতেও বাধ্য করা হয়েছে। মাওলানা আসাদকে পশ্চিম উত্তর প্রদেশে অনেকেই চেনেন। ২১ ডিসেম্বর স্থানীয় নেতাদের চাপে তাকে ছেড়ে দেয় সন্ত্রাসী পুলিশ। তার এক আত্মীয় বলেন, ‘শনিবার রাতে এক পুলিশ আমাদের ফোন করে জানান যে, মাওলানাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আমরা যেন তার জন্য কাপড়চোপড় নিয়ে যাই। আমরা এ কথা শুনে অবাক হয়ে যাই! কাপড় কেন লাগবে! তবুও তার কথা শুনে কুর্তা আর পায়জামা নিয়ে যাই। আধাঘণ্টা পর তাকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পুলিশ স্টেশন থেকে বের হতে দেখি। তাকে দু’ জন পুলিশ সদস্য কাঁধে করে ধরে আনছিল। নিজের মাথাটা পর্যন্ত তিনি উঁচু করতে পারছিলেন না। আমরা তাকে রীতিমতো পাঁজাকোলা করে গাড়িতে ঢুকিয়েছি।’

মাওলানা আসাদের হাত-পা সহ সারা শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ওই আত্মীয় বলেন, মানসিকভাবে তিনি পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছেন। সন্ত্রাসী পুলিশ তাকে এত মেরেছে তার মনে হয়েছে মৃত্যুই ভালো ছিল। তাকে এত অপমান করা হয়েছে যে, এখন তিনি আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিজের চেহারা দেখাতে চাচ্ছেন না। ঘুমের মধ্যেও ডুঁকরে কেঁদে ওঠেন।

সূত্র: ইনসাফ২৪

নিত্যপণ্যের বাজার ক্রেতা সাধারণের অনুকূলে আসছেই না। এমনিতেই গত সাড়ে তিন মাস ধরে বাজারে পেঁয়াজ কিনতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা; এর অতিরিক্ত হিসেবে ভোজ্যতেল ও চিনির দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে।

গত এক মাস ধরে ভোজ্যতেলের দাম ভোক্তার সামর্থ্যরে বাইরে চলে গেছে আর চলতি অর্থবছরে বাজেটে কর বাড়ানোর অজুহাতে চিনির দাম বাড়ানো হয়েছে কেজিতে সাত-আট টাকা। টিসিবি বলছে, গত এক মাসে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৬৯ শতাংশ আর খোলা সয়াবিনের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ। শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে নিত্যপণ্য কিনতে আসা একাধিক ভোক্তা যুগান্তরকে বলেছেন, একের পর এক নিত্যপণ্যের দাম বাড়ানো হচ্ছে, সরকারি ছত্রছায়ায় ব্যবসায়ীরা ছক করে প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে চলেছে। তারা ভোক্তাদের পকেট থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে হাজার কোটি টাকা, অথচ সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে মাথাব্যথা নেই।

বস্তুত, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশের নাগরিক সমাজের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। ক্যাব বলছে, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে এদেশে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। আসলে পুরোটাই কারসাজি। এ কারসাজির মাধ্যমে সরকারের পৃষ্টপোষকতায় ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে অতি মুনাফা করছে।

পেঁয়াজের আকাশছোঁয়া মূল্যের কারণে ভোক্তারা ভুগেছে মাসের পর মাস। এখন যদি অন্যান্য নিত্যপণ্যের মূল্যও অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে, তাহলে স্বল্প আয়ের মানুষদের ভোগান্তির সীমা থাকবে না। সমাজের একটি বড় অংশ হল নিচু আয়ের মানুষ। নিত্যপণ্যের মূল্য যখন বাড়ে, তখন কিন্তু তাদের আয় বাড়ে না। স্বল্প আয় দিয়েই তাদের মোকাবেলা করতে হয় পরিস্থিতি এবং তা করতে গিয়ে তাদেরকে পড়তে হয় অসহনীয় বিড়ম্বনায়।

ভারত সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক কভারেজ বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি।

রোববার রাতে বিটিআরসির নির্দেশনার পর এরই মধ্যে সীমান্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়েছে দেশের সবকটি অপারেটর।

একটি অপারেটররের এক শীর্ষ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, এ নির্দেশনার ফলে চার অপারেটররের প্রায় দুই হাজার বিটিএস বন্ধ করা হয়েছে। সব অপারেটরই ইতিমধ্যে এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে সীমান্ত এলাকার প্রায় কোটি গ্রাহক মোবাইল ফোন ব্যবহারে সমস্যায় পড়বে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

রোববার রাতে গ্রামীণফোন, টেলিটক, রবি এবং বাংলালিংক বরাবর পাঠানো নির্দেশনায় বলা হয়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক কভারেজ বন্ধ রাখতে হবে।

নির্দেশনার কারণ জানতে চাইলে বিটিআরসি চেয়ারম্যান জহুরুল হক বলেন, সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক থেকে এ সিদ্ধান্ত আসে। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্দেশনাটি ‘সাময়িক’ বলেও জানান তিনি।

সন্ধ্যা হলেই দোকানিদের সামনে সাজানো টেবিলে দেশি-বিদেশি মদের বোতল। রাত থেকে ভোর পর্যন্ত বসে মদের আসর। এ যেন এক মদের রাজ্য। প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান। চট্টগ্রামের পারকি সমুদ্রসৈকত এখন মাদক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। সেখানে হাত বাড়ালেই মিলছে মাদকদ্রব্য। ইচ্ছে হলেই পাওয়া যাচ্ছে নামিদামি ব্রান্ডের বিদেশি মদ, বিয়ার ও ইয়াবা। ঝাউগাছের আড়ালে গড়ে উঠেছে মাদক স্পট। মদের নেশায় বুঁদ হওয়া যুবক ও তরুণদের খিস্তি-খেউড় পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়।

স্থানীয় ও দূরদূরান্ত থেকে আসা নানাবয়সী মাদকসেবী সমুদ্রসৈকত ও আশপাশের এলাকায় মদ-বিয়ার সেবন করে পর্যটকদের নানাভাবে হয়রানি করছে বলেও জানায় ঘুরতে আসা পর্যটকেরা। সৈকতের মাদক কারবারি নাছিম ও তার ভাইয়ের দোকান থেকে মদ খেয়ে গত ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে ঘুরতে আসা পাঁচ পর্যটকের মধ্যে দুজনের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

সোমবার সকালে সরেজমিনে ঘুরে ও বেড়াতে আসা পর্যটকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সমুদ্রসৈকতের দোকানে বসে সহজে সেবন করা যায় মদ, বিয়ার ও ইয়াবা। আবার অনেকেই মদ বিয়ার ইয়াবা লাগবে কি-না এমনটা ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করে। তেমনি বেলা সাড়ে

১১টায় সৈকতের উত্তর পাশের এক ব্যক্তি মাদক কারবারি নাছিমের চাচাতো ভাই পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করে 'ভাই আপনাদের কিছু লাগবে কি-না'। কি লাগবে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, ভদকা, বিয়ার আছে। লাগলে নিতে পারেন। দাম পড়বে ৯ শ টাকা। ভেজাল নিলে ৮ শ টাকা।

বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ও স্থানীয় বারশত ইউপি চেয়ারম্যান এম এ কাইয়ূম শাহ্ বলেন, সৈকতে কোনো ধরনের মাদকদ্রব্য বিক্রি করার নিয়ম নেই। যারা এসব মদ বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এসব মদ খেয়ে অনেক যুবক প্রাণ হারাচ্ছে ও অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ফাঁড়ি পুলিশ টাকা নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে বন্দর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শাহ আলম সুমন অস্বীকার করে বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। পুলিশ টাকা নেয় না। যদি কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

পাবনার মাধপুর সন্ত্রাসী হাইওয়ে পুলিশের চাঁদাবাজি, মারধর ও হয়রানির প্রতিবাদে আজ সোমবার পাবনার বেড়ায় মহাসড়ক অবরোধ করে সিএনজি চালকরা। বেড়া সিএন্ডবি ব্রিজের পশ্চিম পাশের মহাসড়কে সকাল ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত পাবনা-ঢাকা সড়ক অবরোধ করলে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়।

বেড়া সিএনজি চালক সমিতির সভাপতি মিন্টু মিয়া জানান, মাধপুর হাইওয়ে পুলিশের অফিসার ইনর্চাজ ও একজন এসআই বেড়া সাঁথিয়ার সিএনজি চালকদেরকে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য করে।

জাতীয় মহাসড়কের আমাইকোলা নামক স্থানে সিএনজি গ্যাস স্টেশন অবস্থিত হওয়ায় সিএনজি চালকরা গ্যাস নিতে জাতীয় মহাসড়কে কিছুটা পথ অতিক্রম করতে হয়।

যাত্রী ছাড়া খালি সিএনজি নিয়ে গ্যাস ভরতে গেলেও পাবনার মাধপুর হাইওয়ে পুলিশ গাড়ি আটকিয়ে টাকা আদায় করে। টাকা দিতে না চাইলে চালকদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও মারধর করে, টাকা না দিলে সিএনজি জব্দ করে নিয়ে যায়।

সম্প্রতি এক দরিদ্র সিএনজি চালকের সিএনজি জব্দ করায় দুশ্চিন্তায় চালক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যায়।

সিএনজি চালক সমিতির নেতা মিন্টু মিয়া আরও বলেন, ‘বেড়া-সাঁথিয়ার সাংবাদিক ভাইদের অনুরোধে ও মানবিক কারণে আমরা সড়ক অবরোধ তুলে নিলাম। পাবনার মাধপুর হাইওয়ে পুলিশ আবারও চাঁদাবাজি করলে বা কোনভাবে সিএনজি চালকদের হয়রানি করলে আমরা বৃহত্তর কর্মসূচি দেব’।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মালিকাধীন নার্সারি থেকে গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মোঃ তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে উপজেলা জুড়ে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, আজমিরীগঞ্জের গোসাইপুরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মালিকাধীন নার্সারিতে বনজ, ফলদ ও ওষুধিসহ নানা প্রজাতির গাছ রয়েছে। নার্সারি এলাকায় ওই অফিসের উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মোঃ তরিকুল ইসলাম বসবাস করেন।

এ সুযোগে তিনি শুক্রবার সকাল ৯ টায় ওই নার্সারি থেকে একটি বড় শিলকড়ই গাছ কেটে নেন।
সরেজমিনে গেলে গাছ কাটায় নিয়োজিত শ্রমিকরা জানায়, উপজেলা কৃষি অফিসের উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মোঃ তরিকুল ইসলামের নির্দেশে তারা ওই গাছ কেটেছেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ নাঈমা খন্দকার জানান, বিষয়টি তিনি অবগত নন, তবে বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ব্যাংকে জমা রাখা টাকা কোষাগারে না দিয়ে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছেন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের

জন্য ২৮ কোটি ২১ লাখ টাকা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল। সেই টাকা ব্যাংকে জমা রাখে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড।

১৯ ডিসেম্বর ব্যাংক থেকে টাকাগুলো উত্তোলনের অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর ২২ ডিসেম্বর টাকা ভাগ বাটোয়ারা করা হয়।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে পাওয়া শিক্ষা ও মেধা বৃত্তির ২৮ কোটি ২১ লাখ টাকা সোনালী ব্যাংকের গ্রেটার রোড শাখায় রাখা হয়।

কিন্তু সেই টাকার কিছু অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান, সচিবসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

শিক্ষা বোর্ডের অডিট শাখা থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, চেয়ারম্যান ৩৫ হাজার, সচিব ৩০ হাজার, বৃত্তি শাখায় কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ২৪ হাজার ৮০০, সহকারী ২১ হাজার ৭০০ টাকা নিয়েছেন। এভাবে চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারীদের মাঝে এই টাকা ভাগ করা হয়েছে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

সুনামগঞ্জের ধরমপাশা উপজেলা সদরের একটি বেহাল সড়ককে ঘিরে এখন দুর্ভোগে পড়েছে লক্ষাধিক মানুষ। সড়কটির বেশির ভাগ জায়গাজুড়ে ছোট ছোট ইটের সুরকি ও পাথর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। রয়েছে ছোট ছোট কয়েকটি গর্ত। এ ছাড়া সড়কটিতে থাকা একমাত্র বক্স কালভার্টের ওপরের অংশ ভেঙে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এর ওপর দিয়ে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা।

দীর্ঘদিন ধরে এই সড়কটির প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ ঝুলে আছে। মেরামত হচ্ছে না হলিদাকান্দা গ্রামের পশ্চিমে থাকা কালভার্টটিও। এতে উপজেলার সেলবরষ, পাইকুরাটি, ধরমপাশা, জয়শ্রী ইউনিয়নসহ আশপাশের গ্রামবাসী ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

প্রথম আলোর সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা সদরের আবদুল হেকিম চৌধুরী চত্বরের সামনে থেকে হলিদাকান্দা গ্রামের সামনের সড়ক পর্যন্ত সড়কটির দূরত্ব এক কিলোমিটার। উপজেলা

সদর বাজারের ভেতরে থাকা প্রধান সড়কটি সরু হওয়ায় সব সময়ই দুই পাশে মানুষের জটলা লেগে থাকে। ফলে বিকল্প সড়ক হিসেবে ২০০২ সালে এই সড়কটি পাকাকরণের কাজ করে সুনামগঞ্জ সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ।

এরপর ৮–১০ বছর ধরে সড়কটির কোনো সংস্কারকাজ হয়নি। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে সড়কটির বেশির ভাগ জায়গার কার্পেটিং উঠে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় গর্ত। ফলে দিন দিন সড়কটির অবস্থা নাজুক হয়ে পড়েছে। এদিকে, সুনামগঞ্জ জেলা সদরের সঙ্গে ধরমপাশা উপজেলার যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত, আর নেত্রকোনা জেলার সঙ্গে ধরমপাশার যোগাযোগ সহজ—এই যুক্তি দেখিয়ে ২০১৫ সালের ১১ আগস্ট এ উপজেলার সওজ কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যক্রম নেত্রকোনা জেলা সওজের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

পরবর্তী সময়ে নেত্রকোনা সওজের কার্যালয়ের উদ্যোগে প্রায় আট মাস আগে সড়কের এবড়োখেবড়ো অংশগুলো ভেকু মেশিন দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। এতে মানুষ ও যান চলাচলের জন্য সড়কটি কোনোরকমে উপযোগী হলেও মাস তিনেক না যেতেই সড়কের ছোট ছোট ইটের সুরকি ও পাথর সড়কের ওপরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। সৃষ্টি হয় ছোট ছোট গর্তের। এ ছাড়া ওই সড়কের বক্স কালভার্টটির ওপরের অংশ ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি হয় গর্ত। সড়কের শয়তানখালী খালের ওপর নির্মিত সেতুটির সংযোগ সড়কের দুই পাশে নেই পর্যাপ্ত মাটি। সড়কটির ওপর দিয়ে প্রতিদিন রিকশা, ট্রাক, লেগুনা, মোটরসাইকেল, ইজিবাইক, অটোরিকশাসহ গড়ে চার শতাধিক যানবাহন চলাচল করে।

ধরমপাশা সরকারি কলেজের ডিগ্রি শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী রবি মিয়া বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজরদারি না থাকায় সড়কটি ব্যবহার অযোগ্য হতে খুব বেশি দিন সময় লাগবে না। ধুলাবালির কারণে এই সড়ক দিয়ে চলাচল করতে ইচ্ছে করে না। যারা চলাচল করে, তাদের নিরুপায় হয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়। দ্রুত এটি সংস্কার ও মেরামত করা প্রয়োজন।

ভারতে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার নাম করে মুসলিমদেরই বেছে বেছে আক্রমণ করছে দেশটির উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। এমনই অভিযোগ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের মানবাধিকার কর্মীরা।

মানবাধাকির কর্মীদের দাবি, রাজ্যজুড়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ বেড়ে উঠছে, তার বহিঃপ্রকাশ বেশিরভাগ সময়েই হিংসাত্মক নয়। কিন্তু মুসলিমদের ওপর এই অত্যাচারের কারণেই এত হিংসার ঘটনা ঘটছে।

এই দাবির সপক্ষে বেশ কিছু ছবি এবং ভিডিও-ও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন তারা। স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, কবিতা কৃষ্ণ টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করে দাবি করেছেন, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সশস্ত্র দল এবং র‍্যাফ রীতিমতো পোশাক পরে দাঙ্গা বাধিয়েছে। মুসলিমদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছে তারা। মুসলিমদের দেশের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে চিৎকার করে।

কবিতা কৃষ্ণ ও জন দয়ালদের আরও অভিযোগ, কোনও কোনও মুসলিম মহল্লা কার্যত পুরুষশূন্য হয়ে গেছে। কারণ যেকোনও সময়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে আশঙ্কায় এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তারা। মহিলারা বাচ্চাদের নিয়ে সিঁটিয়ে রয়েছেন। তার মধ্যেই হামলা চালাচ্ছে পুলিশ।

শুধু তাই নয়, যখন তখন শুনতে হচ্ছে, 'পাকিস্তানে চলে যাও।'

গোটা ভারত জুড়ে গোরক্ষার নামে মালাউন হিন্দু সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের হত্যা করে চলছে। অথচ, বিশ্বে গরুর গোশত রফতানির দিক থেকে ভারতের অবস্থান দুই নম্বর । ২০১৭ সালে ভারত ১.৮ মিলিয়ন টন গরুর গোশত রফতানি করেছিল । তার তুলনায় ২০১৯ সালে সেই রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৬ মিলিয়ন টন । এই তালিকার এক নম্বর দেশ ব্রাজিল । তারা ২.২ মিলিয়ন টন গোশত রফতানি করেছে । ২০১৭ সালেও ভারতই বিফ রফতানিতে দ্বিতীয় ছিল।

তবে ২০১৭-র পর বিফ রফতানির পরিমাণ বাড়িয়েছে ব্রাজিল । গরুর গোশত রফতানিতে ভারতের পিছনে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো ।

এদিকে দিন কয়েক আগে ভারত থেকে গরুর গোশত আমদানি করা বন্ধ করে দিয়েছে চীন । তাদের মতে গরুর গায়ের চামড়ায় বিশেষ ধরণের অসুখের কারণ দেখিয়ে তারা ভারতীয় গরুর গোশত নিতে চাইছে না । গরুর বাকি কোনো ধরণের প্রজাক্টেও না করে দিয়েছে তারা ।

ভারত থেকে গরুর গোশত কিংবা গরুর অন্য কোনো প্রডাক্ট নিয়ে যে বিমান ও জাহাজ আসছে তাদের গতিও আটকে দিয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ করেছে ।

এমনকি যদি ঘুরপথে বা অবৈধভাবে কোনো পণ্য ঢোকে তাহলে যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তারাও কঠোর শাস্তি পাবে বলে চীনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ।

মার্কিন সংস্থার পক্ষ থেকে বিফ এক্সপোর্টের রিপোর্টে জানানো হয়েছে তাবড় পশ্চিম দেশকে টেক্কা দিয় গরুর গোশত থেকে প্রচুর পরিমাণে রফতানিনি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা উপার্জন করে ।

সূত্র : নিউজ ১৮

মোদি আমলে গত ৪৫ বছরে বেকারত্বের হার আগেই সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে আর গত ছয় বছরে আর্থিক প্রবৃদ্ধির সর্বনিম্ন রেকর্ড নিয়ে ভারতের অর্থনীতির দশা এখন বেহাল। এমন অবস্থায় আগামী বছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অশনিসঙ্কেত দিলো ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া)।

গত শনিবার রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া 'ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, অর্থনীতির করুণ দশার ফলে দেশে ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণের বোঝা আগামী এক বছরে বাড়তে পারে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে ৯ দশমিক ৯ শতাংশে পৌঁছবে। একই সাথে দেশটির ব্যাংকের ঋণ বৃদ্ধির হার গত ৫৮ বছরের রেকর্ড ভেঙে তলানিতে ঠেকেছে বলে জানিয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়নকারী একটি সংস্থা।

করুণ এই অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য দেশটির বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপকে দায়ী করছেন। তারা বলছেন, অর্থনীতির এই দৈন্যদশা থেকে মানুষের নজর অন্য দিকে সরিয়ে দিতে নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকা (এনআরসি) নিয়ে এসেছে বিজেপি সরকার।

দেশটির ইংরেজি দৈনিক ইকোনমিক টাইমস এক প্রতিবেদনে বলছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সতর্কবার্তাকে বেশ কিছু দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, দেশটির রাজস্ব আয়ের পরিমাণ হ্রাসের পাশাপাশি নভেম্বর পর্যন্ত বাজেট ব্যয় (আর্থিক ঘাটতি) ১০৭ শতাংশ অতিক্রম করেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় এই ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখার অন্যতম চালিকাশক্তি বেসরকারি বিনিয়োগ কমে গেছে। গত জুলাই ও সেপ্টেম্বরে বাজারে চাহিদাও কমেছে; যার ধাক্কা লেগেছে প্রবৃদ্ধিতে।

দেশটির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়নকারী একটি সংস্থা বলছে, চলতি অর্থবছরে ভারতে ব্যাংকের ঋণ বৃদ্ধির হার সাড়ে ৬ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে আটকে থাকতে পারে। গত বছর যা ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ ছিল। ব্যাংকঋণ বৃদ্ধির এই হারের পূর্বাভাস যদি সত্যি হয় তাহলে ১৯৬২ সালের পর ভারতে ঋণ বৃদ্ধির হার এই প্রথম এত নিচে নামতে যাচ্ছে। ওই বছর ঋণের বৃদ্ধির হার ছিল ৫ দশমিক ৪ শতাংশ।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বলছে, ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর অবস্থা ভালো নয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির হার আরো কমেছে, যা মাত্র ৮ দশকি ৭ শতাংশ।

আনন্দবাজার বলছে, দেশটির প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী ভারতের ভেঙে পড়া অর্থনীতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছেন। রাহুল গান্ধী বলেন, ‘এখন প্রধানমন্ত্রীর যে কাজ, সেটা সে করতে পারছে না। কেউ কিছু কিনছেন না, কলকারখানা বন্ধ, বাজারে মন্দা, প্রবৃদ্ধি তলানিতে। অর্থনীতি কঠিন বিষয় নয়। আগে প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ছিল, এখন ৪ শতাংশের ঘরে নেমে এসেছে।

সূত্র : এনডিটিভি ও আনন্দবাজার।

ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক তালিকার (এনআরসি) বিরোধিতায় সারা ভারতে বহু মানুষ রাস্তায় নেমেছে। যোগির রাজ্য উত্তরপ্রদেশে পুলিশের গুলিতে মারাও গেছেন অনেকে।

সেই ঘটনায় যোগির বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছে ভারতের ছাত্রসমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে আজ রবিবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে কলকাতার বাঘাযতিন মোড় থেকে ঢাকুরিয়া পর্যন্ত মিছিল করে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন। মিছিল শেষে যোগি আদিত্যনাথের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। লিবারেশন নেতাদের অভিযোগ, লালবাজারে আগাম জানানোর পরেও পুলিশ সন্ত্রাসী জ্বলন্ত কুশপুতুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে থাকে এবং শেষে বিক্ষোভস্থল থেকে কুশপুতুলটি নিয়ে চলে যায়।

লিবারেশন নেতাদের কথায়, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের এ ধরনের আচরণে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি। সারা ভারতে যখন মোদি, অমিত শাহ ও যোগির কুশপুতুল পুড়ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের এই ধরণের আচরণকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।

সোমবার উত্তরপ্রদেশ ভবনের সামনে বিকেল ৩ টায় লিবারেশনের পক্ষ থেকে আবারো বিক্ষোভ দেখানো হবে এবং সন্ত্রাসী যোগি আদিত্যনাথের কুশপুতুল দাহ করা হবে বলে জানা গেছে।

মালাউন সন্ত্রাসীদের করা কথিত মুসলিম বিরোধী নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ আর অস্থিরতায় ভারতের পর্যটন শিল্পে মারাত্মক ধস নেমেছে। চলতি মাসের এই বিক্ষোভে অন্তত ১০টি রাজ্যের বেশ কিছু শহর অশান্ত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে পুলিশি নিষ্ঠুরতায় ২৬ জন প্রাণ হারান। এছাড়া ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে অন্তত সাতটি দেশ।

ভারতের বিতর্কিত এই নাগরিকত্ব আইন সংসদে উত্থাপন হওয়ার সময় থেকেই বিক্ষোভ শুরু হয়, সে বিক্ষোভ এখনো চলছে। দেশটির সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, বিক্ষোভের কারণে দেশি-বিদেশি মিলে প্রায় ২ লাখ পর্যটক বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় পর্যটন স্থাপত্য তাজমহল ভ্রমণ বাতিল কিংবা স্থগিত করেছেন।

তাজমহল ট্যুরিস্ট পুলিশ স্টেশনের পরিদর্শক দীনেশ কুমার পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, ‘গত বছরের ডিসেম্বরের তুলনায় এবার তাজমহলে পর্যটক কমেছে ৬০ শতাংশ। দেশ ও বিদেশের পর্যটকরা আমাদের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে নিরাপত্তা পরিস্থিতি জানতে চাচ্ছেন। আমরা তাদের সুরক্ষার আশ্বাস দিলেও না আসার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তারা।’

সপ্তদশ শতাব্দীতে মারবেল পাথরে নির্মিত বিশ্বের আশ্চর্য স্থাপনা তাজমহল ভারতের উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। ডিসেম্বর মাসজুড়ে ভারতে বিক্ষোভেও সবচেয়ে বেশি উত্তাল ছিল দেশটির সর্ববৃহৎ এই রাজ্য। এছাড়া বিক্ষোভে নিহত মোট ২৬ জনের মধ্যে ১৫ জনই উত্তরপ্রদেশের। এদিকে এখনো সেখানে বিক্ষোভ চলছেই।

প্রতিবছর উত্তরপ্রদেশের আগ্রা শহরে অবস্থিত তাজমহল পরিদর্শন করে ৬৫ লাখ পর্যটক। তাতে প্রবেশ ফি হিসেবে ভারত সরকার আয় করে কম করে হলেও ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাজমহলে একজন বিদেশি পর্যটকের প্রবেশ ফি ১১০০ রুপি। তবে দেশি ও প্রতিবেশী দেশের পর্যটকদের জন্য তাতে কিছুটা ছাড় রয়েছে।

তাজমহলের আশপাশের বিলাশবহুল হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলোর ম্যানেজাররা বলছেন, এমনিতেই দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি গত ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ৪.৫ শতাংশে নেমেছে, তার ওপর উৎসবের এই মৌসুমে শেষ মুহূর্তে এসে অনেকে তাদের বুকিং বাতিল করছেন। এতে করে আমাদের জন্য ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিক্ষোভ দমনে সরকার আগ্রার ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দিয়েছে। আড়াই শতাধিক ট্যুর অপারেটর, হোটেল ও গাইড নিয়ে গঠিত আগ্রা পর্যটন উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সভাপতি সন্দীপ আরোরা বলছেন, 'ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়ার কারণে আগ্রার ভ্রমণ ও পর্যটন খাতের অন্তত ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

এদিকে বিক্ষোভের কারণে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ইসরায়েল, সিঙ্গাপুর, কানাডা ও তাইওয়ান ভারতে অবস্থানরত তাদের নাগরিকদের দেশটির বিভিন্ন রাজ্যের ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে। ভারতে ভ্রমণের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিস্থিতি জানতে স্থানীয় দূতাবাসে খোঁজ নেয়ার নির্দেশও দিয়েছে দেশগুলো।

আসাম পর্যটন উন্নয়ন করপোরশের প্রধান জয়ন্ত মাল্লা বড়ুয়া বলেন, প্রতি ডিসেম্বরে আসামে দেশি-বিদেশি মিলে পর্যটক আসে গড়ে ৫ লাখ। কিন্তু বেশ কিছু দেশ আসাম ভ্রমণ সতর্কতা জারি করে রেখেছে। তাতে করে এই বছরের ডিসেম্বরে পর্যটক কমেছে ৯০ শতাংশ বা তারও বেশি।

মুসলিম স্থাপনা সমৃদ্ধ দেশ ভারত। পর্যটন খাতে মুসলিম স্থাপনা থেকেই সবচেয়ে বেশি রাজস্ব পায় দেশটি। বিভিন্ন সময়ে মুসলিম রাজা বাদশাহরা এ সব স্থাপনা নির্মাণ করেছেন। আর এসব স্থাপনা দেখতে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমায় ভারতে।

সম্প্রতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী কিছু সংগঠন মুসলিম স্থাপনা নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর। যার ফলশ্রুতিতে ৪০০ বছরেরও পুরনো ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। আরও ৩২ হাজার মুসলিম স্থাপনা ভেঙে সেখানে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদসহ কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো।

অথচ ভারত তাদের পর্যটন খাতের সবচেয়ে বেশি রাজস্ব পায় মুসলিম স্থাপনাগুলো থেকে। দেশটির অফিসিয়াল হিসেবে দেখা যায়, প্রথম সারির রাজস্ব উৎপাদনকারী প্রাচীন নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম ৫টি হলো মুসলিম শাসকদের হাতে নির্মিত স্থাপনা। আর সেগুলো হলো- আগ্রার দুর্গ : মোঘল সম্রাটদের দ্বারা তৈরি আগ্রার দুর্গ।

কুতুব মিনার : ভারতের দিল্লিতে অবস্থিত সুউচ্চ স্তম্ভ হলো কুতুব মিনার। এটি ভারতের প্রথম মুসলিম শাসক সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের আমলে তারই নির্দেশে নির্মাণ করা হয়। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে কাজ শুরু হলেও তা ১৩৮৬ সালে ফিরোজশাহ তুগলকের আমলে শেষ হয়। মিনারটির উচ্চতা ২৩৮ ফুট। মিনারটির পাদদেশের বেড় ৪৭ ফুট।

তাজমহল : ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রায় অবস্থিত একটি রাজকীয় সমাধিসৌধ হলো তাজমহল। মোঘল সম্রাট শাহজাহান এ মহল তৈরি করেন। তাজমহলের সৌন্দর্য অবলোকনে সারাবিশ্ব থেকে মানুষ আগ্রায় আসে। আর তাতে ভারত সরকার এ তাজমহল থেকেই অনেক রাজস্ব পেয়ে থাকে।

লালকেল্লা : ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ লালকেল্লা নামে পরিচিত। এটিও মোঘল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত একটি দুর্গ। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এ দুর্গটি ছিল মোঘল সম্রাটদের রাজধানী। কিলা-ই-মুবারক' বা 'আশীর্বাদ ধন্য দুর্গ' হিসেবে এটি পরিচিত ছিল। কারণ এ দুর্গেই সম্রাটের পরিবারবর্গ বসবাস করতেন।

ফতেহপুর সিকরি : ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রা জেলায় ফতেহপুর সিকরি অবস্থিত। ১৫৬৯ সম্রাট আকবরের ছেলে বাদশাহ জাহাঙ্গীর এ ফতেহপুর সিকরিতে জন্ম নেয়। ১৫৭১-১৫৮৫ পর্যন্ত মোঘল সম্রাজ্যের রাজধানী ছিল ফতেহপুর সিকরি। ১৫৭৩ সালে এ দুর্গটির নাম হয় ফতেহপুর সিকরি।

উল্লেখ্য যে, ভারতের প্রত্মতত্ত্ব বিভাগের জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এই পাঁচটি প্রাচীন নিদর্শন থেকে ভারত সরকারের আয় হয়েছে ১৪৬.০৫ কোটি রুপি, যা ভারতের রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষিত প্রাচীন নিদর্শনাবলীর মোট আয়ের (২৭১.৮ কোটি) অর্ধেকের চেয়েও বেশি।

শুধু তাজমহল থেকেই আয় হয় ৫৬.৮৩ কোটি রুপি। বছরটিতে ৬৪.৫৮ লাখ দেশী-বিদেশী দর্শনার্থী এ স্থাপনাটি ঘুরে দেখেন।

আয়ের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে আগ্রার দূর্গ। যার বার্ষিক আয় ৩০.৫৫ কোটি রুপি। এ দুর্গ দেখতে দেশি দর্শনার্থীদের ৩০ রুপি পরিশোধ করতে হয় আর বিদেশিদের পরিশোধ করতে হয় ৫০০ রুপি।

‘ভারত মাতা কি জয়’ যারা বলবেন একমাত্র তাদেরই এদেশে (ভারতে) থাকার অধিকার রয়েছে। এদেশে থাকতে হলে ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় মালাউন মন্ত্রী ও বিজেপির সন্ত্রাসী ধর্মেন্দ্র প্রধান। পুনেতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৫৪তম জেলা সম্মেলনে সে একথা বলেছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান দাবি করেছে,‘ভগত সিং, নেতা সুভাষ চন্দ্র বোসের বলিদান ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর কে দেশের নাগরিক আর কে নয়, তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ার কোনও মানে নেই। আমরা এই দেশটাকে ধর্মশালা করে ফেলতে চাই না। এদেশে থাকতে হলে ‘ভারত মাতা কি জয়’ বলতে হবে।’

ধর্মেন্দ্র প্রধান ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। ধর্মেন্দ্র এদিন মঞ্চে উঠেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। সে বলতে থাকে,‘অন্য দেশ থেকে এসে এখানে অনেকেই বসবাস শুরু করেছেন। এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। তবে একটা ব্যাপারে আমাদের সবার মত এক হওয়া উচিত। এই দেশে তারাই থাকতে পারবেন যারা ‘ভারত মাতা কি জয়’ বলবেন!’

উল্লেখ্য, সারা ভারত জুড়ে নাগরিক সংশোধন আইন ও এনআরসি নিয়ে একের পর এক বিক্ষোভ চলছে। এসবের মাঝে দেশটির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের এমন মন্তব্য নতুন করে উত্তেজনা ছড়াতে পারে।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় সিএএ ও এনআরসি নিয়ে বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে ঘাম ছুটছে ভারতীয় প্রশাসনের। তারই মধ্যে বিজেপির মন্ত্রীরা একের পর এক মন্তব্য করে চলেছে। যার জেরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ইতোমধ্যে কংগ্রেসসহ একাধিক বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ তুলেছে। বিজেপির শরিক দলগুলোও চাইছে, কেন্দ্রীয় সরকার যেন নাগরিক সংশোধনী আইন পরিবর্তন করে।

সূত্র : জি নিউজ।

২৯শে ডিসেম্বর, ২০১৯

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সবচাইতে শক্তিশালী সোমালিয়ান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন এর অফিসিয়াল 'কাতায়িব' মিডিয়া ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সোমালিয়ায় পশ্চিমা ক্রুসেডার সমর্থিত সোমালিয় সরকারি মুরতাদ বাহিনী ও তাদের মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের হৃদয়প্রশান্তকারী ভিডিও। যার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 17-فشرد بهم من خلفهم
অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে তাদের পরবর্তীদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিন- পর্ব-১৭।

৬ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে এই পর্বের ভিডিও ফুটেজে দক্ষিণ যুবা রাজ্যে ও জিদু প্রদেশে দেশটির মমুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের কয়েকটি চৌকিতে হামলার বিবরণ প্রদর্শন করা হয়। ভিডিওতে দেখা যায় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর অনেক সদস্যের মৃতদেহ ময়দানে পড়ে রয়েছি, আর মুজাহিদগণ অবাধে উক্ত এলাকাগুলোতে বিজয়ের ভেসে বিচরণ করছেন।

https://alfirdaws.org/2019/12/29/30557/

সিরিয়ায় আল-কায়েদার সহযোগী ও তাদের মানহাজের অনুশারী দল "আনসারুত তাওহিদ"এর মুজাহিদগণ সিরিয়ার ইদলিবের দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া-মুরতাদ বাহিনীকে লক্ষ্য করে মিসাইল হামলা, কামানের গোলা ছুড়াসহ ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালাচ্ছেন ।

https://alfirdaws.org/2019/12/29/30554/

বাস্তুচ্যুত হাজার হাজার সিরিয়ার ছোট ছোট বাচ্চারা ইদলিব থেকে পল্লি এলাকাগুলোতে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে নিজেদের মত করে তৈরি করে নেওয়া অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরগুলিতে।

যেখানে প্রচন্ড শীতের সাথে তাদেরকে লড়াই করে বাচতে হচ্ছে প্রতিটি মহুর্ত। আর এই কনকনে প্রচন্ড শীতকে কিছুটা লাগব করতে আগুন ঝালিয়ে তা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছেন তারা।
এই শিবরগুলোতে বর্তমানে কয়েক লক্ষ মজলুম সিরিয়ান তাদের শীতের দিনগুলো কাটাচ্ছেন। যারা সন্ত্রাসী রাশিয়া ও আসাদের মুরতাদ বাহিনীর হিংস্র বোমা হামলার সাক্ষী হয়ে রয়েছেন।

https://alfirdaws.org/2019/12/29/30551/

বন্দুকের জন্য লাইসেন্স পেতে হলে অবশ্যই গো-ভক্তি থাকতে হবে। এর প্রমাণ হিসেবে গরুর জন্য ১০টি কম্বল দান বা কোনো গো-শালায় ৩ দিনের খাবার সরবরাহ করে।

ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের হিন্দুত্ববাদী ভূপালের গোয়ালিয়র কর্তৃপক্ষ এ নিয়ম জারি করেছে। গত সপ্তাহে এই নতুন নিয়ম চালু করা হয়।১০টি কম্বল দিতে অপারগদের জন্য কিছুটা সহজ নিয়ম হিসেবে চালু করা হয়েছে তিনদিনে গো-শালায় খাবার সরবরাহের বিষয়টি।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত এক সপ্তাহে ১৭০০ কম্বল জমা হয়েছে গোয়ালিয়র কর্তৃপক্ষের কাছে। ১৭০ জন লোক লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে।

গোয়ালিয়রের সংগ্রাহক অনুরাগ চৌধুরী জানিয়েছে, কিছু লোক কম্বল দিতে না পারায় গো-শালায় খাবার দিতে চেয়েছে। আবার কিছু লোক খাবারও দিতে অক্ষম হওয়ায় তারা কয়েকদিন গো-শালায় কাজ করতে চেয়েছে। আবার এমন কয়েকজনও আছেন যারা কিছু খাবার দিয়ে এবং কয়েকদিন গো-শালায় কাজ করে পুষিয়ে দিতে চেয়েছে।

ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছে, ভারত মাতা কি জয় যারা বলবেন একমাত্র তাদেরই এদেশে থাকার অধিকার রয়েছে। এদেশে থাকতে হলে ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে।

পুনেতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৫৪তম জেলা সম্মেলনে এসে সে আরও বলেছে, ভগত সিং, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের বলিদান ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর কে দেশের নাগরিক আর কে নয়, তা নমিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ার কোনও মানে নেই।

আমরা এই দেশটাকে ধর্মশালা করে ফেলতে চাই না। এদেশে থাকতে হলে ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র আরও বলেছে, অন্য দেশ থেকে এসে এখানে অনেকেই বসবাস শুরু করেছেন।

এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। তবে একটা ব্যাপারে আমাদের সবার মত এক হওয়া উচিত। এই দেশে তারাই থাকতে পারবেন যারা ভারত মাতা কি জয় বলবেন!'

সূত্র: জিনিউজ বাংলা

২০১৯ সালে নির্বিচার হত্যা/গুলিবর্ষণের ৪১টি ঘটনায় অকালে প্রাণ হারিয়েছে ২১০ আমেরিকান। ১৯৭০ সালের পর একক কোন বছরে এমন পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ আর কখনো ঘটেনি।

বছর শুরুর ১৯ দিনের মাথায় ওরেগণ রাজ্যে ওকলাহোমা সিটির ৪২ বছর বয়েসী এক ব্যক্তি চায়নিজ কুড়াল দিয়ে তার মা, পিতা, গার্লফ্রেন্ড এবং ৯ মাসের কন্যাকে কুপিয়ে হত্যা করে। এর ৫ মাস পর ভার্জিনিয়ায় কর্মস্থলে নির্বিচার গুলিবর্ষণের ঘটনায় মারা যায় ১২ কর্মচারি।

গত আগস্টে টেক্সাসের এল পাসোতে ওয়ালমার্টে গুলিবর্ষণের ঘটনায় নিহত হয় ২২ জন। এফবিআই এবং ফেডারেল পুলিশের তথ্য অনুযায়ী কমপক্ষে ৪ জন খুন হয়েছে একটি ঘটনায়- এমন ৪১টি ঘটনা রেকর্ড হয়েছে ২০১৯ সালে।

এসব হত্যাযজ্ঞে নিহতদের অধিকাংশই পরস্পরের পরিচিত ছিলেন এবং ঘাতকরাও পরিচিত ছিল।

সহকর্মী এবং স্বজনের উপর নানা কারণে ক্ষুব্ধ হবার পর এমন নৃশংসতা চালানো হয়। অধিকাংশ হত্যাযজ্ঞের সময়েই ঘাতককে পুলিশের টার্গেট হতে হয়। তবে বেশ কটি ঘটনায় ঘাতকরা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত গুলিবর্ষণের ২৯৭টি ঘটনায় নিহত হয়েছে ৩৩৫ আমেরিকান। আহতের সংখ্যা ১২১৯।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। আজ রোববার সকাল নয়টায় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি শীত মৌসুমে এটা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এই তাপমাত্রা গত শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙেছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা।

তীব্র শীতে নাকাল হয়ে পড়েছেন প্রান্তিক এই জেলার মানুষ। হাড়কাঁপানো শীতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ। স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন। উত্তরের হিমেল বাতাসে কাবু হয়ে পড়েছে দেশের সর্ব উত্তরের এই জনপদের বাসিন্দারা। হিমালয়ের খুব কাছাকাছি জেলা হওয়ায় পঞ্চগড়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হিমালয়ের হিম বায়ু প্রবেশ করায় তাপমাত্রা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা।

গত শীত মৌসুমে (২ জানুয়ারি ২০১৯) তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৪ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল। এ ছাড়া গত বছর এই দিনে (২৯ ডিসেম্বর ২০১৮) তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৫ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০১৮ সালের ৮ জানুয়ারি তেঁতুলিয়ায় দেশের ইতিহাসের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল ২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৬৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীমঙ্গলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল।

তীব্র শৈত্যপ্রবাহ আর দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করলেও আজ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে পঞ্চগড়ে দেখা গেছে সূর্যের মুখ। লোকজনকে দেখা গেছে রোদে বের হয়ে কিছুটা উষ্ণতা নিতে। তবে উত্তরের হিমেল বাতাসের দাপটে সূর্যের এই মিষ্টি রোদ খুব বেশি আরামদায়ক হতে পারছে না।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার সকালে তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিন শুক্রবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৯ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়াবিদেরা জানান, তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়। তাপমাত্রা ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ, আর ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি

সেলসিয়াস হলে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়।

তেঁতুলিয়ায় তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ায় অনেকেই শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন খড়কুটো জ্বালিয়ে। এ ছাড়া শীতের তীব্রতার কারণে ঠিকমতো কাজও করতে পারছেন না শ্রমজীবী মানুষ।

জেলার সদর উপজেলার মাগুরা ইউনিয়নের আমলাহার এলাকার নির্মাণশ্রমিক মো. মজনু মিয়া আজ সকালে বলেন, তাঁরা শ্রমিকেরা প্রতিদিন সকালে পঞ্চগড় শহরের সিনেমা রোডে জড়ো হন। সেখান থেকে বিভিন্ন নির্মাণকাজের ঠিকাদার ও হেডমিস্ত্রিরা তাঁদের দিন হাজিরা হিসেবে নিয়ে যান। কিন্তু গত কয়েক দিনের ঠান্ডায় কেউ কাজই করাতে চাইছেন না। তাঁরাও ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না। ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে হাত-পা পানিতে সামান্য ভিজলেই জমে আসে।

পঞ্চগড় শহরের রিকশাচালক শাজাহান আলী বলেন, 'সকালে হালকা রোদ দেখে বের হয়েছি। এখন তো ঠান্ডা বাতাসে হাত-পা কুঁকড়ে যাচ্ছে। ঠান্ডার কারণে ঠিকমতো গাড়ি চালাতে (রিকশা) পারছি না। বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে নাক দিয়ে পানি আসে। রাতে সর্দি-কাশি শুরু হয়। তার পরও সংসার চালানের জন্য তো গাড়ি চালাতেই হবে।'

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, তেঁতুলিয়া হিমালয়ের খুব কাছাকাছি হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হিমেল বাতাস সরাসরি এখানে আসছে। এতে তেঁতুলিয়ার ওপর দিয়ে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। দিনের বেলা সূর্যের সঙ্গে রোদের দেখা মিললেও উত্তরের হিম বায়ুতে সেই রোদের উষ্ণতা থাকছে না। তিনি বলেন, আকাশ মেঘমুক্ত হলে দিনে রোদের দেখা মিলছে, আর রাতে তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। নতুন বছরে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা ক্রমাগত কমতে পারে বলে তিনি জানান।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকালে সেটি কমে হয়েছে ১২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শৈত্যপ্রবাহ দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে মধ্যাঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। আজ রাতের বেলায় তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। তবে কাল সোমবার রাত থেকে তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্রসফায়ার’ বা ‘বন্দুকযুদ্ধের’ নামে বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুমসহ নানা কারণে দেশের মানবা ধিকার পরিস্থিতি অনেক বছর ধরেই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগের টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এমনটা বলেছিলেন। এরপর গত এক বছরে পরিস্থিতির কতটা উন্নতি হলো? বছর শেষের পরিসংখ্যান বলছে, পরিস্থিতি সেই আগের মতোই নাজুক রয়ে গেছে। বরং তা আগের চেয়ে আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

বেসরকারি সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবে, চলতি বছর প্রতিদিন গড়ে একজন ব্যক্তি ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘বন্দুকযুদ্ধের’ নামে বিচারবহির্ভূত হত্যা ও হেফাজতে মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। চলতি বছর নতুন করে গুমের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন আরও আটজন। যৌন হয়রানি ও সহিংসতা এবং ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যাও অনেক। নারী নির্যাতনকারী হিসেবে আওয়ামী দালাল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নামও এসেছে অনেকবার। এ ছাড়া সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, মতপ্রকাশে বাধার অভিযোগ ছিল বছরজুড়ে, অব্যাহত ছিল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিএসএফ দ্বারা সীমান্ত হত্যা।

মানবাধিকার ২০১৯: ফিরে দেখা।

চলতি বছর প্রতিদিন গড়ে একজন ‘বন্দুকযুদ্ধের’ নামে বিচারবহির্ভূত হত্যা ও হেফাজতে মৃত্যুর শিকার হয়েছেন।

তবে বিভিন্ন সংগঠনগুলো বলছে, ১৯৯৮ সালে ডিবি হেফাজতে বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্র রুবেল খুন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কথিত আদালত সন্ত্রাসী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছিলেন। যার আলোকে হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন (নিবারণ) আইনও পাস করে কুফরি সংসদ। তারপরও হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। চলতি বছর ঢাকার উত্তরা ও কেরানীগঞ্জে একজনকে পিটিয়ে হত্যা এবং আরেকজনকে পায়ে গুলি করে আহত করার অভিযোগ আছে সন্ত্রাসী পুলিশের বিরুদ্ধে।

গুম, খুন, হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ

আসকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও হেফাজতে মৃত্যুর শিকার হয়েছেন ৩৬২ জন। এঁদের মধ্যে ১৭৯ জনই নিহত হয়েছেন সন্ত্রাসী পুলিশের গুলিতে বা জিম্মায় থাকাকালীন। এর বাইরে ৯৭ জন র‍্যাবের, ৩১ জন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি), ৫৩ জন বিজিবির সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

রাজনৈতিক নেতা, মাদ্রাসাশিক্ষক, সাবেক সেনাসদস্যসহ এ বছর গুম হয়েছেন ১৩ জন। গুম হওয়ার পর ফিরে এসেছেন চারজন, পরে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে একজনকে। বাকি আটজন কোথায়, কেমন আছেন কেউ জানেন না। ফিরে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে সবশেষ ব্যক্তি সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান। গুম হওয়ার ৪৬৭ দিন পর তিনি এ বছরের ১৬ মার্চ ফিরে আসেন। মারুফ জামান বা তাঁর আগে যাঁরা ফিরে এসেছেন, তাঁরা কেউ আজ পর্যন্ত মুখ খোলেননি।

আসকসহ দেশি–বিদেশি সংগঠনগুলোর হিসাবে, এক দশকে দেশে গুমের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। মা, স্ত্রী, সন্তানসহ স্বজনেরা প্রিয়জনকে ফিরে পেতে প্রতিবছর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জড়ো হন। সন্তানদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান, কাকুতি–মিনতি করেন। কিন্তু তাঁদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হয় না।

মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে পিছিয়েছে বাংলাদেশ

প্যারিসভিত্তিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) গত এপ্রিলে সর্বশেষ বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক প্রকাশ করেছে। তাতে আগের বছরের তুলনায় চার ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশ। তাতে বলা হয়, বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা সন্ত্রাসী সরকারের কঠোর অবস্থানের শিকার হচ্ছেন। আসকের হিসাবে এ বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দেশে ১৩৪ জন সাংবাদিক নির্যাতন, হুমকি, হয়রানি ও হামলার শিকার হয়েছেন।

বছরের প্রথম দিনেই নির্বাচনের ত্রুটিপূর্ণ ফল ঘোষণার অভিযোগে খুলনায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করেন উপজেলা প্রশাসন। এক সাংবাদিককে গ্রেপ্তারও করা হয়।

নারী, শিশু নির্যাতনে ক্ষমতাসীন দল ও পুলিশ

গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ায় ধর্ষণের শিকার হন সুবর্ণচরের এক নারী। ক্ষমতাসীন দলের লোকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে গণধর্ষণের। এরপর এপ্রিলে সুবর্ণচরেই আরেক নারী ধর্ষণের অভিযোগ করেন। বছরজুড়ে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত ছিল।

এ বছরের প্রথম তিন মাসে ধর্ষণের অভিযোগে সারা দেশে মামলা হয়েছে ২ হাজার ৩২১টি।

মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

এ পরিস্থিতিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অবস্থান ছিল নড়বড়ে। মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় এই কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন অনেক। গত ২৮ নভেম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিষয়ে আসক আয়োজিত এক সংলাপে বলা হয়, কমিশনের চেয়ার ও সদস্য নিয়োগপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। কমিশন গঠনে আমলাতন্ত্রের প্রভাব রয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব, আর সার্বক্ষণিক সদস্য সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব কামাল উদ্দীন।

এ বিষয়ে চেয়ারম্যানের বক্তব্য জানা যায়নি। তিনি ছেলের অসুস্থতার কারণে কথা বলতে অপারগতা জানান।

জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সাড়ে তিন শর বেশি মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেও মানবাধিকার সংগঠনগুলো সভা-সেমিনার ও বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব সেরেছে।

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগর অধ্যাপক মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের কথা কেউ প্রকাশ করলেই তাঁকে রাষ্ট্রবিরোধী তকমা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মানুষের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে একজন মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হচ্ছেন, এটা খুব উদ্বেগের কথা। কিন্তু এই উদ্বেগ কি যথাস্থানে পৌঁছাচ্ছে?

ভারতে মুসলিম বিরোধী সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক তালিকার (এনআরসি) উপকারিতা বোঝাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের হাতেই মার খেল বিজেপি নেতারা।

গত শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের আম্রোহা জেলার লাকাদা মহল্লা অঞ্চলে এ ঘটনা ঘটে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং এনআরসির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে সে দেশের মানুষ। গত দুই সপ্তাহ ধরে অগ্নিগর্ভ যোগির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। বিজেপির 'বিভাজন–মূলক' নীতির বিরোধিতায় সরব সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

জানা গেছে, সিএএ এবং এনআরসির উপকারিতা বোঝাতে এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় হিন্দুত্ববাদী বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। আর সে অনুসারে ওই অঞ্চলে গিয়েছিল জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার সাধারণ সম্পাদক মুরতাজা আঘা কাজমি। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই বিপাকে পড়ে। নতুন আইনের সুবিধা বোঝানোর চেষ্টা করতেই এলাকার

মানুষ ক্ষেপে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে বিজেপির ওই নেতা ও তার সাঙ্গপাঙ্গকে। ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় মুরতাজাসহ অন্যরা।

নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভের কারণে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য করছে সরকার। এতে প্রতি ঘন্টায় অপারেটরদের লোকসান হচ্ছে ২.৪ কোটি রুপি। শীর্ষ স্থানীয় একটি লবি গ্রুপ শুক্রবার এ কথা বলেছে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুসলিম বাদে অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের নাগরিকত্ব দিতে ভারত সরকার পার্লামেন্টে পাস করেছে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন বা সিএএ। এরপর গত প্রায় তিন সপ্তাহ দেশজুড়ে চলছে বিক্ষোভ প্রতিবাদ। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে উদ্ধৃত করে এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিজনেস টুডে।

সমালোচকরা ওই আইনকে মুসলিম বিরোধী বলে সমালোচনা করছেন। কিন্তু ক্ষমতায় থাকা উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু প্রতিবাদ বিক্ষোভ কিছুতেই থামছে না।

এরই মধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যম অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ২৩। বিক্ষোভ দমাতে সরকার মোতায়েন করেছে হাজার হাজার পুলিশ। পাশাপাশি মোবাইলে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এর ফলে ইন্সটাগ্রাম, টিকটককের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করতে পারছে না ভোক্তারা। সরকারের এমন আচরণের কড়া সমালোচনা করেছেন ইন্টারনেট স্বাধীনতা বিষয়ক অধিকারকর্মীরা। শুক্রবার উত্তর প্রদেশের কমপক্ষে ১৮ টি জেলায় মোবাইলে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখা হয়। টেলি যোগাযোগ বিষয়ক একটি সূত্র এ কথা বলেছেন। একটি ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো এমন নির্দেশনা দেখতে পেয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এতে বলা হয়েছে, রাজধানী নয়া দিল্লির বাইরে ২৮ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা বাসায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা থাকবে না।

সুইডেনের টেলি যোগাযোগ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এরিকসনের মতে, বিশ্বে স্টার্মফোনে সবচেয়ে বেশি ডাটা ব্যবহার করেন ভারতীয়রা। তারা প্রতি মাসে গড়ে ৯.৮ গিগাবাইট ডাটা ব্যবহার করেন। ফেসবুক ও এর ম্যাসেঞ্জার সেবাদানকারী হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের সবচেয়ে বড় বাজার হলো ভারত। তাই সেলুলার অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (সিওএআই) বলেছে, এসব বিক্ষোভ দমনের জন্য প্রথম অ্যাকশন হওয়া উচিত নয় ইন্টারনেট বন্ধ করে

দেয়া। সিওএআইয়ের সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় এয়ারটেল, ভোডাফোনে আইডিয়া, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের জিও ইনফোকম।

ভারতের হিন্দুত্ববাদি সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গুজরাটে পঙ্গপালের হানায় সহস্রাধিক হেক্টর জমির ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, গত ২৫ বছরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ উপদ্রব। কীটনাশক দিয়েও ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের এই উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। ফসলনাশক এই পতঙ্গ তাড়িয়ে দিতে ঢাক ব্যবহার করছে কৃষকরা।

উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটে পঙ্গপালের হানায় অর্ধডজনের বেশি জেলায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা পুনামচান্দ পারমার এমন দাবি করেছে। সে বলেছে, একটি জেলায়ই বারো হাজার একরের ফসলে বিপর্যয় ঘটেছে।

গুজরাটের আনন্দ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পতঙ্গতত্ত্ব বিভাগের প্রধান পি. কে. বোরাদ বলেন, গত দুই দশকের মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ পঙ্গপাল আক্রমণ। এর আগে ১৯৯৪ এমন ব্যাপক বিধ্বংসী দৃশ্য দেখা গিয়েছিল।

তবে ইসলামিক চিন্তাবিদগণ মনে করছেন, ভারতে মুসলমানদের উপর মালাউন হিন্দু সন্ত্রাসীদের অব্যাহত জুলুমের কারণেই আল্লাহ তায়ালা হয়তো গযব স্বরুপ পঙ্গপাল পাঠিয়েছেন।

যেমনিভাবে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের ওপর ***গজব*** হিসেবে ***পঙ্গপালের*** আক্রমণ হয়েছিল।

আল্লাহ বলেন, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ –(الأعراف ১৩৩)-‘অতঃপর আমরা তাদের উপরে পাঠিয়ে দিলাম তূফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পরে এক। তারপরেও তারা অহংকার করতে থাকল। বস্ততঃ তারা ছিল পাপী সম্প্রদায়’ (আ‘রাফ ৭/১৩৩)

আল্লাহ আরো বলেন, أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ-(أعراف ১৩০)‘তারপর আমরা পাকড়াও করলাম ফেরাঊনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ হাছিল করে’ (আ‘রাফ ৭/১৩০)

হযরত মূসা আ: এর অনুসারীদের উপর ফেরাউনী যুলুম প্রতিরোধে এটা ছিল মযলুমদের সমর্থনে আল্লাহ প্রেরিত প্রথম হুঁশিয়ারী সংকেত। এর ফলে তাদের ক্ষেতের ফসল ও বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। খাদ্যাভাবে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল।

নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি ইস্যুতে জাতীয় রাজনীতিতে এই মুহূর্তে বেশ খানিকটা ব্যাকফুটে বিজেপি। কেন্দ্র বিরোধিতায় সরব বিজেপি বিরোধী একাধিক রাজনৈতিক দল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলের নেতারা। কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিজেপিবিরোধী একাধিক দল প্রতিবাদে সরব।

এনআরসি ও নাগরিকত্ব আইন নিয়ে কেন্দ্র বিরোধিতায় সরব দেশের মুসলিম সমাজ। এবার তাই এই দুই আইন নিয়ে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলার ভাবনা বিজেপি নেতৃত্বের। সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গেছে।

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই জাতীয়স্তরে একটি সেমিনার করার ভাবনা বিজেপি শীর্ষ সন্ত্রাসীদের। সেমিনারে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিদের। তাঁদের এনে একথা বলানো হবে এনআরসি ও নাগরিকত্ব আইনের জেরে কোনওভাবে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই এদেশে বসবাসকারী মুসলিমদের, সেমিনারে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিদের এমনই বার্তা দিতে চায় বিজেপি।

অথচ, সকলেই জানে এ আইন মুসলিমদের জন্য চরম ক্ষতিকর।

আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ‘সম্পর্ক অভিযান’ করার ভাবনা বিজেপির। মুসলিম মন পেতে(বোকা বানাতে) নতুন করে তৎপরতা বিজেপি শিবিরে। নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি নিয়ে বিরোধীদের উপর্যুপরি প্রচারে দেশের মুসলিম সমাজে বিজেপির প্রতি বিরূপ মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে করছে বিজেপির একাংশ। মুখে সরাসরি না বললেও ‘সম্পর্ক অভিযান’ করার ভাবনায় বিজেপির সেই মনোভাবই স্পষ্ট হয়েছে। নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রকে তুলোধনা করছে বিরোধী সচেতন মহল।

একইসঙ্গে পথে নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে একাধিক মুসলিম সংগঠন। এরই পাশাপাশি কেন্দ্র-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একই ইস্যুতে চলা আন্দোলনে মুসলিম সমাজের আন্দোলনও অন্য মাত্রা পেয়েছে। বিজেপির আশঙ্কা আসন্ন নির্বাচনগুলিতে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাব প্রভাব ফেলতে পারে। এবার তাই মুসলিম সমাজকে নাগরিকত্ব আইন ও

এনআরসি নিয়ে মুসলিমদের সংশয়ে রেখে ফায়দা হাসিলের পথে হাঁটতে চলেছে বিজেপি। রীতিমতো সেমিনার করে কেন্দ্রীয় আইন নিয়ে পাঠ দেওয়ার ভাবনা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের। কেন্দ্রের এই দুই আইন প্রয়োগে এদেশের কারও স্বার্থে যে আঘাত লাগবে না, সেকথাই তাঁদের বোঝাতে মরিয়া বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় একাধিক সংগঠনের প্রতিবাদের মুখে পড়লেন মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাকে তেজপুর বিমানবন্দরেই ঘেরাও করা হয়েছে।

আসামের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা অসম তথা উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম বিজেপি নেতা। তাঁর রাজনৈতিক কুবুদ্ধি কাজে লাগিয়েই একের পর এক রাজ্য দখল করেছে সন্ত্রাসী দল বিজেপি। উত্তর পূর্বের সবকটি রাজ্যে দলীয় অবস্থান ধরে রাখতে বিজেপি তৈরি করেছে নেডা (নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স)। এনডিএ ধাঁচে তৈরি নেডার সর্বভারতীয় আহ্বায়ক হল হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল প্রয়োগ রুখতে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল যত না সমালোচিত হচ্ছে, ততোধিক জনতার রোষ গিয়ে পড়ছে নেডা আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্বশর্মার উপরে। ফলে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেওয়া পড়ুয়ারা তাঁর ছবিতেই জুতোর মালা পরিয়ে দিলেন।

জানা গেছে, তেজপুরের পরিস্থিতি প্রবল উত্তপ্ত। সেখানে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন নতুন করে মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা শুরু করেছে।

এর মাঝে গুয়াহাটিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের পক্ষে তীব্র বক্তব্য রেখে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা তেজপুর যায়। বিমান বন্দরের সামনেই চলছিল

প্রতিবাদ সমাবেশ। বিক্ষোভের রোষ গিয়ে পড়ে মন্ত্রীর উপর। তাকে বিমান বন্দরের মধ্যেই আটকে রাখা হয়।

সিএএ নিয়ে আসামসহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে লাগাতার বিক্ষোভ চলছেই। প্রবল বিক্ষোভে রক্তাক্ত হয়েছে অনেকেই।

সূত্র: *Kolkata 24x7*

২৮শে ডিসেম্বর, ২০১৯

মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে, সিরিয়ায় গত দুই সপ্তাহেই ২ লাখ ৩৫ হাজার বাসিন্দা বাড়ি-ঘর ছেড়েছেন। ইদলিব প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সিরিয়া থেকে এসব বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়েছেন।

বর্তমানে সেখানে রাশিয়ান কুফ্ফার বাহিনী ও শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীগুলো বর্বরোচিত স্থল অভিযান ও বিমান হামলা চালাচ্ছে। যার ফলে প্রতিনিয়ত কুফ্ফার সন্ত্রাসী জোটগুলোর হামলায় প্রাণ হারাচ্ছেন শত শত সাধারণ সিরায়ান। ইদলিবে কুফ্ফার বাহিনীগুলো অমানবিক হামলা বাড়ায় সেখানকার বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে নিজেদের বাড়ি-ঘর ছাড়ছেন। সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে বর্তমানে ৩০ লাখ মানুষের বসবাস। রাশিয়া ও শিয়া জোট বাহিনীগুলো হাত থেকে বাচতে মানুষ এই প্রদেশটিতে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু এখন এই শহরটিও কুফ্ফার বাহিনীর হামলায় ধ্বংস্তুপে পরিণত হচ্ছে।

উপরে উল্লেখিত হিসাবটি নেওয়া হয়েছে ১২ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বস্তুচ্যুত লোকদের। কিন্তু এরপরের দু'দিন অর্থাৎ ২৬ ও ২৭ তারিখে বস্তুচ্যুত হয়েছেন আরো ৬০ হাজার মানুষ।

তুর্কি সংবাদ সংস্থা আনাদোল জানিয়েছে, বর্তমানে তুর্কি সীমান্তে ৪৭ হাজারেরও অধিক লোক অবস্থান করছেন।

ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধিত আইনের বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভ ঘিরে উত্তরপ্রদেশের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথসহ রাজ্যের সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে। বিক্ষোভে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার বলপ্রয়োগেরও অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের পুলিশের বিরুদ্ধে। এবার এই রাজ্যে কয়েক দিন আগের বিক্ষোভের একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। এতে পুলিশের শীর্ষ এক কর্মকর্তা মুসলিম বিক্ষোভকারীদের পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছে।

ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের প্রায় ২০ শতাংশ অধিবাসীই মুসলিম। দেশটির নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ঘিরে দেশজুড়ে চলমান বিক্ষোভে প্রায় ২৭ জনের প্রাণহানি ঘটেছে; যাদের ১৯ জনেরই প্রাণ গেছে উত্তরপ্রদেশে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং মুসলিমরা। বিক্ষোভের সময় ভাঙচুর ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগে ইতোমধ্যে রাজ্যের ২০০ জনের বেশি বিক্ষোভকারীকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এই নির্দেশ অমান্য করা হলে বিক্ষোভকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকিও দেয়া হয়েছে।

শুক্রবার টুইটারে দেয়া এক বার্তায় যোগী আদিত্যনাথ বলেছে, প্রত্যেক বিক্ষোভকারী অবাক। প্রত্যেক সমস্যা সৃষ্টিকারীরা বিস্মিত। যোগী আদিত্যনাথ সরকারের কঠোরতার কারণে প্রত্যেকে এখন নীরব।

দ্য গ্রেট সিএম যোগী হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে এই টুইট করা হয়েছে যোগী আদিত্যনাথের ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে। তার এই টুইটের কয়েক ঘন্টা পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের শীর্ষ এক কর্মকর্তা বিক্ষোভরত মুসলিমদের উদ্দেশে বলছে, পাকিস্তান চলে যাও।

ভিডিওতে দেখা যাওয়া ওই পুলিশ কর্মকর্তার নাম মালাউন অখিলেশ নারায়ণ সিং। সে মীরাট জেলায় কর্মরত আছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভে এই জেলায় নিহত হয়েছে অন্তত ৫ জন। ভিডিওতে একদল মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে এই পুলিশ কর্মকর্তাকে বলতে শোনা যায়, তোমরা পাকিস্তান চলে যাও।

‘তোমরা এখানে খাও কিন্তু অন্য জায়গার গুণগান করো...এই গলি আমার কাছে খুব পরিচিত। আমি আবারও তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এমনকি আমি তোমাদের নানীর কাছেও পৌঁছাতে পারি। সব বাড়ির প্রত্যেক পুরুষকে গ্রেফতার করা হবে।’

সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের হুমকি : মোদি সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সহিংসতা দেখা গেছে উত্তরপ্রদেশে। মানবাধিকার কর্মীরা এই সহিংসতার পেছনে দেশটিতে মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যের বিষয়টিকে সামনে এনেছেন। ভারতে বর্তমানে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৩০ কোটি; যার ১৪ শতাংশ মুসলিম।

নাগরকিত্ব আইনবিরোধী বিক্ষোভের তীব্রতা উত্তরপ্রদেশে গত সপ্তাহের চেয়ে কিছুটা কমেছে। তবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এখনও ঝটিকা বিক্ষোভ-মিছিল অব্যাহত আছে। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে যোগী আদিত্যনাথের সরকার জানায়, তারা ২০০ জনের বেশি বিক্ষোভকারীর কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন রুপি জরিমানা আদায় করছে।

বিক্ষোভের সময় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও ধ্বংসের দায়ে এই জরিমানা আদায় করা হবে। এমনকি বিক্ষোভকারীরা যদি এই ক্ষতিপূরণ না দেয়, তাহলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের হুমকিও দিয়েছে যোগীর প্রশাসন।

বিক্ষোভ দমনে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং গণ-গ্রেফতারের অভিযোগ তুলেছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা। ১১ ডিসেম্বরের পর থেকে এখন পর্যন্ত এই রাজ্যে এক হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যারা দেশটির বিতর্কিত এই নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে রাজপথে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন।

ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী সরকার গত ১১ ডিসেম্বর পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাসের পর দেশটিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। ২০১৪ সালে দেশটিতে ক্ষমতায় আসার পর এমন তীব্র বিক্ষোভ এবং বিরোধিতার মুখে প্রথমবারের মতো পড়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নতুন আইনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ভারতে যাওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, পার্সি এবং জৈন সম্প্রদায়ের সদস্যরা সে দেশের নাগরিকত্ব পাবেন। তবে এ আইনে মুসলিম শরণার্থীদের ব্যাপারে একই ধরনের বিধান রাখা হয়নি।

বিতর্কিত এ আইনে মুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে কিছু না বলায় ভারতজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। তবে বিক্ষোভের দাবানল বেশি ছড়িয়ে পড়েছে দেশটির সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে।

সূত্র : আলজাজিরা, রয়টার্স

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" (JNIM) এর মুজাহিদগণ গত ২৭ই ডিসেম্বর বুর্কিনা-ফাসোর "আরবিন্ডা" অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ সামরিকহিনীর একটি ঘাঁটিতে বরকতমী ও সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, JNIM এর মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় বুর্কিনা-ফাসোর ১৮ মুরতাদ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমানে আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদগণ ইদলিব সিটির আল-জুর, আল-বারাসা, তিল-বোরকান ও কাবিনাহ ফ্রন্টলাইনে কুফ্ফার ও সিরিয়ান মুরতাদ বাহিনীর উপর হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালাচ্ছেন।

এসকল স্থানে মুজাহিদদের হামলায় শত্রু বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া ছাড়াও অনেক মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়েছে এবং গচ্চা।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে আল-কায়েদা শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল হামলায় দেশটির সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ এক মুরতাদ অফিসার নিহত হয়।

এমনিভাবে আল-শাবাবের যোদ্ধারা রাজধানী মোগাদিশুর "আলমাদা" এলাকায় ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়ন এর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল আক্রমণ চালিয়েছেন, যাতে অনেক কুফ্ফার সেনা হতাহতের খবর নিশ্চিত করেছে "শাহাদা" নিউজ।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক কেনিয়ায় অবস্থানরত "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদগণ ২৮ই ডিসেম্বর কেনিয়ান সরকারি সামরিক মুরতাদ বাহিনীর উপর দুটি সফল অভিযান চালিয়েছেন।

শাহাদাহ সংবাদ মাধ্যমের তথ্যমতে, উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার ওয়াজির অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।এসময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় কেনিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা সকল আরোহী হতাহতের শিকার হয়।

একই দিনে সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় "তাতাবো" এলাকায় কেনিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে কুফ্ফার বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এর মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে পাঁচ দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক বৈঠক বৃস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) ভারতের নয়াদিল্লিতে বিএসএফের সদর দফতরে শুরু হয়েছে।

এ সম্মেলন আগামী ২৯ ডিসেম্বর ‘যৌথ আলোচনার দলিল’ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে শেষ হবে।

সম্মেলন শেষে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আগামী ৩০ ডিসেম্বর দেশে ফিরবে বলে বিজিবি’র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মুহাম্মাদ সাফিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে বিজিবি’র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছেন।

অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিএসএফ মহাপরিচালক ভিভেক জোহরীর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধি দল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে। ভারতীয় প্রতিনিধি দলে বিএসএফ সদর দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ফ্রন্টিয়ার আইজি এবং স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা রয়েছে।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

নোটবন্দির চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (এনপিআর) আর জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)। নোটবন্দির সিদ্ধান্ত আমাদের যতটা ক্ষতি করেছে, এনপিআর এবং এনআরসি হবে তার দ্বিগুণ ক্ষতিকারক।

ভারতের সংবাদ মাধ্যম *আনন্দ বাজার পত্রিকার* বরাতে জানা যায়, দিল্লিতে এআইসিসি-র সদর দফতরে শনিবার কংগ্রেসের ১৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করার পর এনপিআর এবং এনআরসি নিয়ে এই ভাবেই তোপ দাগল রাহুল গান্ধী ।

বললেন, ‘‘নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ওঁর (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী) ১৫ জন বন্ধুকে কোনও নথিপত্রই দাখিল করতে হবে না। এই সবের জন্য (এনপিআর এবং এনআরসি) বরাদ্দ করা অর্থ ঢুকবে ওই ১৫ জনের পকেটে। আর এই আইনগুলির জন্য ভুগতে হবে দেশের গরিব মানুষদের।’’

শুক্রবার ছত্তীসগঢ়েও এনপিআর এবং এনআরসি-র তীব্র নিন্দা করে রাহুল বলেন, ‘‘এই দু’টি আইনই গরিব মানুষের কাঁধে করের বোঝা আরও বাড়াবে। ২০১৬-য় নোটবন্দি তাঁদের যতটা ক্ষতি করেছে, তার দ্বিগুণ ক্ষতি করবে এই দু’টি আইন।’’

বন্দিশালা প্রসঙ্গে বিজেপি যে তাঁকে ‘মিথ্যাবাদী’ বলেছে, তার জবাব দিতে গিয়ে রাহুল এ দিন এআইসিসি দফতরে হাজির সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘আপনারা হয়তো আমার টুইট দেখেছেন। সেখানে বলেছি, দেশজুড়ে ডিটেনশান সেন্ট (বন্দিশালা) খোলা হয়েছে। আরও বেশি করে খোলার তোড়জোড় চলছে। আপনারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণও শুনে থাকতে পারেন। যেখানে উনি বলেছেন, দেশের কোথাও কোনও বন্দিশালা খোলা হয়নি। আবার আপনারা হয়তো বন্দিশালা খোলার ভিডিও দেখেছেন। এ বার আপনারাই ঠিক করুন, কে মিথ্যাবাদী।’’

জি-মেইলপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ই-মেইল এখনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কোনো বিচিত্র কারণে বিপণনকারীদের কাছেও ই-মেইল খুবই পছন্দের। তাঁরা দিনমান ই-মেইলে বিজ্ঞাপন পাঠাতে থাকেন। আবার অসৎ উদ্দেশ্যে ই-মেইল পাঠানোর অহরহ উদাহরণ প্রায় সবার কাছেই আছে। ‘স্প্যাম’ ফোল্ডারে রেখেও যদি সেসব স্প্যাম ই-মেইল থেকে রেহাই না পান, তবে জি-মেইলে অনুসরণ করতে পারেন তিনটি পদ্ধতি।

প্রথম পদ্ধতি: নির্দিষ্ট প্রেরক ব্লক করুন

আপনি যদি প্রচারণার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু ই-মেইল ঠিকানা থেকে প্রচুর ই-মেইল পান তো

জি-মেইলে সেই ই-মেইল ঠিকানা ব্লক করে রাখতে পারেন।
* প্রথমেই জি-মেইলে ঢুকে আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন
* নির্দিষ্ট ই-মেইল ঠিকানা থেকে আসা ই-মেইল চিহ্নিত করে খুলুন
* তিন বিন্দুওয়ালা বোতামে ক্লিক করে ‘Block’ নির্বাচন করুন
* আবারও ‘Block’ বোতামে ক্লিক করে সম্মতি জানান

দ্বিতীয় পদ্ধতি: ফিল্টার ব্যবহার করে ই-মেইল ব্লক করুন
ই-মেইলে ফিল্টার ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ধরনের ই-মেইলগুলো পাঠানো ঠেকাতে পারেন।
* কাজটি করার জন্য আপনার জি-মেইলে লগইন করে সার্চবারের ডান পাশ থেকে ড্রপ-ডাউন মেন্যুতে ক্লিক করুন
* ‘To’ ফিল্ডে প্রেরকের নাম বা ই-মেইল ঠিকানা লিখে ‘Create Filter’-এ ক্লিক করুন
* পরবর্তী ধাপে ‘Delete it’ নির্বাচন করে ‘Create Filter’ বোতাম চাপলে ওই প্রেরকের কাছ থেকে আসা সব ই-মেইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাবে

তৃতীয় পদ্ধতি: কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে ই-মেইল ব্লক করুন
আবারও জি-মেইলের সার্চ বারে গিয়ে ড্রপ ডাউন মেন্যু থেকে ফিল্টার অপশনে যান। ‘Has the word’ অংশে promotions, sale, discounts, offers, free, won বা এই জাতীয় শব্দ লিখে ‘Create Filter’ বোতাম চাপুন। পরের ধাপে যথারীতি ‘Delete it’ নির্বাচন করুন।

সূত্র: প্রথম আলো

মজুরি কমিশন বাস্তবায়নসহ ১১ দফা দাবিতে আগামীকাল রোববার বেলা দুইটা থেকে আবারও আমরণ অনশন কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে খুলনা অঞ্চলের পাটকলশ্রমিকেরা। আগের মতোই খালিশপুরের বিআইডিসি সড়কে ওই কর্মসূচি পালন করবেন খুলনার পাঁচটি পাটকলের শ্রমিকেরা। অন্য পাটকলগুলোর শ্রমিকেরা অনশন করবেন তাঁদের নিজ নিজ গেটে।

২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় বিজেএমসির চেয়ারম্যান এবং পাট মন্ত্রণালয়ে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় আবারও আমরণ অনশন করার হুমকি দিয়েছিলেন শ্রমিকনেতারা। খুলনায় ফিরে মিলগেটে সভা করে আজ শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অনশনের ঘোষণা দেন তাঁরা।

এর আগে একই দাবিতে ১০ ডিসেম্বর দুপুর থেকে নিজ নিজ মিলগেটের সামনে অনশন কর্মসূচি শুরু করেন শ্রমিকেরা। তীব্র শীতের মধ্যে টানা চার দিন ওই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। কর্মসূচি চলাকালে এক শ্রমিকের মৃত্যুসহ দুই শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ-নন সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ও খুলনার ক্রিসেন্ট জুট মিলের সাবেক সিবিএ সভাপতি মুরাদ হোসেন বলেন, 'দাবি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করতে চাইছে মন্ত্রণালয়। এ জন্য বারবার তারা সময় চাইছে। কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষে ওই সময় দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, তাই আমরণ অনশনের আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

প্লাটিনাম জুট মিলের সিবিএ সভাপতি শাহানা শারমিন জানান, সকাল ১০টায় নিজ নিজ মিল গেটে শ্রমিকেরা সভা করেছেন। সেখানে যেকোনো মূল্য আমরণ অনশন সফল করতে শপথ নিয়েছে তাঁরা। শ্রমিকেরা দেখছেন, আন্দোলন ছাড়া দাবি পূরণের আর কোনো উপায় নেই। এ জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচি পালন করবেন।

খুলনা অঞ্চলে মোট রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি পাটকল রয়েছে। এর মধ্যে খুলনায় রয়েছে সাতটি ও যশোরে দুটি। খুলনায় থাকা পাটকলগুলো হলো ক্রিসেন্ট জুট মিল, খালিশপুর জুট মিল, দৌলতপুর জুট মিল, প্লাটিনাম জুট মিল, স্টার জুট মিল, আলিম জুট মিল ও ইস্টার্ন জুট মিল। আর যশোরের দুটি জুট মিল হলো কার্পেটিং ও জেজেআই।

প্রথম আলোর সুত্রে জানা যায়, এর আগে গত ২৩ নভেম্বর মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন, পাটকলে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ব্যবস্থা বাতিল, পাট খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়াসহ ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন শ্রমিকেরা। বিক্ষোভ মিছিল, ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে ১০ ডিসেম্বর বেলা তিনটা থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচিতে যান তাঁরা।

১৩ ডিসেম্বর রাতে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের মিথ্যা আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিন দিনের জন্য আমরণ অনশন কর্মসূচি স্থগিত করেছিলেন শ্রমিকেরা। দিবাগত রাত একটার দিক থেকে একে একে খুলনার বিভিন্ন পাটকলের শ্রমিকেরা ঘরে ফিরে যান।

ওই রাতে শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন কথিত শ্রম প্রতিমন্ত্রী। এ সময় তিনি ১৫ ডিসেম্বর শ্রমিকদের মজুরি কমিশন বাস্তবায়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভা এবং বিকেলে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) সভাকক্ষে শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে সভা

করার কথা জানান। ওই সভা থেকে ভালো ফলাফল আসতে পারে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী শ্রমিকনেতাদের অনশন তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বলেন। ওই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দফায় ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনশন স্থগিত করেছিলেন শ্রমিকেরা। পরবর্তী সময়ে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর অনুরোধে আরও ১০ দিন সময় বাড়ানো হয়। কিন্তু ২৬ ডিসেম্বরের বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা আমরণ অনশনের কর্মসূচিতে অনড় থাকেন।

অব্যাহত দরপতনে তলানিতে নেমেছে শেয়ারবাজারে লেনদেনের পরিমাণ। মঙ্গলবার প্রধান শেয়ারবাজার ডিএসইতে মাত্র ২৩৯ কোটি টাকার শেয়ার কেনাবেচা হয়েছে, যা পৌনে দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগের সর্বনিম্ন লেনদেন হয় ২০১৮ সালের ২৫ মার্চ, যেদিন এ বাজারে কেনাবেচা হওয়া শেয়ারের মূল্য ছিল ২২৪ কোটি টাকা।

বাজার-সংশ্লিষ্টরা জানান, দরপতনে লোকসান এতটাই বেড়েছে যে, সিংহভাগ বিনিয়োগকারী নতুন করে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা হারিয়েছেন। এমনকি কোনো শেয়ার লোকসানে বিক্রি করে অন্য শেয়ার কেনার সাহসও হারিয়েছেন অনেকে। কারণ অন্য শেয়ারেও বিনিয়োগ করে মুনাফা করার নিশ্চয়তা নেই।

ব্রোকারেজ হাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তারা জানান, বিনিয়োগকারীদের বড় অংশই শেয়ারবাজারে আসা অনেক আগেই ছেড়েছেন। অল্প কিছু বিনিয়োগকারী এখন শেয়ার কেনাবেচা করছেন। দরপতনে অনেক শেয়ারের দর কয়েক বছরের সর্বনিম্ন নেমে আসায় কেউ কেউ এসব শেয়ার কিনছেন।

মঙ্গলবার ডিএসইতে লেনদেন হওয়া ৩৫৩ কোম্পানির শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ১৭৯টি দর হারিয়েছে। বিপরীতে বেড়েছে ১১২টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৬২টির দর। দেশের দ্বিতীয় শেয়ারবাজার সিএসইতে লেনদেন হওয়া ৬৭ কোম্পানির শেয়ার ও ফান্ডের দরবৃদ্ধির বিপরীতে ১১৭টির দর কমেছে এবং অপরিবর্তিত ছিল ৪৬টির দর।

বেশিরভাগ শেয়ারের দর কমলেও সূচকের পতন সেভাবে হয়নি। ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএপ ৩ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট হারিয়ে ৪৩৯০ দশমিক ৬৭ পয়েন্টে নেমেছে। দর হারানো শেয়ার সংখ্যার তুলনায় সূচক অপেক্ষাকৃত কম কমার কারণ, বৃহৎ মূলধনি কয়েকটি কোম্পানির শেয়ারদর আগের দিনের চেয়ে বেড়েছে। বিশেষত স্কয়ার ফার্মার শেয়ারপ্রতি ৩ টাকা ৯০ পয়সা দরবৃদ্ধির কারণে ডিএসইএপ সূচকে যোগ হয়েছে সাড়ে ৮ পয়েন্ট। এছাড়া

ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন প্রায় ৪ পয়েন্ট এবং অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ দেড় পয়েন্ট যোগ করেছে।

পর্যালোচনায় দেখা গেছে, গতকাল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ছাড়া বাকি খাতের বেশিরভাগ শেয়ারদর কমেছে। সোমবারের মতো গতকালও খাতওয়ারী দর কমার শীর্ষে ছিল সিরামিক খাত। এ খাতের ৫ কোম্পানির সবগুলো দর হারিয়েছে। বড় খাতের মধ্যে বীমার দরপতন ছিল বেশি। এ খাতের ৪৭ কোম্পানির মধ্যে ৩২টি দর হারিয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের ২২ কোম্পানির মধ্যে ১০টির দর বেড়েছে ও কমেছে ৪টির। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের ১৯ কোম্পানির মধ্যে ৬টির দর বেড়েছে ও কমেছে ১২টির। প্রকৌশল খাতের ৩৮ কোম্পানির মধ্যে ১৬টির দর বেড়েছে, কমেছে ১৯টির। ওষুধ ও রসায়ন খাতের ৩২ কোম্পানির মধ্যে ৭টির দর বেড়েছে, কমেছে ২০টির। বস্ত্র খাতের লেনদেন হওয়া ৫৫ কোম্পানির মধ্যে ১৬টির দর বেড়েছে, কমেছে ৩০টির।

পৌনে ৮ শতাংশ দর হারিয়ে গতকালের দরপতনের শীর্ষে ছিল মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স। এছাড়া প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সাড়ে ৮ শতাংশ এবং এমারেল্ড অয়েলের সোয়া ৮ শতাংশ দরপতন হয়েছে। প্রগ্রতি ইন্স্যুরেন্স, তাল্লু স্পিনিং ও সমতা লেদার ৬ শতাংশের ওপর দর হারিয়েছে। ৫ শতাংশের ওপর দর হারিয়ে দরপতনের তালিকার ওপরের দিকে ছিল ফ্যামিলি টেপ, সোনালী আঁশ, স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক এবং পদ্মা লাইফ ইন্স্যুরেন্স।

দরপতনের মধ্যেও গতকাল কিছু শেয়ারের দর উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এর মধ্যে ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশনের শেয়ার সার্কিট ব্রেকারের সর্বোচ্চ দরে কেনাবেচা হয়েছে।

সুত্রঃ সমকাল

গত দুইদিন কুয়াশা থাকার পাশাপাশি বৃষ্টি হলেও শনিবার সকাল থেকে কুয়াশা কেটে গেছে। তবে বেড়েছে ঠাণ্ডা। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, শনিবার সারাদিন ধরেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থাকবে। সেই সঙ্গে বয়ে যাচ্ছে হিমেল বাতাস।

আজ ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হতে পারে ১৩ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৮ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে ঠাণ্ডা বাতাসের কারণে এই শীতের তীব্রতা বেশি অনুভূত হতে পারে।

আবহাওয়াবিদ মনোয়ার হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলছেন, এখন যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা চলছে, সেটা এই মাসের পুরোটাই, অর্থাৎ আরো কয়েকদিন থাকবে।

তিনি জানান, এখন রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ওপর দিয়ে একটি মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, যা আশেপাশের এলাকায় বিস্তৃত হতে পারে। সেটার প্রভাব দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও টের পাওয়া যাবে। আরো এক দুইদিন এই তীব্রতা থাকবে বলে তারা মনে করছেন। দেশের বেশিরভাগ স্থানে তাপমাত্রা এক থেকে ২ ডিগ্রি কমে যেতে পারে।

এ সময় সূর্যের আলো দেখার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা নেই।

মনোয়ার হোসেন বলছেন, জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। তবে তারপরে আরেকটা শৈত্যপ্রবাহ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। এদিন সেখানে ৯ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

শৈত্যপ্রবাহের কারণে রংপুর ও রাজশাহীর জেলাগুলোতেও তীব্র শীত রয়েছে। এদিকে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে নিম্নবিত্ত মানুষজন চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। ঠাণ্ডার সঙ্গে গত কয়েকদিন বৃষ্টি যোগ হওয়ায় ছিন্নমূল ও ফুটপাতে থাকা মানুষজন চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

রাজধানী ঢাকাতেও অনেককে কাগজ ও অন্যান্য জিনিসপত্রে আগুন ধরিয়ে তাপ পোহাতে দেখা গেছে। তবে শহর এলাকায় কুয়াশার দাপট কমলেও নদী তীরবর্তী এলাকাগুলো তা অব্যাহত রয়েছে। ফলে ফেরী ও নৌ-চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিদিন রাতেই মাওয়া ও পাটুরিয়ায় কুয়াশার কারণে কয়েক ঘণ্টা ফেরি চলাচল বন্ধ রাখতে হচ্ছে, যার ফলে পদ্মা নদীর দুই পাড়ে তৈরি হচ্ছে যানজট।

মুসলিম বিরোধী কথিত সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে চলমান বিক্ষোভ ঠেকাতে ভারতজুড়ে বিভিন্ন জেলা-শহরে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। এতে প্রতি ঘণ্টায় অপারেটরদের লোকসান হচ্ছে ২.৪ কোটি রুপি। জানা গেছে, শুক্রবার উত্তর প্রদেশের কমপক্ষে ১৮ টি জেলায় মোবাইলে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখা হয়। সরকারের এমন আচরণের কড়া সমালোচনা করেছেন ইন্টারনেট স্বাধীনতা বিষয়ক অধিকারকর্মীরা।

টেলি যোগাযোগ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এরিকসনের মতে, বিশ্বে স্মার্টফোনে সবচেয়ে বেশি ডাটা ব্যবহার করে ভারতীয়রা। তারা প্রতি মাসে গড়ে ৯.৮ গিগাবাইট ডাটা ব্যবহার করে। ফেসবুক ও এর ম্যাসেঞ্জার সেবাদানকারী হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের সবচেয়ে বড় বাজার হলো ভারত।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য। আন্দোলন ঠেকাতে সৈরাচারী দমননীতি গ্রহণ করেছে দেশটির উত্তর প্রদেশ হিন্দুত্ববাদী সরকার।

মেরুট, সম্ভল, কানপুর, ফিরোজাবাদ, লাখনৌসহ বিভিন্ন জায়গায় কার্যত খানা তল্লাশি চালাচ্ছে সন্ত্রাসী রাজ্য পুলিশ। ইতোমধ্যে ৪৯৮ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৫ হাজারের বেশি বিক্ষোভকারীকে। গ্রেফতার হয়েছেন ১ হাজার ২৪৬ জন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপরও চলছে কড়া নজরদারি।

প্রায় ২১ হাজার পোস্টকে আপত্তিকর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১০ হাজার ৩৮০ টুইট, ১০ হাজার ৩৩৯ ফেসবুক পোস্ট এবং ইউটিউবের ১৮১ ভিডিও। সোশ্যাল মাধ্যমে আপত্তিকর পোস্ট করার অভিযোগে ৯৫টি মামলা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশে এনআরসির জেরে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৯ জনের। এক তৃতীয়াংশ জায়গায় ইন্টারনেট সেবা বন্ধ। উত্তর প্রদেশ আর্মড কনস্ট্যাবুলারির ১২ হাজার সেনা এবং তিন হাজারের বেশি আধা সেনা টহল দিচ্ছে সন্ত্রাসী যোগীর রাজ্যে।

সূত্র: জিনিউজ

মুসলিমবিদ্বেষী সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন-সিএএ নিয়ে উদ্বেগজনক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মার্কিন কংগ্রেসের থিংক ট্যাংক কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিস-সিআরএস। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল

বিজেপির এমন সিদ্ধান্তে দেশটির ২০ কোটিরও বেশি মুসলিম ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বলে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতের সংবাদ মাধ্যম *আনন্দ বাজার পত্রিকা*র বরাতে জানা যায়, ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দেশের স্বাভাবিক নাগরিকত্বের প্রক্রিয়ায় একটা ধর্মীয় শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে সিআরএসের প্রথম রিপোর্টে বলা হয়েছে, "ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যে ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন্স (এনআরসি) তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে, সেটার পাশাপাশি সিএএ (সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট) গ্রহণের ফলে ভারতের প্রায় ২০০ মিলিয়ন মুসলিম সংখ্যালঘুদের মর্যাদার উপর সেটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে"।

সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট অনুসারে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যে সব অমুসলিম শরণার্থীরা ভারতে এসেছে, তাদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দেয়া হবে।

সিআরএস তাদের দুই পাতার প্রতিবেদনে বলেছে, "ভারতের ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে অবৈধ অভিবাসীদের ভারতের নাগরিক হওয়ার পথে বাধা রয়েছে। ১৯৫৫ সালের পর এই আইনটি বহুবার সংশোধিত হলেও কখনও এতে ধর্মীয় শর্ত যুক্ত করা হয়নি"।

সিএএ'র বিরোধীরা সতক্য করে দিয়ে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ অর্জনের চেষ্টা করছে, মুসলিম-বিরোধী এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে এবং ভারতের আনুষ্ঠানিক সেক্যুলার মর্যাদাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নীতিমালা লঙ্ঘন করছেন। সরকারিভাবে মার্কিন কংগ্রেসের রিপোর্ট না হলেও সিআরএসের এই রিপোর্ট বানানো হয়েছে কংগ্রেস সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতামতের ভিত্তিতেই বলে খবর প্রকাশ করেছে ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম।

মোদির হিন্দুত্ববাদী সরকার ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'বহু বিশেষজ্ঞের ধারণা, দেশের উত্তরোত্তর ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতি থেকে মানুষের নজর অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাজনৈতিক সমর্থন ধরে রাখতে বিজেপি সরকার এখন আবেগের ওপরেই গুরুত্ব দিচ্ছে। হাতিয়ার করছে ধর্মকে।'

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘ভারত শুধুই বিদেশি আগ্রাসনকারীদের হাতে লুণ্ঠিত হয়েছে, এভাবে সে দেশের ইতিহাসটাকে ব্যাখ্যা করতে চাইছে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা। শুধু এভাবেই বিষয়টিকে তারা দেখছে। দেখাতে চাইছে।’

হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে ভারতে চলছে মুসলিমদের আন্দোলন। এ যেন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী, গাজওয়াতুল হিন্দের পদধ্বনি।

হিন্দু সন্ত্রাসীদের বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলিমদের জাগরণের মূলমন্ত্র “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” সম্প্রতি ভারতের একটি বিক্ষোভে এটিই উচ্চারিত হয়েছে মুসলিমদের কণ্ঠে। তারা স্লোগান তুলে বলেছেন,

Say it on the barricade (ব্যারিকেডে বলুন)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)

Say it in the Lathi Charge (লাঠি চার্জে বলুন)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)

Say it in the tear gas (টেয়ার গ্যাসের সময় বলুন)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)

What is the relationship between me and you? (আমার এবং আপনাদের মাঝে কীসের সম্পর্ক?)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)

দেখুন সেই মুহূর্তটির ভিডিও:

https://youtu.be/Bxa10gziKqQ

জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ তুলে ভারতের তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের কাছের একটি গ্রামের ৩ হাজারেরও বেশি দলিত হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

চেন্নাই থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে নাদুর গ্রামের কাছে গত ২ ডিসেম্বর একটি দেয়াল প্রবল বৃষ্টির কারণে ভেঙে ১৮ জন দলিতের মৃত্যু হয়। পাঁচিল ভাঙার ফলে ১০ জন মহিলা ও দুজন শিশু সহ মোট ১৮ জন দলিত অধিবাসীদের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। ঘটনার পরে পুলিশ ওই ভেঙে পড়া পাঁচিলের বাড়ির মালিক শিবসুমব্রমানিয়মকে গ্রেপ্তার করলেও পরে জামিনে মুক্তি পেয়ে যায় সে। শিবসুমব্রমানিয়মের বিরুদ্ধে তফসিলি জাতি ও উপজাতির নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু করার কথা বললেও পুলিশ তা এড়িয়ে যায় বলে অভিযোগ।

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের থেকে দলিতদের পৃথকভাবে বাস করতে বাধ্য করার জন্য ওই পাঁচিল তোলা হয়েছিলো বলে অভিযোগ দলিত বাসিন্দাদের। ১৫ ফুট লম্বা পাঁচিলটি কোনও রকম পিলার ছাড়াই নির্মিত হয়েছিল।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও শুধুমাত্র দলিত হওয়ার কারণে বৈষম্য মূলক আচরণের জন্য ওই দলিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা ঘোষণা করেছে যে আগামী ৫ জানুয়ারী ১৭ জন মৃতের পরিবারের সদস্য সহ মোট প্রায় ৩০০০ দলিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চলেছেন।

দলিতদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইলাভেনিল বলেন, যে ব্যক্তি এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী তাকে ২০ দিনের মধ্যে জামিনে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু সংগঠনের সভাপতি নাগাই তিরুভল্লুয়ান গণতান্ত্রিক উপায়ে ন্যায় বিচার চাইতে গেলে তাকে আটক করা হয়।

বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নিপীড়নে অতিষ্ঠ স্থানীয় দলিতরা। ইলাভেনিল বলেন, নিপীড়ন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমাদেরকে কূপ থেকে পানি খেতে দেয় না। মন্দিরের ধারেকাছে যেতে দেয় না। রাস্তায় ধরে মারধর করে আবার মামলাও দেয়। আমাদেরকে বলা হয়েছে রাস্তায় যেন মোবাইল ফোনে কথা না বলি। কী ধরনের অমানবিক আচরণ এগুলো?

এসব অবিচারের প্রতিবাদে মুসলিম হচ্ছেন হাজারো দলিত হিন্দু। আগামী ৫ জানুয়ারি ভারতের তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের কাছের একটি গ্রামের ৩ হাজারেরও বেশি দলিত জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ তুলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সূত্র: দ্য প্রিন্ট

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি দিল্লিতে এক সমাবেশে দাবি করেছে তার দেশে কোনও বন্দিশিবির নেই। তবে শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে তার এমন দাবি খারিজ করে দিয়েছেন আসামের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। তিনি বলেন, মোদি একজন মিথ্যাবাদী। ২০১৮ সালে (তরুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে) আসামে বন্দিশিবির বানাতে সে ৪৬ কোটি রুপি দিয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর দাম দাঁড়ায় ৫৪ কোটি ৭০ লাখ ৯৩ হাজার ৭৭৬ টাকা।

তরুণ গগৈ বলেন, বিজেপি দলীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলেই বিভিন্ন রাজ্যকে বন্দিশিবির বানাতে বলা হয়েছিল। মোদী ক্ষমতায় আসার পরে আসামে বন্দিশিবির বানাতে ৪৬ কোটি রুপি দিয়েছিল।

তিনি বলেন, ‘বাজপেয়ী সরকারের আমলে প্রথম বন্দিশিবিরের কথা শোনা যায়। বলা হয়েছিল, যে বিদেশিরা অনুপ্রবেশের পর কারাগারে আছে, তাদের কারাবাসের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে আটকে রাখা হবে বন্দিশিবিরে। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর বৃহত্তম বন্দিশিবির বানাতে ৪৬ কোটি রুপি দিয়েছিল। সেখানে তিন হাজার মানুষকে রাখার কথা হয়েছিল। এখন সে কীভাবে বলছে যে, দেশে কোনও বন্দিশিবির নেই?’

তরুণ গগৈ ২০০১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আসামে কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিল। তিনি জানান, তার আমলেই সেখানে বন্দিশিবির তৈরি করে বিজেপি সরকার। গুয়াহাটি হাইকোর্ট বলেছিল, যারা ঘোষিত বিদেশি, তাদের রাখার জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প বানাতে হবে। তরুণ গগৈ বলেন, মোদি সরকার এখন ‘মুখরক্ষার জন্য’ বলছে, দেশে কোনও ডিটেনশন সেন্টার নেই।

আসামের সাবেক এ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২০১৪ সালে মোদি যখন প্রধানমন্ত্রী হল, সে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যগুলোর সঙ্গে অনুপ্রবেশকারী বা ডিটেনশন সেন্টার নিয়ে আলোচনা করেনি। এমনকি বাংলাদেশের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেনি। এখন সে সবাইকে বোঝাতে চাইছে, সরকার খুব উদার। আমরা কাউকে আটক করি না।’

সূত্র: দ্য ওয়াল।

২৭শে ডিসেম্বর, ২০১৯

আমেরিকা আনুষ্ঠানিকভাবে আফগান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করার পর ২০১৯ সাল ছিল আফগানিস্তানে মোতায়েন মার্কিন সেনাদের জন্য সবচেয়ে রক্তাক্ত বছর। যুদ্ধে হেরে গিয়ে আমেরিকা ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আফগান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

আমেরিকার জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা এনপিআর এক রিপোর্টে জানিয়েছে, গত সোমবার তালেবান মুজাহিদগনের হামলায় ৩০ বছর বয়সি মার্কিন সেনা গ্রিন বার্ট নিহত হয়।

একই দিন তালেবান মুজাহিদদের হামলায় আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরেক মার্কিন সেনা প্রাণ হারিয়েছিল। গত ২২ ডিসেম্বর কান্দাহার প্রদেশে তালেবান হামলায় ওই সেনা গুরুতর আহত হয়।

এনপিআর আরো জানিয়েছে, টুইন টাওয়ারে হামলার জের ধরে ২০০১ সালের শেষদিকে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালানোর পর থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে দুই হাজার ৪০০ জনেরও বেশি মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। আর প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়েও বেশি বলে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানা যায়।

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগনের হিসাব অনুযায়ী, ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত আফগানিস্তানে পালাক্রমে সাত লাখ ৭৫ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেক সেনাকে কয়েকবার করে দেশটিতে পাঠানো হয়েছে। এসব সেনার মধ্যে দুই হাজার ৪০০ জনের মৃত্যু ছাড়াও ২০ হাজার ৫৮৯ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছে।

আমেরিকা ও তার মিত্ররা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের মিথ্যা অজুহাতে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালালেও নিরীহ আফগান মুসলিমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা ও তাদের সম্পদ বিনষ্ট করা ছাড়া আজ পর্যন্ত কোন সফলতা পায়নি। বরং, দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছরের লড়াই শেষে আজ আমেরিকার অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে, আর আফগান ছেড়ে পলায়নের পথ খুঁজছে বিশ্বসন্ত্রাসী মার্কিন সেনারা।

সুত্রঃ পার্সটুডে

মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইন ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জির এনআরসির প্রতিবাদে করা আন্দোরনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করায় নরওয়ের এক মহিলা পর্যটককে তার দেশে ফেরত পাঠিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করার পর শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে কোচিতে তাঁর হোটেলে হাজির হন বিদেশি নাম নথিভুক্তকরণ দপ্তরের (FRRO) এক কর্মকর্তা। ওই কর্মকর্তা মহিলা পর্যটককে জানান, ভিসার নিয়ম ভেঙেছেন, তাই তাঁকে এখনই দেশে ফিরে যেতে হবে। অন্যথায় ওই পর্যটকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর শুক্রবারই তিনি টিকিট কেটে ফিরে যাচ্ছেন বলে ফেসবুকে জানিয়েছেন। তিনি জানান বিমানের টিকিট না কাটা পর্যন্ত ওই কর্মকর্তা তার সামনেই বসেছিলে। এই ঘটনায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ভারত জুড়ে।

নরওয়ের বাসিন্দা জ্যানে মেত্তে জোহানশেন কেরল বেড়াতে এসেছিলেন। ২৩ ডিসেম্বর NRC ও CAA বিরোধী আন্দোলনের স্বপক্ষে একটি পোস্ট করেন। এরপরই শুক্রবার তাঁর হোটেলে বিদেশি নাম নথিভুক্তকরণ দপ্তরের (FRRO) আধিকারিক হাজির হন। এ প্রসঙ্গে জ্যানে মেত্তে জোহানশেন লেখেন, “আজ সকালে আমার হোটেলে FRRO-এর এক কর্মকর্তা হাজির হন। তিনি আমাকে এখনই দেশ ছাড়তে বলেন। অন্যথায় আমার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবেন। আমি লিখিত নথি দিতে বলি। কিন্তু তিনি সাফ জানিয়ে দেন, কোনও লিখিত নথি দেওয়া হবে না।” শেষপর্যন্ত এক বন্ধুর সাহায্যে দুবাই পর্যন্ত বিমানের টিকিট কাটেন। সেখান থেকে সুইডেনে বিমান ধরবেন। ফেসবুকে শেষ পোস্টে জ্যানে জানান, তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।

সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

গতরাতে আশদোদ শহরে রকেট হামলার সাইরেন বেজে ওঠার পর ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু অন্যদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে পালিয়ে যায় এবং বিশেষ নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেয়।

একটি নির্বাচনী সভায় অংশ নিয়েছিল ৭০ বছর বয়সী নেতানিয়াহু। কিন্তু মঞ্চে উঠার কয়েক মিনিটের মধ্যে সাইরেন বেজে ওঠে। এরপরই সে ভয়ে তাড়াহুড়ো করে মঞ্চ থেকে নেমে যায়। এই সময় তার দেহরক্ষীদের দৌড়ঝাঁপ লক্ষ্য করা যায়।

গতকাল থেকে আবারও গাজায় বিমান হামলা শুরু করেছে সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনী।

গত সেপ্টেম্বরেও ফিলিস্তিনিদের ভয়ে দৌড়ে সমাবেশের মঞ্চ ছেড়েছিল ইহুদীবাদী সন্ত্রাসী ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

এরও আগে সে রকেট থেকে বাঁচতে আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে অবস্থান করেছিল। সে সময় এ সংক্রান্ত ছবি ভাইরাল হয়েছিল।

ইসরাইলি বাহিনী উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের দাবি করলেও ফিলিস্তিনিদের রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছে। এ কারণে তারা সব সময় আতঙ্কে থাকে।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় কথিত বাল্যবিবাহের অজুহাতে শরীয়ত সম্মত বিয়ের আয়োজনটি অবশেষে পণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাগুত আল-ইমরান রুহুল ইসলাম বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ নিয়ে বিয়েবাড়িতে গিয়ে ওই বিয়ে পণ্ড করে দেন। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার মোজাফরপুর ইউনিয়নের তেলিপাড়া গ্রামে।

উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসন সূত্র জানায়, উপজেলার হারুলিয়া গ্রামের নূর আলমের ছেলে রিমন মিয়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল পাশের তেলিপাড়া গ্রামের এক মাদরাসাছাত্রীর। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাতে বিয়ের সব ধরণের আয়োজন করছিল মেয়েটির পরিবার। বরবেশে রিমন মিয়া এবং বরযাত্রীরাও যথারীতি চলে আসেন বিয়েবাড়িতে। এক পর্যায়ে রাত ৯টার দিকে কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামানকে সঙ্গে নিয়ে বিয়েবাড়িতে গিয়ে হাজির হন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আল-ইমরান রুহুল ইসলাম। এরপর ইউএনও আল-ইমরান রুহুল ইসলাম এ বিয়ে পন্ড করে দেন। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না মর্মে বর ও কনের কাছ থেকে জোর করে মুচলেকাও আদায় করা হয়।

সুত্রঃ কালের কন্ঠ

পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সংসদ সদস্য এক মুসলিম যুবককে বাংলাদেশে পাঠানোর হুমকি দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সে এ হুমকি দিয়েছে। এতে বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছে সন্ত্রাসী বিজেপির এই সংসদ সদস্য।

ঘটনার সূত্রপাত কেন্দ্রীয় এই প্রতিমন্ত্রীর একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে।

ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়, সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে স্বর্ণপদক জয়ী ছাত্রী দেবস্মিতা চৌধুরী মঞ্চেই বহুল বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের (সিএএ) প্রতিলিপি ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানান। 'হাম কাগজ নেহি দেখায়েঙ্গে' বলে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান দেন। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। বিশেষ করে বিজেপির সমর্থক শিক্ষার্থীরা ওই ছাত্রীর বাবা-মায়ের নাম করে ফেসবুকে সমালোচনা করে। তাদেরই একটি পোস্ট শেয়ার করেছিলেন বাবুল।

সেখানে কমেন্টের ঝড় বয়ে যায়। মুস্তাফিউর রহমান নামে এক ব্যক্তি সেখানে বাবুল সুপ্রিয় ও দিলীপ ঘোষের শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তিনি লেখেন, 'বাবুল দা আপনি কত শিক্ষিত র আপনার গুরু দিলীপ কত শিক্ষিত যে কি না গরু থেকে সোনা বার করে।।' তারই প্রত্যুত্তরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী লেখে, 'আগে তোমায় তোমার দেশে ফেরত পাঠাই তারপর পোস্ট কার্ডে জবাব দেব।'

মন্ত্রীর এই মন্তব্যে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। কারও ধর্মের জন্য তাকে 'বাংলাদেশি' বলে কটাক্ষ করা একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পক্ষে শোভনীয় নয় বলে মন্তব্য করেন অনেকে।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের ত্রুটির সুযোগ নিয়ে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ ফোন নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের টুইটার অ্যাকাউন্ট খুঁজে বের করে দেখিয়েছেন এক নিরাপত্তা গবেষক। ইব্রাহিম বেলিচ নামের সে নিরাপত্তা গবেষক জানান, টুইটারের কন্টাক্ট আপলোড সুবিধার মাধ্যমে ফোন নম্বরের পুরো তালিকা একসঙ্গে আপলোড করা যায়।

প্রায় ২০০ কোটি ধারাবাহিক ফোন নম্বর তৈরি করেন ইব্রাহিম। একের পর এক। এরপর ক্রম ভেঙে নম্বরগুলো এলোমেলো করে আপলোড করেন টুইটারে। যে নম্বরের সঙ্গে কোনো

ব্যবহারকারীর ফোন নম্বর মিলে যায়, সে ব্যবহারকারীর তথ্য দেখায় টুইটার। তবে টুইটার ওয়েবসাইটে এমন সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রায় দুই মাসের বেশি সময় ধরে ইসরায়েল, তুর্কি, ইরান, গ্রিস, আর্মেনিয়া, ফ্রান্স এবং জার্মানির ব্যবহারকারীদের তথ্য মিলিয়েছেন তিনি। তবে চলতি মাসের শেষের দিকে টুইটার তা বন্ধ করে দেয়। এ ব্যাপারে টুইটারের এক মুখপাত্র জানান, পরবর্তী সময়ে এ ধরনের ত্রুটির কারণে সমস্যা তৈরি যেন না হয়, তা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে টুইটার। ওই মুখপাত্র বলেন, 'এই ত্রুটি সম্পর্কে জানামাত্র যেসব অ্যাকাউন্ট থেকে অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে, সেসব বাতিল করে দেওয়া হয়। ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা এবং নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি স্প্যাম বন্ধ করা টুইটারের প্রধান লক্ষ্য।'

সূত্র: টেকক্রাঞ্চ

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার হরিণমারী গ্রামে শুরু হয়েছে বিজয় মেলার নামে জোনাকি অপেরা যাত্রাপালা। মেলার নামে সেখানে যাত্রাপালায় অশ্লীল নৃত্য দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ১৫ দিন ধরে মেলার নামে সন্ধ্যার পর চলছে অশ্লীল নৃত্য আর বিকট শব্দের গান। এ গানের শব্দে একদিকে যেমন এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি নষ্ট হচ্ছে।

অন্যদিকে অশ্লীল নৃত্য ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে যুব সমাজকে। মেলাকে কেন্দ্র করে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছে।

এলাকার এসএসসি পরীক্ষার্থী আনিসুর রহমান বলেন, মেলার মাইকের বিকট শব্দের কারণে পড়ালেখা করা সম্ভব হচ্ছে না।

বালিয়াডাঙ্গীতে মেস খুঁজতে এসেছি। যাতে পরীক্ষার আগের কয়েকটা দিন পড়ালেখা করে প্রস্তুতি নিতে পারি।

আব্দুর রশিদ নামে আরেক পরীক্ষার্থী বলেন, বিজয় মেলা কমিটির লোকজন 'জোনাকি অপেরা যাত্রাপালা' নামে একটি যাত্রাদল নিয়ে আসছে। এখানে চলছে অশ্লীল নৃত্য।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেন, আমি মেলা করতে বারণ করেছিলাম।

উল্টে আমাকেই হুমকি দিয়েছে। সারারাত এভাবেই চলছে অশ্লীল নৃত্য আর এতে নষ্ট হচ্ছে এলাকার যুব সমাজ। এগুলো দেখে তারা নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। এই বেহায়াপনার হাত থেকে যুব সমাজকে বাঁচাতে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছি।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

শৈত্যপ্রবাহে দেশজুড়ে জেঁকে বসেছে শীত। আর এই শৈত্যপ্রবাহের মাঝেই দেশের বিভিন্ন স্থানে চলছে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার পাশাপাশি শৈত্যপ্রবাহ আরও ছড়িয়ে পড়ার আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

শনিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত দেওয়া এক পূর্বাভাসে আবহাওয়া অফিস বলছে, উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে।

মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ রয়েছে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে।

এ অবস্থায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী বিভাগের দু'এক জায়গায় হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও নীলফামারী অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে ও বিস্তার লাভ করতে পারে। তবে বৃহস্পতিবারের চেয়ে শৈত্যপ্রবাহের তীব্রতা কমেছে।

এদিন ওইসব অঞ্চলের উপর দিয়ে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেলেও শুক্রবার তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে মৃদুতে ওঠে এসেছে।

শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেঁতুলিয়ায় ৯ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিন যেটা ৫ দশমিক ৭ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল।

এদিকে ঢাকায় আবারও সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য সবচেয়ে কমে এসেছে ৬ দশমিক ৬ ডিগ্রিতে। ফলে শীতের অনুভূতিও বেড়েছে।

শুক্রবারও দেখা নেই সূর্যের। তার ওপর বাতাস বইছে উত্তর, পশ্চিম-উত্তর দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে। ফলে মোটা কাপড় ছাড়া দিনেও বাইরে বের হওয়া যাচ্ছে না।

গ্রামে রাতের বেলা শীত মানছে না লেপ মুড়িয়েও। ঠাণ্ডা বাতাসে দরজা, জানালার ফাঁক গলে সীমাহীন কষ্টের মধ্যে ফেলেছে দেশবাসীকে।

আবহাওয়া অধিদফতর বলছে, সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পেতে পারে। এক্ষেত্রে আগামী তিনদিন তাপমাত্রা কমতে পারে।

বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত দেশে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে যশোরে, ১৪ মিলিমিটার।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

কথিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে শুরু থেকেই উত্তাল রাজধানী। দিল্লির জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে মান্ডি, যন্তরমন্তর, জামা মসজিদ সংলগ্ন এলাকা এখনও অগ্নিগর্ভ। দিল্লির শাহিন বাগের রাস্তায় দেখা গেল অন্য এক দৃশ্য। বিগত ১৩ দিন ধরে রাস্তাতেই বসে আছেন শতাধিক মুসলিম মহিলা। স্লোগান তুলছেন। এই কনকনে ঠাণ্ডাতেও টলেননি তাঁরা। কারোর কোলে শিশু। পালা করে রাত জাগচ্ছেন তাঁরা। শাহিনবাগের বাসিন্দা গুলাবি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, ‘এটাই আমাদের ঘর। এখান থেকে আমাদের কেউ হটাতে পারবে না। প্রথমে সরকার কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে নিল। তারপর বাবরি মসজিদের জায়গায় মন্দির বানানোর অনুমতি দেওয়া হল। এবার আমাদের চলে যেতে বলা হচ্ছে। আমরা কেন যাব? ভারত গঠন হওয়ার আগে থেকেই আমরা এখানে থাকি। আমরা এখানেই থাকব। ভারতই আমাদের ঘর।’ হাতে শুধু প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা, ‘সিএএ চাই না’। কবিতা, স্লোগানের ওপর ভর করেই চলছে গুলাবিদের প্রতিবাদ।
পুলিশ জানিয়েছে, শাহিন বাগের রাস্তায় মুসলিম মহিলা বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্থানীয় কিছু পুরুষ। তবে এখানে কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি। রাস্তার মাঝে চাদর পেতে সেখানে চা-ডিম সেদ্ধর দেদার আয়োজন। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও রয়েছেন। এক ছাত্রী জানিয়েছেন, 'স্থানীয়রাই চাঁদা তুলে খাবারের আয়োজন করছেন। রাস্তায় ২০০ মিটার এলাকা জুড়ে ব্যারিকেডও দেওয়া হয়েছে।

ভারতের বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল দিল্লি। প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিভিন্ন জায়গায় একাধিক সংগঠনের তরফে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। রাজধানী দিল্লির জামা মসজিদের সামনে জড়ো হয়েছেন হাজারো মানুষ। এদিকে আন্দোলন বন্ধ করতে হাজারো পুলিশ মোতায়েন করেছে মালাউন প্রশাসন।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম, আজকাল সূত্রের খবর, জামা মসজিদের সামনে বিক্ষোভে বক্তৃতায় নেতারা বলেছেন, "দেশে এই মুহূর্তে বেকারি একটা বড় সমস্যা। কিন্তু সরকার এনআরসি-র জন্য মানুষকে লাইনে দাঁড় করাচ্ছেন। যেমনটা করেছিল নোটবন্দির সময়।"

রাজধানীর বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় বড় ধরনের সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মালাউন প্রশাসন।

শুক্রবার জুমার নামাজের পর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে কিছু সংস্থার প্রতিবাদ উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দিল্লির উত্তর-পূর্ব দিল্লির উত্তরপ্রদেশ ভবন, শীলামপুর ও জাফরাবাদসহ বিভিন্ন স্থানে বড় ধরনের সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা আনা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ভবনের বাইরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং চারদিক ঘিরে রাখা হয়েছে।

সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশের পরিকল্পনা ছিল জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার শিক্ষার্থীদের। এর আগে গত শুক্রবার জমা মসজিদের কাছে ভীম আর্মি প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে বিপুল প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার দিকে ওই প্রতিবাদ সহিংস হয়ে ওঠে। বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে শুরু থেকেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ-সহিংসতা শুরু হয়েছে। যদিও সরকার বলছে যে, প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে ভারতে পালিয়ে আসা অমুসলিমদের নাগরিকত্ব পেতে সহায়তা করবে এই আইন। কিন্তু এ আইন মূলত মুসলিমদের প্রতি বৈষম্য তৈরি করতেই বানানো হয়েছে।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের সল্প শক্তি-সমর্থ নিয়েই সিরিয়ার চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রতিটি ফ্রন্টলাইনে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেনন, যা কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীগুলোর জন্য বিশাল এক প্রাচীর হয়ে দাড়িয়েছে।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ২৬ ডিসেম্বর আল-কায়েদার সিরিয়ান এই শাখাটি তাদের পরিচালিত "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের যোদ্ধাদের নিয়ে "কাবিনাহ" ফ্রন্টলাইনে কুফফার ও সিরিয়ান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। মুরতাদ বাহিনী এলাকাটি দখল করার জন্য সকল ধরণের ভয়াবহ হামলা চালায়। কিন্তু মুজাহিদগণ টলে যাওয়ার লোক নয়, তাই তারাও মুরতাদ বাহিনীর উপর তীব্র থেকে আরো তীব্রতর হামলা চালাতে থাকেন।

অবশেষে মহান রবের অনুগ্রহে মুজাহিদগণ সফলতা লাভ করেন, আর কুফফার ও মুরতাদ বাহিনী লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক অন্যতম সোমালিয়ান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদিন গত দুই দিন (২৫-২৬ই ডিসেম্বর) সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে কুফফার আফ্রিকান জোট ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বমোট ১১টি সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন।

যার মধ্যহতে গত ২৫ই ডিসেম্বর জুবা প্রদেশের কাসমায়ো শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর প্রশিক্ষিত ৫ সোমালিয় মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ৪ সেনা আহত হয়।

একই শহরে ঐদিন মুজাহিদদের অন্য আরেকটি হামলার শিকার হয় সোমালিয় বিশেষ বাহিনীর (বানক্রুক্ট) একটি ইউনিট। যার ফলে অনেক সেনা হাতাহতের শিকার হয়।

অন্যদিকে সোমালিয়া ও কেনিয়ার সীমান্তবর্তী "কালবায়ু" শহরে ক্রুসেডার কেনিয়ান সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতেও ঐদিন সফল হামলা চালান মুজাহিদিন। যার ফলে কুফফার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিটি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আর কুফফার বাহিনীর সদস্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পালায়েন করে।

এরপর ২৬ই ডিসেম্বরেও মুজাহিদগণ তাদের অভিযানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন।

যেমন "কুরীউলী" শহরে ক্রুসেডার উগান্ডার সন্ত্রাসী বাহিনীর ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে তাদের অনেক সৈন্যকে হত্যা ও আহত করেন মুজাহিদগণ।

এমনিভাবে বুন্টুল্যান্ড প্রশাসনের "উসমান আহমদ আসকার" নামক বার্তাবাহককেও হত্যা করেন মুজাহিদীন। যে বাসুসা শহরে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে জাসুস (গোয়েন্দা) হিসাবে কাজ করত, এবং মুজাহিদদের সংবাদ মুরতাদ বাহিনীর নিকট পৌঁছিয়ে দিত।

একইদিনে রাজধানী মোগাদিশুর "আরবায়ু" এলাকায় মুজাহিদগন অন্য একটি হামলা চালিয়ে ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করে দেন। যার ফল। কুফফার বাহিনী অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

এছাড়াও সোমালিয়ার আফজওয়ী, দানু ও আউদাকলী শহরেও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ বেশ কিছু সফল অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার প্রতিটি হামলাতেই মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের সংশোধিত নাগরিক আইনের প্রতিবাদে উত্তাল পুরো ভারত, প্রতিবাদ করা থেকে বাদ পড়েনি মুসলীম বিদ্বেষী মালাউন যোগীর রাজ্য উত্তরপ্রদেশও।

মালাউন মোদি ও শাহের নেতৃত্বাধীন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার লোকসভা ও রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (২০১৯) পাশ করানোর সময় থেকেই উত্তপ্ত হতে শুরু করে পুরো ভারতসহ সন্ত্রাসী যোগীর রাজ্য উত্তরপ্রদেশও। দেশটির আরেক মালাউন রাষ্ট্রপতি ওই বিলে স্বাক্ষর করার পর থেকেই সন্ত্রাসী বিজেপি শাসিত এই রাজ্যের গোটা ছবিটাই পাল্টে যায়। জেলায়, জেলায় বিক্ষোভ, আন্দোলন কার্যত সংঘর্ষের আকার নেয়। ফিরোজাবাদ, মিরুত, কানপুর, সম্ভল, বীজনৌর, মুজাফফরনগর, রামপুর, লখনউ সব জায়গাই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালাতেও সংকুচিত হয়নি মালাউন পুলিশ বাহিনী।

আর যার ফলস্বরূপ শুধু সন্ত্রাসী ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা "যোগী"র রাজ্য উত্তরপ্রদেশেই মালাউন পুলিশ বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারায় অন্তত ১৯ জন। মৃতদের মধ্যে একটি ৮ বছরের

শিশুও রয়েছে। স্কটজনক অবস্থায় রয়েছেন আরও অনেকেই, যারা আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন।

প্রসঙ্গত, নাগরিক আইনের প্রতিবাদ করায় সাড়ে পাঁচ হাজার (৫৫৫৮) এর ওপরে বিক্ষোভকারিদের আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ABP সহ ভারতীয় সংবাদসংস্থাগুলো। এছাড়াও ১ হাজার ১১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

যোগী রাজ্যের সর্বশেষ খবর হচ্ছে, বর্তমানে এই মালাউন সন্ত্রাসী রাজ্যের ২১টি জেলাতেই ইন্টারনেট সংযোগ বন্দ করে দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, চালানো হতে পারে উক্ত জেলাগুলোতে আন্দোলনকারীদের উপর গণগ্রেফতার ও হত্যা!

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে গোটা ভারত অগ্নিগর্ভ ধারণ করেছে। এর মধ্যে বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে উত্তর প্রদেশে।

শুক্রবার পর্যন্ত এ রাজ্যটিতে ৮ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে মালাউন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শুক্রবারের জুমা নামাজের পর আন্দোলন নতুন করে ছড়ানোর আশঙ্কায় ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিনজৌর, বুলন্দশহর, মুজফরনগর, আগ্রা, ফিরোজাবাদ, সম্ভল, আলিগড় এবং গাজিয়াবাদে ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছে।

এর আগে গত সপ্তাহে লখনৌতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হলে সেখানেও এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

রাজ্যের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পিভি রামাশাস্ত্রী এএনআই বলেছে, আমরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করেছি। একদিনের জন্য ৮জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপরেও আমরা নজর রাখছি।

১৯ ডিসেম্বর ও ২১ ২১ ডিসেম্বর, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় সহিংসতায় ২১ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে বেশীরভাগই শরীরেই গুলির ক্ষত পাওয়া গেছে।

নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের (সিএএ) প্রতিবাদে 'বিক্ষোভকারীদের' বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ভারতের উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলার মালাউন প্রশাসন। এরই মধ্যে ১৩০ জনের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা সিএএ বিরোধী সহিংসতায় জড়িত। ওই সহিংসতায় রাজ্যেরে ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতির পরিমাণ অর্থ জরিমানা করা হয়েছে তাদেরকে। বুধবার রামপুরের ২৮ জনকে, সম্বলে ২৬ জনকে, বিজনোরে ৪৩ জনকে এবং গোরকপুরে ৩৩ জনকে এই নোটিশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, গত শুক্রবারের প্রতিবাদ বিক্ষোভের সময় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিতে তারা জড়িত। নোটিশ অনুযায়ী, রামপুরে ক্ষতি হয়েছে ১৪.৮ লাখ রুপি, সম্বলে ১৫ লাখ রুপি এবং বিজনোরে ১৯.৭ লাখ রুপির সম্পদ।

রামপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুজানেয়া কুমার সিং বলেছে, যাদেরকে সম্পদের ক্ষতি করতে অথবা ইটপাথর মারতে দেখা গেছে ছবিতে বা ভিডিওতে, শুধু তাদেরকে এই নোটিশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে আমরা এক সপ্তাহ সময় দিয়েছি জবাব দিতে। এ সময়ের মধ্যে আমরা পিডব্লিউডি, পরিবহন, নগর পালিকা পরিষদ এবং পুলিশ লাইন্সসহ সরকারি বিভাগগুলোকে বলেছি, সহিংসতার সময় যাচাইকরণ বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে।

সূত্র: মানবজমিন

২৬শে ডিসেম্বর, ২০১৯

আল-কায়েদা মানহাযের সিরিয়ান ভিত্তিক জিহাদী গ্রুপ "আনসারুত তাওহীদ" এর মুজাহিদগণ ইদলিব সিটির দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুঁড়ছেন, পাশিপাশি ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারাও তীব্র হামলা চালাচ্ছেন। যা সফলভাবে মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে আঘাত হানছে।

মুরতাদ বাহিনীর উপর কামানের গোলা ছুড়া ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা হামলা চালানোর কিছু দৃশ্যও মুজাহিদগণ ধারণ করেছেন।

রাশিয়ান কুফ্ফার বাহিনী ও আসাদের মুরতাদ বাহিনী "সুন্নি" মুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত ইদলিব সিটি দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীগুলো আন্তর্জাতিক সকল নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অমানবিকভাবে সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, হাসপাতাল-ক্লিনিক ও ধর্মীয় স্থানগুলোতে বোমা হামলাসহ নিষিদ্ধ সকল অগ্নিস্ত্র ব্যাবহার করছে।

জানা যায় যে, সিরিয়ায় কুফ্ফার রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর বোমা হামলায় ডিসেম্বরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৬০ জন মজলুম সিরিয়ান নাগরিক নিহত হয়েছেন, যাদের মাঝে ৪০ জনই শিশু ও ৩২ জন নারী রয়েছেন।

এদিকে হোয়াইট হেলমেট সদস্যরা এ মাসের শুরু থেকে ২৪০ জন অধিবাসীকে ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। যাদের মাঝে ৮৩ জন শিশু ও ৭৪ জন নারীও রয়েছেন।

এ মাসের শুরু থেকে কুফ্ফার রাশিয়া ও শিয়াজোট মজলুম মুসলিমদের উপর ৪,৫০০ বারেরও অধিক বিমান, আর্টিলারী ও মিসাইল হামলা চালিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ কার্যালয়ে ঢুকে ডাকসু ভিপিসহ অন্যদের ওপর সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হামলার ঘটনায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সরকার সমর্থিত ছাত্রসংগঠন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ এবং মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামের সংগঠনের কর্মীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

উদ্বেগের বিষয় হল, এবারই প্রথম নয়, এর আগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ডাকসু ভিপি নূরুল হক নূরসহ তাদের সহপাঠীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিজেদেরই সহপাঠীদের হাতে তাদের নির্বাচিত ভিপির ওপর বারবার বর্বর হামলা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

বারবার হামলা হওয়ার পরও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা না নেয়ার কারণেই যে এমনটি ঘটছে, তা বলাই বাহুল্য। এটি কোনোভাবেই সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী নয়।

তবে আগের হামলাগুলোর চেয়ে এবারের হামলাটি বেশি সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ এবার খোদ ডাকসু কার্যালয়ের ভেতরে বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে হামলা করা হয়েছে ভিপি ও

তার সঙ্গীদের ওপর। হামলা এতটাই নৃশংস ছিল যে একজনকে লাইফ সাপোর্টে পর্যন্ত রাখতে হয়েছে।

যদি এ হামলায় কারও মৃত্যুর ঘটনা ঘটত তাহলে পরিস্থিতি কী হতো ভাবা যায়! খোদ ডাকসু সভাপতি ও ভিসি বলেছেন, হামলাকারীরা একটি লাশ চাচ্ছিল। হামলার পরপর সিসিটিভি ফুটেজ গায়েব করে ফেলা থেকে এর সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

এ দেশে লাশের রাজনীতি পুরনো হলেও সাম্প্রতিককালে এ হামলা যেন সেটিই মনে করিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দেশজুড়ে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর লেখাপড়া ও অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে হামলাকারীদের বিচারের আওতায় আনা দরকার অবিলম্বে।

সুত্রঃ যুগান্তর

ভারত সাগর ও ওমান সাগরে শুক্রবার থেকে ইরানের সঙ্গে সন্ত্রাসী দেশ চীন ও রাশিয়া যৌথ মহড়া চালাবে। তিন দেশের নৌবাহিনী এতে অংশগ্রহণ করবে।বৃহস্পতিবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে। খবর ইয়েনি শাফাকের।

চীনা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র উ কিয়ান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এ মাসের শেষের ২৭ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মহড়ায় তিন দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক গভীর ও সহযোগিতাপূর্ণ করতে চীন 'জিনিং' পাঠাবে। যা গাইডেড মিসাইল ধ্বংস করতে সক্ষম।

ওমান সাগর বিশেষ স্পর্শকারক জলপথ যা হরমুজ প্রণালীকে সংযুক্ত করছে। এই প্রণালীটি দিয়ে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ তেল রফতানি হয়। এই প্রণালীটি ঘুরেফিরে আরব সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

সুত্রঃ যুগান্তর

বকেয়া বেতনসহ ছয় দফা দাবিতে সাভারে বিক্ষোভ করছেন একটি পোশাক করাখানার শ্রমিকরা। সাভারে ধসে পড়া রানা প্লাজার সামনে আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল

১১টার দিকে এ কর্মসূচি পালন করছেন আজিম গ্রুপ'র গ্লোবাল গার্মেন্টস লিমিটেড ও গ্লোবাল আউটওয়ার লিমিটেডের দুই শতাধিক শ্রমিক।

আন্দোলনকারী শ্রমিকরা জানান, কারখানাটিতে গত চার-পাঁচ মাস মাস ধরে শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন-ভাতা এবং ওভারটাইমের টাকা হয় না। শ্রম আইনের নিয়ম ভেঙে প্রতিমাসের ২৮ বা ২৯ তারিখে বেতন দেওয়া হয়, তাও আবার ভেঙে-ভেঙে। এ অবস্থায় গত মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) শ্রমিকরা তাদের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতন দাবি করেন। এসময় শ্রমিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। এ ছাড়া বহিরাগতদের দিয়ে মারপিট করে দুপুরে কারখানা থেকে তাদেরকে বের করে দিয়ে আগামী শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) পর্যন্ত কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয় কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায় কোনো উপায় না পেয়ে বকেয়া বেতন পরিশোধসহ ছয় দফা দাবিতে রানা প্লাজার সামনে এসে অবস্থান নিয়েছেন শ্রমিকরা।

যে ছয় দফা দাবিতে শ্রমিকরা অবস্থান নিয়েছেন সেগুলো হলো আগামী ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে নভেম্বর ও অক্টোবর মাসের বকেয়া বেতন পাওনাসমূহ পরিশোধ করতে হবে; বহিরাগতদের দিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলার বিচার করতে হবে ও শ্রমিকদের ওপর মামলা করা যাবে না; আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার খরচ কারখানা কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে; প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ করতে হবে; ছুটিসহ সব পাওনাদি সময়মতো পরিশোধ করতে হবে এবং অবৈধ শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মাসুদপুর সীমান্তে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ'র গুলিতে আহত আনোয়ার (৩২) নামে এক বাংলাদেশি যুবকের অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) রাত সোয়া ৭টার দিকে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বলে পরিবার সূত্র জানিয়েছে।

আনোয়ারের চাচা মতি আলী জানান, প্রায় এক সপ্তাহে আগে ব্যবসার জন্য ভারতে যান আনোয়ার। গত শনিবার ভোররাতে মাসুদপুর সীমান্তের ৭১ ও ৭২ নম্বর সীমান্ত পিলারের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন আনোয়ারসহ কয়েকজন। পথে ভারতের সোভাপুর ক্যাম্পের সন্ত্রাসী বিএসএফ বাহিনীর ছোড়া গুলিতে আনোয়ার, লিটন ও রাজু আহত হন। এদের মধ্যে লিটন ও

রাজু চিকিৎসা নিলেও আনোয়ারকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার বুকের বাম পাশে গুলি লাগে বলে পরিবারের সদস্যরা জানান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাত ৭টার দিকে মারা যান আনোয়ার।

শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকষা ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য হাবিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ ব্যাপারে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ-রাম জন্মভূমি ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে মসজিদের ধ্বংসাবশেষ হস্তান্তরের আবেদন করবে বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটি। এ ব্যাপারে আদালতে 'কিউরেটিভ পিটিশন' দায়ের করা হবে। গত (বুধবার) লক্ষনৌয়ের ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজে মাওলানা ইয়াসিন আলী উসমানীর সভাপতিত্বে কমিটির বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক ও সিনিয়র আইনজীবী জাফরিয়াব জিলানী বলেন, এই মুহূর্তে সিদ্ধান্তটি কমিটির, কিন্তু এক্ষেত্রে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ড'-এর সাথেও আলোচনা হবে।

আইনজীবী জাফরিয়াব জিলানী বলেন, পুনর্বিবেচনার আবেদনের শুনানি হলে এই সাফাই দেওয়া যেত যে ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংসকে আদালত 'অবৈধ' বলে মনে করেছিল, সেজন্য এর ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী যেমন পাথর, স্তম্ভ ইত্যাদি মুসলিমদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। আদালতের কাছে এজন্য আবেদন করা হবে।

তিনি বলেন, আদালত ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংসকে 'অসাংবিধানিক' বলে গণ্য করেছেন। সুতরাং এর ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী যেমন পাথর, স্তম্ভ ইত্যাদি মুসলিমদের হাতে হস্তান্তর করা উচিত।জিলানী বলেন, ধ্বংসস্তূপের বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্তে কোনও সুস্পষ্ট আদেশ নেই। এমন পরিস্থিতিতে ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করার সময় এর অমর্যাদা হওয়ার আশঙ্কা আছে। বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটির বৈঠকে মাওলানা মেরাজ

কামার, মুহাম্মদ কামার, হিসামুদ্দিন, মুহাম্মদ আজম, শাকিল আহমেদ কিদওয়াই, আবরার আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

গত ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দিয়েছিল। অন্যদিকে, সরকারকে মসজিদের জন্য বিকল্প পাঁচ একর জমির বন্দোবস্ত করতে বলা হয়। মুসলিম পক্ষ ওই রায়ে খুশি না হওয়ায় তাঁরা আদালতে 'রিভিউ পিটিশন' দাখিল করেছিল। অন্যদিকে, অযোধ্যায় মুসলিমদের বিকল্প পাঁচ একর জমি দেওয়ার বিরোধিতা করে হিন্দু মহাসভা ও সংশ্লিষ্ট অন্য সংগঠন রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছিল। কিন্ত গত ১২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সমন্বিত বেঞ্চ উভয়পক্ষের সমস্ত আবেদনসহ এসংক্রান্ত ১৮ টি আবেদনই খারিজ করে দেয়। এবার কিউরেটিভ পিটিশনের পথে যাচ্ছে বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটি।

নাঙ্গলকোটে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারের বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণে নগদ টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আল আমিন জানান, বই বিতরণে আমি উপস্থিত ছিলাম না।

সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হোসেন আহম্মেদ জানান, পাঁচজন পিওন দিয়ে দিনব্যাপী বই বিতরণ করে ওদের পারিশ্রমিক ও দুপুরের খাবার বাবদ স্কুলপ্রতি দুই শ টাকা করে আদায় করেছি। অপরদিকে শিশু নিকেতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুবুল হক বলেন, যারা অনলাইনে বইয়ের তালিকা দেননি তারা ৫০০ টাকা করে প্রদান করেছেন। বিষয়টি নিয়ে উপজেলাব্যাপী হইচই চলছে।

জেলা প্রথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল মান্নানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বই বিতরণে কোনো লেনদেনের সুযোগ নেই।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

কনকনে শীত আর ঘন কুয়াশায় কাহিল জনজীবন। একইসঙ্গে বাড়ছে শীতকালীন রোগের প্রকোপ। এরমধ্যে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্ট রোগীর সংখ্যাই বেশি। বৃহস্পতিবার নীলফামারীতে সর্বনিম্ন ৭.৮ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আধুনিক সদর হাসপাতালে এখনো শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন আড়াই'শ জন। এদিকে শীতের তীব্রতায় জনজীবন নাকাল হয়ে পড়ায় খেটে খাওয়া দিনমজুরেরা পড়েছেন বেকায়দায়। জেলা শহরের মিলনপল্লী এলাকার রিকশাচালক বুলবুল হোসেন জানান, গেল কয়েক দিনের ঠাণ্ডার প্রকোপে আয় কমে গেছে।

ঘন কুয়াশার কারণে মানুষজন ঘর থেকে বের হচ্ছেন না।

নীলফামারী আধুনিক সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা রুহুল আমিন জানান, শীতের প্রকোপে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, ও শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ ও শিশুরা। বিশেষ করে ডায়রিয়া ও শ্বাসকষ্ট রোগীর সংখ্যাই বেশি।

তবে বৃহস্পতিবার রোগীর সংখ্যা কমেছে। এদিন হাসপাতালে আড়াই'শ জন ভর্তি ছিলেন শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে।

ডিমলা আবহাওয়া অফিসের পর্যবেক্ষক বাবুল হোসেন জানান, এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীত মোকাবেলায় সাধারণ মানুষরা ভীড় করছেন খোলা বাজারের দোকানগুলোতে। সেখানে তুলনামূলক কম দামে প্রয়োজনীয় পোশাক পাওয়ায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভীড় করে থাকেন তারা।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

মুসলিম বিরোধী কথিত বিতর্কিত নাগরিক পঞ্জি ও নাগরিকত্ব আইনের পর এবার ভারত জুড়ে আদমশুমারি ও জনসংখ্যা জরিপ (ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার) করার পরিকল্পনা করছে হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার তথা কথিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

আগামী বছর থেকে ওই আদমশুমারি শুরু হবে বলে জানিয়েছে বিবিসি বাংলা। তবে, সমালোচকেরা বলছেন, তালিকাটি হবে আরেকটি মুসলমান বিরোধী তালিকা।

কেননা জরিপ চালানোর সময় কোনও নাগরিক সম্পর্কে যদি কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়, তাহলে তাকেই প্রমাণ করতে হবে তিনি ভারতের নাগরিক।

ভারতে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে অব্যাহত বিক্ষোভের মধ্যেই নতুন করে একটি আদমশুমারি ও জনসংখ্যা জরিপের জন্য তহবিল অনুমোদন করেছে দেশটির মন্ত্রিসভা। যদিও কর্তৃপক্ষ বলছে, এই জরিপ ভারতের সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের ওপর চালানো হবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই আদমশুমারি ও জনসংখ্যা জরিপ চালানো এজন্য মোদি সরকার প্রায় চার হাজার কোটি রুপি বরাদ্দ করেছে। এছাড়া আরো প্রায় নয় হাজার কোটি রুপি ব্যয় হবে আদমশুমারি চালানোর জন্য।

কর্তৃপক্ষ বলছে, এটি হবে একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ, অর্থাৎ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল রাজ্যের সব সাধারণ বাসিন্দার ওপর একযোগে এই জরিপ চালানো হবে।

সরকার বলছে, কোন নাগরিক যদি কোন এলাকায় অন্তত ছয় মাস বাস করে অথবা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ছয় মাস বা তার বেশি সময় বসবাসের পরিকল্পনা করে, তাহলে তাকে সাধারণ বাসিন্দা হিসেবে গণ্য করা হবে। এর মানে হচ্ছে এখন ভারতে বসবাসরত বিদেশিরাও এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

কিন্তু সমালোচকেরা বলছেন, জরিপ চালানোর সময় কোন নাগরিক সম্পর্কে যদি কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়, তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি ভারতের নাগরিক। এর ফলে যে কোন নাগরিকের অ-ভারতীয় হিসেবে নথিভুক্ত হবার আশংকা থেকে যায় বলে মনে করেন সমালোচকেরা।

এর আগে গত আগস্টে আসাম রাজ্যে বিতর্কিত নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) বাস্তবায়ন করে সেখানকার বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার। এর উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কায়দা করে বহিরাগত হিসাবে ঘোষণা করা। এটি বাস্তবায়িত হওয়ার পর দেখা যায় আসামের চূড়ান্ত নাগরিক তালিকা (এনআরসি) থেকে বাদ পড়েছে ১৯ লাখের বেশি মানুষ। এদের মধ্যে বাঙালি হিন্দুর সংখ্যা ১০ থেকে ১২ লাখ। আর বাঙালি মুসলিম বাদ পড়েছেন দেড় থেকে দু’লক্ষ।

এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর চলতি মাসের গোড়ার দিকে বিরোধী দলগুলোর চরম আপত্তি অগ্রহ্য করে বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাস্তবায়ন করে মোদি সরকার। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো, দেশে বহিরাগতক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে ভারতের নাগরিক হিসাবে ঘোষণা করা, যাতে আগামী নির্বাচনে বিজেপির ভোট ব্যাংক আরোও শক্তিশালী হয়।

কেননা এই নতুন আইনে আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ ছয়টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের সে দেশের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে ওই তিন দেশ থেকে আগত মুসলিমরা এই সুবিধা পাবেন না। এই বৈষম্যমূলক আইনটি পাশ হওয়ার পর থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে গোটা ভারত। গত কয়েক দিনের বিক্ষোভে এ পর্যন্ত ৩০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

নাগরিকত্ব বিল পাশ করায় পুরো ভারতজুড়ে চলছে আন্দোলন। লাগাতার বিক্ষোভের ধরাবাহিকতায় গত (মঙ্গলবার) দেওবন্দে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ সাহারানপুর জেলা শাখা।

সমাবেশে মাওলানা মাহমুদ মাদানী মালাউন পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে উদ্দেশ্য করে বলেন, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তোমাদের আচরণ দুঃখজনক! যদি তোমরা মনে করো তোমাদের কাছে লাঠি আছে, তাহলে শুনে রাখো, আমাদেরও পিঠ আছে! তিনি বলেন, তোমাদের কাছে বন্দুক আছে, আমাদের আছে বুক।

তোমাদের বন্দুকের গুলি একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের বুক শেষ হবে না! তিনি আরও বলেন, তোমাদের অত্যাচারে আমরা দমে যাবো না, বরং দিনদিন আমাদের ঈমানী শক্তি বাড়তেই থাকবে ইনশাআল্লাহ্!

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ সাহারানপুর জেলা শাখার উদ্যেগে আয়োজিত আজকের সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন সাহারানপুর জেলা জমিয়ত সভাপতি মাওলানা জহুর আহমাদ কাসেমী।

তিনি পুলিশ প্রসাশনের উদ্দেশে বলেন, আমাদের লড়াই সন্ত্রাসী সরকারের বিরুদ্ধে, পুলিশের বিরুদ্ধে নয়! পুলিশবাহিনী এবং প্রশাসন আমাদেরই প্রতিষ্ঠান।তাদের সাথে আমাদের কোন লড়াই নেই।

তারা যেনো সরকারের গোলামী করতে গিয়ে আমাদের বিক্ষোভে বাধা না দেন! এসময় তিনি বিজেপি সরকার কতৃক মুসলিমবিরোধী নাগরিকত্ব বিলের বিরুদ্ধে পুরো সাহারানপুর জেলায় লাগাতার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ডাক দেন।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" যোদ্ধারা হামলা চালিয়ে ৩০ এরও বেশি মিলিশিয়াকে হত্যা ও আহত করেছেন।

গত সোমবার সকালে "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন সোমালিয় মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে বৃহত আক্রমণ শুরু করেন। বাইদোয়ে ও বেইবুকুল রাজ্যর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ার ৩০ কিলোমিটার উত্তরে, দেশটির মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে এই অভিযানটি চালানো হয়। এসময় হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের তীব্র হামলায় ৩০ এরও বেশি মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়া নিহত এবং আহত হয়, এছাড়াও প্রচুরপরিমাণ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন মুজাহিদগণ।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ১১ এরও বেশি সেনাকে হত্যা করার দায় ঘোষণা করেছিল, যাদের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে তখনও রয়েগেছে, এছাড়াও ঘাঁটির উপ-মিলিশিয়া কমান্ডার অফিসার "দেউভু" সহ আরও ২০ সেনা আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ একটি পিকআপ, ১টি পাইক অস্ত্র, ৯ টি মেশিনগানসহ অনেক গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

আল-শাবাব যোদ্ধারা সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর "জোফজদোদ বাউরি" ঘাঁটির পুরো নিয়ন্ত্রণ নিতেও সক্ষম হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

গত ১৫ ডিসেম্বর দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ আটকাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে নৃশংসভাবে তাণ্ডব চালায় আলিগড়ের সন্ত্রাসী পুলিশ। সেই ঘটনার পর ১৩ জন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ঘটনার ১০ দিনের মাথায় মঙ্গলবার সামনে আসে ওই কমিটির রিপোর্ট।

রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ফাটিয়েছিল। যা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয়। এক শিক্ষার্থী টিয়ার গ্যাসের সেল ভেবে ওই গ্রেনেড হাতে তুলেছিলেন। সেটা তৎক্ষণাৎ তার হাতেই ফেটে যায়। বাদ যায় ওই শিক্ষার্থীর একটি হাত।

পুলিশ এমনকি জয় শ্রীরাম স্লোগান তুলতে তুলতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। শিক্ষার্থীদের স্কুটার বাইকে আগুন লাগিয়েছিল। ছাত্রদের 'সন্ত্রাসবাদী'ও বলা হয়েছিল ওইদিন।

নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন (এনসিআর) তৈরি নিয়ে দেশজোড়া বিতর্কের মাঝেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার' বা এনপিআর প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করল।

দেশজোড়া বিতর্কের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এনসিআর নিয়ে সরকারের পিছু হটার ইঙ্গিত দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এনপিআরের অর্থ বরাদ্দ হলো। সচেতন মহল এই সিদ্ধান্তকে এনআরসির প্রথম ধাপ বলে মনে করছে।

ভারতীয় নাগরিক মুহম্মদ সেলিম বলেছেন, এনআরসি নিয়ে সরকারি উদ্যোগের কথা অস্বীকার করলেও এনপিআর এর মধ্য দিয়ে সরকার সেই দিকেই এগোতে চাইছে। আধার যেখানে সফল, সেখানে এনপিআরের কোনো প্রয়োজনই নেই।

গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই অনুমোদনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জানায়, আসাম ছাড়া দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এনপিআরের তথ্য আপডেট করার কাজ চলবে।

ভারতের আদমশুমারির কাজ হয় প্রতি ১০ বছর অন্তর। ২০২১ সালে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা আবার হওয়ার কথা। সেই জনগণনার আগে এনপিআর আপডেট করার কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি কোনো ঠিকানায় ছয় মাস বা তার বেশি বসবাস করছেন এবং পরবর্তী অন্তত ছয় মাস থাকবেন বলে মনে করছেন তাঁদের নামধাম নথিবদ্ধ করা হবে। জনগণনার জন্য বরাদ্দ হয় ৮ হাজার ৭৫৪ কোটি ২৩ লাখ রুপি এবং এনপিআরের জন্য ৩ হাজার ৯৪১ কোটি ৩৫ লাখ।

ভারতে বসবাসকারী ১৩০ কোটি মানুষই হিন্দু। এমনটাই দাবি করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সন্ত্রাসী দল (আরএসএস) প্রধান মোহন ভগবত। সে বলেছে, কে হিন্দু তার একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আমাদের রয়েছে। সে আরও বলেছে, আমরা মনে করি যারা এই দেশকে ভালোবাসেন, যারা এই দেশের অগ্রগতি চান, তারা সবাই হিন্দু। সুতরাং ভারতের ১৩০ কোটি জনগণই হিন্দু। খবর ওয়ান ইন্ডিয়ার।

আরএসএস প্রধান আরও বলেছে, আমরা এটাই মনে করি। তবে কেউ আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেই পারেন। বুধবার হায়দরাবাদের সারুনগর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বিজয় সংকল্প শিবিরে এমন মন্তব্য করেন। আরএসএসের ওই সভায় প্রায় ২০ হাজার স্বয়ংসেবক সন্ত্রাসী উপস্থিত ছিল।

মোহন ভগবত বলেছে, যিনি ভারতের সন্তান, তিনি যে কোনো ভাষায় কথা বলতে পারেন, যে কোনো ধর্মের হতে পারেন। তিনি হিন্দু ধর্মের না হয়ে অন্য ধর্মের অনুসারী হতে পারেন। কিন্তু সংঘের কাছে এদেশের ১৩০ কোটি মানুষের সবাই হিন্দু সমাজের।

২৫শে ডিসেম্বর, ২০১৯

মুসলিম বিরোধী কথিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভে গুলি চালানোর কথা প্রথম বারের মতো স্বীকার করেছে ভারতের উত্তর প্রদেশ পুলিশ।

এই বিক্ষোভে রাজ্যটিতে ১৫ জন নিহত হয়েছে। এদের অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও রাজ্য পুলিশের দাবি ছিলো তাদের তরফে একটি গুলিও ছোড়া হয়নি।

তবে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা বিজনর পুলিশ সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভিকে বলেছেন, ওই শহরে নিহত দুই জনের এক জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে।

গত ১২ ডিসেম্বর ভারতের নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের পর থেকেই দেশটির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ চলছে। এসব বিক্ষোভে সহিংসতায় অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু উত্তর প্রদেশেই নিহত হয়েছে ১৫ জন।

গত শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর রাজ্যটিতে নতুন করে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ওই দিনের বিক্ষোভে বিজনরে নিহতদের মধ্যে ছিল সুলেমান নামে ২০ বছরের এক তরুণ।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর প্রথম সভায়ই বচসায় জড়ালো দুই সন্ত্রাসী নেতা। প্রেসিডিয়ামে নতুন অভিষিক্ত হওয়া সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানকে চাঁদাবাজ বলে মন্তব্য করে আরেক সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক। বৈঠক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

২১ তম সম্মেলনে আংশিক কমিটি ঘোষণার পর মঙ্গলবার রাতে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ সভাপতি ও কথিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে প্রেসিডিয়ামের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার একপর্যায়ে কমিটি গঠন নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। কমিটিতে সাবেক শ্রম ও জনশক্তি সম্পাদক হাবিবুর রহমানকে রাখার বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়। এতেই গোল বাধে।

নতুন প্রেসিডিয়াম সদস্য শাজাহান খান বলে ওঠেন, হাবিবুর রহমান চাঁদাবাজ লোক। তাকে কমিটিতে না রাখাই ভালো।

এ সময় শাজাহান খানকে চ্যালেঞ্জ করে প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক। তিনি বলেন, হাবিবুর রহমান কোথায় চাঁদাবাজি করল? তিনি যদি চাঁদাবাজ হন, তা হলে শ্রমিক রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত সবাই চাঁদাবাজ। আপনি বড় চাঁদাবাজ। আপনি পরিবহন সেক্টর নিয়ন্ত্রণ করছেন। শাজাহান খানও জবাব দিতে থাকে।

সুত্রঃ যুগান্তর

ভারতের সব জায়গায় নাগরিকপঞ্জিকরণ (এনআরসি) করা নিয়ে পরস্পরবিরোধী কথা বলছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কথিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে এই দু'জনের মধ্যে কে সত্যি বলছে সেটাই দেখার বিষয়। এমনভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি প্রয়োগ করতে দেবে না বলে এর আগেও হুঙ্কার ছাড়ে তৃণমূল নেত্রী।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসির বিরুদ্ধে করা একটি সমাবেশে যোগ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে ,বিজেপির চেয়ে বড় কোনও জালিয়াত ছিল না এবং এই দলের উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণের সচেতন হওয়া উচিত।

মমতা বলেছে, প্রধানমন্ত্রী বলছে, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি সারা দেশে চালু হওয়া নিয়ে কোনও আলোচনা বা প্রস্তাব হয়নি। অথচ কিছুদিন আগেই বিজেপি সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছে যে, এনআরসি দেশজুড়েই করা হবে। উভয় বক্তব্যই পরস্পরবিরোধী। আমরা আশ্চর্য হচ্ছি এটা ভেবে যে কে সত্যি কথা বলছে। তাঁরা আসলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

গত রবিবার ভারতের হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লিতে একটি সমাবেশ চলাকালীন জানায়, তাঁর সরকার ২০১৪ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কোনওদিনই গোটা দেশে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি চালু হবে এমন কথা আলোচনা করেননি।

মমতা দাবি করে বলে, বিজেপি ভারতকে ভাগ করার চেষ্টা করছে তবে দেশের মানুষ তা কিছুতেই হতে দেবে না।

সূত্র : এনডিটিভি

মুসলিম বিরোধী সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি নিয়ে ভারতজুড়ে চলছে বিতর্ক। এবার সেই বিতর্ক আরও উস্কে দিল গুজরাটের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি। সিএএ-এর পক্ষে মঙ্গলবার গুজরাটে ৬২টি র‍্যালি হয়। আমেদাবাদের র‍্যালিতে রুপানি বলে, ‘মুসলমানদের জন্য বিশ্বে ১৫০টি দেশ রয়েছে।

তারা সেখানে যেতে পারে। কিন্তু, হিন্দুদের জন্য একটি-ই দেশ রয়েছে, তা হল ভারত।

ভিড়ে ঠাসা বিজেপির র‍্যালিতে রুপানি দাবি করে, ভারতে মুসলমানরা সম্মানের সঙ্গে বসবাস করার সুযোগ পান।

তাদের জনসংখ্যাও বেড়েছে। তার কথায়, ‘৯ থেকে মুসলমানদের জনসংখ্যা ভারতে ১৪ শতাংশে পৌঁছেছে। ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধানের কারণে মুসলমানরা এদেশে সম্মানের সঙ্গে খুব ভালভাবে বসবাস করছেন। ’

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আর এই সময়ে তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও পরে আরও কমে যাবে বলে জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমল হক বলেন, কুষ্টিয়া ও টাঙ্গাইল অঞ্চলসহ রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃষ্টিকালীন সময়ে আকাশে মেঘ থাকতে পারে। বৃষ্টিপাত কেটে যাওয়ার পরে তাপমাত্রা ১-৩ ডিগ্রি কমে যেতে পারে এবং চলমান শৈত্যপ্রবাহ আরও বেশি অঞ্চলজুড়ে অব্যাহত থাকতে পারে।

২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

আর আকাশ আংশিক মেঘলাসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে বলেও জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ডাকসু ভবনের সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হামলায় আহত তুহিন ফারাবীকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে (ডাকসু) হামলায় আহত বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতা তুহিন ফারাবীকে (২৫) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কেবিন থেকে হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটে (এইচডিইউ) নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একেএম নাসির উদ্দিন গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আইসিইউ থেকে ফারাবীকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে অতিরিক্ত দর্শনার্থীদের চাপের পাশাপাশি তার একটু শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল।

এসব বিষয় বিবেচনায় তাকে এইচডিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে তিনি ভালো আছেন। নিজে হেঁটেই টয়লেটে যেতে পারছেন।

ডাকসুর ঘটনায় আহতদের চিকিৎসায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সর্বদা সজাগ রয়েছে জানিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক আরও বলেন, আহতদের জন্য নয় সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। সব সময় তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এর আগে, রবিবার দুপুরে ডাকসু ভবনের মূল ফটক বন্ধ করে ভিপি নুর ও তার সহযোগীদের ওপর লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ। এছাড়া বাইরে থেকে ইট-পাটকেল ছোড়াও হয়।

এতে ভিপি নুরসহ বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের বেশ কয়েকজন নেতা আহত হন। আর গুরুতর আহতদের মধ্যে তুহিন ফারাবী একজন।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ভারতের উত্তর প্রদেশে সরকার যেভাবে নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে ‘বদলা’ নেওয়ার কথা বলছে এবং তাদের সম্পত্তি জব্দ করে ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করছে তার কড়া নিন্দা করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

আন্তর্জাতিক এই মানবাধিকার সংগঠনটি এক বিবৃতিতে বলেছে, উত্তর প্রদেশ সরকার এই ‘বদলা’ নেওয়ার কথা ঘোষণা করার পরই মুজাফফরনগর জেলায় কোনও আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে অন্তত ৭০টি দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব দোকানপাটের প্রায় সবগুলোরই মালিক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন।

মুজাফফরনগর উত্তর প্রদেশের একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন ও প্রস্তাবিত এনআরসির বিরুদ্ধে গত কয়েকদিনে সেখানে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ হয়েছে।

বিজনৌর, সম্ভল, লখনৌ, মুজফফরনগরসহ এই রাজ্যের বহু এলাকা গত কয়েকদিন ধরে এই প্রতিবাদ-আন্দোলনকে ঘিরে উত্তাল। এর ফলে নষ্ট হয়েছে ট্রেন, বাসসহ বহু সরকারি সম্পত্তিও।

এযাবৎ সারা দেশে সবচেয়ে বেশি বিক্ষোভকারীর মৃত্যুও হয়েছে উত্তরপ্রদেশেই – ১৮ জন। এরই মধ্যে উত্তর প্রদেশ সরকার জানিয়েছে, তারা সিসিটিভি ফুটেজ থেকে বিক্ষোভকারীদের চিহ্নিত করে তাদের দোকানপাট ও সম্পত্তি জব্দ করবে, যাতে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ক্ষতি সেখান থেকে পুষিয়ে নেওয়া যায়।

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেছে, "আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, হামলাকারীদের সম্পত্তি নিলাম করেই সেই ক্ষতির অর্থ উসুল করা হবে।"

"এই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিশোধ নেব," এ কথাও বলেছে ঐ সন্ত্রাসী।

যোগী আদিত্যনাথের এই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংস্থার দক্ষিণ এশিয়া পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বিবিসি বাংলাকে বলেছে, "প্রথমত সরকার কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ না দেখিয়ে সাধারণ মানুষের দোকানপাট সিল করে দিতে পারে না।"

"সরকার তাদের মর্জিমাফিক এরকম কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে না। একমাত্র আদালত বললে তখনই হয়তো এধরনের শাস্তি দেওয়া যায়।"

"আর দ্বিতীয়ত, একজন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে বদলা নেওয়ার কথা বলতে পারে?"

মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, "রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব। সে আইনের কথা বলবে, তার মুখে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা কোনও মতেই শোভনীয় নয়।"

এদিকে মানবাধিকার কর্মীরা যতই প্রতিবাদ করুন, উত্তরপ্রদেশ সরকার কিন্তু যেমন কথা, তেমন কাজ এর মধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।

মুজফফরনগরে জনৈক নাসিম আহমেদের পুত্র ইনাম ইলাহীর দোকান 'ওপি এন্টারপ্রাইজ' ক্রোক করে পুলিশ এর মধ্যেই সেখানে নোটিশ লটকে দিয়েছে।

নোটিশে বলা হয়েছে, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করার অপরাধে ইনাম ইলাহীর সাত লক্ষ রুপিরও বেশি জরিমানা করা হয়েছে – যে অর্থ আদায় করা হবে তার দোকান ও সম্পত্তি নিলামে তুলে।

সেই সরকারি নোটিশের প্রতিলিপি সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল হয়ে উঠেছে – যা শেয়ার করে অনেকেই লিখছেন, "যোগী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়" – অর্থাৎ কি না, "যোগী আদিত্যনাথ ক্ষমতায় থাকলে সবই সম্ভব!

সূত্র: বিবিসি বাংলা

মুসলিম বিরোধী কথিত বিতর্কিত নাগরিক পঞ্জি ও নাগরিকত্ব আইনের পর এবার ভারত জুড়ে আদমশুমারি ও জনসংখ্যা জরিপ (ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার) করার পরিকল্পনা করছে মোদি সরকার তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

আগামী বছর থেকে ওই আদমশুমারি শুরু হবে বলে জানিয়েছে বিবিসি বাংলা। তবে, সমালোচকেরা বলছেন, তালিকাটি হবে আরেকটি মুসলমান বিরোধী তালিকা।

কেননা জরিপ চালানোর সময় কোনও নাগরিক সম্পর্কে যদি কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়, তাহলে তাকেই প্রমাণ করতে হবে তিনি ভারতের নাগরিক।

ভারতে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে অব্যাহত বিক্ষোভের মধ্যেই নতুন করে একটি আদমশুমারি ও জনসংখ্যা জরিপের জন্য তহবিল অনুমোদন করেছে দেশটির মন্ত্রিসভা। যদিও কর্তৃপক্ষ বলছে, এই জরিপ ভারতের সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের ওপর চালানো হবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই আদমশুমারি ও জনসংখ্যা জরিপ চালানো এজন্য মোদি সরকার প্রায় চার হাজার কোটি রুপি বরাদ্দ করেছে। এছাড়া আরো প্রায় নয় হাজার কোটি রুপি ব্যয় হবে আদমশুমারি চালানোর জন্য।

কর্তৃপক্ষ বলছে, এটি হবে একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ, অর্থাৎ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল রাজ্যের সব সাধারণ বাসিন্দার ওপর একযোগে এই জরিপ চালানো হবে।

সরকার বলছে, কোন নাগরিক যদি কোন এলাকায় অন্তত ছয় মাস বাস করে অথবা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ছয় মাস বা তার বেশি সময় বসবাসের পরিকল্পনা করে, তাহলে তাকে সাধারণ বাসিন্দা হিসেবে গণ্য করা হবে। এর মানে হচ্ছে এখন ভারতে বসবাসরত বিদেশিরাও এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

কিন্তু সমালোচকেরা বলছেন, জরিপ চালানোর সময় কোন নাগরিক সম্পর্কে যদি কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়, তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি ভারতের নাগরিক। এর ফলে যে কোন নাগরিকের অ-ভারতীয় হিসেবে নথিভুক্ত হবার আশংকা থেকে যায় বলে মনে করেন সমালোচকেরা।

এর আগে গত আগস্টে আসাম রাজ্যে বিতর্কিত নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) বাস্তবায়ন করে সেখানকার বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার। এর উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কায়দা করে বহিরাগত হিসাবে ঘোষণা করা। এটি বাস্তবায়িত হওয়ার পর দেখা যায় আসামের চূড়ান্ত নাগরিক তালিকা (এনআরসি) থেকে বাদ পড়েছে ১৯ লাখের বেশি মানুষ। এদের মধ্যে বাঙালি হিন্দুর সংখ্যা ১০ থেকে ১২ লাখ। আর বাঙালি মুসলিম বাদ পড়েছেন দেড় থেকে দু’লক্ষ।

এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর চলতি মাসের গোড়ার দিকে বিরোধী দলগুলোর চরম আপত্তি অগ্রহ্য করে বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাস্তবায়ন করে মোদি সরকার। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো, দেশে বহিরাগতক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে ভারতের নাগরিক হিসাবে ঘোষণা করা, যাতে আগামী নির্বাচনে বিজেপির ভোট ব্যাংক আরোও শক্তিশালী হয়।

কেননা এই নতুন আইনে আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ ছয়টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের সে দেশের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে ওই তিন দেশ থেকে আগত মুসলিমরা এই সুবিধা পাবেন না। এই বৈষম্যমূলক আইনটি পাশ হওয়ার পর থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে গোটা ভারত। গত কয়েক দিনের বিক্ষোভে এ পর্যন্ত ৩০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

বিজেপির সন্ত্রাসী বিজয় রুপানি। ভারতের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি ভারতের নাগরিতকত্ব আইন ও এনআরসি নিয়ে চলমান উত্তাল আন্দোলনে ঘি ঢেলে দিয়ে নতুন বিতর্কে জন্ম দেয় রুপানি। নাগরিকত্ব আইনের পক্ষে আয়োজিত র‍্যালী পূর্ব সমাবেশের এক বক্তব্যে বলেছে, ‘মুসলিমদের জন্য দেড়শ দেশ আর হিন্দুদের জন্য শুধুই ভারত।

দ্য হিন্দুস্তান টাইমস-এর তথ্য মতে, 'নাগরিকত্ব বিলের পক্ষে ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার গুজরাটে ৬২টি র‍্যালির প্রদর্শনী হয়। আমেদাবাদের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে রূপানি বলেছে, 'মুসলমানদের জন্য বিশ্বে ১৫০টি দেশ রয়েছে। তারা সেখানে যেতে পারেন। কিন্তু হিন্দুদের জন্য একটিই দেশ, আর তাহলো ভারত। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করে, 'মুসলমানদের জন্য বিশ্বে ১৫০টি দেশ রয়েছে। তারা সেখানে যেতে পারে। কিন্তু, হিন্দুদের জন্য একটি-ই দেশ রয়েছে, তাহলো ভারত।'

নাগরিকত্ব বিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাইকে মিথ্যে অভয় দিয়ে বলছে, কারোর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির আসল রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে, তার ভাষায়-

'বিজেপির অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল এনআরসি। অভিবাসী নাগরিকদের তাড়াতে এনআরসি লাগু হবেই। পাশাপাশি তার দাবি, ভোটের আগে বিজেপি বলেছিল, কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপ করা হবে, সিএএ লাগু হবে, রাম জন্মভূমি তৈরি হবে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সবকটিই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসী বিপ্লব দেবের রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে বলে অভিযোগ। দেশজুড়ে যখন গোহারা ডাক উঠেছে তখন গরু চুরির সন্দেহে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল এক যুবককে। ত্রিপুরায় গরু চোর এবং পাচারকারী সন্দেহে পিটিয়ে মারা হল এক ২৯ বছর বয়সি যুবককে। ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিপুরার সিপাহিজালা জেলায়। এই ঘটনায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।
ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে খবর, গত রবিবার স্থানীয় গো রক্ষক বাসিন্দারা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছ থেকে এক যুবককে গরু পাচারকারী সন্দেহে ধরে। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল দুটি গরু। এই দেখে তাঁকে চোর বলে সন্দেহ করে কয়েকজন। তারা চিৎকার করে আরও কিছু গ্রামবাসীকে জোগাড় করে। তারপর বেধড়ক মারধর করা হয় ওই যুবককে। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

সন্ত্রাসী দল বিজেপি-শাসিত কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি। শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে। ১ জানুয়ারি থেকে চালু হয়ে যাবে ডিটেনশন ক্যাম্প। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিৎকার করে বলছে, দেশের কোথাও ডিটেনশন ক্যাম্প নেই। সবই মিথ্যে রটনা।

বেঙ্গালুরু থেকে ৩০ কিমি দূরে সোন্দেকোপ্পা গ্রামে তৈরি হয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্প। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। ক্যাম্পের দুই প্রান্তে রয়েছে দুটি সুরক্ষা টাওয়ার। ইংরেজি অক্ষর এল আকৃতির ডিটেনশন ক্যাম্পের ভেতর রয়েছে ১৫ শয্যার সাতটি ঘর, একটি রান্নাঘর ও একাধিক শৌচালয়। এসব তৈরি। এখন স্টাফ কোয়ার্টারের কাজ চলছে। ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকার মুখেই রয়েছে পুলিশি পাহারা। ভেতরের কাজকর্ম কেমন চলছে, ঘুরে দেখছেন কর্ণাটক সমাজকল্যাণ দপ্তরের কর্মীরা। আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা।

ডিটেনশন ক্যাম্প হওয়ার আগে এটা একটা ছাত্রাবাস ছিল। অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়ারা থাকত এখানে। ছাত্রাবাস পরিচালনা করত রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তর। ছাত্রাবাসকে ডিটেনশন ক্যাম্প করার তোড়জোড় শুরু হয় মাসখানেক আগে।

২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ১৫ জন অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার হয় কর্ণাটকে। কর্ণাটক হাইকোর্ট তাদের রাখার বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকারকে। তারপর ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশের পর কর্ণাটক সরকার ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির তোড়জোড় শুরু করে। গতমাসে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বেঙ্গালুরু পুলিশকে ছাত্রাবাসটি নিজেদের তত্ত্বাবধানে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। চলতি মাসের ৯ তারিখে রাজ্য সরকার জানায়, ২০২০ সাল থেকেই ডিটেনশন ক্যাম্পটি পুরোদস্তুর চালু হয়ে যাবে।

সমাজকল্যাণ দপ্তরের এক কর্মী বলেন, ‘১ জানুয়ারি থেকেই ডিটেনশন ক্যাম্প চালু হবে। সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে, স্টাফ কোয়ার্টারের কাজ শেষ করতে হবে। রান্নাঘর ও অন্য ঘরগুলি তৈরি, বিদ্যুৎ-জল সব রয়েছে। বিভিন্ন কাজের কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।’

ভারতজুড়ে সিএএ-এনআরসি বিরোধিতা চরমে উঠেছে। মুসলিম বিরোধী কথিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে চলছে আন্দোলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদি বলেছে জামা কাপড় সাজসজ্জা দেখেই সে বুঝতে পেরেছে গোটা দেশজুড়ে কারা ‘গণ্ডগোল’ করছে। সে বুঝে ফেলেছে এনআরসি, সিএএ বানচাল করতে কারা নেমেছে রাস্তায়। টিভির পর্দায় চলমান ছবি আর খবরের কাগজে রঙিন স্থিরচিত্র দেখেই প্রধানমন্ত্রী বুঝে নিয়েছে, তারা মুসলমান।

ঝাড়খণ্ডে এক নির্বাচনী সভায় মোদি বলেছিল,আগুন কারা লাগাচ্ছে, সেটা কিন্তু তাদের পোশাক দেখলেই চিনতে পারা যায়! তার দ্বারা সে মুসলিমদেরকেই বুঝিয়েছে।

এনআরসি, সিএএ বিরোধী আন্দোলন খুব স্বাভাবিক কারণেই পছন্দ নয় নরেন্দ্র মোদির। তার ওপর সেই প্রতিবাদ যদি হয় মুসলমানদের। তবে তার বা অন্য কারো পছন্দ হোক বা না হোক, এ কথাটা সত্যি যে এটা তো মুসলমানদেরই লড়াই। এ লড়াই তাদেরই লড়তে হবে। মুসলমানরাই লড়ছেন। দেয়ালের লেখা সঠিকভাবে পড়ে ভারতীয় মুসলমানরা আজ নিজের প্রতিবাদ নিজে করার সংকল্প নিয়ে পথে বেরিয়েছেন। তাদের অধিকার রক্ষার লড়াইটা অন্য কেউ লড়ে দেবে, সেই ভরসায় আর বসে নেই মুসলমান।

যদি এই গণতান্ত্রিক মিটিং মিছিল করে সফল হওয়া যাবে না।

কিন্তু ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর থেকে কোনো কিছুতেই মুসলমান যেন নিস্পৃহতা কাটছিল না। মুসলমানের বিরুদ্ধে যাবতীয় অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ভাষা যেন হারিয়ে ফেলেছে।

মুম্বই আর গুজরাটের ভয়াবহ দাঙ্গা, তারও পরে উত্তর প্রদেশের পর পর ঘটে যাওয়া মুসলমান নিধনের ঘটনাগুলোর পরেও তেমন করে প্রতিবাদ করেনি মুসলমান। এমনকী ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া বাবরি মসজিদের ওপর রাম মন্দির নির্মাণের যে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দিল, তার বিরুদ্ধেও কোনো সোচ্চার প্রতিবাদ মুসলমানদের তরফ থেকে চোখে পড়েনি। গোরক্ষার নামে তুচ্ছ কারণে একটার পর একটা গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। তারও প্রতিবাদ করেনি মুসলমান। বিজেপি নেতারা দিনের পর দিন মুসলিম বিরোধী মন্তব্য করে চলেছেন। এবং নিশ্চিতভাবেই তাতে দলের ওপর মহলের অনুমোদন থাকে। তারও কোনো প্রতিবাদ হয়নি। তাঁরা এ ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল, তাঁরা নিরাপদেই আছে।

সুতরাং যেন ভারতীয় মুসলমান ভুলতে বসেছিল প্রতিবাদের ভাষা। অথচ গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের ঠেলতে ঠেলতে খাদের কানায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে কেন্দ্রের সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকার। হয় তাকে প্রবল শক্তিতে নিজের ক্ষমতায় নিরাপদ জায়গায় ফিরতে হবে নয়তো খাদে পড়ে মরতে হবে। এমন একটা জায়গায় পৌঁছে তার প্রতিবাদে গর্জে ওঠা ছাড়া উপায় ছিল না। এই প্রতিবাদ দেখে কেবল বিজেপি নেতা মন্ত্রীরা নয়, বহু সাধারণ মানুষও বলতে শুরু করেছে, নতুন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে বা এনআরসিতে মুসলমাদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই, 'ওদের' এত ভয় পাওয়ার কী হয়েছে?

কী আশ্চর্য! নতুন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা নাগরিকপঞ্জীর পরিণাম জানার পরও যদি কেউ ভয় না পায় তাহলে তার বোধ-বুদ্ধির বিকাশ বা মনুষ্যত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যতই বলুন, নতুন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জী মুসলমানদের লক্ষ্য করে করা হয়নি, সে আশ্বাস কোনো যুক্তিতেই ধোপে টেঁকে না। কারণ অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই বলে চলেছে, গোটা দেশেই এনআরসি হবে। এ দিকে, নতুন নাগরিকত্ব আইনে ভারতে এই প্রথম নাগরিকত্বের সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তা করা হয়েছে ভারতের সংবিধানের মৌল শর্তগুলো অস্বীকার করে। এবং সেই আইনে কোথাও মুসলমান নেই। সরকারের যুক্তি, প্রতিবেশী তিনটি মুসলিমপ্রধান দেশ থেকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন এবং পারসিরা শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে এলে তাদের নাগরিকত্ব দেয়া হবে। এই আইনের সুরক্ষা পাবে কেবল অমুসলমানেরাই। তাতে মুসলমানদের তো কোনো ক্ষতি হবে না!

অথচ এটা এখন পানির মতো পরিস্কার যে জাতীয় পঞ্জিকরণ বা এনআরসি প্রক্রিয়ায় কোনো মুসলমান যদি বাদ পড়ে যান তাহলে তাকে ভারতীয় নাগরিক প্রমাণ করার জন্য যেতে হবে বিদেশি ট্রাইবুনালে। কোনো হিন্দু যদি এনআরসি তালিকা থেকে বাদ পড়ে তাহলে নতুন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সাহায্য নেয়ার সুযোগ তার থাকছে। নতুন এই আইনের মধ্যে দিয়ে বিজেপি সরকার মুসলমানকে আরো 'অপর' করে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল বলে মনে করছেন অনেকে। দেশের মূলস্রোত থেকে মুসলমানকে বিয়োজনের এ কৌশল চিনতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। মুসলমানের আতঙ্কটা সেখানেই।

তাছাড়া মুসলমানের নামের হেরফেরে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জটিলতায় কিংবা জন্মপ্রমাণ দাখিল করার টানাপোড়েনে তাদের বাদ দেয়ার কিংবা বাতিল করে দেয়ার চক্রান্ত এই জাতীয় পঞ্জিকরণ বা এনআরসি। আর তার আগের ধাপ হলো নতুন সংশোধিত লাগরিকত্ব আইন। একই দেশে একসঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে হাজার বছর ধরে বাস করার পরে যদি স্রেফ ধর্মের কারণে রাষ্ট্র কাউকে 'আলাদা' করে দেয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করে তবে তো শঙ্কার কারণ থাকবেই। যেমন আসামে এনআরসি থেকে ১৯ লাখ মানুষের নাম বাদ পড়েছে। তাদের মধ্যে যারা হিন্দু, নতুন লাগরিকত্ব আইন তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার একটা সুযোগ করে দিচ্ছে। কিন্তু মুসলমানরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এছাড়া যারা এনআরসি থেকে বাদ পড়া এবং নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রসাদ না-পাওয়াদের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প প্রস্তুত রয়েছে বা নতুন নতুন আরো শিবির তৈরি হচ্ছে। আসামে ইতিমধ্যে ছ'টি ডিটেনশন ক্যাম্প রয়েছে বিভিন্ন জেলখানার সঙ্গে। এছাড়া গোয়ালপাড়ায় একটা ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে যেটা আয়তনে সাতটা ফুটবল মাঠের সমান।

মুম্বই আর বাঙ্গালুরুতেও ওই রকম ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। ডিটেনশন ক্যাম্পের আতঙ্কও মুসলমানদের তাড়া করছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী জনসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন, দেশে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প নেই।

এর প্রতিবাদে তো মুসলমানকেই পথে নামতে হবে। এটা একান্তভাবে তার লড়াই। তার হয়ে কে করে দেবে প্রতিবাদ? আবার মুসলমান পথে নেমে প্রতিবাদ করলে তাকে সাম্প্রদায়িক বলতেও কারো কারো অসুবিধা হচ্ছে না। বিজেপির এক নেতা তো গুজরাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিক্রিয়া কী সাংঘাতিক হতে পারে তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের শাসানি চলছেই।

উত্তরপ্রদেশে প্রতিবাদকারীদের ধরে ধরে চিহ্নিত করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকে পুলিশ যেভাবে পাঠরত ছাত্রছাত্রী পিটিয়েছে তা বহুদিনের পুষে রাখা আক্রোশ ছাড়া বোধহয় সম্ভব নয়। তারপরও প্রতিবাদ হচ্ছে, মিছিল হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’ বললেও গণপিটুনিতে মুসলমানদের খুন হয়ে যাওয়া থেমে থাকেনি। এই সব হত্যা নিয়ে মোদিজিকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হতেও দেখা যায়নি। মোদি বলছে, কাউকে দেশের বাইতে বের করে দেয়া হবে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ– দুজনে পরস্পর বিরোধী বিবৃতি দিয়ে চলেছে। অমিত শাহ প্রায় প্রতিদিন বলেছে, গোটা দেশে এনআরসি হবে। কোনো অবৈধ নাগরিককে দেশে রাখা হবে না। কোথাও বলেছে, ‘হিন্দু বৌদ্ধ আর শিখ ছাড়া যেকোনো অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে’। আবার কয়েক দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে অমিত শাহই বলেছে, কোনো ভারতীয় নাগরিকের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। কাউকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে না। কার কোন কথায় বিশ্বাস করবে মানুষ। কার ওপর আস্থা রাখবে সে?

এই সব আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মুসলমানকে ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখতে চায় বিজেপি– এমন আশঙ্কা অনেকেই করছেন। হিন্দু রাষ্ট্রের লক্ষ্য পুরণের এটাই প্রথম পদক্ষেপ। তারও দরকার নেই– মুসলমানকে স্রেফ অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কের মধ্যে রেখে দিতে পারলেই বিজেপি এবং তার নাটের গুরু সন্ত্রাসী দল আরএসএসের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। সেই কাজটাই শুরু হয়েছে ভারতে।

(মিলন দত্ত বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। মতামত ব্যক্তিগত)

সূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান" গত শুক্রবার পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তেহরিকে তালেবানের মুহতারাম মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এর দায় স্বীকারকৃত বার্তা হতে জানা যায় যে, মুজাহিদগণ দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "লাদহা" অঞ্চলে পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাবাহিনীর টহলররত একটি দলকে টার্গেট করে হামলা চালান। এসময় মুজাহিদগণ রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে দুটি মাইন বিস্ফোরিত করেছিল, যাতে দুই মুরতাদ সেনা নিহত ও আরো দুই মুরতাদ সদস্য আহত হয়।

গত শনিবার, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন মধ্য সোমালিয়ার মাদাক অঞ্চলের "জালকায়ো" শহরে দেশটির মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়ার উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাদের একটি কাফেলাকে লক্ষ্য করে শহীদ অভিযানের মধ্যদিয়ে অপারেশন শুরু করেন।

এতে মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়ার উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে ১০ জনসহ আরো এবং ৫০ জনেরও অধিক হতাহত হয়েছিল।

দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর এক বার্তা হতে জানা যায় যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন মুরতাদ মিলিশিয়ার যেই কাফেলাটির উপর আক্রমণটি চালিয়েছিলেন, তাতে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারের স্থল বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল "আবদুল হামিদ দুরার" এবং ব্যাটেলিয়ন নাম্বার 21 এর সেনাবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল "কুজি দাকারি" এবং আরো অনেক উচ্চপদস্থ অফিসাররা ছিল।

মুজাহিদদের উক্ত হামলায় জেনারেল "আবদুল হামিদ দুরার" এবং জেনারেল "কুজি দাকারি" ছাড়াও তাদের ৪ জন প্রহরী মারা যায়া এবং আরও 6 জন আহত হয়

সামরিক বাহিনী হতে জানানো হয় যে, বিস্ফোরণটি এমন সময় ঘটানো হয়, যখন তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বহনকারী গাড়িটি সামরিক হোটেল নাম্বার-5 অতিক্রম করতে যাচ্ছিল।

অন্যদিকে জালাজদুদ রাজ্যে, দু'জন সরকারী মিলিশিয়া অফিসার হারাকাতুশ শাবাবের হামলা আহত হয়েছে, যার মধ্যে একজন কেন্দ্রীয় কর্পোরেশনের জালাজদুদ রাজ্যের দোসামরিব শহরের অফিসার, অন্যজন কর্পাস প্রশাসনের অফিসার ও রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের উপ-নিরাপত্তা কর্মকর্তা "মাহেদ বদর" ছিলেন। যারা উভয়ই আল-কায়েদা যোদ্ধাদের দ্বারা চালিত বোমা হামলার শিকার হয়।

একইদিনে আল-কায়েদা যোদ্ধারা কেনিয়ান মুরতাদ বাহিনীর একটি কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে আক্রমণ শুরু করেন, যেই ঘাঁটিটি নির্মাণের লক্ষ্য ছিল 'কেনিয়া সরকার মন্দিরার জেলায় সোমালিয়াকে নিয়ে একটি সীমান্ত প্রাচীর তৈরি করা' যাতে আল-কায়েদার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা যায়।

কিন্তু এর আগেই আল-কায়েদা যোদ্ধারা উক্ত ঘাঁটিতে হামলা করে বসে। এতে অনেক সেনা হতাহতের শিকার হয়। বাকি সেনাদেরকে কেনিয়া বিমানে করে নিয়ে পালায়ন করে।

মুজাহিদরা ঘাঁটিটি দখল করার পরে তা পুরোপুরি পুড়িয়ে দেয়, ৪ টি বুলডোজার এবং বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পুড়িয়ে দেয়।

এবং মুজাহিদিন কেনিয়ার সরকারকে এই বার্তা পাঠিয়েছিল যে, কেনিয়ার অধিকৃত সোমালি জমি সোমালিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং মুজাহিদগণ তার এক বিন্দু পরিমাণ জায়গাও তাদের ছেড়ে দেবে না।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদদের একটি টিম বর্তমানে সিরিয়ার লাতাকিয়া সিটির জাবালুল আকরাদ অঞ্চলের "কাতফু-হুসুন ও তিল-বুরকান" এলাকায় অবস্থান করছেন।

বর্তমানে উক্ত এলাকা দুটিতে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই হচ্ছে আল-কায়েদা মুজাহিদদের। এখন পর্যন্ত পাওয়া সংবাদ অনুশারে, মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি অনেক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

সিরিয়ার ইদলিব সিটি দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে কুফফার ও মুরতাদ জোট বাহিনী। তারা বর্তমানে ইদলিব সিটিতে ব্যাপকভাবে বোমা হামলা চালাচ্ছে।

অন্যদিকে মুজাহিদগণ ইদলিব সীমান্তে নিজেদের সবটুকু দিয়ে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৪ ডিসেম্বর মুরতাদ বাহিনী হতে একটি গ্রামও উদ্ধার করেছেন আল-কায়েদার মুজাহিদীন।

বর্তমানে সেখানে আরো মুজাহিদদের প্রয়োজন থাকায় আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের আরো একটি কাফেলাকে উক্ত ফ্রন্টলাইনে প্রেরণ করছেন।

https://alfirdaws.org/2019/12/25/30294/

২৪শে ডিসেম্বর, ২০১৯

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদদের নিয়ে ২৪ই ডিসেম্বর সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে কুফ্ফার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানে অংসগ্রহণ করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী ইতিমধ্যে "আল-বারাসাহ" এলাকা ছেড়ে পালায়ন করেছে। এসময় আল-কায়েদার মুজাহিদগণ কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী হতে অনেক ভারী যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন, হত্যা করেন অনেক নুসাইরী মুরতাদ সেনাকে।

এদিকে আল-কায়েদার সাথে এই অভিযানে অংসগ্রহণ করেছেন HTS ও আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদগণও। তাদের হাতেও অনেক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে, লাভ করেছেন তারাও অনেক গনিমত।

আগামী বছর নাগাদ একটি আদমশুমারি ও লোকগণনার জন্য মঙ্গলবার তহবিল মঞ্জুর করেছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী কেন্দ্রীয় সরকার।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে জানা গেছে, বিতর্কিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জিতে (এনআরসি) এই তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে এনআরসির বিরোধিতা করে হাজার হাজার লোক রাস্তায় নেমে এসেছেন।

একটি আদমশুমারি পরিচালনায় ইতিমধ্যে আট হাজার ৭৫৪ কোটি রুপি মঞ্জুর করা হয়েছে। আর জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন (এনপিআর) হালনাগাদ করতে তিন হাজার ৯৫৪ কোটি রুপি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

জনসংখ্যা, তাদের অর্থনৈতিক তৎপরতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অভিবাসী ও জনসংখ্যাসংশ্লিষ্ট উপাত্ত থাকবে নতুন এই আদমশুমারিতে।

ভারতের প্রতিটি নাগরিকের সমন্বিত পরিচয় এই তথ্যভাণ্ডারে থাকবে বলে খবরে জানা গেছে।

এদিকে ইসলামবিদ্বেষী নাগরিক সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ভারতীয়রা।

হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে ওই আইনটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ জানাচ্ছে।

বিক্ষোভকারীদের ওপর সন্ত্রাসী পুলিশের নৃশংসতায় এখন পর্যন্ত ২৩ জন নিহত ও কয়েকশ লোক আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে আট বছর বয়সী একটি শিশুও রয়েছে।

সুত্রঃ যুগান্তর

ধুঁকছে ভারতের অর্থনীতি। তাই মুমূর্ষু এই আর্থিক পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এখনই দ্রুত জরুরি ব্যবস্থা নিতে ভারত সরকারকে নির্দেশ দিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। তারা জানিয়েছে, আর্থিক মন্দা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এই দেশকে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, দেশটিতে একদিকে কমেছে ক্রয় ক্ষমতা-বিনিয়োগ, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে কর সংগ্রহের পরিমাণ। আর এই দু'য়ের ভার বহন করতে না পেরেই মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারতের অর্থনীতি। নিজেদের বার্ষিক রিভিউতে এমন তথ্যই প্রকাশ করেছে আইএমএফ। তাদের রিভিউতে বলা হয়েছে, লাখ লাখ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে এনে ভারত এখন উদ্বেগজনক আর্থিক মন্দার মধ্যে পড়েছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে এখনই ব্যবস্থা নিতেই হবে।

বর্তমান পরিস্থিতি ভারতের অর্থনীতি এমন জায়গাতেই রয়েছে যে, ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য খুব একটা বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। সেই বিষয়েও ভারত সরকারকে সতর্ক করেছে আইএমএফ। আইএমএফ'র প্রধান অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গত ছয় বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ভারতীয় অর্থনীতি। লাখ লাখ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে এনে ভারত এখন উদ্বেগজনক আর্থিক মন্দার মধ্যে পড়েছে।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

নাটোর আইনজীবী সমিতির সদস্য ও দৈনিক বারবেলা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আলেক শেখকে হত্যা চেষ্টা চালায় সন্ত্রাসী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান চুন্নুর।

মামলার বাদী আলেক উদ্দিন শেখ জানান, সোমবার নাটোর সন্ত্রাসী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান চুন্নু তাকে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আটকে রেখে চোখে মুখে ও মাথায় আঘাত করে হত্যা চেষ্টা করেন হাবিবুর রহমান চুন্নু। আঘাতের কারণে বাদি নাটোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মাথায় গুরুতর আঘাতের কারণে তাকে মস্তিস্কের সিটিস্ক্যান করতে হয়েছে। তাতে কিছু সমস্যা ধরা পড়েছে।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) নুরের ওপর সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হামলার ঘটনায় এই প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমরা কি বাংলাদেশের নাগরিক না? তা হলে আমাদের ওপর কেন এই বারবার হামলা? কেন আমাদের নিয়ে অনধিকার চর্চা করা হয়?' নুরের ওপর

হামলার ঘটনা শুনে হাসপাতালে ছুটে আসেন তার বাবা ইদ্রিস হাওলাদার। ছেলের শারীরিক অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলে তিনি এসব কথা বলতে থাকেন।

রবিবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছুটে যান ইদ্রিস হাওলাদার। সেখানে সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরলে আপ্লুত কণ্ঠে দেশের মানুষের প্রতি নানা কথা বলেন তিনি।

নুরের বাবা বলেন, আমার ছেলে বাংলাদেশের নাগরিক। সেই অধিকারেই সে ভিপি হয়েছে। তবু তার ওপর কেন বাবরার হামলা হয়? তাকে নিপীড়ন-নির্যাতন করা হয় কেন? এই তো পাঁচ-ছয় দিন আগেও তার ওপর নির্যাতন চালিয়ে আঙুল ভেঙে দিয়েছে ওরা। এরই মধ্যে তিনবার হামলা করা হয়েছে।

ভিপি নুরের দ্রুত সুস্থতা কামনা চেয়ে দেশবাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন ইদ্রিস হাওলাদার।

উল্লেখ্য, রবিবার বেলা ১টার দিকে ডাকসু ভবনে গিয়ে ভিপির কক্ষ এবং ডাকসু ভবনে তাণ্ডব চালায় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের লোকজন। এ সময় নিজ কক্ষে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন ডাকসু ভিপি।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

একদিকে যখন পোশাক নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যে ভারতজুড়ে বিতর্কের ঝড় বইছে, ঠিক তখনই শিক্ষাক্ষেত্রেও পোশাক নিয়ে সমস্যায় পড়তে হল এক ছাত্রীকে। হিজাব পরে সমাবর্তনে যোগ দেওয়া যাবে না। অনুষ্ঠানে ঢুকতে গেলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় ওই ছাত্রীকে। বলা হয়, সমাবর্তনে যোগ দিতে হলে হিজাব খুলে আসতে হবে।

ঘটনা পুদুচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের। জানা গেছে, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশনে স্নাতোকত্তরে সর্বোচ্চ নম্বরের অধিকারী রাবিহা আব্দুরেহিম। তাই সমাবর্তনে তার হাতেই উঠত সোনার পদক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জওহরলাল নেহরু অডিটরিয়ামে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তার হাত

থেকেই হয়তো সাফল্যের পুরস্কার পেতেন রাবিহা। কিন্তু সেই সময় অনুষ্ঠানে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি তাকে। কারণ সেই হিজাব।

২০১৮ সালের ব্যাচের ওই ছাত্রী জানান, রাষ্ট্রপতি আসার কিছুক্ষণ আগেই তিনি অডিটরিয়ামে প্রবেশ করতে যান। কিন্তু সেখানেই নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে বাধা দেয়। বলা হয়, হিজাব খুলে না এলে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। নিরাপত্তারক্ষীদের প্রস্তাবে রাজি হননি রাহিবা। রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের পদক ও সার্টিফিকেট দিতে শুরু করে। কিন্তু গোটা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে, সোনার পদক নিতে অস্বীকার করেন রাবিহা। শুধু সার্টিফিকেট নিয়েই বেরিয়ে আসেন তিনি।

ক্ষুব্ধ রাবিহা বলেন, "আমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রতিবাদেই আমি পদক নিতে অস্বীকার করি। নিরাপত্তারক্ষীরা আমাকে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢুকতে বাধা দেয়। ওরা সন্দেহের চোখে দেখছিল আমাকে। যেন আমি কিছু একটা করার উদ্দেশ্যে ঢুকতে চাইছি। জানি না, ওরা কী ভাবছিল। "

এরপরই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (CAA) প্রসঙ্গ উঠে আসে তার কথায়। বলেন, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী পুলিশ যেভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মারধর করছে তার বিরোধিতা করছেন তিনি।

গোটা ভারতের শিক্ষার্থীরা বর্তমান পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ এই পদক নিতে অস্বীকার করেছেন তিনি। রাবিহার সঙ্গে এমন আচরণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ভারতের ত্রিপুরায় এনআরসির প্রতিবাদ করার অভিযোগে এক সরকারি কর্মকর্তার বেতন বন্ধ করে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার।

শুধু বেতন বন্ধই নয়, তাকে অন্যত্র বদলিও করে দেয়া হয়েছে। গত অক্টোবর থেকে পরিবার পরিজন নিদারুন অর্থকষ্টে ভোগছেন খাদ্য দফতরের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ব্রজলাল দেববর্মা।

এমতাবস্থায় ত্রিপুরার এক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত দিয়ে বিষ সরবরাহের আবেদন জানালেন তিনি। ব্রজলাল দেববর্মার ইংরেজিতে টাইপ করা আবেগঘন ওই দরখাস্ত সামাজিক মাধ্যমে ফাঁস হতেই তুমুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রজলাল এখন ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমা শাসকের অফিসে কর্মরত। তিনি দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া এসডিএম অফিসের কর্মকর্তা ছিলেন।

রাজ্যে এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে ব্রজলাল সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন বলে খাদ্য বিভাগে অভিযোগ জমা পড়ে। তার পরই বদলি করে তার বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

২১ ডিসেম্বর ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন, মহাশয়, আমি এবং আমার স্ত্রী বারবার আপনাকে আমার বেতন মিটিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেছি। কিন্তু কাজ হয়নি। টাকা নেই, তাই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং ওষুধের অভাবে কঠিন সময় কাটাচ্ছি।

এই পরিস্থিতিতে আমার অনুরোধ, আপনি দয়া করে আমাকে বিষ সরবরাহ করে বাধিত করবেন, যাতে আমি সপরিবার বিষ খেয়ে মরতে পারি।’

বাংলাদেশ গ্যাসফিল্ড কোম্পানি লিমিটেডের (বিজিএফসিএল) তিতাস লোকেশনে ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসার স্থাপন প্রকল্পে বড় ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

প্রায় ৯১০ কোটি টাকার এ প্রকল্পের শুরুতেই সরকারি প্রভাবশালী চক্র দুর্নীতির ফাঁদ পেতেছে। জাল-জালিয়াতি করে এমন প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া হয়েছে যার সক্ষমতা তো দূরের কথা, অফিশিয়াল অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খোদ বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বিভাগের একজন শীর্ষ কর্মকর্তার যোগসাজশে চলছে লুটপাটের মহোৎসব।

অভিযুক্ত কোম্পানির সঙ্গে জ্বালানি বিভাগের ওই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার এক চাচার গোপন মালিকানার সম্পর্ক রয়েছে। যিনি এক সময় তিতাস গ্যাস কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ও পরবর্তী সময়ে পেট্রোবাংলার পরিচালক ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ গ্যাসফিল্ডে ঠিকাদারি করছেন।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিতর্কিত কোম্পানির নাম টেকনোস্টিম এনার্জি। যাচাই-বাছাই না করেই তড়িঘড়ি করে বিজিএফসিএল টেকনোস্টিম এনার্জিকে নোয়া (নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড) ইস্যু করেছে।

কিন্তু নোয়া ইস্যুর ২৮ দিনের মধ্যে কোম্পানিটি চুক্তি করতে পারেনি। জমা দিতে পারেনি দরপত্রের ১০ শতাংশ পারফরম্যান্স গ্যারান্টির (পিজি) টাকাও। কোম্পানির স্থানীয় এজেন্ট মজুমদার এন্টারপ্রাইজের প্রতারণার কারণে দরপত্রের সঙ্গে জমা দেয়া সাড়ে ১২ কোটি টাকার বিডবন্ডটিও মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যায়।

কার্যাদেশ দেয়ার আগমুহূর্তে কোম্পানিটি নিয়ে এমন বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হয়ে বড় ধরনের বিপাকে পড়েছে বিজিএফসিএল। বারবার চিঠি দিয়েও কোনো সাড়া না পাওয়ায় বিডবন্ডের সাড়ে ১২ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করতে গিয়েও দেখা যায় সেটির মেয়াদ নেই।

কিন্তু তারপরও টেকনোস্টিম এনার্জিকে ব্ল্যাকলিস্ট করেনি। উল্টো এখন আবার ওই কোম্পানিকেই ভিন্ন উপায়ে কার্যাদেশ দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। পাইপলাইনার্স নামে তৃতীয় একটি কোম্পানির কাছ থেকে পারফরম্যান্স সিকিউিরিটি (পিজি) নিয়ে অবৈধভাবে ওই কোম্পানিকেই কার্যাদেশ দেয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ গ্যাসফিল্ডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জ্বালানি বিভাগের সচিব আবু হেনা রহমাতুল মুনিম। বিশ্লেষকরা বলছেন, এরপরও কীভাবে এরকম একটি কোম্পানিকে এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করা হল- সেটি রহস্যজনক। এ নিয়ে জ্বালানি সচিবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি এ প্রতিবেদকের ফোন ধরেননি।

বিজিএফসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তৌফিকুর রহমান তপু যুগান্তরকে বলেন, ভাই একটু সমস্যা হয়ে গেছে। বিপদে পড়ে গেছি। প্লিজ এখন কিছু লেখবেন না। চেষ্টা করছি প্রবলেমটি সমাধা করতে। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কথা দিলাম, কমিটি যাচাই-বাছাই করে রিপোর্ট দিলে আমি আপনাকে ফাইল খুলে সব দেখাব।

বাস্তবে সর্বনিম্ন দরদাতা টেকনোস্টিম এনার্জির কোনো অস্তিত্ব নেই, তাদের আর্থিক সচ্ছলতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আপনি তো সব জানেন, আমার মুখ দিয়ে বলানোর চেষ্টা করছেন কেন? আমি বলতে পারব না। তাছাড়া এটা জানারও কোনো উপায় নেই। ওয়েবসাইট ছাড়া সরেজমিন গিয়ে দেখারও কোনো নিয়ম নেই।

যেহেতু পিপিআর অনুযায়ী যথাসময়ে সর্বনিম্ন দরদাতা পিজি জমা দিতে পারেনি, এবং বিডবন্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাই দরপত্র কি বাতিল করা হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শুনেছি সর্বনিম্ন দরদাতা তৃতীয় একটি কোম্পানির মাধ্যমে পিজি জমা দিয়েছে, বিডবন্ডের মেয়াদও আরও এক মাস বাড়ানো হয়েছে। কাজেই এখন পরিচালনা পর্ষদ সব কিছু বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নেবে। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের শেষদিকে এ নিয়ে পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

বিজিএফসিএল সূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এ কোম্পানিটির অস্তিত্ব নিয়ে সম্প্রতি পেট্রোবাংলায় পিপিসি কমিটির এক বৈঠকে প্রশ্ন ওঠায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়েছে- কোম্পানিটির লেটারহেড প্যাডে যুক্তরাষ্ট্রের যে ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। ২০১৯ সালের প্রথমদিকে অর্থাৎ টেন্ডার আহ্বানের পরে কোম্পানিটির ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তারা যেসব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছে বাস্তবে কোম্পানিটি সেরকম কোনো কাজই করেনি।

অভিযোগ আছে, জ্বালানি বিভাগের ওই শীর্ষ কর্মকর্তার চাচাই মূলত একটি নামসর্বস্ব কোম্পানি খুলে এই দরপত্রে অংশ নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে লোকাল এজেন্ট হিসেবে রয়েছে মজুমদার এন্টারপ্রাইজ। টার্গেট ছিল যেনতেন করে কার্যাদেশ নিয়ে ‘কাগজ’টি তৃতীয় পক্ষের কাছে মোটা অঙ্কের অর্থে বিক্রি করে দেয়া।

বিজিএফসিএলের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, এই দরপত্রের বিরুদ্ধে পরিচালনা পর্ষদের যে দুই সদস্য সব সময় বোর্ড মিটিংয়ে সরব থাকতেন রহস্যজনক কারণে তাদের কেউ এখন বোর্ডে নেই।

জানা গেছে, পাইপলাইনার্স লিমিটেড নামের ওই কোম্পানিটি টেকনোস্টিমের পক্ষে এনসিসি ব্যাংকের মাধ্যমে পিজির গ্যারান্টার হয়েছে। যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা কোনোভাবেই বৈধ নয়। এটা বড় ধরনের দুর্নীতির শামিল।

জানা গেছে, তিতাস লোকেশন ‘এ’-তে প্রতিদিন ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৭টি ওয়েলহেড কম্প্রেসার স্থাপনের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। কারণ, এই ৭টি কূপে গ্যাসের চাপ কমে গিয়েছিল। কম্প্রেসার বসানো হলে কূপগুলো থেকে আগের মতো গ্যাস উৎপাদন সম্ভব হবে। প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদন হয় ২০১৬ সালে। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী কোম্পানি তিতাসের ৭টি গ্যাসকূপের ওয়েলহেড কম্প্রেসার

ডিজাইন তৈরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্রয়, সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং, অপারেশন এবং মেইনটেইনেন্সের কাজ করবে। ২০১৯ সালের ৩ মার্চ দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়। মোট ৭টি কোম্পানি এতে অংশ নিলেও দুটি কোম্পানি কারিগরি ও আর্থিকভাবে রেসপনসিভ হয়। কোম্পানি দুটি হল- সিঙ্গাপুরভিত্তিক এন্টার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক টেকনোস্টিম এনার্জি লিমিটেড। গত ৯ সেপ্টেম্বর আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বিজিএফসিএল বোর্ডে অনুমোদিত হয়। এরপরই ১২ সেপ্টেম্বর তড়িঘড়ি করে বিজিএমসিএল সর্বনিম্ন দরদাতা টেকনোস্টিম এনার্জিকে নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড (নোয়া) প্রদান করে। ১৭ সেপ্টেম্বর ঠিকাদার কোম্পানি নোয়া-এর বিপরীতে ইকসেপটেন্স লেটার পাঠায় বিজিএফসিএলকে।

নিয়ম অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (নোয়া) ইস্যুর ২৮ দিনের মধ্যে দরদাতা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমা ১০ অক্টোবর শেষ হয়ে গেলেও সর্বনিম্ন দরদাতা টেকনোস্টিম এনার্জি বিজিএফসিএলের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেনি। বারবার চিঠি ও তাগাদা দিলেও তারা চুক্তি করেনি। এমনকি কার্যসম্পাদন জামানত (পাফরম্যান্স সিকিউরিটি) পর্যন্ত দাখিল করেনি। বিজিএফসিএল সূত্র জানায়, তারা এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওই কোম্পানির সঙ্গে নানাভাবে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারেনি।

একপর্যায়ে বিজিএফসিএল দরপত্রের সঙ্গে দেয়া জামানতের (বিড সিকিউরিটি) ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকা কর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই বিড সিকিউরিটির মেয়াদ ছিল ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত। ২৪ অক্টোবর প্রকল্পের পিডি গুলশানের প্রিমিয়ার ব্যাংককে চিঠি দিয়ে এই টাকা বিজিএফসিএলের ফান্ডে নগদায়ন করার জন্য জানান। কিন্তু স্থানীয় এজেন্ট মজুমদার এন্টারপ্রাইজ, ব্যাংক ও বিজিএফসিএলের সঙ্গে যোগসাজশে এই চিঠি ৩০ অক্টোবর ব্যাংকে পৌঁছে। ততক্ষণে বিড সিকিউরিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ফলে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিড সিকিউরিটি আদায় করা সম্ভব নয় বলে বিজিএফসিএলকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকল্প পরিচালকের উচিত ছিল ১০ অক্টোবরের পরদিনই বিড সিকিউরিটি বাতিল করে বিজিএফসিএলের অনুকূলে ব্যাংকড্রাফটি নগদায়ন করা। কিন্তু তিনি তা করেননি, এমনকি নভেম্বরের শুরুতে পেট্রোবাংলায় অনুষ্ঠিত মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে তথ্য গোপন করে প্রকল্প সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মজুমদার এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী জসিম উদ্দিন মজুমদারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি। ব্যস্ততার কথা বলে পরে কথা বলবেন বলে টেলিফোন রেখে দেন। তাকে এ নিয়ে মেইল করা হলেও তিনি মেইলের কোনো

উত্তর দেননি। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানি টেকনোস্টিম এনার্জির কর্মকর্তা রিকার্ডো সিয়ন্তিকে ২০ ডিসেম্বর মেইল করা হলে তিনি মেইলের উত্তর দেননি।

নিয়ম অনুযায়ী বিড সিকিউরিটি আদায় করতে না পারায় ওই কোম্পানিকে (টেকনোস্টিম এনার্জি) ব্ল্যাকলিস্ট করে তাদের নোয়া বাতিল করা। এমনকি জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল তা না করে এখন অন্য একটি কোম্পানির মাধ্যমে পিজি নিয়ে এবং গোপনে বিডবন্ডের মেয়াদ বাড়িয়ে সেই প্রতারক কোম্পানিকেই কার্যাদেশ দেয়ার পাঁয়তারা করছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি কোনো কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো কিংবা রিটেন্ডার আহ্বান করা হয়, তাহলে এর ব্যয় ১৫শ' কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। কারণ ইতিমধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৩ বছর পার হয়ে গেছে।

এখন নতুন করে টেন্ডার আহ্বান করলে প্রতিটি ওয়েলহেড কম্প্রেসারের ক্ষমতা ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট করতে হবে। এতে একদিকে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যাবে, অপরদিকে গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণও কমবে। এর ফলে সরকার বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে, এবং ভোক্তারা বঞ্চিত হবে গ্যাস প্রাপ্তিতে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক আবুল জাহিদ যুগান্তরকে বলেন, নির্ধারিত সময় পার হওয়ায় প্রকল্পটি নিয়ে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে। যেহেতু এটি এডিবির একটি প্রকল্প তাই আমরা তাদের পুরো বিষয়টি জানিয়ে চিঠি লিখেছি। তিনি বলেন, ২৮ দিন পার হওয়ার পর টেকনোস্টিম এনার্জির কাছ থেকে পিজি পেয়েছেন।

তবে শুনেছি, ওই পিজি প্রদানের বিহাইন্ড দ্য সিনে পাইপলাইনার্স নামে দেশীয় একটি কোম্পানি রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের দরকার পিজির। পেছনে কে আছে সেটা দেখার দরকার নেই।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দরপত্রে অংশগ্রহণকারী কোম্পানির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানার জন্য তিনি মেইলে যোগাযোগ করেন। কেউ উত্তর দেয়, কেউ দেয় না। জানার জন্য একমাত্র ওয়েবসাইটই মূল ভরসা। এ কারণে টেকনোস্টিম সম্পর্কেও তিনি সবকিছু যাচাই-বাছাই করতে পারেননি।

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী সাদ্দাম মার্কেট এলাকায় বিআরটিসি বাসের ধাক্কায় আ. জলিল শেখ (৬৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। জলিল শেখের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ লৌহজং উপজেলার কলমা গ্রামে। তিনি সাদ্দাম মার্কেট জিরো পয়েন্টে থাকতেন।

তার ছেলে উজ্জ্বল শেখ জানান, নারায়ণগঞ্জে লোহার ব্যবসা করতেন তিনি। সন্ধ্যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য রওনা দেন। পথে সাদ্দাম মার্কেটের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি বিআরটিসি বাস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আজ রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত পৌনে ১০টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

কলকাতায় হামলার শিকার হয়েছে দেবলীনা মজুমদার। রবিবার রাতে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় একটি সিএএ বিরোধী মিছিলের পরেই ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় আহত দেবলীনা ও তার সঙ্গীদের স্থানীয় একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রাথমিক শুশ্রুষার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। দুষ্কৃতিকারীরা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুলে তাদের আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন অঞ্চলে সিএএ-বিরোধী একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশ নিয়েছিল দেবলীনা মজুমদার। ওই মিছিলটি ছিল 'ফেমিনিস্ট ইন রেসিস্ট্যান্স' গ্রুপের।

'দ্য হিন্দু'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিছিলটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যখন দেবলীনা ও তাঁর সঙ্গীরা স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখনই একদল দুষ্কৃতিকারী 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুলে তাদের আক্রমণ করে।

দেবলীনা 'দ্য হিন্দু'-কে জানিয়েছে, মিছিলের শেষে আমরা যখন চা খাচ্ছিলাম তখন ৮ জন লোক আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা জয় শ্রীরাম বলে চিৎকার করতে থাকে আর

এলোপাথাড়ি স্টিক দিয়ে মারতে শুরু করে।" এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দেবলীনা ও তাঁর সঙ্গীরা।

দেবলীনা 'দ্য হিন্দু'কে জানিয়েছেন যে তাঁর ক্যামেরাও ভেঙে দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা।

ঘটনার পরে স্থানীয় একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রাথমিক শুশ্রূষার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দেবলীনা ও তাঁর সঙ্গীদের।

সূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

শাহানা আর সোহানা দুইবোন (ছদ্মনাম)। দু'জনই বিবাহিতা। বড়বোন শাহানা দুই এবং ছোট বোন সোহানা এক সন্তানের জননী। কিন্তু আওয়ামী দালাল পুলিশের এক উপ-পরিদর্শকের (এসআই) সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে ভেঙে গেছে ওই দুই বোনের সংসার।

চাঞ্চল্যকার এ ঘটনা ঘটেছে গাজীপুরের কালীগঞ্জের ফুলদি গ্রামে।

অভিযুক্ত ওই এসাআইয়ের নাম মাইন উদ্দিন ওরফে মাইনুল। তিনি বিবাহিত এবং গত শুক্রবার সকাল পর্যন্ত কালীগঞ্জ থানায় কর্মরত ছিলেন। ৬ মাস আগে তাঁর বদলির আদেশ হলেও নতুন কর্মস্থলে যাননি। অভিযোগের বিষয়টি জানাজানির পর তিনি গত শুক্রবার তড়িঘড়ি কাপাসিয়া থানায় যোগদান করেছেন।

আল আমিন জানান, তিনি টাইলস্ মিস্ত্রির কাজ করেন। ১২ বছর আগে পারিবারিকভাবে বিয়ে করেন শাহানাকে (ছদ্মনাম)। সংসারে তার ১১ বছরের একটি ছেলে ও ৩ বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। ওই এসআই তার সুখের সংসার ভেঙে তছনছ করে দিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ি এলাকায় গিয়ে তাঁর শ্যালিকার সঙ্গে পরিচয় এবং মোবাইল নম্বর আদান-প্রদান হয় এসআইয়ের। পরে তাদের পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে উঠে। পরে ওই এসআইর বিয়ের প্রলোভনে শ্যালিকা স্বামীকে ডিভোর্স দেয়। কয়েকদিন পর এসআই তাঁর শ্যালিকার সাথে দেখা করতে শ্বশুরবাড়ি যায়। শালিকা বাড়িতে না থাকায় পরিচয় হয় আল-আমিনের স্ত্রীর সাথে।

আল-আমিন অভিযোগ করে বলেন, এসআইয়ের সঙ্গে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করেও কাজ হয়নি। উল্টো মিথ্যা মামলা ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এপথ থেকে ফিরে আসার চাপ দেয়ায় একমাস আগে সন্তান রেখে স্ত্রী বাবার বাড়ি চলে গেছে।

এ ঘটনায় তিনি কালীগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ (নং ৫২৯) ডায়েরি করেছেন। স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে একাধিকবার ফোনে এবং দেখা করে কথা বলেও কোনো কাজ হয়নি। উপায়ন্তর না দেখে তিনি ১৯ ডিসেম্বর বিষয়টি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

একদিকে গোটা ভারতজুড়ে সিএএ–এনআরসি বিরোধিতা চরমে উঠেছে। অন্যদিকে, জাতীয় অর্থনীতি প্রায় আইসিইউ–তে চলে গিয়েছে। পরপর বন্ধ হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি। বিক্রি হতে বসেছে সরকারি সংস্থাও। কর্মসংস্থানের অভাবে ধুঁকছে সারা দেশ। পেঁয়াজ, আলু, রান্নার গ্যাসের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম প্রায় রকেটের গতিতে উপরে উঠছে। তার মধ্যেই মালাউন সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মঙ্গলবার হওয়া বৈঠকে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার বা এনপিআর পুনর্নবীকরণের অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এজন্য খরচ হবে ৮৫০০ কোটি টাকা, জানিয়েছে কেন্দ্র। যেহেতু এনপিআর সেনসাসের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু এনপিআর আসলে এনআরসি লাগুর প্রথম পদক্ষেপ বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। একইসঙ্গে বেহাল অর্থনৈতিক দশার মধ্যে এত অর্থ ব্যয়ে এই কাজের জন্য কেন্দ্রকে সমালোচনাও করছেন অর্থনীতিবিদরা।
সেনসাস কমিশনের ব্যাখ্যা, এনপিআর–এর আসল উদ্দেশ্য, দেশের প্রত্যেক ‘ইউজুয়াল রেসিডেন্ট’ বা সেই সব নাগরিক, যাঁরা ৬ মাস বা তার বেশি কোনও একটি জায়গায় বসবাস করেছেন বা করবেন, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের তথ্যভান্ডার তৈরি করা। এই তথ্যভান্ডার প্রত্যেকের বিস্তারিত বায়োমেট্রিক এবং ডেমোগ্রাফিক তথ্য নিয়েই তৈরি হবে। প্রত্যেক ‘ইউজুয়াল রেসিডেন্ট’–রই এনপিআর–এ নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১০–এ ইউপিএ–র আমলে প্রথমবার এনপিআর হয়েছিল। মন্ত্রিসভা সূত্রে খবর, এবারের এনপিআর অনেক বিস্তারিতভাবে হবে।

সূত্র: আজকাল

ভারত জবরদখলকৃত কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে চার দশকের পুরনো একটি মসজিদটি ভেঙে ব্রিজ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যটির মালাউন কর্তৃপক্ষ।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোতে প্রকাশ, কাশ্মীরের শ্রীনগরে ঝিলম নদীর পাশে আবু তুরাব নামে প্রাচীন মসজিদ অবস্থিত। সেখান দিয়ে ঝিলম নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু মসজিদ ভাঙ্গার বিষয়টি আসলে স্থানীয় কুমারওয়ারির বাসিন্দারা এতে বাধা দেন ও অসম্মতি জানান। যে কারণে ২০০২ সালে ব্রিজ নির্মাণের সেই কাজ আটকে যায়।

অবশেষে ১৭ বছর পর আবারো মসজিদ ভেঙ্গে ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েছে মালাউন প্রশাসন।

মুসলিম বিরোধী কথিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভে গুলি চালানোর কথা প্রথম বারের মতো স্বীকার করেছে ভারতের উত্তর প্রদেশের মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশ।

এই বিক্ষোভে রাজ্যটিতে ১৫ জন নিহত হয়েছে। এদের অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও রাজ্য পুলিশের দাবি ছিলো তাদের তরফে একটি গুলিও ছোড়া হয়নি।

পরে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশরা বিক্ষোভকারীদের গুলি ছোড়ছে।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম আজকাল সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের বিজনৌর জেলার পুলিশ সুপার মালাউন সঞ্জীব ত্যাগী স্বীকার করে, গত সপ্তাহে সিএএ-এনআরসি-র প্রতিবাদে হওয়া বিক্ষোভে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালিয়েছিল পুলিশ সন্ত্রাসীরাই। আর সেই গুলিতেই যে ২০ বছরের আইএএস পরীক্ষার্থী সুলেমান মালিকের মৃত্যু হয়েছে সেকথাও এদিন স্বীকার করে নিয়েছে ত্যাগী।

সুলেমানের দাদা শোয়েব বলেছেন, তাঁর ভাই আইএএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কোনও বিক্ষোভে অংশ নেননি। দিন কয়েক ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন সুলেমান। ঘটনার দিন বাড়ির কাছে মসজিদে না গিয়ে দূরের মসজিদে নামাজ পাঠ সেরে ফিরছিলেন খেতে। শোয়েবের অভিযোগ, হঠাৎ পুলিশ সেখানে লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটাতে শুরু করে। গন্ডগোলের মাঝখানে পড়ে যান সুলেমান আর তখনই পুলিশ তাঁকে লক্ষ্য করে সরাসরি গুলি চালায়।

গত ১২ ডিসেম্বর ভারতের নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের পর থেকেই দেশটির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ চলছে। এসব বিক্ষোভে মালাউন সন্ত্রাসীদের বর্বরতায় অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু উত্তর প্রদেশেই নিহত হয়েছে ১৫ জন।

২৩শে ডিসেম্বর, ২০১৯

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের সাথে সংশ্লিষ্ট মুজাহিদীনরা ইদলিব ও হামা সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়ে আসছেন, গড়ে তুলছেন কঠিন প্রতিরোধ যুদ্ধ।

এরি মধ্যে ২৬ই রবিউস্ সানী ১৪৪১হিজরী তারিখে মুজাহিদগণ কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসীদের উপর আর্টেলারী হামলার বেশ কিছু দৃশ্য প্রকাশ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2019/12/23/30226/

ধর্ম অবমাননা নিরোধ আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রভাষকের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল পাকিস্তানের মুলতান প্রদেশের একটি আদালত এ রায় দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটুক্তিকারী জুনাইদ হাফিজ (৩৩) মুলতানের বাহাউদ্দীন জাকারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাষক ছিল।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটুক্তি করার দায়ে ২০১৩ সালে এই জানোয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুলতানের একটি কারাগারে তার বিচারকাজ চলছিল। । পরে গতকাল পাকিস্তানের মুলতান প্রদেশের একটি আদালত এ রায় দেয়।

মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পর সরকারি আইনজীবীরা 'আল্লাহু আকবার' ও 'ধর্ম অবমাননাকারীদের মৃত্যু হোক' বলে স্লোগান দিতে থাকেন।

অবশ্য পাকিস্তানের প্রশাসন এর আগে একই অপরাধে অভিযুক্ত আসিয়া বিবিকে মুক্তি দেয়। গত বছরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটুক্তিকারী আসিয়া বিবিকে মুক্তি প্রদান করে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটুক্তিকারী আরো প্রায় ৪০জনকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হলেও, কোনোটাই কার্যকর করা হয়নি।

হানাফী মাযহাবের সকল আলেম একমত যে, কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করলে কিংবা তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলে অবশ্যই কটুক্তিকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে । হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব ফাতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

قال ابو بكر بن المنذر اجمع عوام اهل العلم علي من سب النبي صلي الله عليه وسلم يقتل وممن قال ذالك مالك بن انس و الليث واحما واسحاق و هو مذهب الشافعي

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আবূ বকর ইবনে মুনযির রহঃ বলেন, "এ ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটাক্ষ করবে বা গালি দিবে তাকে হত্যা করতে হবে। ইমাম মালিক ইবনে আনাস, লাইস, আহমদ, ইসহাক ও ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহও অনুরুপ মত ব্যক্ত করেছেন । ফাতওয়ায়ে শামী, 4:417 পৃষ্ঠা

কারাগারে বন্দি অবস্থায় ভারত জবরদখলকৃত জম্মু-কাশ্মীরের জামায়াত-ই-ইসলামিয়ার নেতা গোলাম মোহাম্মদ ভাটের মৃত্যু হয়েছে। চার মাসেরও বেশি সময় ধরে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের একটি কারাগারে বন্দী ছিলেন তিনি। শনিবার কারগারে মৃত্যুর পর রোববার বিমানে করে তার মরদেহ শ্রীনগরে নেয়া হয়।

গত ৫ আগস্ট কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ নামে পৃথক পৃথক দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করে ভারতীয় মালাউন সরকার। তখন উপত্যকার কয়েকশ মানুষের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় গোলাম মোহম্মদ ভাটকেও। জননিরাপত্তা আইনে তাকে এলাহাবাদের নৈনি কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়।

আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ওই আইন কার্যকর থাকার কথা ছিল। তার আগেই শনিবার বিকেল ৪টার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও রাজস্থানসহ ভারতের একাধিক কারাগারে এই মুহূর্তে প্রায় ৩০০ কাশ্মীরি রাজনৈতিক বন্দি রয়েছেন। রাজ্যের সাবেক তিন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ, তার ছেলে ওমর আবদুল্লাহ এবং মেহবুবা মুফতিকেও বন্দি করে রাখা হয়েছে। আগস্টের পর থেকে চার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

সন্ত্রাসী মোদি সরকার গত আগস্টে ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য কাশ্মীরের সাংবিধানিক মর্যাদা রদ করে তাকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দিখণ্ডিত করে। এমন সিদ্ধান্তের আগে থেকেই সেখানকার মানুষকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। মোবাইল, টেলিফোন, ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া হয়, যা সম্প্রতি কিছুটা চালু হয়েছে।

আগস্টে ভারত তাদের জবরদখলকৃত কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদের সময় থেকে উপত্যকাটিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। এখনো গোটা কাশ্মীর অবরুদ্ধ। তাতে করে সেখানকার অর্থনীতির অবস্থা শোচনীয়। কাশ্মীর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (কেসিসিআই) জানিয়েছে, এই সময়ে কাশ্মীরের মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২৪০ কোটি ডলার।

কাশ্মীর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট শেখ আশিক আহমেদ বলেছেন, ‘গত ১২০ দিনে আমরা আমাদের অর্থনীতির প্রত্যেকটি সেক্টর রক্তাক্ত হয়েছে। আমরা আশঙ্কা কাশ্মীরের এই মারাত্মক সঙ্কট আগামী বছরও বোধহয় অব্যাহত থাকবে।’

সন্ত্রাসী মোদি সরকার গত আগস্টে ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য কাশ্মীরের সাংবিধানিক মর্যাদা রদ করে তাকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দিখণ্ডিত করে। এমন সিদ্ধান্তের আগে থেকেই সেখানকার মানুষকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। মোবাইল, টেলিফোন, ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া হয়, যা সম্প্রতি কিছুটা চালু হয়েছে।

বিতর্কিত ওই অঞ্চলটির সকল দোকানপাট দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী। তখন থেকে সেখানকার অর্থনীতিতের অচলাবস্থা চলছে। উপত্যকার অর্থনীতির চাকা নিয়ন্ত্রণকারী ফলের বাণিজ্যে ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এছাড়া পর্যটনসহ অর্থনীতির বাকি খাতগুলোর অবস্থাও নাজেহাল।

কেসিসিআইএর প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ইন্টারনেটের ওপর নির্ভর করে আইটি এবং ই-কমার্সের মতো যেসব সেক্টর নির্ভরশীল সেগুলো অচল হয়ে রয়েছে। কাশ্মীরের ৮৫ বছরের পুরনো এই চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে দেড় হাজার বড় ব্যবসায়ী, ভোগ্যপণ্য ব্যবসায়ী এবং রফতানিকারকরা সংশ্লিষ্ট।

কেসিসিআই সভাপতি আশিক আহমেদ বলেন, ‘ভারত সরকার উন্নয়নের কথা বলে তাদের নেয়া সিদ্ধান্তের বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে উল্টো অর্থনীতির ধস নেমেছে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন স্থানীয়রা। বিশাল এই ক্ষতির জন্য অবশ্যই আমাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে।’

“এটা একটা আশীর্বাদের মতো ছিল যে, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমাদেরকে এটা নিয়ে চিন্তা করতে হতো না যে, দিনটা আমরা পার করতে পারবো কি না”, বললো ১৮ বছর বয়সী রোহিঙ্গা মুসলিম রাহিমা। মিয়ানমারে হত্যাযজ্ঞ থেকে প্রাণ বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে আসার পর প্রথম কিছু দিনের কথা স্মরণ করে এ কথা বললো সে।

এই মেয়ে আরো বললো, ‘দুঃস্বপ্ন’কে সে অতীতের বিষয় ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু এক মুদির দোকানে রেডিওতে সে শুনেছে যে, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ) পাস হয়েছে এবং এর ফলে কি হতে পারে। এরপর পুরনো দুঃস্বপ্ন আবার তাড়া করছে তাকে।

রাহিমা বললো, “ধীরে ধীরে ভারত আমাদের ঘর হয়ে গেছে”। ছয় বছর আগে দুই ভাইকে নিয়ে ভারতে এসেছিল রাহিমা। এখন তারা থাকে দক্ষিণ দিল্লীর শরণার্থী ক্যাম্পে।

“যাদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দেয়া হবে না, তাদের যে কারও চেয়ে আমাদের পরিস্থিতি আরও অনেক খারাপ। সহিংসতা থেকে প্রাণ বাঁচাতে আমরা যেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম, আমাদেরকে আবার সেখানে ফেরত পাঠানো হবে। এটা আমাদের মৃত্যু পরোয়ানার চেয়েও কোন অংশে কম নয়।

সে বললো, “আমি রাজনীতিতে জড়াতে চাই না কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি এখন খুবই কঠিন”।

ভারতে যে প্রায় ৪০,০০০ রোহিঙ্গা বাস করছে, তাদের মধ্যে রাহিমা একজন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে বাস করছে তারা।

দক্ষিণ দিল্লীর ক্যাম্পে বসবাসরত আরেকজন হলো ২২ বছর বয়সী সালাম।

তিনি বলেন, মিয়ানমারের উত্তর রাখাইন রাজ্যের তুলা তোলি গ্রাম থেকে রাতে তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল কারণ সেনাবাহিনী তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তার পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করেছিল এবং তাকে বলেছিল যে, এরপর তাকে হত্যা করা হবে।

তিনি বলেন, “আমাদের গ্রামের ৩৫ জন লোকের সাথে পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে যায় আমরা। কক্সবাজারে গিয়ে দিনমজুর হিসেবে চার মাস কাজ করি এবং এরপর কয়েকজনের সাথে ভারতে চলে আসি”।

সালাম বলেন, যখন গ্রাম ছেড়ে আসেন, তখন সেখানকার পরিস্থিতি ছিল খুবই ভয়াবহ।

তিনি বলেন, “আমার গায়ে যে কাপড় ছিল, শুধু সেটা নিয়েই গ্রাম থেকে আমি দৌড়ে পালিয়ে আসি। কেউ তাদের ঘর ছেড়ে পালাতে চায় না, আমাদেরকে পালাতে বাধ্য করা হয়েছে। এখন ভারতে আমরা আরেকটা ঘর পেয়েছি এবং সেখান থেকে আমাদের চলে যেতে বাধ্য করা হবে”।

সিএএ অনুসারে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে যে সব অমুসলিম শরণার্থীরা ভারতে এসেছে, তাদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দেয়া হবে।

এই আইনে রোহিঙ্গাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে, যাদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

সূত্র: পিটিআই

তাহলে কে মিথ্যে বলছে? দেশের প্রধানমন্ত্রী নাকি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? কারণ নির্বাচনী ইস্তেহার থেকে গরমাগরম টুইট বা ইন্টারভিউ, অমিত শাহ থেকে রাজ্য নেতা দিলীপ ঘোষ, সংগঠিত

সন্ত্রাসী দল বিজেপির সর্বস্তরের নেতারাই বারবার বলেছে গোটা ভারতেই এনআরসি হবেই। অথচ গতকাল সন্ত্রাসী মোদি বলেছে, এনআরসি নিয়ে নাকি কোনও আলোচনাই হয়নি। তাহলে ধোকা দিচ্ছে কে?

এনআরসি, ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে নাকি গুজব রটানো হচ্ছে। গতকাল রবিবার রামলীলা ময়দানে দাঁড়িয়ে ঠিক একথাই বলেছে সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বক্তব্য, মিথ্যে কথা বলছেন বিরোধীরা। গোটা দেশে এনআরসি চালু হওয়ার কথা নাকি বিরোধীরাই ছড়াচ্ছে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য। রবিবার প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছে, 'আমি দেশের ১৩০ কোটি ভারতবাসীকে জানাতে চাই, ২০১৪ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর এখনও পর্যন্ত কোথাও কখনও এনআরসি নিয়ে আলোচনা হয়নি।

অথচ, সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে অমিত শাহ বলেছে, '২০২৪ সালের মধ্যে গোটা ভারতে এনআরসি নিয়ে আসা হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে তাড়ানো হবে।' তাহলে মোদিকে এতসব অস্বীকার করতে হল কেন? সে এমন ভাব করল যেন এনআরসি বিষয়টাই প্রথম বারের জন্য শুনল। তাহলে এতদিন ধরে কী করছিল তাঁর দল? এত কথা কেন বলছিল?

আর সন্ত্রাসী মোদির মিথ্যে কথা যাচাই করতে ভারতীয়রা একটু গুগুল সার্চ করলেও পেয়ে যাবে। বেশিকিছু নয়, শুধুমাত্র ইন্টারনেট সার্চ করেই ধোকাবাজ প্রধানমন্ত্রীর দাবির সত্যতার প্রমাণ মিলবে। মোদি অস্বীকার করলেও ডিটেনশন ক্যাম্পের বিষয়টি প্রচণ্ডভাবে সত্য। সরকারের ক্ষমতা যত বাড়বে, ততই একের পর এক ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি হবে দেশে।'

আনন্দ বাজার পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, অসম ছাড়া, রাজধানী দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে অন্তত ১০টি সচল ডিটেনশন ক্যাম্প আছে। সম্ভবত ২০০৫ সাল থেকে দিল্লিতে অবৈধ অভিবাসী বা অনুপ্রবেশকারীদের আটকে রাখতে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি শুরু হয়— যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ওল্ড দিল্লি সেবা কুটির, আলিপুর রোড ডিটেনশন হাউস, লামপুর ও দরিয়াগঞ্জের ডিটেনশন সেন্টার। ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'আনডকুমেন্টেড মাইগ্রেন্টস' বা নথিবিহীন অনুপ্রবেশকারীদের জন্য তৈরি হয় ডিটেনশন সেন্টার বর্ডার সিকিয়োরিটি ফোর্স ক্যাম্প। বিহার ও গুজরাতেও ডিটেনশন সেন্টার আছে। নতুন করেও করা হচ্ছে অগণিত ক্যাম্প। এ সমস্ত ক্যাম্পগুলোর মালাউনদের অত্যাচারে অনেক বন্দির মৃত্যুর সংবাদও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

আর এনআরসি ইস্যু নিয়ে রামলীলা ময়দানের সভা থেকে, প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছে, 'গুজব' ছড়াচ্ছে। সে আরও বলেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অসমে এনআরসি কার্যকর করা হয়েছে

এবং ২০১৪ সালে সে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী মোদি। অথচ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদের উভয়কক্ষে বলেছে, এটা সরকারের আওতায়। একটা ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা, এবং অনিশ্চয়তার আবহ রয়েছে দেশজুড়ে এবং তার জন্য মূলত দায়ী সরকার’।

এই ক্ষেত্রে, আনন্দ শর্মা কয়েকমাস আগে বনগাঁয় অমিত শাহের একটি বক্তব্যের ভিডিও তুলে ধরেছে, যেখানে তাঁকে বলতে দেখা গিয়েছে, ‘কেন্দ্রের প্রথম পদক্ষেপ হবে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। তারপর ভারত থেকে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে ২০২৪ সালের মধ্যেই দেশজুড়ে এনআরসি করা হবে।’

২০১৯ সালেও সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান স্প্ল্যাশডাটা ৫০ লাখ ফাঁস হওয়া পাসওয়ার্ড বিশ্লেষণ করে দেখে ৫০টি পাসওয়ার্ডকে হ্যাকারদের সবচেয়ে শেয়ার করা পাসওয়ার্ড হিসেবে উল্লেখ করেছে। বিশেষজ্ঞরা এসব ‘বিপজ্জনক’ পাসওয়ার্ড এখনই ব্যবহার বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

সেই ৫০টি বিপজ্জনক পাসওয়ার্ডের তালিকা:

123456
123456789
qwerty
password
1234567
12345678
12345
iloveyou
111111
123123
abc 123
qwerty 123
1 q2 w3 e4 r
admin

qwertyuiop

654321

555555

lovely

7777777

welcome

888888

princess

dragon

password1

123 qwe

666666

1 qaz2 wsx

333333

michael

sunshine

liverpool

777777

1 q2 w3 e4 r5 t

donald

freedom

football

charlie

letmein

!@#$%^&*

secret

aa 123456

987654321

zxcvbnm

passw0 rd

bailey

nothing
shadow
121212
biteme
ginger

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

খেজুর অতি পরিচিত একটি ফল। প্রতিদিন সকালে যদি নিয়ম করে খেজুর খেতে পারেন তাহলে অ্যানিমিয়া ও ওজন কমবে। বাড়বে মগজাস্ত্রের ধার। শরীর হবে তরতাজা- এর মধ্যে থাকা ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলসের গুণে।

খেজুর এমন একটি ফল, যা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ডায়াবেটিসের রোগীরাও খেতে পারেন।

কেন রোজ খেজুর খাবেন? কী কী উপরকারিতা আছে খেজুরের? খেজুরের থেকে কত রকমের ভিটামিন, খনিজ পাবেন? জেনে নিন---

১. অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা প্রায় প্রতিটি মেয়ের শরীরে। তাই নিয়মিত খেজুর খেলে এর মধ্যে থাকা আয়রন হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়িয়ে রক্তাস্বল্পতা কমাবে।

রক্তে বাড়াবে অক্সিজেনের ঘাটতি। এতে শরীর তরতাজা থাকবে সারাক্ষণ।

২. সকালে নিয়মিত খেজুর খেলে সারাদিন এনার্জিটিক থাকবেন ক্লান্তি ভুলে।

৩. খেজুর মানেই প্রচুর পটাশিয়াম। যারা উচ্চরক্তচাপে ভোগেন তাদের মহৌষধ এটি।

৪. খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। ফলে, হার্ট বা ধমনি ব্লকেজ হওয়ার সম্ভাবনাও কমে অনেকটাই।

৫. প্রতিদিন খেজুর মানেই মজবুত হাড়। এক মধ্যে থাকা ভিটামিন সি, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস হাড় শক্ত রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও আছে ভিটামিন কে, যা হাড়ের ক্ষয়রোধে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

৬. ওজন কমাতে চান? খেজুর খেয়ে জিমে যান। এক মাসের মধ্যে হাতেনাতে ফল পাবেন।

৭. যারা অ্যানিমিয়ার কারণে অনিয়মিত ঋতুস্রাবে ভোগেন, তারা রোজ খান এই ফল। কারণ, খেজুর মানেই একরাশ আয়রন, যা অ্যানিমিয়া কমিয়ে, রক্তের পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়মিত করে ঋতুস্রাব।

৯. মগজাস্ত্রে শান দিতে নিয়মিত খেজুর খান। পারকিনসন, অ্যালজাইমার্স, ডিমেশনিয়া কমিয়ে স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে এই ফল।

১০. ভিটামিন সি-এ সমৃদ্ধ বলেই রোজ সকালে খালিপেটে খেজুর খেলে ত্বক কথা বলবে। কারণ, ভিটামিন সি কোলাজেনের মাত্রা বাড়িয়ে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

আহত তুহিন ফারাবীকে রবিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের হামলায় আহত বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতা তুহিন ফারাবীর (২৫) শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তিনি চোখ মেলেছেন এবং কথাও বলেছেন।

সোমবার সকালে ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম নাসির উদ্দিন বাংলাদেশ প্রতিদিনকে এ তথ্য জানান।

পাশাপাশি তুহিন ফারাবীর লাইফ সাপোর্ট খুলে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

তুহিন ফারাবীর বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

এর আগে, রবিবার দুপুরে ডাকসু ভবনের মূল ফটক বন্ধ করে ভিপি নুর ও তার সহযোগীদের ওপর লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এই সংগঠন। এছাড়া বাইরে থেকে ইট-পাটকেল ছোড়াও হয়।

এতে অন্তত ১৪ জন আহত হয়েছেন। হামলায় গুরুতর আহত তুহিন ফারাবীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।

পরে সোমবার সকালে তার শারীরিক অবস্থা উন্নত হলে ফারাবীর লাইফ সাপোর্টে খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে, ডাকসু ভবনে রবিবার ওই হামলার জন্য সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চকে দায়ী করেছেন ভিপি নুর।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুর ও তার সহযোগীদের ওপর সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদ ও জড়িতদের বিচারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সোমবার সকালে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে প্রথমে জড়ো হয় বিক্ষোভকারীরা। পরে সেখান থেকে মিছিল বের করেন বিক্ষোভকারীরা।

সন্ত্রাস বিরোধী ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে সাধারণ ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা এতে অংশ নেন।

মিছিলে বিক্ষোভকারী স্লোগান দেন ‘আমার ভাই আহত কেন, প্রশাসন জবাব চাই', 'ছাত্রলীগের কালো হাত, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও', 'সনজিতের কালো হাত, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও', 'সাদ্দামের কালো হাত, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও', 'জেগেছে রে জেগেছে, ঢাবি জেগেছে। ''

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের বিক্ষোভ মিছিল চলছিল। এতে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ, ছাত্র ফেডারেশনের ঢবি শাখার সভাপতি আবু রায়হান খানসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা অংশ নন।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

সরকারি নির্দেশে গত এক বছরে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বার ইন্টারনেট বন্ধ হয়েছে ভারতে। ইন্টারনেটে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও মানবাধিকারের মতো বিষয়ের

পক্ষে লড়া আন্তর্জাতিক সংস্থা 'অ্যাকসেস নাও' এ তথ্য জানিয়েছে। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

অ্যাকসেস নাওয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে এখনও ভারতে ৩৭৩ বার নেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

শুধু ২০১৯ সালেই ৯১ বার ইন্টারনেট বন্ধ হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। ২০১৮ সালে নেট বন্ধ হয়েছে ১৩৪ বার। শুধু নথিভুক্ত হয়েছে এমন ঘটনারই নাগাল পেয়েছে সংস্থাটি। তাদের মতে, প্রকৃত সংখ্যাটি আদতে অনেক বেশি।

টেলিকম সংস্থাগুলো রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের থেকে নির্দেশ পেয়ে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়।

মালাউন সন্ত্রাসীদের অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ সজাগ হয়ে গেলেই নেট বন্ধ করে দেয় সরকার।

২০১২ থেকে এ পর্যন্ত কাশ্মীরে ১৮০ বার ইন্টারনেট বন্ধ হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ইন্টারনেট পরিষেবা নিয়ে কড়াকড়ি শুরু করে। কিন্তু সংস্থাটির মতে, ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে 'শাটডাউন' প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে দেশে।

'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক রিলেশন'র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১২ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে নেট বন্ধ হওয়ার কারণে ৩০০ কোটি ডলার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ভারতের।

২২শে ডিসেম্বর, ২০১৯

আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা কমিশনের তত্ত্ববধানে দেশটির শীতকালীন এলাকাগুলোর সকল স্কুলে ১৫দিনের এক কোর্স শেষে আয়োজিত হয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা। ঐসকল এলাকা

থেকে আসা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গত বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হার ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

https://alfirdaws.org/2019/12/22/30181/

আফগানিস্তানের বৃহৎ অংশজুড়ে চলছে ইসলামী ইমারতের শাসন। ইসলামী ইমারতের সরকার নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সাধ্যানুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি একটি ঈদগাহ ও ব্রিজ সংস্কারের কাজ করেন ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান। পাশাপাশি দেশটির প্রায় প্রত্যেক জেলায় সাধারণ জনতার মাঝে ম্যাগাজিন বিতরণ করেন।

ইসলামী ইমারতের অফিসিয়াল বার্তাসংস্থার বরাতে জানা যায়, কিছুদিন পূর্বে আফগানিস্তানের উত্তর পারওয়ান প্রদেশের সায়াগার্ড জেলায় স্থানীয়দের সহায়তা নিয়ে ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান একটি ঈদগাহ এবং ৬ মিটার প্রস্থ ও ১৩ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ব্রিজ সংস্কার করেন।

আফগানিস্তানজুড়ে জিহাদী কার্যক্রমের পাশাপাশি সংস্কার কাজ, প্রকল্প ও প্রোগ্রামে মুজাহিদগণের অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতাতেই ঈদগাহ ও ব্রিজ সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

তাছাড়াও, গত কয়েক সপ্তাহ আগে সমগ্র আফগানিস্তানের প্রায় সবকটি জেলায় সাধারণ জনগণের মাঝে ইসলামী ইমারতের সাংস্কৃতিক কমিশনের কর্মকর্তারা ম্যাগাজিন ও ইসলামী ক্যালেন্ডার বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য, প্রতি মাসেই ইসলামী ইমারতের সাংস্কৃতিক কমিশন ৩টি ভাষায় ৬টি ভিন্ন ভিন্ন সাময়িকী প্রকাশ করেন। আর দেশজুড়ে সাধারণ জনতার মাঝে এসকল সাময়িকী বিতরণ করা হয়।

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় পাকিস্তানের সাবেক সামরিক শাসক মুরতাদ পারভেজ মোশাররফের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছে দেশটির আদালত। গত মঙ্গলবার দেশটির বিশেষ আদালতের তিন সদস্যের বেঞ্চ এই রায় দেয়।
১৯৯৯ সালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে

অপসারণ করে ২০০৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান শাসন করে মোশাররফ। শাসনকালীন সময় ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অপকর্মে লিপ্ত হয় এই মুরতাদ মোশাররফ। গত ২০১৩ সালে দেশটির সাবেক এই স্বৈরশাসককে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। তার বিরুদ্ধে দায়ের করা এ মামলাটি ২০১৩ সাল থেকে ঝুলে ছিলো। এরপরই এই রায় এলো। এপিএমএলের আফজাল সিদ্দিকী জানান, পারভেজ মোশাররফ অ্যামিলয়ডোসিসে ভুগছে। এই বিরল রোগের জন্যই মোশাররফ এখন দুবাইতে চিকিৎসার জন্য ভর্তি রয়েছে। এই রোগ তার স্নায়ুতন্ত্রকে দুর্বল করে দিচ্ছে।
এই রোগের কারণে শরীরে কোনো কোনো অঙ্গে অ্যামিলয়িড তৈরি হয়। অ্যামিলয়িড হলো অনিয়ন্ত্রিত প্রোটিন যেটা অস্থিমজ্জায় তৈরি হয়।
রায়ে বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে যদি মোশাররফ মারা যায়, তাহলে তার মৃতদেহ ডি–চক ইসলামাবাদে নিয়ে এসে তিনদিন ঝুলিয়ে রাখা হবে।
এদিকে, মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর পাকিস্তানের ঐতিহাসিক লাল মসজিদের সম্মানিত খতিব মাওলানা গাজী আব্দুল আজীজ দাঃবাঃ সাংবাদিকদের এক সাক্ষাতকার দেন। সাক্ষাতকারটি জামিয়া হাফসার ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়েছে। সাক্ষাতকারে পারভেজ মোশাররফের মৃত্যুদণ্ডের রায়ে হযরতের প্রতিক্রিয়া কেমন জানতে চাইলে, তিনি প্রথমে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে বলেন, আমেরিকার কাছে ঈমান বিক্রেতা এই গাদ্দার পারভেজ মোশাররফ ২০০৭ সালে ঐতিহাসিক লাল মসজিদ এবং এর সাথে সংযুক্ত জামিয়া হাফসা মাদরাসায় সামরিক সন্ত্রাসীদের দিয়ে বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে লাল মসজিদের সম্মানিত খতিব আল্লামা গাজি আব্দুর রশিদ রহিমাহুল্লাহ সহ শত শত শিক্ষার্থীকে শহীদ করে যে অপরাধ করেছে, তাকে যদি লাখ বারও ফাঁসি দেওয়া হয়, তাহলেও তার অপরাধের যথার্থ শাস্তি হবে না। সাক্ষাতকারটিতে তিনি অন্যান্য জালেম শাসকদেরকে মোশাররফের করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার কথাও বলেছেন।

বিশ্বসন্ত্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথাকথিত "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"-এর নামে আফগানিস্তানে যে হামলা শুরু করে তাতে আমেরিকার পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ছিল সন্ত্রাসী পারভেজ মোশাররফও।

মোশাররফ বলেছিল, তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ফোনে তাকে আলটিমেটাম দিয়েছে যে: "আপনি আমাদের সাথে আছেন অথবা আমাদের বিপক্ষে।" মোশাররফ তখন আফগান তালেবানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমেরিকা ও ন্যাটোকে পাকিস্তানের ভূমি ব্যবহার করে আফগানিস্তানে হামলার অনুমতি দেয় ও পাকিস্তানের কয়েকটি অঞ্চলে মার্কিন ড্রোন হামলার অনুমোদন দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করে।

২০07 সালে গাদ্দার মোশাররফ পাকিস্তানের মুরতাদ সামরিক বাহিনীকে রাজধানী ইসলামাবাদের লাল মসজিদে হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল। জামিয়া হাফসা মহিলা মাদ্রাসা এবং লাল মসজিদে পাকিস্তানী সেনাদের বর্বরোচিত হামলায় সেদিন বহু নিরীহ মুসলিম-মুসলিমা শাহাদাতবরণ করেছেন।

এছাড়াও, আমেরিকার গোলাম গাদ্দার পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতায় থাকাকালীন বোন আফিয়া সিদ্দিকাসহ বহু নিরীহ নিরপরাধ মুসলিমদেরকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। তাই আজও কারাগারের অন্ধকার থেকে মুরতাদ পারভেজ মোশাররফের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অশ্রু ফেলে দোয়া করেন শত শত নিপীড়িত মুসলিম নরনারী। আর ইতিহাসও এভাবেই গাদ্দারদের ঘৃণাভরে স্মরণ করবে।

ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার বেতনা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী সন্ত্রাসী বিএসফের গুলিতে রেজাবুল ইসলাম (২৭) নামের বাংলাদেশি এক যুবক নিহত হয়েছেন।

রোববার ভোরে উপজেলার বেতনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে যাবার সময় সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে আহত হয় রেজাবুল। পরে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে দুপুর ১২টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

হরিপুর উপজেলার বিজিবি-৭ ক্যাম্পের প্রধান নায়েব সুবেদার আব্দুস সালাম এসব তথ্য জানিয়েছে।

নায়েব সুবেদার আব্দুস সালাম জানান, হরিপুর উপজেলার বেতনা সীমান্ত দিয়ে কয়েকজন যুবক ভারতে ব্যবসা করার জন্য গরু আনতে গেলে বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে অন্যরা রক্ষা পেলেও রেজাবুল ইসলাম বিএসএফের গুলিতে আহত হয়। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়।

সুত্রঃ সমকাল

নওগাঁর মান্দা উপজেলার ফেরিঘাট হতে পাঁঠাকাটা পর্যন্ত রাস্তাটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় এ রাস্তা দিয়ে চরম ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে বিভিন্ন

ধরণের যানবাহন। মাঝে মধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। এ অবস্থায় রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানান, আত্রাই নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণ এ বাঁধের সংস্কার নেই দীর্ঘদিন। ফলে রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে ছোটবড় অনেক খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। দু'ধার ভেঙে গিয়ে সংকুচিত হয়ে পড়েছে পাকা রাস্তাটি। অহরহ ঘটছে দুর্ঘটনা।

তারা আরো জানান, প্রতিদিন এ রাস্তা দিয়ে ট্রাক্টর, ভটভটি, অটোরিকশা, ভ্যান, বাইসাইকেল, মোটরবাইকসহ অসংখ্য যানবাহন চলাচল করে। ঝুঁকিপূর্ণ এ রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অনেকেই পুঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস যশোরে রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রবিবার সকালে আবহাওয়াবিদ মো. আফতাব উদ্দিন গণমাধ্যমকে জানান, খুলনা, যশোর, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত আছে। তবে আগামীকাল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাওসার পারভিন জানান, রবিবার থেকে সূর্যের দেখা মিলতে পারে, তখন দিন এবং রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং শীতের তীব্রতা কিছুটা কমে যাবে। তবে ঢাকার পূর্বদিক এবং ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী এবং রংপুরে শীতের তীব্রতা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ভারতে সদ্য পাস হওয়া নাগরিকত্ব আইন বাতিলের দাবিতে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভ। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ। বিক্ষোভ ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সরকার ও প্রশাসন। বেগতিক অবস্থায় পড়ে মাঠ পর্যায়ে পেশাগত দায়িত্বরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মারমুখী আচরণ করছে সন্ত্রাসী পুলিশ।

এবার প্রতিবাদ-বিক্ষোভের খবর প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে ‘বিশেষ নির্দেশিকা’ দিয়েছে সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদির সরকার।

এদিকে, এটাকে নাগরিকত্ব আইনবিরোধী বিক্ষোভের খবর প্রচারের ক্ষেত্রে বিজেপি সরকারের ‘সতর্কতা’ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এ ব্যাপারে গত ২০ ডিসেম্বর জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়, গত ১১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশিকায় ‘দেশবিরোধী ও সহিংসতা ছড়াতে পারে’ এমন অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ রাখতে বলা হয়।

কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এখনো কিছু টিভি চ্যানেল ওই নির্দেশিকা অমান্য করছে। তারা এমন খবর ও অনুষ্ঠান প্রচার করছে, যা অশান্তি ছড়াতে পারে। তাই ফের এই বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করা হচ্ছে।

এর আগে, সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাস হতেই দেশের সব সংবাদমাধ্যমের কাছে ১১ ডিসেম্বর প্রথম নির্দেশিকা দেয় বিজেপির সরকার। কিন্তু ওই নির্দেশনার পরও সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম সরকারের মনমতো আচরণ না করায় নতুন নির্দেশিকা জারি করা হলো।

এতে নির্দিষ্ট করে বলা হয়, দেশের অখণ্ডতায় আঘাত আনতে পারে এমন কোনো বিষয়বস্তু প্রচার করা যাবে না। সহিংসতা ছড়াতে বা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে এমন খবরও প্রচার করা যাবে না। প্রকাশ-প্রচার করা যাবে না জাতীয়তাবাদবিরোধী কোনো খবরও।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

মুসলিম নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে উত্তাল ভারত। দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে চলছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পোস্টার, প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে বিক্ষোভ করছেন আন্দোলনকারীরা। চলমান আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি সক্রিয় নারীরাও।

শুধু নারী শিক্ষার্থীরাই নন, সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার নারী। তাদের একটাই কথা, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবেন না।

কেউ পোস্টার আঁকছেন, কেউ সংগঠকের দায়িত্ব পালন করছেন।

কেউবা প্রতিবাদী সেই পোস্টার নিয়ে রাস্তায় নামছেন। আন্দোলনের শুরু থেকেই দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা, ছাত্রদের মতই সোচ্চার। তারা বলছেন, যত প্রতিকূলতাই আসুক, আন্দোলন থেকে পিছু হটবেন না। অন্যায় এই আইনের বিরুদ্ধে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ফিরে যাবেন না ক্লাসরুমে কিংবা ঘরে।

এ ব্যাপারে আন্দোলনে অংশ নেয়া নারীরা জানায়, আমরা ঘরেই থাকতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু আমাদের বাধ্য করা হয়েছে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামতে। সরকারকে বলছি, আমাদের সরাতে পুলিশ দিয়ে পিটিয়েও লাভ হবে না। আমাদের দাবি মানতেই হবে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গত ২১ ডিসেম্বর দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন দেশটিতে শক্তিশালী অবস্থানে থাকা আল-কায়দা শাখার মুজাহিদীন।

শাহাদাহ সংবাদ মাধ্যমের তথ্যমতে, সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের "কাসমায়ো" শহরে গতকাল দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক চৌকিতে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদীন। যার ফলে ৩ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

আল-কায়দা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের পরিচালিত "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ গত ২১ ডিসেম্বর সিরিয়ার আলেপ্পো ও হামা সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ দুটি পৃথক সফল অভিযান চালিয়েছেন।

এরমধ্যে আলেপ্পো সিটিতে মুজাহিদদের পরিচালিত স্নাইপার হামলায় নিহত হয় এক মুরতাদ সেনা।

অন্যদিকে হামা সিটির "আল-হাওয়ীয" এলাকায় কুফ্ফার ও সিরিয়ান মুরতাদ বাহিনীর সাথে কয়েক ঘন্টা যাবত তীব্র লড়াই হয় আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদদের। যার ফলে অনেক কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক অন্যতম সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন গত ২১ই ডিসেম্বর ক্রুসেডার মার্কিন সামরিক বিমান ঘাঁটির নিকটতম একটি এলাকা বিজয় করে নিয়েছেন।

"শাহাদাহ" সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, সোমালিয়ার দক্ষিণ শবেলি রাজ্যের "ব্লেডকোলি" বিমানবন্দর ও ক্রুসেডার অ্যামেরিকান সামরিক ঘাঁটির কাছে "ব্যানক্রফ্ট" নামে পরিচিত সোমালিয় মুরতাদ স্পেশাল ফোর্সের অবস্থানে সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যার ফলে "ব্যানক্রফ্ট" নামক সোমালিয় এই মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা উক্ত ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করে।

এসময় মুরতাদ বাহিনীর অনেক সদস্য হতাহতের শিকার হয় এবং মুজাহিদগণ একটি সামরিকযানসহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এদিকে "ব্যানক্রফ্ট" বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি বিজয়ের ফলে শংকিত হয়ে উঠেছে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী। কারণ, এখন মার্কিন ঘাঁটি ও "ব্লেডকোলি" বিমানবন্দরে হামলা ও তা দখল করার পথে হারাকাতুশ শাবাবের জন্য বড় কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তাই উক্ত এলাকায় বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ সেনা সমাবেশ ঘটাচ্ছে কুফফার বাহিনীগুলো।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের আড়ালে সন্ত্রাসী মিশনে অংসগ্রহণকারী অনেক সেনা আফ্রিকার দেশ হাইতিতে অবস্থানের সময় দেশটির নারীদের সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে শত শত শিশুর জন্ম দিয়ে শিশুগুলোকে ফেলে চলে এসেছে। সেসব শিশুকে এখন চরম দারিদ্র্য ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে একা হাতে লালন-পালন করছেন তাদের অসহায় মায়েরা।

জাতিসংঘ নামক এই কুফফার সংঘ অবশ্য এর আগে হাইতি ও আফ্রিকার অন্য দেশগুলোতে মোতায়েন শান্তিরক্ষার নামে অশান্তি সৃষ্টিকারী বাহিনীর সদস্যদের যৌন শোষণ, নির্যাতন ও অপকর্মের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

তবে হাইতির ভুক্তভোগীদের নিয়ে করা নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে, সন্ত্রাসী সদস্যদের অনৈতিক বিষয়টি দেশটির জন্য কত মারাত্মক সমস্যার তৈরি করেছে।

মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্প্রতি নতুন এক গবেষণায় উঠে আসা তথ্যমতে, ১১ বছর বয়সী মেয়েরাও শান্তিরক্ষী হায়নার দলের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের শিকার ও গর্ভবতী হয়েছেন। শান্তিরক্ষীদের দ্বারা যেসব শিশুর জন্মেছে তারা এখন মারাত্মক এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সাবিনা লি ও অন্টারিওর কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিকাল সায়েন্টিস্ট সুসান বার্টেলসের এ গবেষণাটি করেছেন। গবেষকরা সেখানকার শান্তিরক্ষী নামক সসন্ত্রাসী বাহিনীর দ্বারা নির্যাতনের স্বীকার ২৬৫ জনের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এসব তথ্য জানতে পারেন।

যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তারা বলছে, বিশ্বের ১৩টি দেশের সামরিক-বেসামরিক সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের আড়ালী সন্ত্রাসী ও অবৈধ সকল কাজে জড়িত এই বাহিনীতে কাজ করতে হাইতিতে আসে, এখানে এসে সন্ত্রাসী বিহিনীর সদস্যরা হাইতির প্রাপ্ত কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীদের গর্ভবতী করে চলে যায়।

গবেষকদ্বয় লিখেছেন, সাক্ষাৎকার যাদের নেয়া হয়েছে তারা এই কথাগুলো স্বীকার করেছেন। তার মানে প্রকৃত অর্থে সমস্যার ব্যাপ্তি কত ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়। কেননা এবিষয়ে সহযেই কেউ কথা বলতে পছন্দ করেন না। এর আগেও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল সামান্য অর্থ বা খাবারের বিনিময়ে শিশুদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে এই শান্তিরক্ষী নামক হায়নার দলের সদস্যরা।

২০০৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত হাইতিতে জাতিসংঘ নামক কুফফার শান্তিরক্ষী (সন্ত্রাসী) বাহিনী অবস্থান করেছে। পরে সন্তান জন্মদানের পর ওই নারীরা নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন। এক হাইতিয়ান নাগরিক বলেন, 'আপনার হাতে কিছু পয়সা দিয়ে পেটে বাচ্চা দিয়ে গেলো।' দ্য কনভারসেশন ওয়েবসাইটে গবেষণার ফলাফল প্রথম প্রকাশিত হলে এ তথ্য জানা যায়।

জাতিসংঘ নামক কুফফার সংঘ এর আগে স্বীকার করেছিল যে, ২০০৪ থেকে ২০০৭ সময়কালে হাইতিতে মোতায়েন শতাধিক শ্রীলঙ্কান শান্তিরক্ষী ৯ শিশুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। কিন্তু ওই শান্তিরক্ষী নামক হয়নাদের নিজ দেশে পাঠানো হলেও তাদের কোনো সাজা হয়নি।

আইন বিশেষজ্ঞ ও ত্রাণকর্মীরা বলছেন, জাতিসংঘ নামক কুফফার সংঞ ভুক্তভোগী নারী ও শিশুদের সহায়তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিছুদিন আগে হাইতিয়ান আইনজীবীরা এমন ১০

সন্তানের পক্ষে পিতৃত্বের দাবিতে মামলা করেছেন। তাদের একজন সিয়েনা মেরোপ সিনগি বলেন, ২০১৬ সালে এ ব্যাপারে জাতিসংঘ নামক কুফ্ফার সংঘের সহায়তা চাওয়া হলে তখন এই সন্ত্রাসী ও কুফ্ফার সংঘটি পাশে দাঁড়ায়নি।

গবেষকদলের অন্যতম সদস্য লি বলছেন, শান্তিরক্ষী মিশনের সদস্য রাষ্ট্রগুলোরই এখন এই মা ও তার সন্তানদের দায়িত্ব নেয়া উচিত।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে উত্তাল রয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার থেকে উত্তর প্রদেশের বহু অংশে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন অনেকে। তবে রাজ্য পুলিশ বলছে তারা কোথাও বিক্ষোভকারীদের উপর একটি গুলিও করেনি। কিন্তু ভিডিও ফুটেজে পুলিশের গুলির প্রমাণ মিলেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশের দাবির বিপরীতটিই দেখা গেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, সহিংসতায় এখন পর্যন্ত ১৫ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। তবে দেশটির কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম নিহতের সংখ্যা ২০ বলে দাবি করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালিয়েছে। শনিবার কানপুরে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালীনই এই দাবির প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভিডিওতে দেখা গেছে কানপুরে এক পুলিশ সদস্য তার রিভলবার দিয়ে গুলি করছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, ওই পুলিশ সদস্য একটি জ্যাকেট এবং হেলমেট পরা ছিল। বিক্ষোভের সময় একটি রিভলবার এবং লাঠি নিয়ে হাঁটতে দেখা যায় তাকে। পরে এক কোনায় গিয়ে গুলি করে সে।

ভারতীয় আরেকটি সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের প্রতিবেদনে বলা হয়, সেফটি জ্যাকেট ও হেলমেট পড়ে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের হঠাতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এসময় রিভলবার নিয়ে সামনের দিকে ছুটে যায় এক পুলিশ অফিসার। তখন পিছন থাকা পুলিশদের মধ্যে একজন বলে, 'মেরে ফেল সবকয়টাকে।' সে কথা কানে যেতেই ট্রিগারে চাপ দেয় ওই পুলিশ সন্ত্রাসী।

https://twitter.com/saurabh3vedi/status/1208375856206270464

ভারতের কাটোয়ার করুই গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনগ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে এনআরসি আতঙ্ক কাড়ল দুটি প্রাণ। এলাকাজুড়ে শোক। নতুনগ্রামের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা আবদুস সাত্তার শেখ (৬৫) আর পশ্চিমপাড়ার আবুল কাশেম শেখের (৬৮) ভোটার কার্ডের নামের সঙ্গে আধার কার্ডের নামের মিল না থাকায় খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন দুজনেই। এনআরসি নিয়ে আলোচনা ও আতঙ্কে দুজনেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। পঞ্চায়েত, বিডিও অফিসে ছোটাছুটি করেও কিছু কূলকিনারা করতে পারছিলেন না। ক'দিন ধরে ঠিকঠাক খাওয়াদাওয়াও করছিলেন না। রাতের ঘুম পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল। শেষমেশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে দুজনেরই মৃত্যু হল। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় নমাজ পড়ে বাড়ি এসে সামান্য খাবার মুখে দেন আবুল কাশেম। কিছুক্ষণ পর থেকেই শরীর আনচান করতে থাকে। ঘামতে থাকেন। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঘরের মধ্যেই লুটিয়ে পড়েন। আর জ্ঞান ফেরেনি। কাশেমের ছেলে হাসিবুল শেখ বলছিলেন, 'বাবার আধার কার্ড আর ভোটার কার্ডের নামের বানান একরকম ছিল না। জন্ম সার্টিফিকেটও নেই। এনআরসি নিয়ে চতুর্দিকে গোলমাল হওয়ায় বাবা তাই খুব উদ্বেগে ছিলেন। কেবল বলতেন, তোদের নিয়ে এই বয়সে কোথায় যাব? শেষমেশ এনআরসি-র আতঙ্কেই বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল।' মৃত আবদুস সাত্তার শেখের ছেলে মণিরুল ইসলাম, ভাইপো সফিকুল ইসলামরাও এই মৃত্যুর জন্য এনআরসি আতঙ্ককেই দুষছেন। তাঁদের বক্তব্য, এলাকার গোটা মুসলিম সমাজই এনআরসি নিয়ে চরম চাপে রয়েছে। রোজকার কাজকর্ম ভুলে নথিপত্র সংশোধন করতে পঞ্চায়েত অফিস-সহ বিভিন্ন সরকারি অফিস ঘুরে ঘুরে পায়ের শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। অফিসগুলোও ঘোরাচ্ছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, পরিবার, সন্তান বা আত্মীয়দের সঙ্গে আলাদা হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক কুরে কুরে খেত দুই বন্ধু আবদুস সাত্তার আর আবুল কাশেমকে। মসজিদে, ইদগাহতে, মাঠে-ঘাটে কারও সঙ্গে দেখা হলেই সেই দুশ্চিন্তাই উগরে দিতেন দুজনেই। কিছুদিন ধরে মানসিকভাবেও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঘরের মধ্যেও একা থাকলে দু'চোখ বেয়ে জল গড়াত। এলাকার সংশ্লিষ্ট করুই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সুখেশ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষোভ, 'এনআরসি-র শিকার হলেন আমাদের অঞ্চলের দুই বরিষ্ঠ নাগরিক। বিজেপি নেতৃত্ব দেখুন কী ভয়ঙ্কর আইন দেশে চালু করতে চলেছে।'

বিষয়টি জেনেছেন সংশ্লিষ্ট কাটোয়া ২নং ব্লকের বিডিও শমীক পাণিগ্রাহি। ঘটনাটি 'খুবই দুঃখজনক' আখ্যা দিয়ে তিনি বললেন, 'শুনছি ওঁদের সরকারি নথিতে নামের গন্ডগোল ছিল। সেটা সংশোধনের জন্য ওঁরা ঘোরাঘুরি করছিলেন অনেকদিন ধরে। এনআরসি নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।'

আগের মতই আবারও বেফাঁস মন্তব্য করে বসল সন্ত্রাসী দল বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ।

গত শনিবার দুপুরে বাঁকুড়া শহরের হিন্দি স্কুল ময়দান থেকে তামিলবাঁধ ময়দান পর্যন্ত মিছিলে পা মেলান দিলীপ ঘোষ। মিছিল শেষে তামিলবাঁধ ময়দানে একটি সভা করে। সেখানেই সে বলেছে, 'অসমে গুলি চলেছে। বাংলার যেখানে যেখানে বিক্ষোভ হবে, সেখানেও গুলি চলবে। বিরোধিতা করে আন্দোলন করলে মরতেই হবে। কাউকে ছাড়া হবে না। সব জায়গায় বন্দুক চলবে।

ভারতের বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনবিরোধী চলমান বিক্ষোভে এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২ জনে দাঁড়িয়েছে। এ আইনের প্রতিবাদে জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতার পর বিক্ষোভ গড়িয়েছে সপ্তম দিনে। বেশি উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে উত্তর প্রদেশ, আসাম ও দিল্লিতে। এ তিন রাজ্যে শনিবারও সহিংস বিক্ষোভ হয়েছে। উত্তর প্রদেশের রামপুরে বিক্ষোভ-সংঘর্ষে শনিবার আরও এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এ নিয়ে এই রাজ্যে গত বৃহস্পতিবার থেকে টানা সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছে ১৫ জন। এর আগে আসামসহ বিভিন্ন রাজ্যে সহিংসতায় মারা গেছে সাতজন।

গত ১২ ডিসেম্বর ভারতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) উত্তর প্রদেশে বিক্ষোভরত অবস্থায় ২ জন প্রাণ হারায়। শুক্রবার জুমার নামাজের পর সংঘর্ষে নিহত হয় ৯ জন। শনিবার রাজ্যের রামপুরের ঈদগাহ এলাকায় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের পর সেখানে মোবাইল ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে পাথর ছুড়লে তাদের লক্ষ্য করে লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ। সবমিলে উত্তর প্রদেশে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে।

বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক করা হয়েছে অন্তত এক হাজার জনকে। এর মধ্যে উত্তর প্রদেশেই ৭০৫ জন আটক হয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, গুজরাট, কেরালা, মেঘালয়সহ বিভিন্ন রাজ্যে নাগরিক আইনের প্রতিবাদে নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর উত্তর প্রদেশে সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে বৃহস্পতিবার লক্ষ্মৌ ও সামভালে একজন করে নিহত হয়। পুলিশ জানায়, মিরুত এলাকায় চারজন, ফিরোজাবাদ ও বিজনুর এলাকায় দুইজন করে, সামভাল, কানপুর, বারাণসী ও লক্ষ্মৌতে একজন করে মারা গেছে। শনিবার সহিংসতার আবহেই নতুন করে বিক্ষোভ দেখা যায় উত্তর প্রদেশের রামপুরে। পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা এগোতে থাকলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। পুলিশের ওপর পাথর ছোড়ে বিক্ষোভকারীরা। সংঘর্ষের পর থেকে এখানে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ আছে।

এর আগে ১২ ডিসেম্বর আসামে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের (সিএবি) প্রতিবাদে কারফিউ ভেঙে বিক্ষোভ করে হাজার হাজার মানুষ। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। সে সময় পুলিশের গুলিতে তিন বিক্ষোভকারী নিহত হয়। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও দুই জনের।

১৯ ডিসেম্বর কর্নাটকের ম্যাঙ্গালুরুতে কারফিউ ভেঙে বিক্ষোভ করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশের দাবি, বিক্ষোভকারীরা ম্যাঙ্গালুরু নর্থ থানা দখল করতে এলে ফাঁকা গুলি চালানো হয়। তবে সে সময় ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিও বার্তায় পুলিশকে সরাসরি বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে দেখা গেছে। ওই দিনের সংঘর্ষে ২ জন প্রাণ হারায়। (তথ্যসূত্র: আল জাজিরা, এই সময়, এনডিটিভি)

এদিকে গত শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথ বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিল, বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের লক্ষ্মৌ ও সামবালে বিক্ষোভে সহিংসতায় তিন জন মারা যাওয়ার পর শুক্রবার পুরো উত্তর প্রদেশই থমথমে হয়ে পড়ে। প্রায় ৩৫০ জনকে আটক করে পুলিশ।

জুমার নামাজ ঘিরে নেয়া হয় কড়া ব্যবস্থা। সভা সমাবেশের ওপর জারি করা হয় নিষেধাজ্ঞা। তা অমান্য করে নামাজের পর রাজ্যের ১৩টি জেলায় শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। রাস্তায় নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ।

উল্লেখ্য, ভারতে গত ১২ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) কার্যকর হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ)। এতে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে নিপীড়নের মুখে পালিয়ে যাওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আইনটিকে

মুসলিমবিরোধী আখ্যা দিয়ে ভারতজুড়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ চলছে। বিক্ষোভের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে উত্তর প্রদেশ।

সূত্র: দ্যা ওয়াল।

২১শে ডিসেম্বর, ২০১৯

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ গতকাল হামা সিটির জুরাইন এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন।

যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর কয়েকটি চেকপোস্ট ধ্বংস এবং কতক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

এদিকে ইদলিব সিটির "আরফাহ" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ কাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন HTS এর একজন সাহসী যোদ্ধা। যার ফলে ৫০ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ৩০ সেনা আহত হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ২১ ডিসেম্বর শনিবার রাতে ইশার সময় কান্দাহার প্রদেশের "শিউলিকোট" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি কনভয়ে সফল হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায মুজাহিদগণ।

যার ফল স্বরুপ আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৫টি ট্যাংক ধ্বংস ও ১৫ সেনা নিহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ ২টি সামরিকযান গনিমত লাভ করেন।

অন্যদিকে হেলমান্দ প্রদেশের "নাওয়াহ" জেলায় মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় ৯ সেনা নিহত এবং একটি গাড়ি ও একটি মোটরসাইকেল ধ্বংস হয়ে যায়।

একইভাবে নাদআলী জেলাতে মুজাহিদদের অন্য একটি সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১১ সেনা নিহত হয়।

গত শুক্রবার আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ার শাখা "আল-শাবাব" এর মুজাহিদদের একটি বিস্তৃত হামলায় সোমালিয়ায় তুরস্কের সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রশিক্ষিত সোমালিয় মুরতাদ মিলিশিয়ার নয় সদস্য নিহত হয়েছে।

জানা যায় যে, এই হামলাটি দক্ষিণ সোমালিয়ায় কেন্দ্রীয় শবেলী রাজ্যের আদলি শহরতলির "হাজী আলী" অঞ্চলের কাছে সোমালিয় মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক কাফেলাকে লক্ষ্য করে চালায় আল-কায়েদা যোদ্ধারা।

সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী এবং আল-শাবাব যোদ্ধাদের মধ্যে প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী এক তীব্র লড়াই হয়। এসময় আল-শাবাব যোদ্ধারা হালকা ও মাঝারি অস্ত্র ব্যবহার করেন এবং মুরতাদ মিলিশিয়ারা আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলার সামনে টিকতে না পেরে "হাজী আলী" স্থান থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে পালাতে বাধ্য হয়।

মুজাহিদদের বৃবিতি অনুযায়ী, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ মিলিশিয়ার ৯ সদস্য নিহত হবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, এছাড়াও যুদ্ধের ময়দানে পড়ে থাকা ৫ মুরতাদ সদস্যের লাশ ফেলে রেখেই সোমালিয় মুরতাদ বিহিনী পালিয়েছিল।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ এই অভিযানে সরকারি মুরতাদ মিলিশিয়াদের আরও অনেক মিলিশিয়াকে আহত করার পাশাপাশি তাদের সাথে থাকা বেশ কয়েকটি মেশিনগান এবং প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ, একটি সামরিক সাঁজোয়া যান এবং একটি অ্যাম্বুলেন্স গনিমত লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করে।

শাহাদাহ বার্তা সংস্থা নিশ্চিত করেছে যে, আল-কায়েদা যোদ্ধারা সন্ধ্যায় মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলার উপর হামলা বরার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে, সেই একই শুক্রবার সকালে "হাজী আলি" এলাকায় মুজাহিদদের পুঁতে রাখা একটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণে সোমালিয় মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি সামরিকযান ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এতে থাকা যাত্রীরা হতাহতের শিকার হয়।

এরপরে সকালে "হাজী আলী" এলাকায় একই কাফেলাটিকে দ্বিতীয় বার লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন মুজাহিদগণ , এই সময় একটি সামরিক সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস এবং ৭ সোমালিয় মুরতাদ মিলিশিয়া নিহত হয়, এছাড়াও বেশ কয়েকজন মুরতাদ সদস্য আহত হয়।

মূলত মুজাহিদগণ কেন্দ্রীয় শবেলী রাজ্যে তাদের নিয়ন্ত্রিত অবস্থানগুলিতে মুরতাদ বাহিনীর হামলা করার পরিকল্পনা প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য সবসময়ই এই অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে থাকেন।

হতাশার কালো মেঘ যখন চতুর্দিক থেকে শামকে ঘিরে নিয়েছে, ঠিক সেই মহূর্তেও আল্লাহর একনিষ্ট বান্দারা বিজয়ের হাল ছাড়েননি। তারা দুর্বার প্রতিরোধ ব্যাবস্থা গড়ে তুলেন কুফ্ফার বাহিনীর বিপক্ষে।

ঠিক এমনই এক কঠিন মহুর্তে আরো একটি অন্তর প্রশান্তিকর সংবাদ এসেছে শামের প্রবিত্র জিহাদের ভূমি হতে।

শাম/সিরিয়ার বরকতময়ী জিহাদের ভূমিতে জিহাদরত মুজাহিদদের তথ্যমতে, গত ২০ ডিসেম্বর কুফ্ফার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত লাতাকায়া ও ইদলিব সিটির সীমান্তরেখায় তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত শুক্রবার লাতাকিয়া ও ইদলিব সিটির বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাগুলোতে মুজাহিদদের সাথে তীব্র লড়াই হয় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর।

যেমন লাতাকিয়ার "কাতফু-হুসুন" এলাকায় কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে দূর্বার প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেন আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন। এমনিভাবে "বারনান" এলাকায় প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলেছেন আল-কায়েদার সহযোগী "আনসারুত-তাওহীদ" এর মুজাহিদীন।

এমনিভাবে ইদলিব সিটিতেও মুজাহিদগণ সম্মিলিত অপারেশনে অংসগ্রহণ করেন, এর মাঝে রয়েছে সিরিয়ার সবচাইতে শক্তিশালী বিদ্রোহী/মুজাহিদ গ্রুপ HTS ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত দলগুলো, আছে আল-কায়েদা ও তাদের অনুশারী গ্রুপগুলোও।

আলহামদুলিল্লাহ্‌, মুজাহিদদের এসকল প্রতিরোধ যুদ্ধে গত শুক্রবার কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ ৩ কমান্ডারসহ ১৫০ সেনা নিহত এবং আরো কয়েক শত সেনা আহত হয়।

এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর ২টি ড্রোনসহ বিভিন্ন ধরণের ৮টি সামরিকযান ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ইদলিবে মুজাহিদদের এক রাতের হামলাতেই নিহত হয় ১০০ এরও অধিক কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ সেনা। আহত হয় আরো শতাধিক মুরতাদ সেনা।

নড়াইলে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের মামলা মাতবররা সালিস বৈঠকে ৮০ হাজার টাকায় ফায়সালা করেছে। ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, এর মধ্যে সন্ত্রাসী পুলিশের জন্য ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আওয়ামী দালাল পুলিশের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে নড়াইল সদরের মাইজপাড়া ইউনিয়নের বোড়ামারা গ্রামে মান্নান শিকদারের বাড়িতে সালিস বৈঠকে ফায়সালাটি হয়। মাইজপাড়া ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সভাপতি স্থানীয় মাতবর সলেমান মোল্যার সভাপতিত্বে সালিসে আরো উপস্থিত ছিল আলি মিয়া, বক্কার মোল্যা, আজিজার মোল্যা, আবু তাহের মোল্যা, মোনায়েম শেখ মোল্যা, ধর্ষণে অভিযুক্ত ও ভুক্তভোগীর পরিবারসহ ২৫-৩০ জন। গতকাল শুক্রবার বোড়ামারায় গিয়ে এ তথ্যের সত্যতা মিলেছে। অভিযুক্ত আমজাদ মুন্সী (৫০) বোড়ামারার মৃত হবিবার মুন্সীর ছেলে।

নির্যাতিত শিশুটির পরিবার জানায়, ৭ ডিসেম্বর প্রথম দফা ও ১১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফা সালিসে এক লাখ টাকা মামলার বাদীর পরিবারকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরে বৃহস্পতিবার রাতে তৃতীয় দফা সালিসে ৮০ হাজার টাকায় রফা হয়। এর মধ্যে ১০ হাজার গ্রাম্য সালিসকারীরা ও ৭০ হাজার টাকা ভুক্তভোগীর পরিবার পাবে। আর পুলিশের জন্য 'যা করা দরকার তা' আসামিপক্ষ করবে বলে সালিসে সিদ্ধান্ত হয়।

শিশুটির বাবা জানান, সালিসের সভাপতি সলেমান মোল্যার কাছ থেকে তিনি ৭০ হাজার টাকা বুঝে পেয়েছেন। পুলিশের অংশ আসামিরা মেটাবে। মামলা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'ঘটনা শুনে মামলা করেছি। এখন গ্রামের লোকের চাপে সালিসে মীমাংসা করতে বাধ্য হয়েছি।'

ধর্ষণে অভিযুক্ত আমজাদ মুন্সীকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পাওয়া যায়নি। সে মামলার পরদিন থেকেই পলাতক। তাঁর পরিবার জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে সালিস হয়েছে। শুক্র-শনিবার

আদালত বন্ধ। কাল রবিবার পুলিশের মাধ্যমে মামলাটি মিটমাট করা হবে। আমজাদের স্ত্রী পিয়ারী বেগম বলেন, গ্রাম্য মাতবররা সালিসে ৮০ হাজার টাকায় মীমাংসা করেছে। মাতবররা বলেছে, অর্ধেক টাকা মামলার বাদীর পরিবার পাবে; বাকি ৪০ হাজার টাকায় পুলিশের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

এ সময় সালিসে অন্যতম মীমাংসাকারী মাতবর মোনায়েম শেখ সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে এই প্রতিনিধির দিকে তেড়ে আসে। সে সালিসে ছিল না দাবি করে বলে, 'এগুলো সাংবাদিকের কাজ না। আপনারা এখান থেকে চলে যান। নাহলে খুব ভালো হবে না।'

উল্লেখ্য, গত ২ ডিসেম্বর দুপুরে শিশুটির মা-বাবা বাইরে ছিলেন। এ সময় শিশুটিকে তাদের ঘরে ধর্ষণ করে আমজাদ মুন্সী। শিশুটির চিৎকারে তার ভাবি দৌড়ে এলে আমজাদ তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ৩ ডিসেম্বর শিশুটির বোন নড়াইল সদর থানায় ধর্ষণ মামলা করে।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

বগুড়ার পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির এক শিক্ষার্থী আওয়ামী দালাল সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীর লাঠির আঘাতে আহত হন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মহাসড়ক অবরোধ করেন। বগুড়ায় হাইওয়ে সন্ত্রাসী পুলিশের লাঠির আঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাসস্ট্যান্ড স্থাপনের দাবি জানানো হয়েছে। আহত ছাত্রী টিএমএসএস পরিচালিত পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বিবিএ প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সোহানুর রহমান প্রথম আলোকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ কে এম আজাদ-উদ-দৌলা প্রধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্মারকলিপি পেশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষার্থী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল ক্লাস শেষে পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটির ছাত্রী তাসমিয়া জাহান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোকুল ক্যাম্পাস থেকে একটি ইজিবাইকে চড়ে বগুড়া শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। শহরের মাটিডালি এলাকায় হাইওয়ে সন্ত্রাসী পুলিশ মহাসড়কে হাতে থাকা লাঠি দিয়ে গাড়িতে আঘাত করে। এতে লাঠির আঘাত

লাগে ইজিবাইকের যাত্রী তাসমিয়ার। একপর্যায়ে পুলিশ ইজিবাইক ধাক্কা দিয়ে উল্টে দিলে তাসমিয়া পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে লাঠি দিয়ে আঘাত ও অপদস্থ করার খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা গতকাল বিকেল চারটার দিকে গোকুল এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কের মহাস্থান থেকে মাটিডালি পর্যন্ত দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের চতুর্থ বর্ষের রকিমুজ্জামান রকি নামের এক শিক্ষার্থী সন্ত্রাসী পুলিশকে ক্ষমা চাইতে বললে বগুড়া সদর থানা-পুলিশ তাঁকে আটক করে।

ভারতের মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে লখনৌতে আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছে। এতে সন্ত্রাসী পুলিশের হাতে হয়রানির শিকার হলেন ভারতীয় দৈনিক দ্য হিন্দুর একজন সাংবাদিক।

সাদা পোশাকে ঢুকে অবান্তর প্রশ্ন করার পর রেস্তোরাঁ থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় ‘দ্য হিন্দু’ পত্রিকার লখনৌর প্রতিবেদক ওমর রশিদ ও তার এক বন্ধুকে। তার পর দুই ঘণ্টা ধরে তাদের আটকে রাখা হয় পুলিশ স্টেশনে।

ওমর জানান, আমাকে থানায় নিয়ে নানা রকমের হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয়, টেনে দাড়ি ছিঁড়ে নেব। আমার বন্ধুকে পেটানো হয়। বেশ কিছুক্ষণ হেনস্থা করার পর আমাকে ছেড়ে দেয় সন্ত্রাসী পুলিশ।

ওমর আরো জানান, একটি খবরের জন্য তিনি আর তার বন্ধু গিয়েছিলেন ওই রেস্তোরাঁয়। ওমর তার বন্ধুর মোবাইলের ওয়াইফাই সংযোগ ব্যবহার করছিলেন তার কাজের জন্য। সেই সময় সাদা পোশাকে তিন-চার জন রেস্তোরাঁয় ঢুকে তাদের টেবিলের কাছে চলে আসে।

তিনি আরো বলেন, এর পরেই তারা নানা অবান্তর প্রশ্ন করতে শুরু করে আমার বন্ধুকে। তারা আমার ও আমার বন্ধুর কাছে তাদের পরিচিতি জানতে চায়। কেন আমরা রেস্তোরাঁয় বসে আছি, জানতে চায়। তার পর আমাকে ও আমার বন্ধুকে তারা টেনে নিয়ে গিয়ে রেস্তোরাঁর বাইরে দাঁড় করানো পুলিশের একটি জিপে তোলে। আমি পরিচিতি জানালেও রেহাই মেলেনি।

ওমরের কথায়, ওরা আমাদের থানায় নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখল। ওরা আমার মোবাইলসহ আর যা কিছু সঙ্গে ছিল, সবই কেড়ে নিল। বেধড়ক মারধর করল আমার বন্ধুকে। নানা রকমভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে ওরা আমাদের বলল, লখনৌর হিংসার ঘটনার চক্রান্তে নাকি আমরা জড়িত। কাশ্মীরিদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ কতটা, ওরাও লখনৌর ঘটনায় জড়িত ছিল কি না, সেই সব জানতে চাইল আমাদের কাছে। ওরা বার বার বলছিল, আমার বিরুদ্ধে ওদের কাছে নথিপত্র আছে। তার পর আমাকে গালিগালাজ করা শুরু করল অকথ্য ভাষায়। বলা হলো, টেনে আমার দাড়ি ছিঁড়ে দেওয়া হবে।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ-প্রশাসন দারুল উলুম দেওবন্দ এলাকাকে সন্ত্রাসীদের সেনানিবাসে পরিণত করেছে। গত কয়েকদিনের মতো শুক্রবারও দিনভর সাহারানপুরসহ দেওবন্দ এলাকায় পুলিশি টহল অব্যাহত ছিল।

১৬ ডিসেম্বর থেকে হাইএলার্টের মধ্যেই দিন কাটছে স্থানীয় মুসলিমদের। দোকানে দোকানে ঝুলছে কালো পতাকা। এলাকার চক ফোয়ারা জামে মসজিদের চারপাশে বিপুল সংখ্যক সন্ত্রাসী সেনা অবস্থান করছে। একই সঙ্গে, ভারী যানবাহনের জন্য রুটটি সকাল ছয় থেকে সন্ধ্যা ৬ টায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিক্ষোভের সম্ভাবনার কারণে দারুল উলূম এলাকায় পুলিশ সন্ত্রাসী বাহিনী ২৪ ঘন্টা অবস্থান করছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও পুরোপুরি সক্রিয় রয়েছে।

এরই মধ্যে গত জুমার নামাজে হাজারো মানুষ অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন মসজিদে। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন ভারতের মুসলিমদের নিরাপত্তার জন্য। পরে হাজার হাজার মুসলিমদের অংশগ্রহণে দফায় দফায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও দেওবন্দ শুক্রবার নামাজের পর এনআরসি ও ক্যাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় দোকানপাঠ বন্ধ করে দিয়েছে।

এসপি ভিণীত ভট্টনগর বলেছেন, বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে মহানগরীতে পূর্ণ নজরদারি নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যেই পতাকা মিছিল বের করা হচ্ছে। জুমার নামাজের পরিপ্রেক্ষিতে জামে মসজিদের আশেপাশে পুলিশ, আরএএফ এবং পিএসি এবং থানা মোতায়েন করা হয়েছে।

গত সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) ভারতের ঐতিহ্যবাহি দীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দেও নাগরিত্ব বিলের বিরুদ্ধে শুরু হয় বিক্ষোভ। দফায় দফায় পুলিশের সাথে ছাত্রদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে শিক্ষকদের আহ্বানে বিক্ষোভ থেকে ফিরে যায় দারুল উলুমের ছাত্ররা।

https://web.facebook.com/427173144135423/videos/458615298156304/

آج بعد نماز جمعہ دیوبند میں این آر سی اور کیب کے خلاف پر امن احتجاجی مظاہرہزاروں افراد نے کی شرکت

Posted by Islamic Media dbd on Friday, 20 December 2019

এদিকে সোমবার থেকেই দারুল উলুমের শিক্ষার্থীদের এ বিক্ষোভে থেকে দূরে রাখতে মাদরাসায় পুলিশ টহল চালায়।শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাহরানপুর জেলার ইন্টারনেট সুবিধা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সূত্র: ইসলামি মিডিয়া (উর্দু)।

ভারতের বিতর্কিত ও মুসলিমবিরোধী নাগরিক আইন পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শুক্রবার বাদ জুমা বিক্ষোভে উত্তাল ছিল দিল্লি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ।

পুলিশের বাধাকে উপেক্ষা করেই ভীম সেনা প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ দিল্লি জামে মসজিদ এলাকায় ওই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন। বিক্ষোভ ঘিরে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে মালাউন পুলিশ চন্দ্রশেখর আজাদকে আটক করে নিয়ে যায়।

বার্তা সংস্থা *এএনআই*'র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, জুমার নামাজের পর সংবিধানের অনুলিপি হাতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চন্দ্রশেখর আজাদ।

কয়েক দিন ধরে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় উত্তাল দিল্লি। গত বুধবার জামে মসজিদের শাহি ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারিও এই আইনের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন।

এদিকে গোটা এলাকায় ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে দিল্লি পুলিশ।জুমা মসজিদ, চাওরি বাজার এবং লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনগুলিতে ঢোকা ও বেরোনোর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ট্রেনগুলি সেখানে থামবে না, জানিয়েছে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি)।

১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যাওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিসহ অমুসলিম অবৈধ অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই আইনে।

নয়া দিল্লিতে মোবাইল সেবা এবং মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে এ দিন নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভ-কর্মসূচি ছিল। তাই সেই বিক্ষোভের খবর যাতে সমাজমাধ্যমে না ছড়ায়, সে জন্যই সন্ত্রাসী কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এয়ারটেলের তরফে সকালেই টুইট করে জানিয়ে দেওয়া হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই তারা কিছু জায়গায় সেবা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাদের গ্রাহক পরিসেবা বিভাগের বেশ কয়েকটি টুইটে তা বিস্তারিত লেখা হলেও পরে তা মুছে দেওয়া হয়। তবে ভারতী এয়ারটেলের চেয়ারম্যান সুনীল মিত্তল নিজেই পরে বলেছে, সরকার সেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা সেই নির্দেশ মেনে চলছি।

ভোডাফোনও স্বীকার করে, দিল্লির বেশ কিছু জায়গায় তাদের সেবা বন্ধ। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানায়, পুলিশের নির্দেশে দিল্লির বেশ কিছু জায়গায় সেবা বন্ধ রেখেছে রিলায়্যান্স জিয়ো-ও।

টুইটারে #ইন্টারনেটশাটডাউন হ্যাশট্যাগে ক্ষোভ উগরে দেন নেটিজেনরা। দীর্ঘক্ষণ ট্রেন্ডিং ছিল #ইন্টারনেটশাটডাউন। কাশ্মীরে টানা কয়েক মাস ইন্টারনেট বন্ধের প্রসঙ্গ টেনে অনেকেই টুইটারে লেখেন, কাশ্মীরকে স্বাভাবিক করতে গিয়ে দিল্লিকেও কাশ্মীর হতে হল।

নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের জেরে দেশের একাধিক জায়গাতেই এখন ইন্টারনেট বন্ধ। সেই ম্যাপও ছড়িয়ে পড়ে টুইটারে। সেই প্রসঙ্গ টেনেই একজনের ব্যঙ্গোক্তি, এ বার কেবল বরফ পড়া বাকি। তা হলেই গোটা দেশ কাশ্মীর!

টুইটারে আবার ছড়িয়ে পড়ে একটি মার্কিন পত্রিকার সমীক্ষার তথ্য। ২০১৬-র জানুয়ারি থেকে ২০১৮-র মে মাসের মধ্যের ওই সমীক্ষার দাবি, ইন্টারনেট বন্ধ করার সংখ্যার নিরিখে ভারতের স্থান সর্বোচ্চ। সেই সংখ্যা ১৫৪। তালিকায় ভারত ছাড়িয়ে গিয়েছে পাকিস্তান, ইরান, সিরিয়াকে। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, কেন বিক্ষোভ ঠেকাতে ইন্টারনেট বন্ধ করা হচ্ছে? এই পরিস্থিতিকে জরুরি অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে #ইমার্জেন্সি২১০৯ হ্যাশট্যাগে ক্ষোভ উগরে দেন নেটিজেনরা। রাজধানীর বিক্ষোভে পোস্টার দেখা যায়, শাটডাউন ফ্যাসিজম, নট ইন্টারনেট।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

বহিঃশুল্ক ও ট্রানজিট ফি ছাড়াই জানুয়ারি থেকে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর দিয়ে পণ্য আনা-নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে নয়া দিল্লি।

গত সপ্তাহে ঢাকায় জাহাজ চলাচলবিষয়ক সচিবপর্যায়ের সভায় বাংলাদেশের জাহাজ চলাচলবিষয়ক সচিব মো. আবদুল সামাদ ও তার ভারতীয় প্রতিপক্ষ গোপাল কৃষ্ণের মধ্যে এই সমঝোতা হয়। একে দুই দেশের মধ্যকার কানেকটিভিটিতে নতুন অধ্যায় বিবেচনা করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

গত অক্টোবরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লি সফরের সময় স্থলপরিবেষ্টিত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পণ্য আনা-নেয়ার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর সম্পন্ন হয়। এই পদক্ষেপের ফলে ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি বাস্তবায়নে অগ্রগতি হলো।

আবদুস সামাদ বলেছে, আমরা এখনো প্রথম পরীক্ষামূলক পরিচালনার তারিখ নির্ধারণ করিনি। তবে তা আগামী বছরের জানুয়ারিতে হতে পারে। চট্টগ্রাম বা মোংলা বন্দর থেকে একটি কন্টেইনার কার্গো আগরতলা ও আখাউড়া নৌরুট দিয়ে ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরা যাবে।

দুই দেশের মধ্যকার চুক্তির অনুযায়ী বহিঃশুল্ক প্রযোজ্য হবে না।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ও দুটি বন্দরের মধ্যে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের জন্য সাতটি রুট চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম বা মোংলা বন্দর থেকে আখাউড়া হয়ে আগরতলা, চট্টগ্রাম বা মোংলা বন্দর থেকে তামাবিল হয়ে ডাউকি; চট্টগ্রাম বা মোংলা বন্দর থেকে শেউলা হয়ে সুতারকান্ডি, চট্টগ্রাম বা মোংলা বন্দর থেকে সিমান্তপুর হয়ে বিবেকবাজার।

এদিকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নৌপথে যাতায়াতকারী যাত্রীরা বন্দরে অন অ্যারাইভাল ভিসা পাবেন। উল্লেখ্য, গত মার্চে নারায়ণগঞ্জ থেকে কোলকাতাগামী জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে জ্বলছে পুরো ভারত। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পরেছে দেশটির বিভিন্ন রাজ্যজুড়ে। এই আইনের বিরুদ্ধে ও জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের 'নির্যাতনের' প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছে। শুধু শুক্রবারের বিক্ষোভে দেশটির উত্তর প্রদেশে ৯ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। এছাড়া রাজ্যজুড়ে ৩ হাজার ব্যক্তিকে আটক করেছে দেশটির মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশ।

হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, শুক্রবারের পুলিশ সন্ত্রাসীদের গুলিতে বিক্ষোভে মেরুতে ৩ জন, বিজোনরে ২ জন, বারাণসী, ফিরোজবাদ, সম্ভাল এবং কানপুর এক জন করে বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছে।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের ১৩ টি জেলায় শুক্রবারের নামাজের পর বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নামে। এসময় হাজার হাজার বিক্ষোভ কারী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে রাস্তায় স্লোগান দিতে থাকে তখনই বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জ চালায় পুলিশ।

দেশটির সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ প্রায় ৩৫০ জনের বেশী জনকে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগে সমগ্র উত্তর প্রদেশ থেকে প্রায় ৩ হাজার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এই মুহূর্তে সমগ্র রাজ্য জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও উত্তর প্রদেশের ১৫ টি জেলাতে বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা।

নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে গত কয়েক দিন থেকেই উত্তাল ভারত। এমন পরিস্থিতি ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিতে ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ফ্রান্স।

সূত্র: বিবিসি, এনডিটিভি।

ক্রুসেডার সন্ত্রাসী আমেরিকার নিকৃষ্ট চেহারা আজ বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট। গোয়েন্তানামো বে, আবু গারিব —এসকল কারাগারের প্রতিটি সেল সন্ত্রাসী আমেরিকার হিংস্রতার প্রমাণ বহন করে। কুখ্যাত মার্কিন সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠান সি.আই.এ তাদের গোপন টর্চারসেলে এমন সব পাশবিক অত্যাচার করে যা চিন্তা করাও কোন মানুষের পক্ষে হয়তো সম্ভবপর নয়।

সম্প্রতি গোয়েন্তানামো কারাগারের এক বন্দী মুসলিম, আবু জুবাইদাহ নামে পরিচিত জয়নাল আবেদীন মুহাম্মাদ হোসাইন (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ)-এর নিজের আঁকা ৮টি ছবি প্রকাশিত হয়। এসকল ছবিতে আবু জুবাইদার উপর মার্কিন সন্ত্রাসীদের নির্মম নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সি.আই.এ-এর সদস্যরা কি আসলেই রক্তপিণ্ডে মানুষ নাকি মানুষরূপি জানোয়ার! সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া আবু জুবাইদার আঁকা নির্যাতনের চিত্রের ভিত্তিতে সি.আই.এ-কে ‘হিংস্র জানোয়ারদের সংস্থা’ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

আবু জুবাইদাহ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) এর আইনজীবী ‘স্যাটন হল ল সেন্টার এন্ড রিসার্চ’ এর পরিচালক Professor Mark P. Denbeaux এবং তার সহকর্মীরা আবু জুবাইদার আঁকা ছবিগুলোসহ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ৯৫ পৃষ্ঠার ঐ রিপোর্টে সন্ত্রাসী মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ-এর দশটি নির্যাতনপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আর, দশ নির্যাতনপদ্ধতির সবগুলোই আবু জুবাইদাহ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) এর উপর প্রয়োগ করে মার্কিন সন্ত্রাসীরা। আবু জুবাইদাহ তাঁর উপর চালানো নির্যাতনের সেই ভয়াবহ চিত্রগুলো ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন।

প্রকাশিত প্রায় সবগুলো ছবিতেই আবু জুবাইদাহকে নগ্ন অবস্থায় নির্যাতন করতে দেখা যায়। এর মধ্যে, একটিতে দেখা যায় তাঁকে নগ্ন অবস্থায় বেধে রেখে ওয়াটারবোর্ডিং করানো হচ্ছে। তাঁর পুরো শরীর সমান্তরালভাবে পা থেকে মাথা অবধি বেধে ফেলা হয়েছে। বিশেষ

ধরণের দড়ি দিয়ে এমনভাবে বাধা যে একটু নড়াচড়া করারও অবকাশ নেই। তারপর তাঁর মুখ বরাবর অনবরত পানি ঢেলে দেয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় একজন ব্যক্তির মনে হবে যেন তিনি পানিতে ডুবে যাচ্ছেন।
"যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমি বেহুশ হয়ে যাই বা আমার মুখে ফেনা উঠে যায় ততোক্ষণ চলে এ পাশবিক লোমহর্ষক নির্যাতন।" – আইনজীবীকে বলছিলেন আবু জুবায়দা। আর, আবু জুবাইদাহকে ৮৩বার এরকম ওয়াটারবোর্ডিং করানো হয়েছে।

তাঁর শরীরে বিভিন্ন ক্ষত থাকা অবস্থাতেই এমন নির্যাতন করা হয়েছে। আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, আবু জুবাইদাকে উপরে এমনভাবে বেধে রাখা হয়েছে যে, তাঁকে পায়ের আঙ্গুলের মাথার উপর ভর দিয়ে থাকতে হয়েছে। হাত-পা বাধা এবং ঝুলন্ত অবস্থাতেই তাঁকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে হয়েছে। আর, এসকল প্রস্রাব-পায়খানাও তাঁর দেহে শুকিয়েছে।

এভাবে নির্যাতনের পাশাপাশি আবু জুবাইদা (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) এর মত একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে ঠাণ্ডা পরিবেশে উলঙ্গ অবস্থায় রাখা হয় আবার ব্যবহারের জন্যও ঠাণ্ডা পানিই দেওয়া হয়। সি.আই.এ-এর নিকৃষ্ট সন্ত্রাসীরা কেবল এরকম পাষণ্ড কাজেই থেমে থাকেনি, তারা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত আবু জুবাইদাকে ঘুমোতে পর্যন্ত দেয়নি। আবু জুবাইদাহ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) বলেছেন, তাঁকে সি.আই.এ-এর সন্ত্রাসীরা বহুদিন ধরে এক সেকেন্ডের জন্যও ঘুমোতে দেয়নি। যখনই তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে চেয়েছেন, মার্কিনী সন্ত্রাসীরা তাঁর দিকে পানি নিক্ষেপ করেছে, কখনো শরীরে নাড়া দিয়েছে। আবার, কখনো বা তারা আবু জুবাইদাহকে ঘুম থেকে বিরত রাখতে অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।
আবু জুবাইদার আঁকা আরেকটি ছবিতে দেখা যায় তার বাম পা-তে একটি দীর্ঘ ক্ষত সেলাই করা হয়েছে এবং তাঁর খোলা মুখ থেকে অসহনীয় চিৎকার বের হচ্ছিল। আর এক মার্কিন সন্ত্রাসী তাঁর মাথা দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারছিল।

আরেকটিতে দেখা যায়, আবু জুবাইদাহ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ)-কে একটি ছোট বাক্সে ভরে রাখা হয়েছে। সেখানে নড়াচড়ার কোনো অবস্থা নেই।

এভাবে, প্রকাশিত রিপোর্টটির প্রতিটি পাতা জুড়েই আছে মার্কিন সন্ত্রাসীদের নির্মম নির্যাতনের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা। আর, এসবগুলো নির্যাতনপদ্ধতিই আবু জুবাইদাহ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) এর উপর প্রয়োগ করে মার্কিন সন্ত্রাসীরা।

২০০২ সালে সন্ত্রাসী ক্রুসেডার বুশের শাসনামলে মার্কিন সন্ত্রাসীরা পাকিস্তান থেকে ফিলিস্তিনী নাগরিক আবু জুবাইদাহ নামে পরিচিত জয়নাল আবেদীন মুহাম্মাদ হুসাইনকে গ্রেফতার করে।

তারপর থেকেই আবু জুবাইদার উপর বর্বরতম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তারা। হক্বপন্থী সত্যবাদী আরো অনেক মুসলিমের উপরও মার্কিনী সন্ত্রাসীরা তাদের গোপন নির্যাতন কক্ষে এরকম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। আবু জুবাইদাহ, রামযি ইউসুফ, আফিয়া সিদ্দিকা— ঐসকল কারাবন্দীদের মধ্য থেকেই কয়েকজন। তাঁদের উপর মার্কিন সন্ত্রাসীদের নির্যাতন চলছে, কারণ তাঁরা বলেন- আমাদের রব কেবলই আল্লাহ।

২০শে ডিসেম্বর, ২০১৯

বৈশ্বিকভাবে বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার ভিজ্যুয়াল কর্তৃক প্রকাশিত ‘বৈশ্বিক বায়ুমান প্রতিবেদন-২০১৮’তে বিশ্বের সর্বোচ্চ দূষিত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল শীর্ষে।

এয়ার ভিজ্যুয়াল বিশ্বের প্রায় ৩ হাজার শহরের বায়ুমান পর্যবেক্ষণপূর্বক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার পাশাপাশি তাদের ওয়েবসাইটে প্রতি ঘণ্টায় বিশ্বের শীর্ষ দূষিত শহরগুলোর দূষণের ক্রম হালনাগাদ করে থাকে।

এয়ার ভিজ্যুয়াল মূলত বাতাসে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা পার্টিকুলেট ম্যাটারের (পিএম ২ দশমিক ৫) উপস্থিত মাত্রার ওপর নির্ভর করে এ পরিমাপ করে থাকে।

এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সির (ইপিএ) মতে পিএম ২ দশমিক ৫ হল বাতাসে বিদ্যমান অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা অ্যামবিয়েন্ট এয়ারব্রোন পার্টিকেলস যার আকার ২ দশমিক ৫ মাইক্রোন।

আমাদের মাথার চুল যেখানে ৭০ মাইক্রোন, সেখানে ধারণাগত দিক থেকে বোঝা যায় এ পিএম ২ দশমিক ৫ আসলে কতটা সূক্ষ্ম কণা।

এয়ার ভিজ্যুয়াল সর্বজনস্বীকৃত বায়ুমান সূচকের আলোকে পিএম ২ দশমিক ৫-এর মাত্রা পরিমাপ করে থাকে। এই সূচকে যদি কোনো এলাকার বায়ুতে পিএম ২ দশমিক ৫-এর পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে ১২ মাইক্রো গ্রামের কম হয়, তাহলে সেটার লেভেল হল ভালো।

যদিও এই ভালো এর মাত্রা হল প্রতি ঘনমিটারে ১০ মাইক্রো গ্রামের কম। এভাবে এই সূচকে কোন শহরের বাতাসে যদি পিএম ২ দশমিক ৫-এর মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ৫৫ দশমিক ৫-১৫০ দশমিক ৪ মাইক্রো গ্রাম হয় তাহলে সেটা অস্বাস্থ্যকর।

আর যদি সেটা ১৫০ দশমিক ৫-২৫০ দশমিক ৪ মাইক্রো গ্রাম হয়, তাহলে সেটা চরম অস্বাস্থ্যকর। সুতরাং এয়ার ভিজ্যুয়ালের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা গেছে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বাতাসে পিএম ২ দশমিক ৫-এর মাত্রা ছিল ৯৭ দশমিক ১, যা অস্বাস্থ্যকর মাত্রার।

বাংলাদেশের বাতাসে পিএম ২ দশমিক ৫-এর এই মাত্রা দক্ষিণ এশিয়ার দূষণ আলোচনায় শীর্ষে থাকা ভারতের নয়াদিল্লি ও পাকিস্তানের করাচি শহরকেও পেছনে ফেলেছে।

২০১৮ সালের মতো ২০১৯-এর শেষ ভাগের সাম্প্রতিক সময়গুলোতেও এয়ার ভিজ্যুয়ালের তথ্যে দেখা গেছে, বাংলাদেশের ঢাকা শহরের অবস্থান বিশ্বের সর্বোচ্চ দূষিত শহরগুলোর মধ্যে আছে।

যুগান্তরের বরাতে জানা যায়, ২০১৯-এর নভেম্বরেও ঢাকার বাতাসে পিএম ২ দশমিক ৫-এর মাত্রা ছিল গড়ে ১৫০ এর ওপরে, যা ইউএস একিউআই সূচকে চরম অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত।

দূষণে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। ২০১৫ সালেই নগর এলাকায় প্রায় ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু দূষণের কারণে হয়েছে। বিশ্বে ১৬ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয় দূষণে।

বাংলাদেশে তা ২৮ শতাংশ। ঘরের বাইরে তো বটেই, বাড়িঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষ ও খেলার মাঠেও ভর করছে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা। এতে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ছে নগরবাসী, বিশেষ করে শিশুরা। শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে শরীরে বাসা বাঁধছে ক্যান্সারসহ রোগবালাই।

ঢাকার সড়ক ও ঘরের ভেতরের বায়ুদূষণ নিয়ে এ বছরের শুরুতে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স অব দ্য টোটাল এনভায়রনমেন্ট এবং এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড পলুশন

রিসার্চে প্রকাশিত দুটি গবেষণা প্রতিবেদনে এসব ঝুঁকির কথা উঠে এসেছে। গবেষণায় ঢাকার রাস্তার ধুলায় সর্বোচ্চ মাত্রায় সিসা, ক্যাডমিয়াম, দস্তা, ক্রোমিয়াম, নিকেল, আর্সেনিক, ম্যাঙ্গানিজ ও কপারের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে মাটিতে যে মাত্রায় ক্যাডমিয়াম থাকার কথা, ধুলায় তার চেয়ে প্রায় ২০০ গুণ বেশি পাওয়া গেছে।

আর নিকেল ও সিসার মাত্রা দ্বিগুণের বেশি। দেশের বিভিন্ন স্থানে মাটি ও পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের ঝুঁকি আগেই ছিল, এবার ঢাকার রাস্তার ধুলার মধ্যেও নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক শনাক্ত করেছে গবেষক দল।

এসব ভারি ধাতু কণার আকার এতটাই সূক্ষ্ম যে, তা মানুষের চুলের চেয়ে ২৫ থেকে ১০০ গুণের বেশি ছোট। ফলে খুব সহজেই এসব সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা ত্বকের সংস্পর্শে আসছে; শ্বাসপ্রশ্বাস, খাদ্য ও পানীয়র মাধ্যমে মানুষের শরীরেও প্রবেশ করছে। গবেষণায় দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা রাজধানীর ২২টি সড়কের ৮৮টি এলাকার সবখানেই কম-বেশি ভারি ধাতুর উপস্থিতি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত সারা বছরে নগরব্যাপী চালিত অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়তই ঢাকার দূষণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করছে।

হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোতে অমুসলিম সংখ্যালঘুরা নিপীড়নের শিকার হচ্ছে বলে দাবি করে আসছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের যারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে, তাদের নাগরিকত্ব দেয়ার জন্য আইন পাশ করেছে। এ আইন মূলত মুসলমানদের একঘরে করে ভারতকে 'হিন্দুকরণ' করার ঘৃণ্য প্রয়াস। বৃহস্পতিবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে দারুল উলূম হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী এসব কথা বলেন।

বিবৃতিতে আল্লামা আহমদ শফী বলেন, মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মুসলমানদের উপর যেভাবে জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে তা রাষ্ট্রীয় নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। তাদের সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পাশাপাশি যেভাবে সাধারণ জনগণ ফুঁসে উঠেছেন তা চরম অনাস্থা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ভারতের মুসলমান প্রচুর ধৈষর্যশীল। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না, মুসলমান ধৈর্যশীল তবে ভীরু নয়। মুসলমানগণ প্রতিরোধ গড়ে তুললে মোদির মসনদ তছনছ হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদানে মুসলমানদের নাম মিশে আছে। ভারতের ঐতিহাসিক প্রায় সব স্থাপত্য মুসলমানদের তৈরি। চাইলেই এসব মুছে দেয়া যায় না। ভারতীয় মুসলমানদের কাছে পুরো বিশ্ব ঋণী। বিজেপিসহ কট্টরপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ধারাবাহিক যে নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে তা করে ভারতকে মুসলিমশূন্য করা যাবে না। বরং এসব নির্যাতন নিপীড়ন মোদি ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর পতন ডেকে আনবে।

আল্লামা শফী বলেন, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে ভারতীয় মুসলমানগণ আগের চেয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করছেন। ভারতকে সাম্প্রদায়িক সহবস্থানের দেশ দাবি করা হলেও শুধু মুসলিম হবার কারনে অনেককে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। কাশ্মীরে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে, ধর্ষণ করা হচ্ছে। ইসলাম সবসময় মানবাধিকারের কথা বলে। শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে বসবাস করছে। অথচ ভারতে এর উল্টো চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইন নিয়ে উত্তাল ভারতের যেসব শহরে রাস্তায় নেমে এসেছে বিক্ষোভকারীরা সেখানেই হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দিচ্ছে। আর এটাই আরেক অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে- কারণ এর মধ্য দিয়ে বিশ্বে একটি দেশ এক বছরে সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার রেকর্ড গড়েছে।

ভারতে উত্তেজনার মধ্যে গত ১২ ডিসেম্বর একটি টুইট করে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সে লিখেছে, ‘আমি আসামে আমার ভাই বোনদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, নাগরিকত্ব সংশোধন বিল নিয়ে তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।

আমি তাদের নিশ্চিত করতে চাই যে কেউ তাদের অধিকার, আত্মপরিচয় এবং দারুণ সংস্কৃতি কেড়ে নিতে পারবে না। এর বিকাশ অব্যাহত থাকবে। ’ কিন্তু সমস্যা হলো এই টুইট দেখার জন্য যে ইন্টারনেট প্রয়োজন ছিল সেটি ছিল না।

তাই হাজার হাজার বিক্ষোভের মধ্যে এটি ঠিক নিশ্চিত না যে কতজন এই টুইট দেখতে পেরেছে। ইন্টারনেট শাটডাউন ট্র্যাকারের হিসেবে চলতি বছর দেশটিতে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ

করা হয়েছে মোট ৯৩ বার। হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দোহাই দিয়ে সেবা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া। তবে নাগরিকত্ব আইনকে কেন্দ্র করে তুমুল বিক্ষোভের কারণে শুধু আসামেই নয়, ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরাঞ্চলীয় শহর আলীগড়ের মতো বেশ কিছু এলাকাতেও।

এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ইন্টারনেট বন্ধের নজির আছে কেবল চীন আর মিয়ানমারে। তবে ভারত এবারেই যে সবচেয়ে বেশিবার বন্ধ করল তাও নয়। ২০১৮ সালে মোট প্রায় ১৩৪ বার ইন্টারনেট বন্ধের উদাহরণ আছে।

সুত্রঃ বিবিসি বাংলা

কুয়াশার চাদরে রাজধানীসহ দেশের বিস্তীর্ণ জনপদ। সেই সঙ্গে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ওপর দিয়ে। উত্তরী হিমেল হাওয়ার দাপটে রাজধানীসহ দেশের মধ্যাঞ্চলেও রয়েছে শীতের তীব্রতা। কুয়াশার ঘন আস্তরণে ঢাকা পড়েছে সূর্য।

হিমবুড়ির হাওয়ায় গরম পোশাকে উষ্ণতা খুঁজছে নগরবাসী। পৌষের শীতে হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ।

তবে আগামী রবিবার থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে বলে আজ শুক্রবার আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমুল হক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাত ও দিনের তাপমাত্রার ব্যবধান কমে আসায় ঢাকায় একটু বেশি শীত অনুভূত হচ্ছে। তবে ঢাকায় শৈত্য প্রবাহের কোনো প্রভাব নেই। মৃদু শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে ঢাকার বাইরে। আজ চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা যায় বৃহস্পতিবার ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ময়মনসিংহে ১২ দশমিক ৫, চট্টগ্রামে ১৬, সিলেটে ১৫ দশমিক ৮, রাজশাহীতে ৯ দশমিক ৪, রংপুরে ১১, খুলনায় ১২ এবং বরিশালে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। আবহাওয়াবিদ মনোয়ার হোসেন বলেন, আগামীকাল থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকবে। ২৭ ডিসেম্বর থেকে তাপমাত্রা কমতে পারে।

আবহাওয়ার সংক্ষিপ্তসারে বলা হয়েছে, উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

এদিকে, শীতের শুরুতেই দেখা দিয়েছে শীতকালীন রোগের প্রকোপ। গত এক মাসে সারা দেশে জ্বর, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন রোগে আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ২৬ হাজার ২২১ জন। এর মধ্যে মারা গেছে ৪৯ জন। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শীতের প্রকোপ কিছুটা বেড়েছে। ডিসেম্বরের ১৮ দিনেই শীতকালীন রোগে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৬২ হাজার মানুষ। এর মধ্যে মারা গেছেন ৫ জন।

মুসলিম উইঘুরদের নিয়ে টুইটারে পোস্ট করায় জার্মান ফুটবলার মেসুত ওজিলের ওপর ক্ষিপ্ত বৌদ্ধ সন্ত্রাসী চীনা সরকার। এবার একটি ভিডিও গেম থেকে আর্সেনাল মিডফিল্ডার ওজিলের অংশ মুছে দিয়েছে চীন।

টুইটারের সেই পোস্টে মুসলিম ফুটবল তারকা ওজিল চীনের সংখ্যালঘু উইঘুরদের যোদ্ধা অভিহিত করে বলেন, তারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়ছে। একই বিষয়ে চীন ও মুসলিম বিশ্বের নীরবতা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ওজিল।

সূত্র: বিবিসি

ফেসবুকের ২৬ কোটি ৭১ লাখ ৪০ হাজার ৪৩৬ জন ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে যার অধিকাংশই আমেরিকান নাগরিক। ফাঁস হওয়া এসব তথ্য স্প্যামিং ও ফিশিংয়ের মতো প্রতারণামূলক কাজে ব্যবহার হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

যুক্তরাজ্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কম্পারিটেকের তথ্য অনুযায়ী, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ বব ডিয়াচেঙ্কো সম্প্রতি ফেসবুক থেকে ফাঁস হওয়া তথ্যের ডেটাবেইস খুঁজে পায়। ৪ ডিসেম্বর ওই ডেটাবেইস অনলাইনে ইনডেক্স করা হয়।

পরে ওই ডেটাবেইস সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

ওই ডেটাবেইস সরিয়ে ফেলার আগ পর্যন্ত একটি হ্যাকার ফোরামে ডাউনলোডযোগ্য ফাইল হিসেবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল। ফাঁস হওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে ফেসবুক আইডি, ফোন নম্বর ও পূর্ণ নাম।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

পাকিস্তানের খাইবার এজেন্সির ল্যান্ডিকুটাল সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ "এফসি" কর্মীদের উপর একটি রিমোট-নিয়ন্ত্রিত বোমা দ্বারা হামলার ঘটনা ঘটেছে, ফলে বেশ কয়েক মুরতাদ "এফসি" কর্মী হতাহত হয়।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সকালে পাকিস্তানি মুরতাদ (এফসি) কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের গাড়ি যখন ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণটি একটি রিমোট-নিয়ন্ত্রিত বোমা দ্বারা করা হয়েছিল বলে জানায় স্থানীয় সংবাদমাধ্যম, যা পূর্ব হতেই রাস্তার পাশে লাগানো ছিল।

বিস্ফোরণের পরপরই কথিত "সুরক্ষা" (মুরতাদ) বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং তল্লাশি অভিযান শুরু করে, তবে মুরতাদ বাহিনী কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

পরে নিহত ও আহত মুরতাদ সেনা কর্মীদেরকে নিকটস্থ একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

এদিকে, তেহরিকে তালেবানের ঘনিষ্ঠ ও সহকারী সংগঠন হিযবুল-আহরারের মুখপাত্র ডঃ আবদুল আজিজ ইউসুফজাই হাফিজাহুল্লাহ্ এই হামলার দায় স্বীকার করে দাবি করেছেন যে এই হামলায় পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর দু'জন "এফসি" সদস্য নিহত হয়েছে এবং আরও তিনজন আহত হয়েছে।

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) এর মুজাহিদগণ গত ১৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তেহরিকে তালেবান এর মুজাহিদগণ তাদের ঐদিনের প্রথম ও সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন পাকিস্তানের লাল-কেল্লা এলাকায়। সেখানে মুজাহিদদের হামলার নিশানায় পরিণত হয় পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর তথাকথিত "এন্টি-ট্যারোরিস্ট (সন্ত্রাসবিরোধী) " ইউনিটের সন্ত্রাসী সদস্যরা।

মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলার ফলস্বরূপ মুকাররম ও ফারহান নামক দুই মুরতাদ সদস্য নিহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ তাদের সাথে থাকা অস্ত্র ও বিভিন্ন তথ্য জব্দ করেন।
একইদিনে বেলুচিস্তানের "কেল্লা-আব্দুল্লাহ" জেলায় পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর একটি চৌকিতে সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। এখানেও মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের হামলায় ৩ মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ৪ মুরতাদ সদস্য আহত হয়।

ভারত সরকার নাগরিকত্ব দেয়ারা নামে মুসলিম বিদ্বেষী যে আইন পাশ করেছে তা মূলত মুসলমানদের একঘরে করে ভারতকে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র করার ঘৃণ্য প্রয়াস চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা শাহ আহমদ শফী। গতকাল সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোতে অমুসলিম সংখ্যালঘুরা নিপীড়নের শিকার হচ্ছে বলে দাবী করে ভারত পার্শ্ববর্তী তিনটি দেশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের যারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছেন, এসব অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দেবে আর মুসলমানদের বিতাড়িত করবে।

আল্লামা আহমদ শফী বলেন, মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মুসলমানদের উপর যেভাবে জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে তা পরিস্কার রাষ্ট্রীয় নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পাশাপাশি যেভাবে সাধারণ জনগণ ফুঁসে উঠেছে তা বিজেপি সরকারের প্রতি চরম অনাস্থা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

ভারতের মুসলমান ধৈর্যশীল, তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না, মুসলমান ধৈর্যশীল তবে ভীরু নয়। মুসলমানগণ প্রতিরোধ গড়ে তুললে মোদির মসনদ তছনছ হয়ে যাবে।

হেফাজত আমীর আরো বলেন, ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদানে মুসলমানদের নাম মিশে আছে। ভারতের ঐতিআহাসিক প্রায় স্থাপত্য মুসলমানদের তৈরি। চাইলেই এসব মুছে

দেয়া যায় না। ভারতীয় মুসলমানদের কাছে পুরো বিশ্ব ঋণী। বিজেপিসহ কট্টরপন্থী হিন্দু সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ধারাবাহিক যে নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে তা করে ভারতকে মুসলিমশূন্য করা যাবে না। বরং এসব নির্যাতন নিপীড়ন মোদি ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর পতন ডেকে আনবে।

আল্লামা আহমদ শফী আরো বলেন, কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে ভারতীয় মুসলমানগণ চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করছে। ভারতকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সাম্প্রদায়িক সহবস্থানের দেশ দাবী করলেও শুধু মুসলিম হবার অপরাধে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। কাশ্মিরের মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে, মা বোনদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। মোদি সরকারের একথা জেনে রাখা উচিৎ, জুলুম-নির্যাতন করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা যাবে না।

আমীরে হেফাজত বলেন, ইসলাম সবসময় মানবাধিকারের কথা বলে। শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। অমুসলিম সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা দানের কথা বলে। আর বাংলাদেশি মুসলমানগণ বারবার তা প্রমাণ করে দেখিয়েছে। মানবপ্রাচীর তৈরি করে মন্দির পাহারা দেয়ার নজীর আমরা দেখিয়েছি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে বসবাস করছে। অথচ ভারতে এর উল্টো চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে। ভারতের উচিৎ হবে নিজেদের দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা।

সিরিয়ান বিদ্রোহী ও মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মাঝে বর্তমানে সবচাইতে ভালো ও মজবুত অবস্থানে রয়েছে তাহরিরুশ শাম (HTS)। যারা বর্তমানে সিরিয়ার ইদলিব সিটির সিংহভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছেন।

ইদলিব সিটি দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে কুখ্যাত নুসাইরী (আসাদ সরকার) শিয়া মুরতাদ সন্ত্রাসী বাহিনী ও কুফ্ফার রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনী। দীর্ঘ ১ বছর যাবৎ কুফ্ফার জোট বাহিনীগুলো ইদলিব সিটি দখলের জন্য তীব্র অভিযান চালিয়ে আসছে। কুফ্ফার জোট বাহিনীগুলো কিছু এলাকা দখলে নিতে সক্ষম হলেও মুজাহিদ গ্রুপগুলোর তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে এখনো ইদলিব সিটি দখলে নিতে পারেনি তারা।

এদিকে গতরাতে অর্থাৎ ১৯ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে ইদলিব সিটিতে কুফফার জোট বাহিনীগুলোর উপর অতর্কিত হামলা করে বসে "HTS" এর যোদ্ধারা। "HTS" এর "ইবা" সংবাদ সংস্থা জানায় যে, গতরাতের উক্ত বরকতয় হামলায় ১০০ এরও অধিক কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো শতাধিক মুরতাদ সেনা আহত হয়।

অন্যদিকে আসাদ বাহিনীর সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলো হামলায় হতাহতের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা প্রকাশ না করলেও তাদের কান্নার রুল দেখে এটাই অনুমেয় যে, গতরাতের হামলায় তারা তাদের অনেক সৈন্যকে হারিয়েছে। তারা দাবি করছে যে, HTS এবং (তাদের ভাষায়) আন্তর্জাতিক জঙ্গি (মুজাহিদ) গোষ্ঠী আল-কায়েদা ও তাদের সহযোগী দলগুলো একযোগে গতরাতে তাদের উপর অতর্কিত তীব্র হামলা চালিয়েছে, এতে তাদের অনেক সাথী হতাহত হয়েছে।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ বিতর্কিত নাগরিকত্ব বিলের প্রতিবাদে জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ হচ্ছে। তবে বিক্ষোভে সহিংসতা ছড়িয়ে দিতে পোষাক পরিবর্তন করে তাতে অংশ নিয়েছে দেশটির ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপির নেতা ও সমর্থকরা। টুপি আর লুঙ্গি পরে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও ভাঙচুরের অভিযোগে এক বিজেপি কর্মী ও তার পাঁচ সঙ্গীকে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলায় আটক করা হয়েছে। ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ ও ভাঙচুরের সময় তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে ভারতজুড়ে বিক্ষোভ-সহিংসতার ঘটনায় কিছুদিন আগে সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিক্ষোভকারীদের পোশাক নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল।

বলেছিল, “পোশাক দেখেই বোঝা যায়, কারা সহিংসতা ছড়াচ্ছে।”

কিন্তু এই আটকের ঘটনায় মুখ পুড়ল বিজেপিরই।

এদিকে,মুসলিমবিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দমনে বিক্ষোভকারীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছিল রেল প্রতিমন্ত্রী সন্ত্রাসী সুরেশ অঙ্গদি। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সে এমন নির্দেশ দেয়।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে ভারতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। পুলিশের বাধায় বিভিন্ন এলাকায় এ বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিয়েছে। প্রসঙ্গটি টেনে রেল প্রতিমন্ত্রী বলেছে, 'আমি জেলা প্রশাসন ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছি- কেউ রেলের সম্পত্তি নষ্ট করতে এলেই গুলি চালান। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেই আমি এই নির্দেশ দিয়েছি।'

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই সময় জানায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গুলি করার এই নির্দেশের পর সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকেরই প্রশ্ন, একজন রেল প্রতিমন্ত্রী কি এমন নির্দেশ দিতে পারে?

কিন্তু এই আটকের ঘটনায় জানা গেল কারা রেলের সম্পত্তি নষ্ট করে।

এমনিভাবে, মুসলিম-বিদ্বেষী সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বাতিলের প্রতিবাদে ভারতে বিক্ষোভরত আন্দোলনকারীদের ওপর দোষ চাপাতে হাসপাতালে তাণ্ডব চালিয়েছে দেশটির সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী। হাসপাতালে হামলা চালানোর একটি ভিডিও এরইমধ্যে স্যোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এর আগে আন্দোলনকারীদের ফাঁসাতে দিল্লিতে গাড়িতে পুলিশের আগুন দেয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল।

বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠা ভারতে গতকাল বৃহস্পতিবারের বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে কর্ণাটক ও উত্তরপ্রদেশে তিনজন নিহত ছাড়াও অনেকে আহত হয়েছেন। এছাড়া সহস্রাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে দেশটির 'সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যারা।

বিবিসির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিসহ উত্তর প্রদেশ কর্ণাটকের বেশ কিছু এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে বিক্ষোভ-সমাবেশ ও মানুষের জমায়েতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও বিক্ষোভ চলছে। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরু শহরে বিক্ষোভে পুলিশের গুলি চালালে দুজন এবং উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে একজনের মৃত্যু হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, ম্যাঙ্গালুরুতে চার পুলিশ সদস্য বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করলে সংঘর্ষ বেধে যায়। পরে পুলিশের গুলিতে আহতদের দুজন হাসপাতালে মারা যান। গতকাল ওই দুই শহরে অনেক বিক্ষোভকারীর সঙ্গে বেশ কিছু পুলিশ কর্মীও আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ভারতজুড়ে বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেন। সকাল থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত অনেক স্থানে বিক্ষোভ চলে। যদিও দেশটির মালাউন পুলিশ বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করে রেখেছিল, যাতে করে ৪ জন মানুষের বেশি একসঙ্গে জমায়েত নিষিদ্ধ তবে মানুষ সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পথে নামে।

কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে গত বুধবার ১৪৪ ধারা জারি করা হয় ছাড়াও সেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।

এদিকে সকাল থেকেই উত্তরপ্রদেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে। ভারতের সবচেয়ে বড় এই রাজ্যটির রাজধানী লক্ষ্ণৌতে গতকাল পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের গুলিতে একজন নিহত ছাড়াও আরও অনেকে আহত হন। তারপর শহর থেকে ১১২ জনকে আটক করা হয়।

ভারতে নাগরিকত্ব আইন সংসদে উত্থাপনের পর থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রথমে দেশটির উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলোতে বিক্ষোভ শুরু হয়। ক্রমেই গোটা দেশে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দেশটির আটটি রাজ্যের ১৩টি শহরের মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন।

ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত মুম্বাইয়ের মুসলিম সম্প্রদায় গত বুধবার এ যাবতকালের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ করেছে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে। সিএএ ও প্রস্তাবিত দেশব্যাপী এনআরসির প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে।

মুম্বাইয়ের মুসলিম প্রধান মুমব্রা এলাকায় এই বিক্ষোভ হয়। বোরকা পরিহিত শত শত মহিলা প্লাকার্ড ও ব্যানার হাতে বিক্ষোভে অংশ নেয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ হচ্ছে দেশের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভক্ত করতে এনআরসি ও সিএএ আইন করা হয়েছে।

এদিকে রাজধানী দিল্লিতে দেশের অন্যতম প্রধান বিদ্যাপিঠ জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। সেখানে রাজধানীর বহু বাসিন্দা, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের অংশ নিতে দেখা গেছে। এখানে রোববার পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে শতাধিক লোক আহত হয়।

নতুন নাগরিকত্ব আইনে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে মুসলিম বাদে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহজে ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব দেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে বলে মালাউন মোদি সরকারের অভিযোগ। যদিও তিনটি দেশই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

মুসলিম-বিদ্বেষী সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বাতিলের প্রতিবাদে ভারতে বিক্ষোভরত আন্দোলনকারীদের ওপর দোষ চাপাতে এবার হাসপাতালে তাণ্ডব চালিয়েছে দেশটির পুলিশ সন্ত্রাসী বাহিনী। হাসপাতালে হামলা চালানোর একটি ভিডিও এরইমধ্যে স্যোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এর আগে আন্দোলনকারীদের ফাঁসাতে গাড়িতে পুলিশের আগুন দেয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল।

শুক্রবার আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নাগরিকত্ব আইন বাতিলের প্রতিবাদ-বিক্ষোভে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তাল ছিল কর্নাটকের বেঙ্গালুরু।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন দুজন। পুলিশ এই গুলি চালনার কথা স্বীকার না করলেও বিক্ষোভকারীদের হঠাতে হাসপাতালের ভেতর পুলিশি তাণ্ডবের ভিডিও সামনে এসেছে। তার পরই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে ভারতীয় নাগরিকরা।

বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জড়ো হতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ। চলতে থাকে স্লোগান-মিছিল। বেলা গড়াতেই সেই বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা পর্যন্তও সেই উত্তাল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় পুলিশ গুলি চালায়।

তাতে আহত হন জালিল কুদ্রোলি (৪৯) ও নৌশিন বেঙ্গে (২৩)। গুলিতে আহত হওয়ার পর বিকাল ৫টা নাগাদ তাদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভকারীদের একটা অংশ জড়ো হয় হাসপাতালের সামনে। সেখানে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সে সময় বিক্ষোভকারীদের হঠাতে লাঠি চার্জ করে পুলিশ। তা থেকে বাঁচতে অনেক বিক্ষোভকারী ঢুকে পড়েন হাসপাতালে।

তাদের ছত্রভঙ্গ করতে হাসপাতালের পার্কিং এলাকা ও প্রবেশ পথের লবি— এই দুই জায়গায় পুলিশ দুটি টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

https://twitter.com/thejaram92/status/1207882056316772352

১৯শে ডিসেম্বর, ২০১৯

মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে বিক্ষোভের জেরে উত্তর-পূর্ব দিল্লির পর এবার কর্নাটক রাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্গালুরুসহ বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে বলে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও ঘোষণা দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) সকাল ৬টা থেকে ২১ ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত কারফিউ থাকবে বলে ঘোষণায় বলা হয়।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

মুসলিম বিরোধী কথিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দিল্লির লালকেল্লা এলাকাসহ বেশি কিছু এলাকা।

প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছে কর্নাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতেও। কারফিউ জারি করেও বিক্ষোভ ঠেকাতে পারেনি কর্নাটক হিন্দুত্ববাদী সরকার। সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আটক করা হয়েছে ভারতের একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদকেও।

১৪৪ ধারা চলছে দিল্লির বেশ কয়েকটি জায়গায়। তার মধ্যে লালকেল্লা চত্বরও রয়েছে। কিন্তু তা উপেক্ষা করেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জড়ো হতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। আগে থেকেই সেখানে প্রচুর সন্ত্রাসী পুলিশ মোতায়েন ছিল।

বিক্ষোভকারীরা লালকেল্লার সামনে জমায়েত হতেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। বেশ কয়েক জনকে আটক করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

দিল্লির মান্ডি হাউস চত্বরেও পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানে র‍্যাফ নামানো হয়। এখান থেকেও বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করে সন্ত্রাসী পুলিশ।

দিল্লিতে এ দিন ১৬টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই মেট্রো স্টেশনগুলোর মধ্যে রয়েছে, লাল কিলা, জামা মসজিদ, চাঁদনি চক, বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, জাসোলা বিহার, শাহিন বাগ এবং মুনিরকা।

জনগন বলছে 'দেশে স্বৈরতন্ত্র চলছে। যে কারণে শান্তিপূর্ণ মিছিলে বাধা দিয়ে আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কথিত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই হিন্দুত্ববাদ্যি সন্ত্রাসী পুলিশ এমন কাজ করছে।'

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে সম্প্রতি ভারতের পুশইন করা মোট ২৩৬ পাসপোর্টবিহীন বাংলা ভাষাভাষীকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। তারা জানিয়েছেন, পুশইন করার জন্য আরো বহু মানুষকে জড়ো করা হয়েছে। এদের বেশির ভাগই ভারতের কর্নাটক রাজ্যের ব্যাঙ্গালুরু শহরের বাসিন্দা। তারা জানান, তারা ব্যাঙ্গালুরু শহরে বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাদের ভাষ্যমতে, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী ভারত

সরকার মুসলমানদের বিতাড়নের ঘোষণা দেয়ার পর থেকে সরকারের লোকজন এসে আমাদের বলেছেন, 'তোমরা বাংলাদেশী মুসলমান। এ দেশে তোমাদের কাজ করতে দেয়া হবে না। তোমরা দেশে চলে যাও।' এছাড়া এনআরসি আতঙ্কে অনেকেই ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় আছেন। কারণ, কর্নাটকে এনআরসি চালুর সিদ্ধান্ত হওয়ার পর তাদের কোনো ধরনের দলিলপত্র না থাকায় সন্ত্রাসী প্রশাসনিক নির্যাতনের ভয়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেশ কয়েক দিন আগে ভারত সরকার ব্যাঙ্গালুরু শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে ৫৯ জনকে রেলে কলকাতায় নিয়ে আসে।

গত বেশ কয়েক দিনে প্রায় আড়াইশ মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা দৃশ্যমান করে তুলেছে 'এনআরসি'র প্রভাব।

কথিত রাজ্য সরকার জানিয়েছে এই 'এনআরসি' প্রক্রিয়াটা করা হয়েছে অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদেরকে চিহ্নিত করতে। তবে খোদ ভারতেই এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হচ্ছে। জনগন বলছে, এই 'এনআরসি'র আড়ালে ভারতের মুসলমানদের ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিলের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। ৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী অমিত শাহ বলেছে, এই 'এনআরসি'র অভিজ্ঞতা পুরো ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা হবে এবং সব অবৈধ অভিবাসীকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হবে। একই সাথে সে এও বলেছেন, কোন হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান অভিবাসীকে ভারত থেকে বের করে দেয়া হবে না। তদুপরি চলতি সংসদ অধিবেশনে নাগরিকত্ব সংশোধন বিল- ২০১৯ (CAB-19) আনা হবে যেন বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে চলে আসা হিন্দু, জৈন, খ্রিষ্টান, শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নাগরিকত্ব দেয়া যায়'। ইতোমধ্যে এই বিল ভারতের লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশের পর সে দেশের রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। যা নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে তীব্র বিক্ষোভ হচ্ছে। অনেক জায়গায় পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার, বিজেপি নেতৃবৃন্দ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে সব বক্তব্য জনসমক্ষে দিচ্ছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যেন 'এনআরসি' বা এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চালানোর মূল এবং একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়।

ভারতের সাম্প্রতিক বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করলে স্পষ্ট হয় ভারতে সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে। কাশ্মিরে নতুন করে অচলাবস্থার সৃষ্টি, আসামে 'এনআরসি' বাস্তবায়ন ও পুরো দেশে এই প্রক্রিয়া চালুর পরিকল্পনা, বাবরি মসজিদ নিয়ে হিন্দু বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে আদালতের রায় ইত্যাদি সবই অল্প সময়ের ব্যবধানে সামনে আসায় এ ধরনের বিশ্বাস মানুষের মনে খুবই দৃঢ় হয়ে গেছে।

সুত্রঃ নয়া দিগন্ত

ভারতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের জোর করে ‘জয় শ্রীরাম’ বলানো এবং আপত্তি তোলায় মারধর— ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলা এই অভিযোগের তালিকায় শেষ সংযোজন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম *আনন্দ বাজার* পত্রিকার বরাতে জানা যায়, গত রবিবার সকালে সাগরদিঘির জনসি এলাকায় মাদ্রাসা পড়ুয়া এক কিশোরকে ধরে জোর করে ‘জয় শ্রীরাম’ বলানো হয়। আপত্তি তোলায় রাজিবুল আলম নামে ওই পড়ুয়াকে বেধড়ক মারধরও করা হয়। তার পর মোটর সাইকেল নিয়ে উধাও হয়ে যায় দুই মালাউন যুবক।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বেশ কয়েকটি মোটরবাইকে ইসলামপুর থেকে তারকেশ্বর যাচ্ছিল জনা দশেক যুবক। ভোরের দিকে বেলপুকুর এলাকায় এসে পৌঁছয় তারা। সেই সময়ে জাতীয় সড়ক ধরে সাইকেলে মাদ্রাসা যাচ্ছিল রাজিবুল। ওই কিশোর বলছে, “ওরা আমার সামনে এসে ঘ্যাঁস করে ব্রেক কষে মোটরবাইক থামায়। তার পর বলতে থাকে, ‘বল জয় শ্রী রাম, জোরে জোরে বল!’ আমি জানতে চাই, জয় শ্রী রামের মানে কি? তখন আমাকে সাইকেল থেকে নামিয়ে পেটাতে থাকল ওরা।” আহত রাজিবুলকে ভর্তি করানো হয় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে।

খবর ছড়িয়ে পড়তেই বেলপুকুর এলাকায় রাস্তায় বসে পড়েন আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কের দু’ধারে থমকে যায় যান চলাচল।
এই সময়ে অবরোধের মুখে এসে দাঁড়ায় আরও দু’টি মোটরবাইকে জনা চারেক যুবক, তাদেরও গন্তব্য তারকেশ্বর। জনতা এ বার তাদের ধরে পেটাতে থাকে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই দুই যুবকও মারধরে অভিযুক্তদের সঙ্গী, মোটরবাইক খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলেই পিছিয়ে পড়েছিল তারা।

আহত মাদ্রাসা ছাত্রটির আত্মীয় আক্তারুল আলম বলছেন, “পাঁচটি মোটরবাইকে অন্তত দশ জন তারকেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। প্রথম দু’টি বাইকে যারা ছিল তারা রাজিবুলকে মারধর করে পালায়। বাকিরা পিছিয়ে পড়েছিল। একটু পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই জনতা তাদের ধরে ফেলে।”

সিরিয়ায় চলমান যুদ্ধে গত ১৫-১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সিরিয়ান মুক্তিকামী ও মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত ইদলিব সিটির পল্লী এলাকাগুলোতে সাধারণ ও নিরাপরাধ মুসলিমদের বাড়ি-ঘর লক্ষ্য করে ২৬৬ এরও অধিক বিমান হামলা চালিয়েছে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া (আসাদ সরকার) মুরতাদ বাহিনী এবং কুফ্ফার রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনী। এমনই তথ্য প্রকাশ করেছে "সিরিয়ার সিভিল ডিফেন্স"।

সংস্থাটির দেওয়া তথ্যমতে, বিমান হামলার পাশাপাশি কুফ্ফার জোট বাহিনীগুলো ১৫৫টি মিসাইল, রকেট ও ব্যারেল বোমা হামলাও চালিয়েছে।
কুফ্ফার জোটগুলোর এই হামলার শিকার হয় ইদলিব সিটির ৩০টি এলাকায় বসবাসরত সাধারণ নিরাপরাধ মুসলিমগণ।

যার ফলে ৩৭ জন নিহত হন, এদের মাঝে রয়েছে ১০ জন মহিলা, ১১ জন শিশু ও ১৬ জন পরুষ।

অন্যদিকে আহত হয়েছেন ৭৬ জন। যাদের মাঝে রয়েছেন ১৬ জন মহিলা,১৭ জন শিশু ও ৪৩ জন পরুষ।

এছাড়াও কুফ্ফার বাহিনীগুলোর এসকল হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় শিশুদের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, হাসপাতাল-ক্লিনিক ও ঘর-বাড়ি।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" এর মুজাহিদগণ গত ১৮ ডিসেম্বর কেনিয়ান ও বুরুন্ডিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর উপর পৃথক দুটি সফল ও বরকতমী অভিযান পরিচালনা বরেছেন।

এর মধ্যে কেনিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত শহর "ওয়াজির" এ কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি ইউনিটকে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর অনেক সেনা মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়। যুদ্ধকৌশল এর কারণে বন্দী সেনাদের সংখ্যা ও নাম প্রকাশ করেনি আল-কায়দা যোদ্ধারা।

এসময় মুজাহিদগণ বন্দী সেনাদের থেকে প্রচুর পরিমাণ হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্রসহ একটি সামরিকযান গনিমত লাভ করেন।

অন্যদিকে সোমালিয়ার "মাহদাই" শহরে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধেও অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদগণ।

যার ফল সরূপ ২ ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান সেনা নিহত এবং আরো ৩ ক্রুসেডার আহত হয়।

দেশে সরকারি, বেসরকরি, বিশেষয়াতি ও বিদেশী মিলে ৫৯টি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। এ ৫৯টি ব্যাংকের মধ্যে ৪০টিই খেলাপি ঋণের ঝুঁকিতে পড়ে গেছে। খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকগুলোর আয়ের ওপর ব্যাপক হারে প্রভাব পড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, খেলাপি ঋণ বেশি হলে ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো ঋণঝুঁকি বেড়ে যায়। খেলাপি ঋণ বেশি হলে, ব্যাংকগুলোর বর্ধিত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। আর বর্ধিত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে গিয়ে ব্যাংকগুলোর এক সাথে আয় কমে যায়। অপর দিকে আয় কুলাতে না পারলে প্রভিশন ঘাটতি দেখা দেয়। আর প্রভিশন ঘাটতির পাশাপাশি মূলধন ঘাটতি দেখা দেয়। আর মূলধন ঘাটতি হলে সামগ্রিক ঝুঁকির মুখে পড়ে যায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক। এ কারণে দেশের পেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অর্থাৎ ব্যাসেল ৩ অনুযায়ী কোনো ব্যাংকের খাতে খেলাপি ঋণ ৫ শতাংশের নিচে থাকলে এটাকে সহনীয় ধরা হয়। কিন্তু ৫ শতাংশের ওপরে হলেই সেটাকে অসহনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন অনুযায়ী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাংক সরবরাহকৃত খেলাপি ঋণের তথ্যের সাথে গরমিল দেখা দেয়। ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে খেলাপিঋণ কম দেখায়। সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে বছর শেষে ব্যাংকগুলোর আর্থিক মানদণ্ড নিরূপণ করা হয়। এটাকে ব্যাংকিং ভাষায় ক্যামেলস রেটিং বলা হয়।

খেলাপি ঋণের সর্বশেষ প্রতিবেদন করা হয় গত সেপ্টেম্বর-ভিত্তিক তথ্য নিয়ে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের ৫৯টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে খেলাপি ঋণের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে ৪০টি ব্যাংক। এর মধ্যে সরকারি ও বিশেষায়িত ৯ ব্যাংকের মধ্যে ৯টিই খেলাপি ঋণের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে। অপর দিকে ৪১টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ২৯টিই খেলাপি ঋণের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। আর বিদেশী ৯টি ব্যাংকের মধ্যে দু'টি ঋণ ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ ৫

শতাংশের উপরে রয়েছে। ঝুঁকির মুখে পড়া ২৯টি বেসরকারি ব্যাংকের কোনো কোনোটির খেলাপি ঋণ ৪০ থেকে ৮৫ শতাংশ রয়েছে।

সুত্রঃ নয়া দিগন্ত

উপমহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ হিমালয়ের পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। যার ফলে সারা দেশে শৈত্যপ্রবাহে বয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে বেলা বাড়লেও সেভাবে সূর্যের আলো দেখা যায়নি।

এ জন্য কর্মমুখী রাজধানীবাসীকে পড়তে হচ্ছে ভোগান্তিতে। বাতাসের কারণে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। তীব্র শীতে রীতিমতো কাঁপছে রাজধানীবাসী।

গরম কাপড় পরেও নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না শীতকে।

অফিসগামী মানুষ, শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছেন শৈত্যপ্রবাহের কারণে। শৈত্যপ্রবাহের কারণে ধূলাবালির মাত্রা বেড়ে গেছে। হঠাৎ ঠাণ্ডাজনিত রোগের মাত্রা বেড়ে গেছে। সর্দি-কাশি-জ্বর শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে।

রাজধানীতে ছিন্নমূল মানুষেরাও পড়েছেন বিপাকে।

আবহাওয়াবিদ আরিফ হোসেন গণমাধ্যমকে জানান, আগামী ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজধানীর তাপমাত্রা কমবে। ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসবে ব্যারোমিটারের পারদ। দিনের তাপমাত্রা এখন ২০ ডিগ্রি সেলিসিয়াসে আছে। এটা আরো নিচে নেমে এলে রাত ও দিনের তাপমাত্রার পার্থক্য আরও কমে যাবে। ফলে ঠাণ্ডার অনুভূতি আরও বাড়বে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেলে আহত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছাত্রের ডান হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছে। আইনজীবী ফওয়াজ শাহিন এ কথা জানিয়েছেন।

ওই আইনজীবী আরো জানিয়েছেন, বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছেন। কিন্তু ধরপাকড়ের ভয়ে পরিচয় জানাতে চান না তারা।

গত রবিবার বিক্ষোভের সময় যে ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আটজন শিক্ষার্থী ছিলেন। তাদের ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোতোয়ালির সামনে বিক্ষোভ দেখান ৫ হাজার মানুষ।

সোমবার সকাল থেকেই হোস্টেল খালি করতে শুরু করেছিলেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, আবাসিক ১১ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে সাড়ে নয় হাজার শিক্ষার্থী হোস্টেল ছেড়ে চলে গেছেন।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

জামালপুরে দৈনিক বাংলাবাজার ও পল্লীকণ্ঠ প্রতিদিনের সাংবাদিক শেলু আকন্দের উপর বর্বরোচিত হামলা করে দেশীয় অস্ত্রসহ লোহার পাইপ দিয়ে পিটিয়ে দুই পা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা পৌর কাউন্সিলর রুনু খান ও তার ছেলে ছাত্রলীগ নেতা সন্ত্রাসী রকিব খানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা।

বিডি জার্নাল সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাত ১১টায় শহরের দেওয়ানপাড়া এলাকায় পুরাতন এসডিওর বাড়ির পিছনে শহর বাইপাস রোডে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত শেলু আকন্দকে স্বজন ও সাংবাদিকরা উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আহত শেলু আকন্দ বলেন, আমি ডায়াবেটিসের রোগী। প্রতিদিন সকাল ও রাতে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে শহর বাইপাস রোডে হাটাহাটি করি। বুধবার রাতে হেঁটে যাওয়ার সময় পৌর কাউন্সিলর রুনু খানের ছেলে জেলা ছাত্রলীগ নেতা রাকিব খান, তুষার খান, স্বজন খান ও তুহিন খানসহ ১০/১২ জন আমার উপর হামলা চালায়। তারা লোহার জিআই পাইপ দিয়ে আমার দুই পায়ে এলোপাথাড়ি পেটাতে থাকে। পেটানোর সময় তারা বলে মামলার সাক্ষী হইছস না, সাক্ষী দিবি, তর সাক্ষীর হওয়ার স্বাদ মিটাইতাছি। লোহার পাইপ দিয়ে পেটাতে পেটাতে আমার দুই পা গুড়িয়ে দিয়েছে।

এর ৬ মাস আগে পেশাগত দায়িত্বপালনকালে দৈনিক কালের কণ্ঠের সাংবাদিক মোস্তফা মনজুর উপর হামলা করে বেধড়ক মারধর করেছিল কাউন্সিলর রুনু খান ও তার ছেলে রাকিব খানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় জামালপুর থানায় মামলা দায়ের হয়েছিল। ওই মামলার ২নং সাক্ষী ছিল সাংবাদিক শেলু আকন্দ। সাংবাদিকের উপর হামলার মামলায় সাক্ষী হওয়ায় সাংবাদিক শেলু আকন্দ হামলার শিকার হয়েছেন।

মুসলিম বিদ্বেষী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে বিক্ষোভের জেরে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এছাড়া ওই এলাকাতে যে কোনো বড় জমায়েতেও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সন্ত্রাসী অমিত শাহ প্রশাসন।

গত মঙ্গলবার বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সিলামপুর এলাকায় দিল্লি পুলিশের খণ্ডযুদ্ধের পরই এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

এনডিটিভি জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে সিলামপুর এলাকায় দিল্লির কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে জড়ো হন। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ছাত্র নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদ জানান তারা।

পরে বি উসকানিতে পুলিশ জনতার দিকে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে। তারপরই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। উত্তেজিত জনতা একটি স্কুল বাসে ভাঙচুর চালায় । আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় একটি পুলিশ পিকেটে।

আনন্দবাজার পত্রিকার পত্রিকার খবরে বলা হয়, জামিয়ার ঘটনার জেরে সোমবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিলের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু শিক্ষার্থী এ পরীক্ষা বয়কট করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসে আর্টস ফ্যাকাল্টির বাইরে বিক্ষোভে দেখান তারা।

ভারত একটা চলমান অর্থনৈতিক মন্দার সাথে লড়ছে। সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি'র সাবেক প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রামানিয়ান একটি গবেষণা পত্রে এটাকে 'মহা মন্দা' আখ্যা দিয়েছে।

নরেন্দ্র মোদির প্রথম মেয়াদে ২০১৪ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের পর এখন সে এখন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলে শিক্ষকতা করছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্টে উপস্থাপিত একটি খসড়া ওয়ার্কিং পেপারে সুব্রামানিয়ান বলেছে, "স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এটা কোন সাধারণ মন্দা নয়। এটা ভারতের মহা মন্দা, যেখানে অর্থনীতি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে"।

সে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ডের ভারত অফিসের সাবেক প্রধান জন ফেলম্যানের সাথে যৌথভাবে এই নিবন্ধটি লিখেছে।

সুব্রামানিয়ান বলেছেন, ভারতের অর্থনীতি এখন জোড়া ব্যালান্স শিট সঙ্কটের দ্বিতীয় অভিঘাত প্রত্যক্ষ করছে, এর পেছনে রয়েছে তার ভাষায় 'মহা মন্দা'। এই সঙ্কটকে সে বলেছে প্রাইভেট কর্পোরেশানগুলোর ঋণ জমে জমে সেটা ব্যাংকগুলোর অলস সম্পদে পরিণত হয়েছে।

সুব্রামানিয়ানের মতে, সঙ্কটের প্রথম ধাক্কাটা ঘটেছে ২০০৪-১১ সময়কালে যখন স্টিল, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতের কোম্পানিগুলোকে ব্যাংক ঋণ দেয়া হয়েছে, যেটার ফল ভালো হয়নি। দ্বিতীয় সঙ্কটটা হলো রুপির নোট বিলুপ্তি-পরবর্তী পরিস্থিতি যেখানে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক কোম্পানিগুলো জড়িত বা ছায়া ব্যাংক ও রিয়েল স্টেট ফার্মগুলো জড়িত।

উচ্চমূল্যের নোটগুলো নিষিদ্ধ করার পর, একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা হয়েছে, যারা এর বড় একটা অংশ ছায়া ব্যাংকগুলোকে ধার দিয়েছে। তারা এই অর্থগুলো রিয়েল স্টেট খাতে প্রবাহিত করেছে।

২০১৭-১৮ নাগাদ রিয়েল স্টেট খাতে যে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় – যার পরিমাণ প্রায় ৫০০০ বিলিয়ন রুপি, তার মোটামুটি অর্ধেকই আসে এই ছায়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে।

সুব্রামানিয়ান বলেন, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে দেশের বৃহত্তম ছায়া ব্যাংক, আইএলঅ্যান্ডএফএস-এর পতনের ঘটনাটি ছিল একটা 'বড় ঘটনা' যেটা বাজারকে জেগে

উঠতে এবং তাদের পুরো এনবিএফসি'র (ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক কোম্পানি) পুনর্মূল্যায়ন করতে বাধ্য করে।

বাজার যেটা আবিষ্কার করেছে, সেটা ব্যাপক হতাশার। এনবিএফসি সাম্প্রতিককালে যে সব ঋণ দিয়েছে, তার একটা বড় অংশ গেছে বিশেষ করে রিয়েল স্টেট খাতে, যে খাতটি নিজেই একটা বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে আছে। ২০১৯ সালের জুন নাগাদ ভারতের শীর্ষ শহরগুলোতে অবিক্রিত বাড়ি ও ফ্ল্যাটের সংখ্যা ছিল এক মিলিয়নের উপরে, যার মূল্য প্রায় ৮ ট্রিলিয়ন রুপি (১১৩ বিলিয়ন ডলার), যেটা প্রায় চার বছরের বিক্রির সমপরিমাণ।

সুব্রামানিয়ান আর ফেলম্যান বলেছে ভারতে এখন আগে থেকে বয়ে আনা ব্যালান্স শিট সমস্যার সাথে নতুন সমস্যা যুক্ত হয়েছে। এই দুটো বিষয়ই অর্থনীতিকে একটি নিম্নমুখী পথে ঠেলে দিয়েছে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভারতে পাচারের অভিযোগে বেনাপোল ইমিগ্রেশনের সাবেক কনস্টেবল দেব প্রসাদ সাহাকে ঢাকা থেকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে উত্তরা আর্মডস ব্যাটালিয়ন অফিস থেকে আটক করা হয়। পরে তাকে যশোর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়। এ মামলায় দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। বিচারক সাইফুদ্দিন হুসাইন আগামী ১৯ ডিসেম্বর রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করে আসামিকে জেলহাজতে প্রেরণের আদেশ দিয়েছে।

আটক মালাউন দেব প্রসাদ সাহা খুলনার তেরখাদা উপজেলা শহরের মালাউন সুরেন্দ্রনাথ সাহার ছেলে। গ্রেফতার আসামি দেব প্রসাদ সাহা বর্তমানে ঢাকার উত্তরা ১ নম্বর আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল। ২০১৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ১৭ আগস্ট পর্যন্ত বেনাপোল ইমিগ্রেশনে কর্মরত ছিল। তার বিপি নম্বর ৭৫৯৮০৫১১৯৮ ও কনস্টেবল নম্বর ৭০৩। সেখানে কর্মরত থাকা অবস্থায় ভারতের অনেকের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। যে কারণে সে যখন তখন নোম্যান্সল্যান্ড অতিক্রম করে ভারতে যাওয়া-আসা করত।

ইমিগ্রেশনে দায়িত্ব পালনকালে সেনাবাহিনীর অফিস সহকারী আবু হানজালা রানা ও সৈনিক শাহনেওয়াজ শাহিনের সাথে তার পরিচয় ও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা দুইজন বেনাপোলে মাঝে মধ্যে এসে ভারতের এস চক্রবর্তী ও পিন্টু নামে দুইজনের কাছে বাংলাদেশের গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করত। ২০১৮ সালের শেষের দিকে দেব প্রসাদ সাহা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত একটি পেনড্রাইভ নোম্যান্সল্যান্ড পার হয়ে ভারতে পাচার করে। পনের দিন পর আবু হানজালা রানার কাছ থেকে এনে আবারো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত পেনড্রাইভ ভারতের এস চক্রবর্তী ও পিন্টুর কাছে হস্তান্তর করে দেব প্রসাদ সাহা । গত ২৫ অক্টোবর ঢাকার কমলাপুরের একটি হোটেল থেকে একটি গোয়েন্দা সংস্থা ও র‍্যাবের হাতে সন্ত্রাসী শাহানেওয়াজ শাহিন আটক হয়। এ সময় তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি পেনড্রাইভ উদ্ধার হয় এবং ভারতে তথ্য পাচারের বেশ কিছু তথ্য দেয়।

তদন্তে তাদের মোবাইল ফোনের কললিস্ট ও ভারতের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আরেফের সাথে কথোপকথনের ভিডিও সিডির মাধ্যমে ভারতে বাংলাদেশের তথ্য পাচারের বিষয়টি উঠে আসে। ফলে সেনা সদস্য শাহনেওয়াজ ও অফিস সহকারী আবু হানজালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে ভারতে পাচারের বিষয়টিও হিন্দু মালাউন দেব প্রসাদ স্বীকার করেছে মর্মে তারা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত বলে প্রতিয়মান হয়।

১৮ই ডিসেম্বর, ২০১৯

নাগরিকত্ব বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার আশঙ্কায় বন্ধ ঘোষণা করছে ভারতের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়। সন্ত্রাসী মোদি প্রশাসনের চাপেই এ বন্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে বলে জানা যায়। সে ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ দারুল উলুম দেওবন্দকেও গত মঙ্গলবার বন্ধ ঘোষণা

করতে বলে প্রশাসন। দারুল উলুম দেওবন্দ সরকারের নির্দেশ প্রত্যাখান করায় আজ বুধবার দ্বিতীয় দিনের মত দেওবন্দে গিয়েছে সন্ত্রাসী মোদি প্রশাসনের গুণ্ডারা।

জারবে দেওবন্দ সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) ভারতের ঐতিহ্যবাহি দীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দেও নাগরিত্ব বিলের বিরুদ্ধে শুরু হয় বিক্ষোভ। দফায় দফায় পুলিশের সাথে ছাত্রদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে শিক্ষকদের আহ্বানে বিক্ষোভ থেকে ফিরে যায় দারুল উলুমের ছাত্ররা।

এদিকে সোমবার থেকেই দারুল উলুমের শিক্ষার্থীদের এ বিক্ষোভে থেকে দূরে রাখতে মাদরাসায় পুলিশ টহল চালায়। আন্দোলন বন্ধ রাখার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাহরানপুর জেলার ইন্টারনেট সুবিধা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার বিজেপি সরকারের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা দেওবন্দের শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে এবং আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নামে দারুল উলুমসহ দেশের সব মাদরাসায় ১৫ দিনের ছুটির আবেদন করেছে। তবে সরকারের এ আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেছে দেওবন্দ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। তাৎক্ষনিকভাবে মাদরাসা না ছাড়তেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের।

আজ বুধবার দ্বিতীয় দিনের মত সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকারের প্রশাসনিক গুণ্ডারা দেওবন্দের শিক্ষকদের সঙ্গে চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈঠক করে। কিন্তু দেওবন্দ মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করতে কোনোভাবেই রাজি নন বলে জানিয়ে দিয়েছে সরকারকে।

মাদরাসার শূরা সদস্যদের বৈঠকে কেউই মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করার পক্ষে মত না দেয়ায় প্রশাসনের নির্দেশ প্রত্যাখান করেছে দেওবন্দ।

উল্লেখ্য, ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং লাখনৌয়ের দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ চলমান রয়েছে এখনও।

এ ঘটনায় সারা দেশের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব দেখা যায় দেশটির ঐতিহ্যবাহি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দেও।

সিরিয়ার মঙ্গলবার দিনভর ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী রাশিয়া ও বাসার আল আসাদ বাহিনী। দেশটির উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ইদলিব প্রদেশে এই সিরিজ বিমান হামলা চালানো হয়। এতে শিশুসহ অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছেন।

ওই হামলায় আহত হয়েছেন আরো বহু লোক। হতাহতদের বেশিরভাগই বেসামরিক মুসলমান।

হোয়াইট হেলমেট নামের সিরিয়ার এক স্বেচ্ছাসেবী দলের বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।

ওই স্বেচ্ছাসেবী দলটি জানিয়েছে, ইদলিব প্রদেশের মারেট আল-নুমান জেলার একাধিক শহর ও গ্রামে সিরিজ বিমান হামলা চালিয়েছে সিরিয়ার সরকারি সন্ত্রাসী বাহিনী এবং তাদের মিত্র সন্ত্রাসী রুশ বিমান বাহিনী। এসব হামলার মুখে ওই জেলার বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে তুরস্কের সীমান্তবর্তী শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন।

এদিকে, সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র আহমেদ শেইখো বলেন, হামলায় তাল মান্নিস শহরে নয়জন, বিদামায় ছয়জন, মাসারানে পাঁচজন এবং আল-কানায়াস ও মার শামশাহ এলাকায় নিহত হয়েছেন একজন করে মোট দুজন।

হামলায় আহত হয়েছেন আরো কয়েক ডজন মানুষ। বেশ কিছু স্থাপনাও ধ্বংস হয়েছে। সেসব ধ্বংসাবশেষে মঙ্গলবার রাতেও চলছিল উদ্ধার কার্যক্রম।

বিমান হামলার বেশ কিছু ভিডিও সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ভিডিওতে উদ্ধারকর্মীদের মাসারান শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে আগুনে পোড়া লাশ টেনে বের করতে দেখা গেছে।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

ভারতীয় সিরিয়াল 'ক্রাইম পেট্রল'-এ খুনের কৌশল দেখে প্রভাবিত হয়ে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আরাফাতকে তার কয়েকজন বন্ধু মিলে হত্যার চেষ্টা করেছে। পরে আরাফাতকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত রবিবার পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলা এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ইয়াসির আরাফাত নামের শিশুটির এক জোড়া রোলার স্কেটস ছিল।

তার এক বন্ধু সেটি কিনতে চায়, কিন্তু টাকা পরে দেবে বলে জানায়। আরাফাত রাজি হয়ে বন্ধুকে স্কেটস জোড়া দিয়ে দেয়। বন্ধু যখন টাকা দিতে পারছিল না, তখন আরাফাত টাকার বদলে বন্ধুর কবুতর জোড়া চায়।

বন্ধু কবুতরও দেয় না, উল্টো দুই বন্ধুর সঙ্গে পরিকল্পনা করে ভারতীয় সিরিজ 'ক্রাইম পেট্রলের কাহিনির' মতো করে আরাফাতকে খুনের পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনামাফিক তারা আরাফাতকে একটি আখখেতে নিয়ে বেদম মারধর করে। শেষ পর্যন্ত আরাফাতকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় জনগন।

আরাফাত এই বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা দিয়েছে। তিন বন্ধুর মধ্যে দুজন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, আরেকজন সপ্তম শ্রেণির।

তাদের সবার বাড়ি ঈশ্বরদী উপজেলায়।

বিডি প্রতিদিন থেকে যানা যায় সূত্র, রবিবার তিন বন্ধু আরাফাতকে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এরপর তারা আখখেতে গিয়ে একসঙ্গে আখ খায়। একপর্যায়ে এক বন্ধু আরাফাতকে বলে, আখের গোড়ার দিকে যে নতুন কুশি বের হয়েছে সেগুলো ভেঙে নিয়ে বাড়িতে লাগালে আখ গাছ হবে। বন্ধুদের কথামতো এই কাজ করার সময় পেছন থেকে একজন আরাফাতের মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে। মারধরের একপর্যায়ে আরাফাত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফেরার পথে রডটি একটি পুকুরে ফেলে দেয় তারা। মঙ্গলবার রাতে আরাফাতকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকায় রওনা হয়েছে তার পরিবার।

পরবর্তীতে তারা স্বীকার করেছে, কীভাবে তারা ক্রাইম পেট্রল দেখার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরাফাতকে হত্যার চেষ্টা করেছে। তারা আগে থেকেই ঘটনাস্থলে ব্যাগে করে লোহার রড রেখে এসেছিল।

ঢাকার ধামরাইয়ে একটি রাস্তায় পাকাকরণের কাজে বালির পরিবর্তে মাটি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে এলাকাবাসীর প্রতিবাদের মুখে কাজটি বন্ধ রাখা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ধামরাই কার্যালয় থেকে জানা গেছে, উপজেলার আমতা ইউনিয়নের আমতা গ্রামের 'রফিকের দোকান হতে শহিদুল্লাহ জজবাড়ি পর্যন্ত' ২২০০ মিটার (২.২ কিলোমিটার) রাস্তা পাকাকরণের কাজ চলছে। এ কাজটি করছে 'ফাস্টবিল কনসালটেন্সি অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন' নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কাজটি শুরু করা হয় গত কয়েক মাস আগে। এ কাজের শুরুতেই অনিয়ম ও নিম্নমানের উপকরণ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাস্তার মাটি ও দুই পাশ কর্তন করে বেড তৈরি করা হয়েছে। এ বেডে রুলিং করার পর রাস্তায় বালি দেওয়ার কথা। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠান রাস্তায় বালির পরিবর্তে মাটি ফেলেছে। এতে এলাকাবাসী বাধা দিয়ে কাজটি বন্ধ করে দিয়েছে।

কাজটি দেখাভালৈর দায়িত্বে আছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ধামরাই কার্যালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী আবদুর রাজ্জাক। সে বলেছে, বালির পরিবর্তে মাটি দেওয়া হয়েছে ঠিকই তবে তা সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। উপজেলা প্রকৌশলী আজিজুল হক বলেছে, বালির পরিবর্তে মাটি দেওয়া হয়েছে; আমিও শুনেছি।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

ভারতের কথিত নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) নিয়ে আক্রমণাত্মক হলেও চাপের মুখে জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন (এনআরসি) নিয়ে আপাতত ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করেছে কেন্দ্রের শাসক দল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিজেপি। নাগরিকত্ব আইন ঘিরে দেশের নানা প্রান্তে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে মানুষ। নাগরিকত্বের এই নতুন আইন ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ জনগন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলছে, এরপরও এই আইন নিয়ে আপসে রাজি নয় সন্ত্রাস বিজেপি।

উল্টো নাগরিকত্ব আইনকে পুঁজি করেই ভোটবাক্সে ফায়দা তুলতে চায় সন্ত্রাসী মোদি-শাহ জুটি।

এই পরিস্থিতিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের গুরুত্ব বোঝাতে মাঠে নেমেছে মোদি-শাহরা।

ঝাড়খণ্ডের প্রচারে একাধিকবার সিএএ নিয়ে মুখ খুলেছে বিজেপি সভাপতি সন্ত্রাসী অমিত শাহ।

কিন্তু, এনআরসি নিয়ে আপাতত বিশেষ মুখ খুলছে না কোনও বিজেপি নেতৃত্বই। সিএএ ও এনআরসিকে পৃথক দু'টি বিষয় হিসেবেই এখন তুলে ধরছে কেন্দ্রের কথিত শাসক দলটি। দেশজুড়ে প্রবল বিতর্ক প্রশমন করতে আপাতত এই কৌশলই অবলম্বন করছে তারা।

এনআরসি কবে হবে? জবাবে গত নভেম্বরেও এই প্রশ্নে সুর চড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিল, সিএএ সম্পন্ন হলেই দেশে এনআরসি কার্যকর হবে।মুসলমানদের এই দেশ থেকে তাড়ানো হবেই। লোকসভাতেও তা জানিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী অমিত শাহ। ২০২৪ সালের মধ্যে গোটা দেশে এনআরসি হবে। তবে, সময় এগোতেই এনআরসি নিয়ে কড়া সুর কমেছে। গিরিডি, দেওঘর, মহাগামা, পাকুরের জনসভায় নাগরিকত্ব আইন নিয়ে সরব হলেও অমিত শাহ এনআরসি নিয়ে টু-শব্দটি করেনি। উল্টো মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় ভোট টানতে ফের রামের দ্বারস্থ হয়েছে সে। গত সোমবারই তার ঘোষণা ছিল 'আগামী ৪ মাসের মধ্যেই অয়োধ্যায় সুবিশাল রাম মন্দির গড়ে উঠবে। '

নাগরিক পঞ্জীকরণ নিয়ে কেন এমন কৌশল বিজেপির?
কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসা সেদেশের ছয় ধর্মের সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তাদের এই দাবি মেনে নিয়েছে বেশিরভাগ এনডিএ শরিক। জেডিউই থেকে অকালি দল নিজেদের রাজ্যে তা প্রয়োগ করবে বলেও জানিয়েছে।

দলের কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডা সব দলের সাংসদের চিঠি লিখে এলাকার শরণার্থীদের নাম তালিকাভুক্ত করতে অনুরোধ করেছে। এদেরই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। কৌশলে এই চিঠিতেও এনআরসি প্রসঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

আল-কায়েদা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি পৃথক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে রাজদানী মোগাদিশুর "আলীশাহ" ও "দার্কিনালী" এলাকায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় ২ এরও অধিক সোমালিয় মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

এমনিভাবে রাজধানীর "জারসাবালী" এলাকায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে অন্য একটি হামলা পরিচালনা করেন। এতে কতক মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক কেনিয়ান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" এর মুজাহিদিন গত ১৭ ডিসেম্বর কেনিয়ায় একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন।

কেনিয়ার উত্তর-পূর্বে জারিসা শহর থেকে ৫৩ কিলোমিটার দূরের "হারবোল" গ্রামে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল আক্রমণে কেনিয়ার ৯ সরকারি কর্মচারী নিহত হয়।

ফিলিস্তিনের জেরুজালেম শহরে ১৮ ডিসেম্বর খুব ভোরে মুসলিমদের বাড়ি-ঘরে হানা দেয় দেখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইলী সন্ত্রাসী বাহিনী। এসময় ইহুদী সন্ত্রাসীরা ১২ জন ফিলিস্তিনীকে তাদের ঘর হতে তুলে নিয়ে যায় এবং তাদের ঘরে ব্যাপক ভাংচুর চালায় সন্ত্রাসী ইহুদী সৈন্যরা।

পবিত্র নগরী জেরুজালেমকে ক্রুসেডার ট্রাম্প ইহুদিবাদী ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণার পর হতে গত নবেম্বর মাস পর্যন্ত ১০৭০ জন শিশু-কিশোরকে গ্রেফতার করেছে অভিশপ্ত ইহুদিবাদী ইসরাইলি সন্ত্রাসী বাহিনী। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৭৪ জন শিশুও রয়েছে, যাদের বয়স ১২ বৎসরেরও কম।

বিতর্কিত নাগরিকত্ব বিল বাতিলে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্দোলনে নেমেছে। আন্দোলনে নেমেছে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর স্মৃতিবিজড়িত দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামাও।

তবে গত সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের মত বিক্ষোভে নামলে নদওয়ার দুই শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে হাসানগঞ্জ থানায় চারটি মামলা দায়ের

করা হয়েছে। পরে ভারতীয় মালাউন প্রশাসনের চাপে আগামী ২০২০ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ারা।

খবরে আরও বলা হয়, দিল্লির জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছে। আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে ৫৫০ জনের মতো গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এছাড়া লাখনৌ অঞ্চলের দীনি এ বিদ্যাপীঠে বিক্ষোভের জেরে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির দল মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় সন্ত্রাসী পুলিশ প্রশাসন। খবর আউটলুক ইন্ডিয়ার।

ভারতের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রধান মাওলানা আরশাদ মাদানী ছাত্রদের গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে এক বিবৃতি দেন, সেখানে তিনি ছাত্রদের উপর পুলিশি বর্বরোচিত হামলার নিন্দা জানান।

তিনি বলেন, পুলিশরা নিজেই গাড়িতে আগুণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের নাম দিয়ে তাদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা জমিয়তে হিন্দের পক্ষ থেকে ধিক্কার জানাই। অবিলম্বে এ হামলার পিছনে কাদের হাত ছিলো তদন্ত কমিটি গঠন করে হলেও এর সুষ্ঠু সমাধান চাই আমরা।

অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে মাওলানা আরশাদ মাদান বলেন, গত কয়েকদিন ধরেই শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খলভাবে আন্দোলন করে আসছিলো, কারণ আন্দোলনের অধিকার প্রত্যেকটা নাগরিকেরই আছে, তখন কোনো শিক্ষার্থী পুলিশের উপর হামলা বা কোনো ধরণের দুর্ঘটনা ঘটল না, কিন্ত গতকাল কেনো তারা আইন ভঙ্গ করে গাড়িতে আগুন দিতে যাবে? অথবা পুলিশের উপর হামলা করতে যাবে?

উল্লেখ্য, গেলো বৃহস্পতিবার নতুন নাগরিকত্ব বিলে স্বাক্ষর করেন ভারতের মালাউন রাষ্ট্রপতি। একে সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীবিরোধী আখ্যা দিয়ে চলছে ভারতজুড়ে বিক্ষোভ। বিক্ষোভে উত্তাল ভারতের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়।

রোববার দিল্লির জামিয়া এবং উত্তর প্রদেশের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বিক্ষোভ হয়েছে হায়দারাবাদের মৌলানা আজাদ, যাদবপুরসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ব্যান্ড পার্টি দিয়ে নিজ অর্থায়নে নির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করল নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার সন্ত্রাসী দল আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. আতাউর রহমান ভূঁইয়া (মানিক)।

গত সোমবার 'তৌহিদা রহমান উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের' উদ্বোধন করেছে। এসময় উপস্থিত ছিল নোয়াখালী-১ আসনের সংসদ সদস্য এইচ এম ইব্রাহিম, সোনাইমুড়ী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খন্দকার রুহুল আমিন।

জানা যায়, সকালে বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে ব্যান্ড পার্টি আনা হয়। আর দুপুরে ব্যান্ড বাজিয়ে মসজিদ উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করা হয়।

মসজিদ উদ্বোধনে ব্যান্ড বাজানোর সমালোচনা করছেন সাধারণ এলাকাবাসীরা। মুসল্লিরা বলছেন, 'মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহর ঘর উদ্বোধনে ব্যান্ড পার্টি গর্হিত কাজ।'

মুসলিমবিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দমনে বিক্ষোভকারীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছে সন্ত্রাসী রেল প্রতিমন্ত্রী সুরেশ অঙ্গদি। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সে এমন নির্দেশ দেয়।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে ভারতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। পুলিশের বাধায় বিভিন্ন এলাকায় এ বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদে একাধিক ট্রেনে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা।

প্রসঙ্গটি টেনে রেল প্রতিমন্ত্রী বলেছে, 'আমি জেলা প্রশাসন ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছি- কেউ রেলের সম্পত্তি নষ্ট করতে এলেই গুলি চালান। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেই আমি এই নির্দেশ দিয়েছি।'

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই সময় জানায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গুলি করার এই নির্দেশের পর সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকেরই প্রশ্ন, একজন রেল প্রতিমন্ত্রী কি এমন নির্দেশ দিতে পারে?

উল্লেখ্য, সম্প্রতি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাস করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকার। এতে বলা হয়েছে- মুসলিম ছাড়া আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে ভারতে শরণার্থী হিসেবে হিন্দু, পার্সি, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হলে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

বিতর্কিত এই নাগরিকত্ব আইন বাতিলের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভারত

ভারতে মুসলিম-বিরোধী নাগরিকত্ব আইন পাশ হবার পর দেশজুড়ে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভ দমাতে পুলিশের গুলি ও হামলার ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং নদওয়াতুল ওলামা লখনৌর সকল কার্যক্রম বন্ধ করে ছাত্রদেরকে ছুটিতে পাঠাতে বাধ্য করেছে সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকার। কিন্তু তারপরও বিক্ষোভ দমছে না। এবার দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার আশপাশে ও দেওবন্দ এলাকায় মালাউন প্রশাসন শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে বলেছে অন্তত ১৫ দিনের জন্য যাতে মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। খবর জাগরণ হিন্দি’র।

জাগরণ হিন্দি জানায়, গত মঙ্গলবার দারুল উলুম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছে সাহারানপুর জেলা মালাউন প্রশাসন। বৈঠকে তারা দেওবন্দ কর্তৃপক্ষকে অন্তত ১৫ দিনের জন্য মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করার তাগিদ দেয়।

বৈঠকে মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবুল কাসিম নোমানী ও অন্যান্য শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।সরকারি মালাউন সন্ত্রাসীদের মধ্যে কমিশনার সঞ্জয় কুমার, ডিআইজি উপেন্দ্র আগরওয়াল, ডিএম অলোক পান্ডে এবং এসএসপি দীনেশ কুমার পি উপস্থিত ছিল।

জানা যায়, আলিগড়ের এএমইউ ও দিল্লির জামিয়া মিলিয়ায় শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি আক্রমণের পর থেকে সারাদেশের বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমে পড়ছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সাহারানপুর জেলা প্রশাসন আন্দোলন মাদরাসা থামানোর জন্য বন্ধ করার তাগিদ দিচ্ছে।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে আরও জানা যায়, বিভিন্ন জামিয়ার নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর পুলিশের হামলা ও নির্বিচারে তাদের আটক করার প্রতিবাদে গত সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) ভারতের ঐতিহ্যবাহি দীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দেও শুরু হয় বিক্ষোভ। দফায় দফায় পুলিশের সাথে ছাত্রদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে শিক্ষকদের আহ্বানে বিক্ষোভ থেকে ফিরে যায় দারুল উলুমের ছাত্ররা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে মোদি সরকারের উর্ধ্বতন সন্ত্রাসীরা ছুটে আসে দেওবন্দে। শিক্ষকদের সঙ্গে জরুরি এক বৈঠকে ছাত্রদের আন্দোলনে যোগ না দিতে ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার নামে ১৫ দিনের জন্য মাদরাসা বন্ধের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেনি।

তবে ছাত্রদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন দারুল উলুমের মুহাদ্দিস ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রধান মাওলানা আরশাদ মাদানী। আজ (১৭ ডিসেম্বর) দুপুর ৩টায় দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল হাদিসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক মজলিসে তিনি এ আহ্বান জানান।

শিক্ষার্থীদের মাওলানা আরশাদ মাদানী বলেন, তোমরা দারুল উলুম দেওবন্দে পড়াশোনা করতে এসেছো। এখানে প্রায় ৪০-৫০ হাজার ছাত্র পড়াশোনা করছে। দেওবন্দের আওতাধীন হাজারো মাদরাসা রয়েছে ভারতে। তোমাদের আন্দোলনের কারণে যেন দেওবন্দ মাদরাসা বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখবা। ’

তিনি বলেন‘ প্রিয় সন্তানেরা! সরকারের মুসলিমবিরোধী আইনের কারণে আমাদের অন্তরেও রক্ষক্ষরণ হচ্ছে। বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছি। তবুও সকালে তোমাদের দরস শেষ করে দিল্লিতে ছুটে যাচ্ছি আবার ফিরে এসে পরদিন তোমাদের ক্লাস করাচ্ছি ...কীসের জন্য? তোমাদের নিরপত্তার জন্য, দেশের মুসলিম নাগরিকদের জন্য। তোমাদের মুহতামিম সাহেব ও শিক্ষকরা সারাদিন ছুটোছুটি করছেন, কীসের জন্য...?’

১৭ই ডিসেম্বর, ২০১৯

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ১৭ ডিসেম্বর পোর্টল্যান্ড ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিসুর উত্তরে "বালাদ" শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ৩ সরকারি মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয় এবং মুরতাদ সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এমনিভাবে "বুসাসু" অঞ্চলে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে পোর্টল্যান্ড প্রশাসনের কমপক্ষে ২ মুরতাদ সেনা সদস্য আহত হয়।

চলমান রক্তক্ষয়ী সিরিয়ার যুদ্ধে মঙ্গলবার ১৭ ডিসেম্বর ইদলিব সিটির "মায়সারান" এলাকায় তীব্র বোমা হামলা চালিয়েছে কুফ্ফার রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনী ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনী। এতে ১৯ এরও অধিক নিরাপরাধ সাধারণ মুসলিম হাতাহতের শিকার হন।

একই দিনে ইদলিব সিটির আরো ৭টি এলাকায় হামলা চালিয়েছে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী, এর মধ্য "নুজুহ ও তালমানাস" এলাকায় কুফ্ফার বাহিনীর হামলায় শহিদ হয়েছেন ১৯ জন মুসলিম। আহতদের নির্দিষ্ট সংখ্যা এখনো জানা যায় নি।

অন্যদিকে গত ১৬ই ডিসেম্বর ইদলিব, হামা ও আলেপ্পোর ২৮ টি অঞ্চলে জালিম আসাদ ও রাশিয়ান কুফ্ফার জোটের চালানো সন্ত্রাসী হামলায় ৩ জন শিশু ও ২ জন নারী নিহত হয়েছেন। এবং ১৮ জন নিরাপরাধ মুসলিম আহত হয়েছেন।

সন্ত্রাসী রাশিয়া ও আসাদ বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর উক্ত অঞ্চলগুলোতে ৩৭ বার বিমান হামলা, ২৭ টি ব্যারেল বোমা ও ১৭৮ টি আর্টিলারী শেল ও মিসাইল নিক্ষেপ করেছে।

ভোর রাতে ট্যাক্সি আটকে দুই বাংলাদেশি নাগরিকের কাছ থেকে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে কলকাতা সন্ত্রাসী পুলিশের বিরুদ্ধে। গোলাম সাকলাইন এবং মোহাম্মদ মোশারফ নামে বাংলাদেশের ওই নাগরিকদের অভিযোগ ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার মৌলালির মোড়ে।

ট্রেন ধরার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে যাচ্ছিলেন তারা। সেই সময় এক সন্ত্রাসী পুলিশ সদস্য ট্যাক্সি আটকে ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে ওই টাকা কেড়ে নেয় বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

বিডি প্রতিদিনের সূত্রে জানা যায়, নভেম্বর মাসের ২১ তারিখে ঘটলেও ঘটনাটির কথা প্রকাশ্যে এসেছে সোমবার বিকালে।

ভুক্তভোগীরা জানান, চিকিৎসার জন্য তারা ভারতে এসেছিলেন। কোলন ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে মোশারফ গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে অস্ত্রোপচারের পর তিনি কলকাতায় আসেন গত ২০ নভেম্বর। পরের দিন অর্থাৎ ২১ তারিখ ভোর ৪টা ২০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে গেদে যাওয়ার ট্রেন ধরার কথা ছিল মোশারফের। তাই তিনি ওইদিন ভোর সাড়ে ৩টায় দিকে হোটেলের ঠিক করে দেয়া একটি ট্যাক্সিতে আত্মীয় গোলাম সাকলাইনকে সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদহের উদ্দেশে রওনা হন।

বাংলাদেশের গাইবান্দার বাসিন্দা মোশারফের (৪৮) অভিযোগ, ওইদিন ভোরে ট্যাক্সি মৌলালির মোড় থেকে শিয়ালদহের দিকে বাঁ দিকে ঘোরামাত্র এক সন্ত্রাসী পুলিশ সদস্য ট্যাক্সি দাঁড় করানোর নির্দেশ দেয়। ওই ব্যক্তির পিছনেই ছিল 'পুলিশ' লেখা ভ্যান। অভিযোগে জানানো হয়, ওই সন্ত্রাসী পুলিশ সদস্য ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে মোশারফ এবং সাকলাইনের কাছে তাদের পরিচয় জানতে চায়।

মোশারফ বলেন, পরিচয় দিতেই ওই পুলিশ সদস্য আমাদের কাছে পাসপোর্ট দেখতে চায়। পাসপোর্ট দেখিয়ে তাকে জানাই যে, আমি ক্যান্সার রোগী। চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলাম মুম্বাইয়ে।

রাজশাহীর বাসিন্দা সাকলাইন অভিযোগ করে বলেন, এর পরেই আমাদের ভয় দেখাতে শুরু করে ওই পুলিশ সদস্য আমরা কলকাতায় ছিলাম তা পুলিশকে জানাইনি কেন? মির্জা গালিব স্ট্রিটের যে হোটেলে আমরা উঠেছিলাম, সে কথাও বলি ওই পুলিশকর্মীকে।

ওই দুই বাংলাদেশি নাগরিকের অভিযোগ, এরপর ওই পুলিশ সদস্য জিজ্ঞাসা করে তাদের সঙ্গে কত টাকা আছে? গোলাম সাকলাইন বলেন, ২৭ হাজার বাংলাদেশি টাকা ছিল আমাদের সঙ্গে। ওই পুলিশকর্মী আমাদের কাছ থেকে ওই টাকা নিয়ে নেয়।

মোশারফের অভিযোগ, টাকা এবং পাসপোর্ট ফেরত চাইলে খাকি পোশাক পরা ওই পুলিশ সদস্য আমাদের ভয় দেখায় থানায় নিয়ে লক আপে আটকে রাখার।

সাকলাইন বলেন, ওই পুলিশ সদস্য মোশারফের পেটের নিচে অপারেশনের জায়গায় ব্যান্ডেজ টিপে টিপে দেখছিল। আমি প্রতিবাদ করায় পাল্টা আমাদের থানায় নিয়ে গিয়ে মাদকের মামলা দিয়ে গ্রেফতার করার ভয় দেখায়।

মোশারফ বলেন, আমি হাত জোড় করে ওই পুলিশ সদস্যকে টাকা ফেরত দিতে বলি। তাকে বলি, টাকা বেশি না থাকায় অস্ত্রোপচারের পরে কেমোথেরাপি করতে পারিনি। দেশে ফিরে টাকার জোগাড় করে ফের আসব। অভিযোগ, অনেক কাকুতি মিনতি করার পর ২৭ হাজার টাকার মধ্যে ৭ হাজার টাকা আর পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে ফের ওই পুলিশ সদস্য দুই বাংলাদেশিকে শাসায়, কাউকে কিছু জানালে ফল ভালো হবে না। বাকি ২০ হাজার টাকা ওই পুলিশ সদস্য রেখে দেয় বলে অভিযোগ।

সাকলাইন বলেন, আমরা সে দিন খুব ভয় পেয়েছিলাম। তাই সে দিনই গেদে সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরে যাই। রবিবার ফের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসি। এক বন্ধুকে গোটা ঘটনার কথা জানাই।

মোশারফ আজ, মঙ্গলবার বিকালেই কেমোথেরাপির জন্য মুম্বাইতে চলে যাবেন। তিনি বলেন, আমরা অসংখ্য বাংলাদেশি মানুষ চিকিৎসা এবং ব্যবসার প্রয়োজনে কলকাতায় আসি। কলকাতা পুলিশের ভরসাতেই রাস্তাঘাটে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু পরিবেশ তো খারাপ মনে হচ্ছে।

ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুরের পূর্বঘোষিত সংহতি সমাবেশে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। একইসঙ্গে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ভিপি নুরের হাতের আঙুল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদ।

ভারতে কথিত সংশোধিত নাগরিকত্ব বিলের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ ও আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশ ডাকে ভিপি নুর।

সমাবেশটি শুরুর আগ মুহূর্তে এতে অতর্কিত হামলা চালায় কথিত মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতৃত্বে থাকা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের প্রায় ১৫জন নেতাকর্মী বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে ভিপি

নুরুল হক, সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেনসহ আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়। মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের একাংশের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন হামলায় নেতৃত্ব দেয় অভিযোগ করা হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, ডাকসু ভিপি নুরুল হক ও তার সংগঠন বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিকেল চারটায় তাদের পূর্বঘোষিত সমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তবে তাদের আগেই সমাবেশ প্রতিহত করতে রাজু ভাস্কর্যে অবস্থান নেয় কথিত মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীরা। সমাবেশ করতে ভিপি নুরসহ অন্যান্যরা রাজু ভাস্কর্যে গেলে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসময় উভয়পক্ষই পাল্টাপাল্টি শ্লোগান দিতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে ভিপি নুরসহ অন্যদের উপর হামলা চালায় আমিনুল-বুলবুল ও তাদের অনুসারীরা।

তখন উভয়পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। হামলায় ডাকসু ভিপির নুরের হাতের আঙুল ভেঙে যায় এবং সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেন পায়ে আঘাত পায়। এছাড়াও আহত অবস্থায় আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সিফাত ও আরেকজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

হামলার পর মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করলে সমাবেশ চালিয়ে যান ভিপি নুরুল হক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদে'র যুগ্ম-আহবায়ক রাশেদ খান ও ফারুক হোসেনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) মো. আনসার আলী নামের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে এক সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে।

ভেটেরিনারি অনুষদের ৪র্থ বর্ষের ও ফজলুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আনসার আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগে জানান, 'রবিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বার মোড়ে কামালের দোকানে চা পান করার সময় আমার হলের সিনিয়র ফজলুল হক হল শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক মো শাহ আলম উপস্থিত হয়। তখন তাকে বসতে বললে সে অপমান বোধ করে এবং আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এরপর

বাকৃবি শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান বিপ্লব উপস্থিত হলে তার উসকানিতে শাহ আলম দোকানের লাকড়ি এনে আমার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে আমার ডান হাতের কাঁধের সংযোগস্থল আলাদা হয়ে যায় এবং মাথা ও কপালে প্রচণ্ড আঘাত পাই। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেছি।'

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

বিজয় দিবস উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে শেখ রাসেল স্টেডিয়ামে মাইকে দেরিতে নাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটলেও কেউ গুরুতরভাবে হতাহত হয়নি।

নয়া দিগন্তের বরাতে জানা যায়, বিজয় দিবস উপলক্ষে সোমবার সকালে শেখ রাসেল স্টেডিয়ামে কুচকাআওয়াজের আয়োজন করে সোনারগাঁও উপজেলা প্রশাসন। এই অনুষ্ঠান সকাল ৯টায় শুরু হয়। এসময় বিজয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে কুচকাআওয়াজে অংশগ্রহণকারীদের সালাম গ্রহণ করে নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য লিয়াকত হোসেন খোকা, সোনারগাঁও উপজেলা পরিষদের চেয়ারমান মো. মোশারফ হোসেন, সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রকিবুর রহমান খাঁন ও সোনারগাঁও থানার ওসি মনিরুজ্জামান।

এদিকে কুচকাআওয়াজ অনুষ্ঠানে সোনারগাঁও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান কালাম, মোগরাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আরিফ মাসুদ বাবু, সোনারগাঁও উপজেলা সাধারণ যুবলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম নান্নু, সাধারণ সম্পাদক আলী হায়দার নেতাকর্মীদের নিয়ে মাঠে প্রবেশ করে মঞ্চে বসে। এসময় মাইকে তাদের আগমনের বিষয়টি ঘোষণার জন্য সোনারগাঁ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ইয়াছিনুল হাবিবকে অনুরোধ করে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। নাম ঘোষণা করতে সঞ্চালক যুব উন্নয়র কর্মকর্তা ও ইয়াছিনুল হাবিব তাদের নাম বলতে গড়িমসি করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সোনারগাঁ উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান কালাম সঞ্চালককে নাম ঘোষণা না করার কারণ জানতে চায়। ওই সময়ে স্ট্যাজে বসে থাকা কেন্দ্রীয় জাতীয় পার্টির নেতা আজিজুল ইসলাম বাদল সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের কথার প্রতিবাদ করে।

এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে শুরু হয় বাগবিতন্ডা। এর জের ধরে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা। এসময় দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে কেউ কেউ সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে কেউ না প্রকাশ করতে রাজি হয়নি।

কথিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এখন সংঘর্ষ-বিক্ষোভে উত্তাল। সব যায়গায় আগুন-ভাঙচুর চালানো হচ্ছে। এরই মাঝে একটি বাসে পুলিশের আগুন দেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এর আগে বাসে আগুন দেওয়ার ছবি ও ভিডিওসহ একটি টুইটও করে পুলিশের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করে খোদ দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া। এরপরই দ্রুত ওই ভিডিও ভাইরাল হয়।

টুইটে মণীশ সিসৌদিয়া বলেছে, "দেখুন এই ছবিগুলো।
কারা বাস, গাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে। এই ছবিই প্রমাণ করে যে সন্ত্রাসী বিজেপি নোংরা রাজনীতি করছে। বিজেপি নেতারা কি এর উত্তর দেবে?"

উল্লেখ্য, কথিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে রবিবার সন্ধ্যায় উত্তাল হয়ে ওঠে দক্ষিণ দিল্লির নিউজ় ফ্রেন্ডস কলোনি এলাকা। সন্ত্রাসী পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। সেই সময়ই একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কিছু পুলিশ ভাঙচুর হওয়ার বাসের মধ্যে জারিকেন থেকে কিছু ঢালছে। তার পর থেকেই এই তত্ত্ব ঘোরাফেরা করতে শুরু করে যে, এই ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর কাজে পুলিশও জড়িত। পুলিশের বিরুদ্ধে সেই একই অভিযোগ তুলেছেন দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী।
ভিডিওটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

সম্প্রতি আল-কায়েদা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ-শাবাব আল-মুজাহিদিনের অফিসিয়াল মিডিয়া 'আল-কাতায়িব' এর পক্ষ থেকে "শরি'আর ফল-৪, প্রথম পর্ব-১৪৪০ হিজরির পশুর যাকাত বিতরণ " শিরোনামে প্রায় ৩২ মিনিটের এক অসাধারণ ভিডিও প্রকাশিত হয়েছিল।

এবার “শরি’আর ফল-৪, দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত অংশ প্রকাশিত পর্বে যাকাতের পশু বিতরণের দৃস্য সম্বলিত ৩০ মিনিটের আরো একটি ভিডিও প্রকাশ করলো হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের অফিসিয়াল 'আল-কাতায়িব’ মিডিয়া।

শরি’আর ফল-৪, প্রথম পর্বের ভিডিওতে দেখানো হয় হারাকাতুশ-শাবাব আল-মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে দিওয়ানুয-যাকাত বা যাকাত বিভাগের দায়িত্বে প্রচুর সংখ্যক উট দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের দৃশ্য। এবার ৩০ মিনিটের প্রকাশিত শরি’আর ফল-৪, দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওতে প্রচুর সংখ্যক গরু, ভেড়া ও মেষ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের দৃশ্য ধারণ করা হয়।

প্রথম পর্বের মতোই দ্বিতীয় পর্বেও ইসলামিক রাজ্যগুলোতে যাকাত লাভের জন্য প্রাপকদের প্রশংসাপত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত সোমবার আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক ২টি সফল অভিযান চালান তালেবান মুজাহিদগণ, যাতে ৮ মুরতাদ সেনা নিহত এবং ২ মুরতাদ সদস্য আহত হয়। ধ্বংস করা হয় মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক।

এমনিভাবে গত সোমবার কুন্দুজ প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের আরো দুটি পৃথক হামলায় ১৪ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়, এদিকে মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় নিহত হয় আরো ৬ আফগান মুরতাদ সেনা।

অপরদিকে বাগলান প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী হতে ১৩ সেনা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এমনিভাবে "তাগাব" জেলা হতেও আরো ৩ আফগান সেনা তালেবানদের সাথে এসে যুক্ত হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার আফগানিস্তানের বাদগিশ প্রদেশের "চোন্দ" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায মুজাহিদীন।

যার ফলে ১ আফগান কমান্ডার নিহত এবং ৪ সেনা গুরতর আহত হয়। বন্দী হয় আরো ২ সেনা সদস্য।

এমনিভাবে হেরাতের প্রদেশিক রাজধানীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে বোমা হামলা ও সফল অভিযান চালান তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে ৮ মুরতাদ সদস্য নিহত এবং ৫ মুরতাদ সদস্য আহত হয়। ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর একটি রেঞ্জার গাড়ি।

গত ১৩ ডিসেম্বর নাসিমুল্লাহ নামক একজন তালেবান মুজাহিদকে শহিদ করে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা। এরপর হতেই উক্ত মুজাহিদের পবিত্র রক্তের বদলা নিতে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর উপর একাধিক হামলা চালাতে শুরু করেন তেহরিকে তালেবান (TTP) এর স্পেশাল ফোর্সের জানবায মুজাহিদগণ।

এসকল অভিযানের মধ্যে ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলাতেই তেহরিকে তালেবান এর জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহনীর একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় ২ পাকিস্তানী মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (TTP) এর নাসিমুল্লাহ নামক একজন জানবায মুজাহিদকে চতুর্দিক থেকে ট্যাঙ্ক ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা ঘিরে ফেলে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা।

তখন উক্ত মুজাহিদ ভাই একাই আত্মরক্ষামূলক অভিযান চালাতে থাকেন, দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ের পর এই জানবায মুজাহিদ শাহাদাতের কুলে ঢলে পড়েন ।

তবে শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মুরতাদ বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়ে ৬ এরও অধিক পাকিস্তানে মুরতাদ সদস্যকে হত্যা ও গুরতর আহত করতে সক্ষম হন।

বাবরি মসজিদ মামলার রায় ঘোষণা করেছে ভারতের মালাউন সুপ্রিম কোর্ট। সেই রায়ে বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির তৈরির নির্দেশ যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমনি মসজিদের জন্য

বিকল্প পাঁচ একর জমি দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। আইনিভাবে বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণের রায়ের পর আরএসএস যে সেই ইস্যুকেই মানুষের মনে গেঁথে রাখতে চাইছে, তার আরেকবার প্রমাণ হলো কর্নাটকে।

সেখানকার এক আরএসএস পরিচালিত স্কুলে ছোট ছোট ছাত্রদের বাবরি মসজিদের প্রতীকী বানিয়ে তা ভাঙার শিক্ষা দেওয়া হলো। পুরো ঘটনায় তোলপাড় পড়ে গেছে ভারতজুড়ে।

গত রবিবার কর্নাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার শ্রী রাম বিদ্যাকেন্দ্র হাইস্কুলে একাদশ আর দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের জন্য ওই বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে দেখা যায়, বাবরি মসজিদের একটি প্রতীকী তৈরি করা হয়েছে। বেশ কিছু শিক্ষার্থী ওই প্রতীকীকে ঘিরে রেখেছে। চারিদিকে গেরুয়া পতাকা উড়ছে। কিছুক্ষণ পরেই প্রতীকী ঘিরে রাখা ছাত্ররা ভেঙে ফেলছে সেটি।

পুরো ঘটনার একটি ভিডিও সামনে আসতেই তোলপাড় পড়ে গেছে চারিদিকে। অনেকেরই প্রশ্ন, বাবরি মসজিদ ভাঙা যে অপরাধ হয়েছিল, তা জানিয়ে দিয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। সেই অপরাধই প্রকারান্তরে শেখানো হচ্ছে ছোট-ছোট শিক্ষার্থীদের।

অনেকেই বলছেন, এই সংস্কৃতিতেই বিশ্বাস করে সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস। সমালোচনা শুরু হওয়ার পরও অবশ্য ছাত্রদের পাশেই দাঁড়িয়েছে আরএসএস সন্ত্রাসী তথা ওই স্কুলের প্রেসিডেন্ট প্রভাকর ভাট। সে বলেছে, আমি আমার ছাত্রদের জন্য গর্বিত।

https://twitter.com/dramadhikari/status/1206474263319859200

গত ৭০ বছরের মধ্যে এখন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সবচেয়ে সংকটে রয়েছে। দেশটির অন্যতম থিঙ্ক ট্যাংক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়ার (এনআইটিআই) উপপ্রধান রাজীব কুমার বলছে, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা নজিরবিহীন।

বার্তা সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজীব কুমার বলেছে, গত ৭০ বছরে আর্থিক খাতের এমন অবস্থায় যায়নি। এমন অর্থনীতির ভরাডুবিতেই মাত্র চার মাসে গগণচুম্বী রাম মন্দির তৈরির ঘোষণা দিয়েছে সন্ত্রাসী অমিত শাহ।

ভারতীয় গণমাধ্যমে জানা যায়, ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনী প্রচারে এসে একথাই বলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসী অমিত শাহ। ঝাড়খণ্ডের পাকুরে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সে বলেছে, 'রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এবার চারমাসের মধ্যে, অযোধ্যায় গগনচুম্বী রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবে।' গত ৯ নভেম্বর অযোধ্যার জমি বিতর্ক মামলায় রাম মন্দিরের নির্মাণের জন্য ২.৭৭ একর জমি তুলে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি অযোধ্যাতেই কোনও একটি এলাকায় মুসলিম পক্ষের জন্য ৫ একর জমি বরাদ্দের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। মন্দির নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে তিন মাসের মধ্যে একটি ট্রাস্ট তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সম্প্রতি অযোধ্যা মামলায় শীর্ষ আদালত যে রায় দিয়েছে, সেই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আদালতে বেশ কয়েকটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন মুসলিম পক্ষের আইনজীবীরা। কিন্তু মালাউন আদালত সেই সমস্ত আবেদন খারিজ করে দেয়। জানিয়ে দেয়, পিটিশনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ভারতের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। রোববার দিল্লির জামিয়া এবং উত্তর প্রদেশের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বিক্ষোভ হয়েছে হায়দারাবাদের মৌলানা আজাদ, যাদবপুরসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে আসামসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গ কয়েক দিন ধরেই অগ্নিগর্ভ। গত রোববার বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে খোদ রাজধানী দিল্লিতে। গত রোববার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভে নামেন দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

এ ঘটনার পর দিল্লি পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হয়। জামিয়ার ক্যাম্পাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া হয়। এ সময় অনেক শিক্ষার্থী পুলিশের লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসে আহত হন।

পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে আহত হয় অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আটক করা হয় শতাধিক শিক্ষার্থীকে।

ছাত্ররা বলেন, পুলিশ আমাদেরকে হাত উঁচু করে হাঁটার জন্য বলেছে। আমরা তাই করছি। লাইব্রেরিতে যতো শিক্ষার্থী ছিল সবাইকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জামিয়ার সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভে নামেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, মৌলনা আজাদ উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাথীরা। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় তাদেরও।

পরিস্থিতি সামাল দিতে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট সেবা।

গত সোমবার ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির অনলাইনে ভারতের উত্তর প্রদেশের এ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের খবর প্রকাশিত হয়েছে।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির পরে এবার ছাত্রবিক্ষোভ দেখা দিল সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর স্মৃতিবিজড়িত দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায়।

গত রবিবার রাত থেকেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে সেখানকার শিক্ষার্থীরা। রাতে পুলিশ কোনওরকমে বিক্ষোভ সামাল দেয়। সোমবার সকাল থেকে ফের শুরু হয় বিক্ষোভ।

দিল্লির জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে শুনে রবিবার রাতে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলেমা কলেজের একদল ছাত্র কলেজের বাইরে বেরিয়ে এসে স্লোগান দিতে থাকে। দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায় উত্তরপ্রদেশ মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশ।

কলেজ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে ছাত্রদের ফের কলেজে ঢুকে যেতে বলা হয়। সকালে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্র বিক্ষোভে যোগ দেয়। মালাউন পুলিশ তখন বাইরে থেকে কলেজের গেট বন্ধ করে দেয়।

গেলো বৃহস্পতিবার নতুন নাগরিকত্ব বিলে স্বাক্ষর করেছে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী রাষ্ট্রপতি। একে সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীবিরোধী আখ্যা দিয়ে চলছে ভারতজুড়ে বিক্ষোভ। বিক্ষোভে উত্তাল ভারতের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়।

গত রোববার দিল্লির জামিয়া এবং উত্তর প্রদেশের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বিক্ষোভ হয়েছে হায়দারাবাদের মৌলানা আজাদ, যাদবপুরসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

চতুর্দিক থেকে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যাকাণ্ডের ঘটনার মতো আমাদের উপর হামলা চালানো হয়েছে।' বলছিলেন জামিয়া মিলিয়ার এক শিক্ষার্থী।

গত রবিবার রাতে জামিয়া মিলিয়ার ক্যাম্পাসে ঢুকে শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির অনেকের উপর মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশি হামলার বিষয়ে এ অভিযোগ করেন মিলিয়ার সে শিক্ষার্থী।

ভারতে বিতর্কিত সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ নাগরিকত্ব বিলের প্রতিবাদে প্রথম দিন থেকেই বিক্ষোভ করে আসছে মিলিয়ার শিক্ষার্থীরা। পুলিশের সাথে রাস্তায় তাদের দফায় দফায় সংঘর্ষও হয়েছে। তবে গত রবিবার সন্ধায় সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর ব্যাপক দমন পীড়ন চালায় দিল্লির পুলিশ। চতুর্দিক থেকে বের হওয়ার সকল পথ বন্ধ করে। এ ঘটনাকে মিলিয়ার সে শিক্ষার্থী ছাড়া আরও বহু মানুষই অভিযোগ করেছেন যে দিল্লির পুলিশ কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগেরই পুনঃপ্রদর্শন করেছে।

পুলিশি হামলার বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে আছে। প্রকাশিত এসব ছবি ও ভিডিও দেখে হামলার ভয়াবহতা কিছুটা আঁচ করা যায়।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের উপর মসজিদে, ক্যাম্পাসে, রাস্তায় হামলা চালিয়েছে পুলিশ। অনেক ছবিতে নামাযরত শিক্ষার্থীদের উপরও

হামলা হতে দেখা যায়। নারী শিক্ষার্থীদেরও বিশেষ টার্গেট হতে দেখা যায় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত অনেক ছবিতে।

পুলিশি হামলায় মিলিয়াতে ব্যাপক হতাহতের শিকার হয় শিক্ষার্থীরা। দু'জন মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

তবে মিলিয়ায় হামলার প্রতিবাদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতে। ভারতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল বিক্ষোভ হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রনেতারা এ হামলার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। গতকাল ভারতজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন হতেও দেখা গেছে।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার দক্ষিণ-উত্তরাঞ্চলীয় "জিযু" প্রদেশ হতে গত ১৬ ডিসেম্বর দেশটির সামরিক বাহিনীর ২১ সদস্য নিজেদেরকে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের নিকট সমর্পণ করে দেয়। আল-কায়েদা সোমালিয়ান ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা "আশ-শাহাদাহ" তাদের ওয়েব সাইটে উক্ত সংবাদটি নিশ্চিত করে।

আশ-শাহাদাহ সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে, জিযু প্রদেশ হতে ২১ সোমালিয়ান সেনা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আল-কায়েদা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন এর নিকট আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা নিজেদের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে মুজাহিদীনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

গত ১৬ ডিসেম্বর সোমালিয়ার হাইরান প্রদেশে একটি অ্যামেরিকান যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করেছে আল-কায়েদা যোদ্ধারা।

আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা "আশ-শাহাদাহ" এর বরাতে জানা যায় যে, গত ১৬ ডিসেম্বর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ক্রুসেডার ও দখলদার অ্যামেরিকান সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি যুদ্ধ বিমান মধ্য সোমালিয়ার জিবুতিয়ান মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত হাইরান প্রদেশের "বুলুবার্দি" শহরে অবতরণ করে।

ততক্ষণাৎ জিবুতিয়ান মুরতাদ বাহিনীর একটি ইউনিট ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু কুফফার জিবুতিয়ান বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছার পূর্বেই আল-কায়েদা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদীন ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর উক্ত বিমানটি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেন, আলহামদুলিল্লাহ।

১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৯

আল-ইমারার প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, গত রবিবার রাতে আফগানিস্তানের ঘৌর প্রদেশের দৌলতিয়া জেলার দুটি গ্রামে বোমা হামলা চালায় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা।

যার ফলে আল্লাহর ঘর ২টি মসজিদ ও নিরাপরাধ আফগানীদের ৩৫টি বসতবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় শিশু ও নারীসহ ৮ এরও অধিক নিরাপরাধ আফগান মুসলীম শাহাদাত বরণ করেন।

ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রজিউন।

গত শনিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় আফগানিস্তানের ঘৌর প্রদেশের লাগবাগ জেলায় তালেবান মুজাহিদদের একটি ঘাঁটিতে ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা হামলা চালানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি বিশাল সামরিক বহর।

কিন্তু মুরতাদ বাহিনী তালেবান মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের কবলে পড়লে এই লড়াই রাত ২টা পর্যন্ত চলতে থাকে।

দীর্ঘ এই সময়ের লড়াইয়ে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ২০ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়, যার মাঝে ১০ সেনার লাশ তখনও সেখানে পড়েছিল, এবং ১০ মুরতাদ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়।

বিপরীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ২ জন আল্লাহ ভীরু জানবায তালেকান মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন (তাকব্বালাহুমুল্লাহ)।

একই স্থানে দ্বিতীয় দিন তালেবান মুজাহিদদের হামলায় আরো ২ আফগান মুরতাদ সেনা আহত ও ২টি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়।

সম্প্রতি ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নামে একটি আইন লোকসভায় পাশ হওয়ার পর থেকে ভারতজুড়ে বিক্ষোভ-আন্দোলন চলছে। এ আইনে বলা হয়েছে, ভারতের প্রতিবেশি দেশ-বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যেসব শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেবে তারা যদি হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হয় তবে তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তবে মুসলিম শরণার্থীদের সে 'সুযোগ' দেওয়া হবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার ভারতের এই আইনটিকে সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যপূর্ণ আইন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে। ভারতের ভেতরে কট্টর হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক ক্ষমতাসীন দল বিজেপি ছাড়া কংগ্রেসসহ অন্য সব দল এ আইনের বিরুদ্ধে কথা বলছে। কোনো কোনো দল আন্দোলনেরও ঘোষণা দিয়েছে। তারা বলছে, আইনটি শুধু মুসলিমবিরোধী বা সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের দোষেই দুষ্ট নয়, এটি ভারতের সংবিধানেরও পরিপন্থি। সংক্ষেপে এই আইনটিকে বলা হচ্ছে ক্যাব।

অনেকেই মনে করছে, বিতর্কিত নাগরিকত্ব বিলটি আনা হয়েছে সম্প্রতি আসামসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চালু করা এনআরসি বা নাগরিকপুঞ্জি নামক নতুন একটি পদক্ষেপের সম্পূরক হিসেবে। কারণ ওই আইনে যেসব হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে-এই ক্যাব-এর জোরে তারা ভারতের নাগরিক হয়ে যেতে পারবে। পক্ষান্তরে এনআরসিতে যেসব মুসলমানকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে, তারা আর কোনোভাবেই ভারতে অবস্থানের বৈধ অধিকার পাবে না। চলতি ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে শত শত ভারতীয় মুসলিম নর নারীকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টার খবর গণমাধ্যমে এসেছে।

অপরদিকে এই বিলটি পাশ করানোর সময় ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসী অমিত শাহ তার বক্তব্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ করে তাদের (হিন্দুদের) ভারতে আশ্রয় নেওয়ার 'যৌক্তিকতা' তুলে ধরেছে। এই বক্তব্য ও এই সাম্প্রদায়িক নাগরিকত্বের আইনটি নিয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এ আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ অপরাপর মুসলিম দেশগুলোতে বসবাসরত হিন্দুদের নাগরিকত্বের একটি পা ভারত নিজের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এ সব দেশের হিন্দুদের জন্য দ্বৈত নাগরিকত্ব এবং ভারতের প্রতি হিন্দুদের নির্ভরতা ও আনুগত্যের নতুন একটি পোস্ট বসানো হয়েছে। এতে করে গোটা উপমহাদেশেই একটি ধর্মকেন্দ্রিক অস্থিরতা ও বিদ্বেষ তৈরির পথ খুলে দেওয়া হয়েছে।

এ আইনের ফলে লাখো লাখো শুধু নয়, কয়েক কোটি ভারতীয় মুসলিম নাগরিককে এনআরসির মাধ্যমে প্রথমে নাগরিকত্ব বঞ্চিত করতে পারলে পরের ধাপে আশপাশের মুসলিম দেশগুলোতে তাদের ঠেলে দেওয়ার নষ্ট খেলায় নামতে পারে ভারত। সে আলামত ও আশংকা ভারতজুড়েই এখন চলমান। এ জন্য আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তুমুল বিক্ষোভ চলছে। দিল্লিতেও এ বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিবেশি দেশগুলোর মধ্যে ভারতের এই আইনের কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একবার প্রতিবাদী একটি বক্তব্য দিলেও আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হচ্ছে, এটি ভারতের অভ্যন্তরীন বিষয়। বাংলাদেশ হিন্দুঘেষা সরকার চায় না ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের কোনো টানাপোড়েন সৃষ্টি হোক।

কোন দিকে যাচ্ছে ভারত? ভারতের মুসলমানদের জীবনের সামনে কী আছে? এ আইনের ফলে বাংলাদেশে কী কী সংকট তৈরি হতে পারে-এসব প্রশ্ন নিয়ে গভীর উদ্বেগে আছে দেশের প্রায় সব চিন্তা ও পক্ষের নাগরিকরা। দেশে সরকারের মন্ত্রীরা 'স্বস্তি মেশানো' কথা যাই বলুক, ভেতরের কথা হলো, সরকারের ভেতরেও ভারতের এ জাতীয় সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ নিয়ে নানামাত্রিক ভাবনা-চিন্তা চলছে। সম্প্রতি দু'জন মন্ত্রীর ভারত সফর স্থগিত করা আবার সে সফর হবে বলে ঘোষণার মধ্যে অনেকেই সেই ভাবনা-চিন্তার আলামত খুঁজে পাচ্ছেন। বাস্তবে ভারতের এ জাতীয় সাম্প্রদায়িক আইনি পদক্ষেপের অপ-ফসল থেকে বাংলাদেশ যে কোনো ভাবেই মুক্ত থাকবে না- এটা বুঝতে কারোরই বেগ পেতে হচ্ছে না।

সূত্র: ইসলাম টাইমস/ শরীফ মুহাম্মদ

সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে পাশ হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক ও বৈষম্যমূলক উল্লেখ করে এর নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী।

গত (১৫ ডিসেম্বর) রোববারে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি ভারতে সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নগ্নভাবে একের পর এক মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে সে দেশের মুসলমানদের জান-মাল'সহ সার্বিক নিরাপত্তাকে চরম হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং বাংলাদেশের উপর বহুবিদ হুমকি তৈরি করেছে।

তিনি বলেন, বিজেপি সরকারের প্রথম মেয়াদে গো-রক্ষার নাম করে মুসলমানদের উপর সহিংস আক্রমণ চালিয়ে সারা ভারতের মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা চরম হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ভারতের ঐতিহাসিক স্থানসমূহের মুসলিম নাম বদলিয়ে দিয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও চাকুরিতে মুসলমানদের জন্য বহুবিধ বাধা তৈরি করেছে। ঘর ওয়াফেসির নামে মুসলমানদের উপর হিন্দুত্বকরণের প্রকল্প চালিয়েছে।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর কোন রাখঢাক ছাড়াই মুসলমানদের তালাক আইন রদ করে আক্রমণের সূচনা করেছে। ইতিমধ্যেই এনআরসির নামে আসামের লাখ লাখ মুসলমানের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার তোড়জোড় চালাচ্ছে। ভারতীয় সংবিধান থেকে ৩৭০ ও ৩৫/এ ধারা বিলোপ করে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য জম্মু ও কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নবিদ্ধ রায়ে অযোধ্যার ৫০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণের আগ্রাসী ভূমিকা পাল করছে। ভারত থেকে মুসলমানদেরকে উচ্ছেদ করার এনআরসি প্রকল্পকে সহজতর করতে এবার মুসলিমবিরোধী নাগরিকত্ব আইন পাশ করেছে।

আজ ১৬ ডিসেম্বর আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের পাশতুন জারগুণ জেলার "মারওয়া" বাজার সংলগ্ন এলাকায় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী ও আফগান মুরতাদ বাহিনী ভারী যুদ্ধাস্ত্র ও ট্যাংক নিয়ে বেসামরিক মানুষের বাড়িতে অনুসন্ধানের নামে ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্যে পৌঁছায়।

ক্রুসেডার মার্কিন ও আফগান মুরতাদ সদস্যরা যখনই অনুসন্ধানের জন্য মানুষের বাড়ি বাড়ি প্রবেশ করতে শুরু করছিল, তখনই ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদীন ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর ট্যাঙ্কগুলো লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন।

এই অভিযানের ফলস্বরূপ ২ মার্কিন ক্রুসেডার সন্ত্রাসী নিহত এবং আরো এক ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়। পরে ক্রুসেডার ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত উক্ত এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

এসময় পালায়নের পূর্বে কুফ্ফার বাহিনীর সদস্যরা তীব্র বোমা হামলা চালায়, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার করুণায় কোন মুজাহিদ ও এলাকাবাসী হতাহতের শিকার হননি।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদের এই মুহূর্তে উত্তাল ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। এরই মধ্যে দেশটির মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

দেশটির সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দিল্লিতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালীন পরিস্থিতি যাতে আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সেই জন্যে কিছু বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে পুলিশই, এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে আসছে।

বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে পুলিশ, এমন দাবির পক্ষে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি বাসে কেরোসিনের জার থেকে তেল ছিটিয়ে দিচ্ছে দেশটির পুলিশ সন্ত্রাসীরাই।

রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ দেশটির রাজধানী দিল্লি বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। দক্ষিণ দিল্লির নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি অঞ্চলে নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতাকারী সহিংস বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধলে এলাকাটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

এরই মাঝে পুলিশের বাসে আগুন দেয়ার ভিডিও দেশটির সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, একজন পুলিশ সন্ত্রাসী নিজেই একটি ফাঁকা বাসে কেরোসিনের জার থেকে কোনও তরল ছুঁড়ছে।

ভিডিওতে আরো দেখা যায়, বেশ কয়েকটি বাস ও দু'চাকার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার বিষয়ে দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াসহ অনেকেই অভিযোগ করছে, পুলিশেরই কিছু সন্ত্রাসী এই ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।

দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এক টুইট বার্তায় লিখেছে, এই ছবিটি দেখুন ... দেখুন কে বা কারা বাসে এবং গাড়িতে আগুন দিচ্ছে ... এই ছবিটি সন্ত্রাসী দল বিজেপির করুণ রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ ... বিজেপি সন্ত্রাসীরা এর প্রতিক্রিয়ায় কী বলবে?

https://twitter.com/NBTDilli/status/1206179343543627777

#Breaking: जामिया इलाके में हिंसक हुआ विरोध, बसों में आग लगाई गई। पुलिस के साथ भिड़ंत, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/ewDJoLc9DZ

— NBT Dilli (@NBTDilli) December 15, 2019

বাবরি মসজিদে প্রথম আঘাতকারী বলবীর সিং এখন মাওলানা আমের। তিনি বলেছেন, ভারতীয় শাসকরা মানসিক রোগী, তাদের পাগলখানায় নেয়া দরকার। *খবর ডেইলি জং-এর।*

মাওলানা মুহাম্মদ আমের বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদীসহ দেশের বর্তমান শাসকরা মানসিক রোগী, তাদের পাগলখানায় রাখা দরকার।

একসময় ভারতের কট্টর সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আরএসএসের প্রাক্তন কর্মী, বাবরি মসজিদে হামলার পর মুসলমান হয়েছিলেন মাওলানা আমের। জিও নিউজের অনুষ্ঠান ‘জারগা’য় আয়োজক সালিম সাফির সঙ্গে কথা বলার সময় এসব কথা বলেন তিনি।

জারগায় সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় প্রাক্তন এ আরএসএস কর্মী বলেন, সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদীর পূর্বপুরুষরা তাদের জন্মভূমির সময়কালে ইংরেজিকে সমর্থন করেছিল এবং ভারতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আর সন্ত্রাসী আরএসএসও জনগণ ও দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে আসছিলো। তারা রানী ভিক্টোরিয়ার অনুগত ছিল। আজ তারাই দেশের হর্তাকর্তা।

মাওলানা মোহাম্মদ আমির আরও বলেন, ভারতে বর্তমানে যারা শাসক তারা সবাইকে মনোচিকিৎসক দেখানো উচিৎ। কারণ তারা সবাই মানসিক রোগী। তারা দেশে কী ধরণের আইন করছে নিজেরাও বুঝছে না। তাদের আসলেই ডাক্তার দেখানো দরকার।

গত রবিবার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে হওয়া মিছিল নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থী ও অ্যাক্টিভিস্টরা সারারাত বিক্ষোভ করেছে।

দিল্লির একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রবেশ করে শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের মারধর করার প্রতিবাদে মূলত এই বিক্ষোভ হচ্ছে ।

দিল্লির শিক্ষার্থীদের সমর্থনে ভারতের আরো কয়েকটি জায়গায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে হওয়া বিক্ষোভের সময় রবিবার ভারতের রাজধানী দিল্লির বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে বিক্ষোভকারীদের।

পার্শ্ববর্তী তিনটি মুসলিম প্রধান দেশের অমুসলিম অভিবাসীরা ধর্মীয় সহিংসতার শিকার হলে তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দেয়ার বিষয়টি রয়েছে নতুন এই আইনে। আইনটি পাস হওয়ার পর থেকে উত্তর ও পূর্ব ভারতের অনেক এলাকায় বিক্ষোভ করছে মানুষ। গত পাঁচ দিনের অস্থিরতায় সেসব জায়গায় মারা গেছে ছয় জন।

নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের জের ধরে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের গৌহাটিসহ ১০টি সংবেদনশীল এলাকায় কারফিউ জারি রয়েছে।

আসামে মানুষ যেন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারে সেজন্য কারফিউ শিথিল করা হয় শনিবার। সেখানে সোমবার পর্যন্ত মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালাউন সরকার সরকার।

গত দুই দিনে বিক্ষোভকারী এবং সন্ত্রাসী বাহিনীর সংঘর্ষে আসামে এ পর্যন্ত ২৭ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ১৩ জন গৌহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

দিল্লিতে কী হয়েছে?

স্বনামধন্য জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয় তাদের।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের মারধর করে।

আন্দোলন থামাতে মালাউন হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন দক্ষিণ দিল্লির ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশের স্কুলগুলো সোমবার বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেয়।

কেন বিতর্কিত এই আইন?

বিতর্কিত নতুন আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যেসব অমুসলিম অভিবাসী অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে, তারা সেখানকার নাগরিক হওয়ার সুযোগ পাবে। মূলত মুসলিমদের কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যেই এই আইন। এছাড়া ভারতের কুফরী সংবিধানে উদ্ধৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকেও খর্ব করে এই আইন।

এ সপ্তাহের শুরুতে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা নতুন আইনের বিষয়ে তাদের উদ্বেগ তুলে ধরে এবং আইনটিকে বৈষম্যমূলক বলে সমালোচনা করে।

অসমীয়া সংগঠনগুলো বলছে, এই আইন বাস্তবায়নের ফলে বহিরাগতরা তাদের জমি ও চাকরির দখল নিয়ে নেবে এবং তাদের সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করবে।

পাশাপাশি নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে কথিত অবৈধ বাংলাদেশিদের আসামের নাগরিকত্ব পাওয়ার বিরোধিতা করছেন তারা।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বাংলাভাষী মুসলমানরা যে প্রতিবাদ করছে সেখানেও ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেয়ার বিরোধিতা রয়েছে।

তবে তাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক রয়েছে যে, তাদের একটা অংশকে এই আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রহীন করে দেয়া হতে পারে।

তারা বলছেন যে, এনআরসির মাধ্যমে যে ১৯ লাখ নাম বাদ দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে অমুসলিমরা হয়তো এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাবেন তবে মুসলমানরা কিন্তু বাদই রয়ে যাবেন। তাদেরই হয়তো রাষ্ট্রহীন করে দেয়া হতে পারে বলেও আশঙ্কা তাদের।

সূত্র: বিবিসি

বিতর্কিত মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল জামিয়া মিলিয়া এবং আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের উপর ভয়াবহ দমন চালিয়েছে স্থানীয় পুলিশ।

জামিয়া মিলিয়ার শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমাতে সোমবার মিলিয়াসহ এর আশপাশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি ঘোষণা করেছে হিন্দুত্ববাদী মালাউন প্রশাসন।

গত রবিবার রাতে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান চালায় দিল্লি সন্ত্রাসী পুলিশ। বিনা অনুমতিতে গায়ের জোরে পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক মারধর করেছে বলে অভিযোগ করেছেন চিফ প্রক্টর ওয়াসিম আহমেদ খান। এমনকি জোর করে ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের বের করে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

বার্তা সংস্থা(Documenting Oppression Against Muslims) ডোমের টুইটার সূত্রে জানা গেছে, ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীরা জামিয়া মিলিয়া ভার্সিটির মসজিদেও হামলা চালিয়েছে।

গত জুমআর পর বিশাল বিক্ষোভ করেছিল দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, জামিয়া মিলিয়াও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও। ছাত্রদের আন্দোলন দমাতে মালাউন সন্ত্রাসীরা আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নেট পরিসেবা বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করছেন ছাত্র নেতারা। কিন্তু মালাউন সন্ত্রাসীরা নেট সেবা বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি সরাসরি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালিয়েছে।

ভারতের প্রভাবশালী গণমাধ্যম এনডিটিভির লাইভ প্রোগ্রামে এসব খবর প্রকাশ করেছে। লাইভে দেখা যায়, পুলিশ হামলা চালিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বানচাল করে দেয়। এবং দুই প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করতেও দেখা যায়।

এমনিভাবে, ডোমের টুইটারে প্রকাশিত ভিডিওতেও দেখা গেছে, ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীরা আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের উপর চালিয়েছে ভয়াবহ অভিযান। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এসময় শিক্ষাথীদের উপর লাটিচার্জ করতেও দেখা যায় বিভিন্ন লাইভ প্রোগ্রামে।

https://alfirdaws.org/2019/12/16/29817/

হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল বিজেপির দীর্ঘমেয়াদী দুটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমটি হল ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা। দ্বিতীয়টি হল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষগুলো অর্জনের জন্য কয়েক দশক ধরে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সাজিয়ে আসছে আরএসএস-বিজেপি। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে দ্রুতগতিতে একের পর এক চাল চেলে যাচ্ছে মোদি, যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল হিন্দু রাষ্ট্র ও অখণ্ড ভারত। আসামের এনআরসি, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' এবং সারা ভারত জুড়ে একই সিভিল কোড – এসবগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো এ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষগুলো অর্জন করা। এনআরসি হয়ে গেছে, সম্প্রতি হয়ে গেল নাগরিকত্ব বিলও। সামনে আসবে সিভিল কোড এবং সম্ভবত পশ্চিম বঙ্গে এনআরসির ডামাডোল।

আরএসএস -এর গেরুয়া-নকশা

কিছুদিন আগে এনআরসির মাধ্যমে বাতিল ঘোষণা করা হয় আসামের বিপুল সংখ্যক মুসলিমদের নাগরিকত্ব। কিন্তু এনআরসির শর্তের ফাঁদে পড়ে নাগরিকত্ব হারিয়ে ফেলে বহু সংখ্যক হিন্দুও। তারপর নিয়ে আসা হলো 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল'। এর মাধ্যমে হিন্দুদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার রাস্তা খুলে গেলো। সেই সাথে তৈরি হলো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়ানোর পথও। ভারতের সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখার জটিল হিসাবনিকাশে তৃতীয়বারের মতো জিততে হলে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে জিতে আসতে হবে বিজেপির। নাগরিকত্ব বিলের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়া হিন্দুরা হবে বিজেপির অনুগত ভোটার। তবে এই হিসাবে জিততে হলে সরিয়ে দিতে হবে বিপুল পরিমাণে মুসলিমকে, আর বিভিন্ন রাজ্যে বাড়াতে হবে বিজেপির অনুগত হিন্দু ভোটারের সংখ্যা। তাই একদিকে এনআরসির মাধ্যমে মুসলিমদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হলো, অন্যদিকে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন – এর মাধ্যমে সুগম হলো বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়ানোর পথ। এভাবে চতুর ও ধারাবাহিক পদক্ষেপে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আরএসএস। কিন্তু ঘুমিয়ে আছে উপমহাদেশের মুসলিমরা।

অবহেলা-উপেক্ষা

ভারতের পরিস্থিতি দিন দিন অশুভ মোড় নিচ্ছে। বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মী ও পর্যবেক্ষক এরই মধ্যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠায় বিজেপির কর্মকাণ্ড থেকে পাওয়া যাচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যার প্রস্তুতির ইঙ্গিত। তাদের মতে আসাম ও কাশ্মীরে সম্পন্ন হয়ে গেছে গণহত্যার সকল প্রস্তুতি। কিন্তু উপমহাদেশের মুসলিমরা এখনো বেখেয়াল। ইতোমধ্যে সীমান্ত দিয়ে শঙ্কিত মুসলিমদের বাংলাদেশে প্রবেশের খবর আসছে। কিন্তু গণহত্যা শুরু হলে এটি বন্যায় পরিণত হবে। কিছুদিন আগেই আমাদের চোখের সামনে রোহিঙ্গাদের উপর চালানো হয়েছে গণহত্যা। সবগুলো তথ্য তখনো আমাদের সামনে ছিল, কিন্তু আমরা উপেক্ষা করে গেছি। আজ আরেক গণহত্যা কড়া নাড়ছে আমাদের দরজায়। দীর্ঘ নিদ্রার পর বাধ্য হয়ে হয়তো এখন ঘুম ভাঙবে ভারতের মুসলিমদের। কিন্তু বাংলাদেশ আমরা এখনো ব্যস্ত তুচ্ছ সব বিষয়ে। দুনিয়ার ভালোবাসা, আর সেক্যুলার রাষ্ট্রের ভরসায় আমরা আজ পরিণত হয়েছি নিশ্চিন্ত মনে জবাইয়ের জন্য অপেক্ষা করা ফার্মের মুরগীতে।

করণীয়

জাতীয়তাবাদের বিষে আসক্ত হয়ে আমরা ভাবছি, ভারতের এ সমস্যা আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু বাস্তবতা হল ভারতে বিপর্যয় শুরু হলে তা আমাদেরকে কেবল স্পর্শ করবে না, বরং ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মুসলিম আর ভারতের ২৫ কোটির মুসলিমের

ভবিষ্যৎ আলাদা নয়। বরং একই সূত্রে গাঁথা। একই কথা প্রযোজ্য পাকিস্তানের মুসলিমদের ক্ষেত্রেও। উপমহাদেশের সকল মুসলিমদের বাস্তবতা একই। তাই আগ্রাসী হিন্দুদের এ পরিকল্পনার আলোকে সাজিয়ে নিতে হবে আমাদের করণীয়। ব্রিটিশদের টানা সীমান্ত আর ৭১-কেন্দ্রিক স্বল্পমেয়াদী চিন্তার জগত থেকে বের হয়ে এসে আমাদের ভাবতে হবে বাস্তবতা নিয়ে। সেক্যুলার সংবিধান আর গান্ধীবাদের মিছে বুলি ছুড়ে ফেলে আকড়ে ধরতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্লোগান। গণতন্ত্র আর মিটিং মিছিলের পরিবর্তে বেছে নিতে হবে আত্মরক্ষা ও সংগ্রামের নববী পথ —জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আর এ পথেই আছে মুক্তি, এ পথেই আছে সম্মান। এ সত্য আমরা যতো দ্রুত বুঝতে পারবো, ততোই আমাদের মঙ্গল।

আল কায়েদার সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাঁদের নিয়ন্ত্রিত বিস্তীর্ণ ভূমিতে আল্লাহর শরি'আহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। শরীয়াতের নির্দেশানুযায়ী তাই প্রতি বছর হারাকাতুশ শাবাবের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যাকাতের মাল হিসেবে উত্তোলিত পশু দরিদ্র মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সম্প্রতি হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের অফিসিয়াল মিডিয়া 'আল-কাতায়িব' এর পক্ষ থেকে "শরি'আর ফল-৪, প্রথম পর্ব-১৪৪০ হিজরির পশুর যাকাত বিতরণ " শিরোনামে প্রায় ৩২ মিনিটের এক অসাধারণ ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে।

সম্পূর্ণ রিপোর্টটি পড়ুন-শরীয়ার ছায়াতলে | সোমালিয়ায় হারাকাতুশ-শাবাব আল-মুজাহিদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে গরীবদের মাঝে যাকাতের পশু বিতরণ!

https://alfirdaws.org/2019/12/16/29802/

আল কায়েদার সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাঁদের নিয়ন্ত্রিত বিস্তীর্ণ ভূমিতে আল্লাহর শরি'আহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। শরীয়াতের নির্দেশানুযায়ী তাই প্রতি বছর হারাকাতুশ শাবাবের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যাকাতের মাল হিসেবে উত্তোলিত পশু দরিদ্র মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সম্প্রতি হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের অফিসিয়াল মিডিয়া 'আল-কাতায়িব' এর পক্ষ থেকে "শরি'আর ফল-৪, প্রথম পর্ব-১৪৪০ হিজরির পশুর যাকাত বিতরণ " শিরোনামে প্রায় ৩২ মিনিটের এক অসাধারণ ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে।

ভিডিওটিতে দেখানো হয়, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে দিওয়ানুয-যাকাত বা যাকাত বিভাগের দায়িত্বে প্রচুর সংখ্যক উট,গরু, ভেড়া ও মেষ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
যেসব প্রদেশে যাকাত বিতরণের দৃশ্য ভিডিওটিতে দেখানো হয়েছে, তা হচ্ছে- জুবা প্রদেশ- বুয়ালি শহর ও জিলিব শহরে,
বাই ও বোকোল প্রদেশের ইয়াক বারাওয়ি শহরে, জুদু প্রদেশের ইল 'আদি গ্রামে, নিম্ন শাবেলি প্রদেশের কুনিও বোরো গ্রামে, মধ্য শাবেলি প্রদেশের জাম্বুলি গ্রাম এবং হিরান প্রদেশের বাক আকবালি গ্রামে যাকাতের পশু বিতরণ।

পুরো ভিডিওর বিভিন্ন অংশে যাকাতের পরিচয়, যাকাতের ফরজিয়্যাত, যাকাতের শর্তসমূহ, যাকাতের ফজিলত এবং যাকাত বন্টনের খাত আলোচনা করেছেন সম্মানিত মুজাহিদ আলিম শাইখ হাসান ইয়াকুব হাফিজাহুল্লাহ।

এছাড়াও ভিডিওতে দেখা যায় অনেক গরিব মুসলিম হারাকাতুশ-শাবাব আল-মুজাহিদিনের জন্য কাফির-মুরতাদদের উপর আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় কামনা করে দু'আ করছেন।

মুজাহিদদের প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হলেও যাকাতের অর্থ সোমালিয়ার গরিব মুসলিমদের মাঝে বন্টনের মাধ্যমে একদিকে যেমন যাকাতের একাধিক খাতে সম্পদ বন্টন নিশ্চিত করা হয়েছে, অপরদিকে ইসলামি শাসনের অধীনে যাকাতের সুষ্ঠু বন্টন দেখে জনসাধারণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এভাবেই সোমালিয়ায় মুসলিম জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে হারাকাতুশ-শাবাব সোমালিয়ার মূল ভূখণ্ডের প্রায় ৮০% এলাকায় (যার আয়তন প্রায় আড়াই লাখ বর্গকিলোমিটার) আল্লাহর শরি'আহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

আরো দেখুন- ফটো রিপোর্ট | ''শরি'আর ফল-৪, প্রথম পর্ব-১৪৪০ হিজরির পশুর যাকাত বিতরণ''

১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৯

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম "হুররাস আদ-দ্বীন" গত ১৪ ডিসেম্বর সিরিয়ার হামা সিটির "সাহলুল-ঘাব ও ইদলিব সিটির আল-মাহজুরা" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ সফল অভিযান চালিয়েছেন।

তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের পরিচালিত "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুম হতে জানানো হয় যে, হামা সিটির সাহলুল ঘাব অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর একটি পদাতিক দলকে লক্ষ্য করে ২৩টি ভারী ম্যানশনগান দ্বারা সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদগণ। এতে অনেক মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

এদিকে গত কিছুদিন পূর্ব ইদলিব সিটির "আল-মাহজুরা" এলাকা হতে নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীকে হটিয়ে এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন মুজাহিদগণ। এর পর হতেই উক্ত এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে দফায় দফায় অভিযান চালাতে থাকে নুসাইরী মুরতাদ বাহিনী।

এদিকে গতকাল প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য নতুন করে মুজাহিদদের একটি ইউনিটকে "আল-মাহজুরা" ফ্রন্টলাইনে প্রেরণ করেছে "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুম।

সন্ত্রাস আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দলের জাতীয় সম্মেলন বলেছে, ভারতীয় সংসদে পাস হওয়া মুসলিম বিরোধী আইনটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সন্ত্রাসী সেতুমন্ত্রী বলেছে, ভারতের সংসদে যে আইন পাস হয়েছে সেটি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। কোনো বিষয়ে আমাদের সঙ্গে ভারতের সমস্যা হলে তা আলোচনা করে সমাধান করবো।

সুত্রঃ নয়া দিগন্ত

বিক্ষোভ হবে জানা ছিল। কিন্তু এভাবে বিক্ষোভের আগুন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোটা আসামে ছড়িয়ে যাবে তা সম্ভবত ভাবতে পারেনি সন্ত্রাসী অমিত শাহরা।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় যতক্ষণে পূর্ণ উদ্যমে নামল ততক্ষণে নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে জীবন দিয়েছেন একাধিক ব্যক্তি।

আসামে সন্ত্রাসী বিজেপি সরকার ক্ষমতায়। ফলে সেখানে প্রাণহানির ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে ভারতের কথিত কেন্দ্রীয় সরকার।
বিশেষ করে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর রক্তপাতের আশঙ্কা ছিল গোটা উপত্যকায়। তলে তলে চিন্তায় ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ও।

কিন্তু প্রায় চার মাসের পর সেখানে কোনও নাগরিকের মৃত্য হয়নি বলে মিথ্যুক অমিত শাহ সংসদে দাবি করে, তখন বিলটি ঘিরে তুমুল আন্দোলন চলছে আসামে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রের খবর, গোয়েন্দা তথ্য ছিল আসামের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিক্ষোভ হতে পারে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, ষষ্ঠ তফশিলভুক্ত এলাকাগুলোতে ওই আইন প্রযোজ্য হবে না। জনজাতিদের জমি কেড়ে নেওয়া বা সেই এলাকায় কাউকে অন্যদের বসবাস করতে দেওয়ার প্রশ্নই নেই। তা ছাড়া বাঙালি হিন্দুরা মূলত বসবাস করেন বরাক এলাকায়।

যা জনজাতিদের এলাকা থেকে অনেকটাই দূরে। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থানীয় ভাবেও প্রচার চালানো হয় যে ওই আইন প্রযোজ্য হলে স্থানীয় জনজাতিদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

সূত্র: আনন্দবাজার

স্কুলের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন থেকে দাবি করা চাঁদার ৩০ লাখ টাকা না পেয়ে আজ রবিবার দুপুরের দিকে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুই নেতা গিয়ে স্কুলটির নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয় বলে জানা গেছে।

শেখ রাসেল স্কুলটির নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধানকারী মমতাজ উদ্দীন জানান, কাজ শুরুর পর আগস্টের প্রথম সপ্তাহে রাবি সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া ও সাধারণ

সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ রুনুসহ বেশকয়েকজন নেতাকর্মী মমতাজ উদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় তারা মমতাজ উদ্দীনকে কার অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করেছেন জিজ্ঞাসা করে। একপর্যায়ে মমতাজ উদ্দীনের কাছে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। অন্যথায় স্কুলের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয় তারা।

মমতাজ উদ্দীন আরো জানান, প্রায়ই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মী সাইটে গিয়ে তার কাছে চাঁদা দাবি করত। এদিন দুপুর আড়াইটার দিকে রাবি ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সুরঞ্জিত প্রসাদ বৃত্তসহ দুজন গিয়ে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয় এবং ম্যানেজার আশরাফুল ইসলামকে তুলে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই কাজ বন্ধ রয়েছে।

আশরাফুল ইসলাম বলেন, 'আমাকে তুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস্ কমপ্লেক্সের পেছনে ধরে নিয়ে যায়। বিষয়টি শিগগিরই মীমাংসা করে নেওয়ার কথা বলে আমাকে ছেড়ে দেয়।' সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা বৃত্তের ছবি দেখালে বৃত্ত তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে নিশ্চিত করেন। তবে বৃত্তের সঙ্গে থাকা অন্যজনের পরিচয় জানাতে পারেননি তিনি।

রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সরেজমিনে নির্মাণাধীন স্কুল প্রাঙ্গনে দেখা যায়, শ্রমিকরা কাজের পরিবর্তে একসঙ্গে মাঠে বসে আছেন। হুমকির পর থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তারা। সবুজ নামের এক শ্রমিক বলেন, 'সকাল থেকে কাজ করছিলাম। দুপুরে দু'জন এসে ম্যানেজারকে কাজ বন্ধ করে দিতে বলে। তাকে তুলেও নিয়ে যায়। কাজ করতে গেলে কখন কি ঝামেলা হয়? তাই আমরা কাজ করছি না।'

মমতাজ উদ্দীন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আজ ম্যানেজার আশরাফুলকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা অনিরাপত্তায় ভুগছি। শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি ভেবে কাজ বন্ধ রয়েছে। এভাবে চললে কাজ শেষ হবে না।' এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'এ ধরনের ঘটনা শুনেছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের জানিয়েছি।'

এ বিষয়ে জানতে উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুস সোবহানকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে প্রথম বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল আসাম রাজ্যে। গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ-আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা পাঁচে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের কিছু কিছু এলাকায় এখনো চলছে মালাউনদের জারি করা ১৪৪ ধারা। বিক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে থাকা আসামবাসীর কাছে এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাজারদর।

টাইমস অব ইন্ডিয়া সূত্রে জানা গেছে, কারফিউ'র কারণে রাজ্যের অধিকাংশ এটিএম বুথ নগদ অর্থহীন অবস্থায় পড়ে আছে। সরবরাহ ঘাটতির কারণে পেট্রোল পাম্পগুলোতে তেল নেই।

শনিবার সাত ঘণ্টার জন্য কার্ফু শিথিল হতেই বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, আলু বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজিতে। মুরগি বিক্রি হচ্ছে ৫০০ টাকা কেজি, রুই মাছ ৪২০ টাকা কেজি। এক আঁটি পালং শাক যেখানে বিক্রি হতো ১০ টাকায়, সেটাই বিক্রি হয়েছে ৬০টাকায়, বাঁধাকপির কেজি ৮০ টাকা!এমনিতেই ভারতজুড়ে পেঁয়াজের দাম লাগামছাড়া। কিন্তু সেসব অতিক্রম করে আসামে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২৫০টাকা কেজিতে।

রাজধানী গুয়াহাটির কাচাবাজার পুরোপুরি সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। গত রোববার থেকে পণ্য নিয়ে ট্রাকগুলো আটকে আছে সীমান্তে।

পাইকাররা জানিয়েছেন, তাদের কাছে অল্পকিছু সবজি মজুদ ছিল। বাজার খোলার কয়েক ঘন্টার মধ্যে সব বিক্রি শেষ হয়ে গেছে।

গণহত্যা নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা ড. গ্রেগরি স্ট্যানটন বলেছে, 'ভারতে নিশ্চিতভাবে গণহত্যার প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে'।

১২ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে কাশ্মীর ও এনআরসি নিয়ে 'গ্রাউন্ড রিপোর্টস অন কাশ্মীর অ্যান্ড এনআরসি' শীর্ষক প্রেস ব্রিফিংয়ে মার্কিন কংগ্রেস ও সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেছেন।

ড. গ্রেগরি স্ট্যানটন বলেছেন, আসাম ও কাশ্মীরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন 'গণহত্যার পূর্ব পর্যায়ে রয়েছে। এর পরের পর্ব হলো নির্মূলকরণ- আমরা যেটাকে গণহত্যা বলে থাকি'।

১৯৯৬ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরে কাজ করার সময় 'গণহত্যার ১০ ধাপ' নামের একটি উপস্থাপনা তৈরি করেন ড. গ্রেগরি স্ট্যানটন। এই উপস্থাপনার জন্য সে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক খ্যাতি পায়। তার মতে গণহত্যার ১০টি ধাপ হচ্ছে-

প্রথম ধাপ : 'আমরা' বনাম 'তারা' বিভাজন তৈরি করা।

দ্বিতীয় ধাপ : একটি প্রতীকে পরিণত করা, যাতে ভুক্তভোগীদের 'বিদেশি' বলে ডাকা হয়।

তৃতীয় ধাপ : বৈষম্যকরণ-যার মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের নাগরিকত্ব প্রদান থেকে দূরে রাখা হয়, যাতে তারা কোনো মানবাধিকার বা নাগরিক অধিকার না পায়। একইসঙ্গে তারা আইনি বৈষম্যের শিকার হয়।

চতুর্থ ধাপ : অমানবিকীকরণ- এই পর্যায়ে গণহত্যার বিষয়টি সর্পিল গতিতে এগুতে শুরু করে। ভুক্তভোগীদের নিজেদের তুলনায় নিকৃষ্ট হিসেবে তুলে ধরা হয়। তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' কিংবা পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এমনকি দেহে আক্রমণ করা ক্যান্সারের সঙ্গে তুলনা করা হয়; যাতে তাদেরকে সমাজের কাছে এমন রোগ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যার চিকিৎসা জরুরি।

পঞ্চম ধাপ : এই পর্যায়ে গণহত্যা সংঘটনের জন্য একটি সংস্থা তৈরি করা হয়। কাশ্মীরে এই ভূমিকা পালন করছে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী, আর আসামে নাগরিকত্ব শুমারি পরিচালনাকারীরা।

ষষ্ঠ ধাপ : এটি মেরুকরণ পর্যায়, যেটি প্রচারণার মাধ্যমে করা হয়।

সপ্তম ধাপ : প্রস্তুতি।

অষ্টম ধাপ : এই ধাপে চালানো হয় নিপীড়ন। বর্তমানে আসাম ও কাশ্মীরে এটি চলছে।

নবম ধাপ : নির্মূলকরণ।

দশম ধাপ : সর্বশেষ এই ধাপটি হচ্ছে অভিযোগ অস্বীকার করা।

সূত্র: রাইজিংবিডি ডট কম

ভারতের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে ফুঁসছে গোটা উত্তর-পূর্ব। তার মধ্যেই বিতর্কিত মন্তব্য করে বসল মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথা সন্ত্রাসী দল বিজেপির প্রবীণ সন্ত্রাসী তথাগত রায়।

এই আইনের বিরুদ্ধে যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, বিজেপি সরকার বিভেদের রাজনীতি করছেন বলে অভিযোগ করছে যাঁরা, তাঁদের সকলের উত্তর কোরিয়া চলে যাওয়া উচিত বলে জানিয়ে দিল এই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী।

গত বুধবার টুইটারে তথাগত লেখেছে, “এই মুহূর্তে দেশের যা পরিস্থিতি তাতে দুটো জিনিস ভুললে চলবে না। প্রথমত, ধর্মের নামেই দেশভাগ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র মানেই তো বিভাজনকারী। তা না চাইলে উত্তর কোরিয়া চলে যান।” ‘স্বৈরাচারী শাসক’ হিসাবে গোটা বিশ্বে পরিচিত উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন। বিক্ষোভকারীদের কটাক্ষ করতেই সে এমন মন্তব্য করে বলে মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

Tathagata Roy

✔ @tathagata2

Two things should never be lost sight of in the present atmosphere of controversy.

1. The country was once divided in the name of religion.
2. A democracy is NECESSARILY DIVISIVE. If you don't want it go to North Korea.

তাঁর এই মন্তব্যের পরই শুক্রবার রাজভবনের মূল ফটকের বাইরে বিক্ষোভ দেখান একদল বিক্ষোভকারী। বাইরের কেউ রাজ্যে ঢুকতে গেলে, তাদের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করতে হবে বলে দাবি তোলেন তাঁরা। রাজভবনের ভিতরেও ঢোকার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেউ কেউ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। তাতে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। দু'পক্ষের খণ্ডযুদ্ধে বেশ কয়েক জন আহত হন।

তবে এই প্রথম নয়, আলটপকা মন্তব্য করে এর আগেও একাধিক বার বিতর্ক বাধিয়েছে তথাগত রায়। গতবছর পুলওয়ামায় স্বাধীনতাকামীদের হামলার পর কাশ্মীরিদের বয়কটের ডাক দিয়েছিল এই সন্ত্রাসী তথাগত রায়। মুম্বইয়ে কর্মরত বাংলার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এ বছরের গোড়াতেই কুরুচিকর মন্তব্য করে তথাগত রায়। সেই সময় সে বলেছে, "বংলার সেই গৌরব আর নেই। হরিয়ানা থেকে কেরল, সর্বত্র ঝাঁট দিয়ে বেড়াচ্ছে বাংলার ছেলেরা। মেয়েরা মুম্বইয়ে বারে নর্তকীর কাজ করছে।"

ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেমকে গত ২০১৭ সালের শেষ দিকে ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের রাজধানী বলে ঘোষনা করে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মুসলিম হত্যাকারী ক্রুসেডার অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

জানা যায় যে, ক্রুসেডার অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পে ঐ ঘোষণার পর হতে এখন পর্যন্ত ৩৭৫০ এরও অধিক ফিলিস্তিনী মুসলিমকে বন্দী করেছে ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গত শুক্রবার হেলমান্দ প্রদেশের নাদআলী জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর একাধিক বোমা হামলা চালিয়েছেন।

যাতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাংকসহ ৩টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, এবং ১৭+ মুরতাদ সদস্য নিহত ও আহত হয়।

এছাড়াও ঐদিন তালেবান মুজাহিদদের আরো ৩টি হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১২ সেনা সদস্য নিহত হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত শুক্র-শনিবার মধ্যরাতে আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশের কারাহবাগ জেলায় অবস্থিত আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায মুজাহিদীন।

আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ উক্ত সামরিক ঘাঁটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন, এসময় সেখানে থাকা ৩০ আফগান মুরতাদ সদস্যকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ। এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত হিসাবে ১টি ট্যাংক ও ১টি গাড়িসহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র লাভ করেন।

ভারতে নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ চলছেই। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন কমপ্লেক্সে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন বিক্ষোভকারীরা। শনিবার মুর্শিদাবাদেরই লালগোলা রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচটি ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। তবে সৌভাগ্যবশত ওই সময় সব কটি ট্রেনই ফাঁকা ছিল।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় লালগোলা স্টেশনে ঢুকে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। পরে তাঁরা পাঁচটি ফাঁকা ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করেন। ট্রেনগুলোয় যাত্রী না থাকায় হতাহত হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি।

সেদিন সকাল থেকেই বিক্ষোভে উত্তাল ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজ্য। রাজ্যের বেশ কয়েকটি রেলস্টেশনে হামলা চালানো হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি স্টেশনের টিকিট

কাউন্টার। বাধ্য হয়ে দূরপাল্লার ১১টি যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে। হাওড়া থেকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলগামী ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়েয়ের ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে বেশ কয়েকটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত গাড়িও ভাঙচুর করা হয়।

এদিকে হাওড়ার সাঁকরাইল স্টেশনে সিগন্যালিং ব্যবস্থা তছনছ করে দেয় বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীরা সাঁকরাইল পোস্ট অফিসও পুড়িয়ে দিয়েছে।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা স্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। সেই আগুন নেভাতে আসা দমকল বাহিনীর একটি গাড়িতেও আজ সকালে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৯

ভারতে নাগরিকত্ব বিল পাস হওয়ার খবর শুনে হার্টঅ্যাটাক করে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন।

গত বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের ফুলশহরী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ওই ব্যক্তির নাম কুদরত শেখ (৫৭)।

এর আগে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী (এনআরসি) আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে এক ব্যক্তি মারা গিয়েছিল।

কুদরত শেখের পরিবারের বরাত দিয়ে আনন্দবাজার জানিয়েছে, গত তিন দিন ধরে নাগরিকত্ব বিল আতঙ্কে প্রায় বাকহারা হয়ে গিয়েছিলেন কুদরত। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারা দিন একই কথা বিড়বিড় করতেন— ‘এই বার কী অইব!’

বৃহস্পতিবার নিজের চায়ের দোকান থেকে বাড়ি ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যান তিনি।

জানা গেছে, গ্রামে একটি চায়ের দোকান চালাতেন কুদরত। খবর দেখতেন তিনি।

পরিবারের লোকজন জানিয়েছে, ছেলেদের তাগাদা দিচ্ছিলেন, ভিটে বাড়ির দলিলটা জোগাড় করতে। পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতেও যান কয়েক বার। তবে সমস্যা মেটেনি।

বৃহস্পতিবার বিকালে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে ছেলেদের বলেন, 'কিছু উপায় হল রে!'

ছেলে আপেল শেখ তাকে ভরসা দিয়ে বলেন, 'এত ভয়ের কিছু নেই, যা হওয়ার সবার হবে!'

কিন্তু ছেলের কথায় ভরসা পাননি কুদরত। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুক চেপে বসে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যান তিনি।

কুদরতের স্ত্রী সুরতভান বিবি বলছেন, 'রাতে খেতে পারত না কদিন ধরে। জোর করায় খেল বটে, তবে না খাওয়ার মতোই। কথাও বলল না একটাও। খাওয়ার শেষে শুধু বলল 'এই বয়েসে কোথায় যাব বল দেখি!'

পরিবারের দাবি, এর পরেই বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়েন তিনি। তার পরেই বুকে ব্যথা। তার ছেলে ছুটে গিয়ে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। রাতে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যান তিনি।

চিকিৎসক জানিয়েছেন, 'দুশ্চিন্তা থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি।'

পুঁজিবাজারে অব্যাহত দরপতনে গত দশ দিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার মূলধন কমেছে ১৪ হাজার কোটি টাকা। বাজারের চলমান সংকটে হতাশায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা।

২০১০ এর ধসের পর ৯ বছর কেটে গেলেও ঘুড়ে দাঁড়াতে পারেনি পুঁজিবাজার। বছরজুড়ে নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এই বাজার। মাঝে মাঝে সূচক বাড়লেও সেই ধারা স্থিতিশীল থাকেনি। গত ৩৯ মাসের মধ্যে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স এখন সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে এসেছে। এ মাসের শুরুতে ডিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৩ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা, যা এখন ৩ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকা।

গত কয়েক কার্যদিবসের এই দর পতন উদ্বিগ্ন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। খেলাপি ঋণ বাড়তে থাকায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক অবস্থার বেশ অবনতি হয়েছে। নীতি-নির্ধারকরা নানা পদক্ষেপ নিলেও এর কোন স্থায়ী প্রভাব পুঁজিবাজারে পড়েনি। বাজার

বিশ্লেষকরা বলছেন, দুর্বল আইপিও, বিশৃঙ্খল আর্থিক বিবরণী, সেকেন্ডারি মার্কেটে সন্দেহজনক লেনদেন ও প্রশ্নবিদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।

সুত্রঃ ইনডিপেনডেন্ট২৪

এতদিন যা ছিল সন্ত্রাসী নেতাদের হুঙ্কার, বৃহস্পতিবার তা পরিণত হয়েছে আইনে। ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাসের প্রতিবাদে উত্তাল সে দেশ। আগুন জ্বলছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। সেই আঁচ এবার এসে পড়ল পশ্চিমবঙ্গে। বিক্ষোভে উত্তাল হলো উত্তর ২৪ পরগনাও।

ওই জেলার গুমা এলাকায় এনআরসি ইস্যু ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাসের বিরোধিতা করে রাজপথে নামল জামিয়াত-এ-উলেমা-হিন্দের সদস্যরা। ওই দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও সমর্থকরা বিলের বিরোধিতা করতে শুক্রবার পথে নেমে বিক্ষোভ দেখায় এবং পথ অবরোধ করে।

ফলে দীর্ঘ সময় ধরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যশোর রোড। পরে অশোকনগর থানার সন্ত্রাসী পুলিশ এসে জামিয়েত উলেমার সমর্থকদের অবরোধ তুলে দেয় এবং যশোর রোডের যানজট নিয়ন্ত্রণ করে।

জানা গেছে, শুক্রবার দুপুর ৩টা থেকে জামিয়াত-এ-উলেমা-হিন্দের সদস্যরা প্রথমে গুমার খোঁজদেলপুরে আসে। সেখান থেকে গুমার চৌমাথায় পৌঁছায় তারা। সেখানে গিয়ে সিএবি বিলের বিরোধিতা করে নরেন্দ্র মোদির কুশ পুত্তলিকা পোড়ানো হয়।

তারপর যশোর রোডে ক্যাব বিরোধি কয়েক হাজার জামিয়াত সমর্থকরা বিক্ষোভ সমাবেশ করে। দীর্ঘক্ষণ যশোর রোড অবরোধ করে রাখেন। জামিয়াত-এ-উলেমা-হিন্দের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিএবি বিল ও এনআরসি নিয়ে আগামিতে ভারতজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে ।

সুত্রঃ কালের কন্ঠ

কারাগারে বন্দীদের জন্য প্রতিদিন সরকারি বরাদ্দের যেসব খাবার দেয়া হচ্ছে তার মানে সন্তুষ্ট নন বন্দীরা। তাই এ খাবার গ্রহণে বেশির ভাগই অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন। ফলে যাদের সামর্থ্য

রয়েছে তাদের অধিকাংশই কারাক্যান্টিন থেকে টাকা দিয়ে বাড়তি দামে খাবার কিনে খাচ্ছেন বলে জানা গেছে। দেশের বিভিন্ন জেলার কারাগারে খবর নিয়ে এ তথ্য জানা গেছে। সম্প্রতি ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলা কারাগারে সরেজমিন খোঁজ নিতে গিয়ে কারাগারের বাইরে অপেক্ষমাণ তাদের স্বজনদের সাথে আলাপকালে সরকারি খাবার গ্রহণে বন্দীদের অনীহার কথাটি জানা যায়। তবে শুধু যে এ দু'টি কারাগারে সরকারি খাবার গ্রহণে বন্দীদের অনীহা রয়েছে তা নয়, বরং চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারসহ অন্যান্য কারাগারের বন্দীরাও সরকারি বরাদ্দের খাবার ঠিকমতো খেতে পারছেন না বলে কারাগার সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে সরেজমিন খোঁজ নিতে গেলে কারাগারের সামনে অপেক্ষমাণ দু'জন বন্দীর জামিনে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা এক নারী এ প্রতিবেদককে বলেন, কারাগারে এক মাস ৫ দিন ধরে আমার স্বামী এবং ভাই কোটালীপাড়ায় একটি মারামারির মামলায় কারাগার আটক আছেন। তাদের দু'জনেরই জামিন হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় তারা মুক্তি পাচ্ছেন। তাদের নেয়ার জন্য আমরা পরিবারের সবাই অপেক্ষা করছি। কারাগারে এ কয়দিন থাকার কারণে কী পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে আর সরকারিভাবে বন্দীদের যে খাবার দেয়া হচ্ছে তার মান কেমন জানতে চাইলে তিনি বলেন, কারাগারে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে। মাছ তরিতরকারি কিনে খেতে হয়। সকালের নাশতায় এক পিস রুটি আর একটু গুড় দেয়। তাতে হয় না কিছুই। এক প্লেট খিচুড়ি আর একটা সিদ্ধ ডিম। সেটিই মনে হয় ৫০ টাকা প্লেট করে নেয়। সেটা খায় সকাল বেলায়। আর দুপুর বেলা মাছ গোশত যা ভালো লাগে সেটি কিনে খায়। সরকারিভাবে যে খাবার দেয় তা কি খাওয়া যায় না এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সেই খাবার একেবারে নিরামিষ। ডাল দেয়। এ সময় পাশে দাঁড়ানো অপর এক নারী জানান, ডাল একদম পাতলা। পানি ডাল। আর ভাত 'এত্তো বড় বড়'। বড় বড় মানে জানতে চাইলে বলেন, মোটা মোটা চালের ভাত। এটা খেতে অনেক কষ্ট হয়। বেশির ভাগ দিন শুধু তরকারিই রান্না হয়। মাছ কোনো দিন দেয়, আবার কোনো দিন দেয় না। খাবার দাবার ভালো হয় না। বুঝেন না, সরকারি খাবার তো। অনেক কষ্ট হয় খাবার দাবারে। মাসে কত টাকা খরচ হলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, মাসে আমরা যখন দেখা করতে আসি তখন বিস্কিট, কলা এখান থেকে কিনে দেই। সাথে পিসি অ্যাকাউন্টে ১০০০-১৫০০ টাকা দিয়ে যাই। সেটা দিয়ে এক সপ্তাহ তারা খায় দু'জনে। নগদ টাকা দিয়ে শুধু তরকারি আর সকাল বেলার নাশতা তারা ভেতরে কিনে খায়। বাকি তেল সাবানসহ সবই আমরা কিনে দেই। যদি ভালো বিছানায় ঘুমাতে চায় তাহলে বেড ভাড়া এক হাজার টাকা দিতে হয়। এক মাস পাঁচ দিনের মধ্যে আমরা প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করে আইছি। অনেকবার দেখা করেছি। ১০ টাকা করে টিকিট কেটে কথা বলছি।

কারাগারের প্রধান গেটের সামনে অপেক্ষায় আছেন সম্প্রতি মানিকগঞ্জ মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় এক রিকশাচালক নিহতের ঘটনায় আটক চালকের মা ও শ্বশুর। তারা এ প্রতিবেদককে বলেন,শুনছি ভেতরে খাবার দাবারে বেশি সমস্যা। দুই মাস ধরে পোলায় ভেতরে আছে। সরকারি খাবার কেমন দেয়া হচ্ছে জানতে চাইলে তারা বলেন, সরকারি খাবারের মান কারাগারে আর কত ভালো হবে? তারপরও আমরা আর কিই করতে পারব। আমরা তো গরিব মানুষ। আমরা পোলারে জামিনে বের করার চেষ্টা করছি।
এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিভাগের ডিআইজি প্রিজন টিপু সুলতানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি, যার কারণে তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি। কারাগার সংশ্লিষ্টরা জানান, শুধু ঢাকা বিভাগের দু'টি কারাগারেই সরকারি খাবারের মান খারাপ তা কিন্তু নয়। চট্টগ্রাম ডিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারসহ অধিকাংশ কারাগারেই সরকারিভাবে সরবরাহ করা চাল-ডালসহ নিত্যপণ্যের মান খুবই খারাপ।

সুত্রঃ নয়া দিগন্ত

কথিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ক্ষোভ আরো বাড়ছে। শুক্রবার অনেকটাই শান্ত গুয়াহাটিসহ আসামের বিভিন্ন এলাকা। আর শনিবার গুয়াহাটিতে ৭ ঘণ্টার জন্য কার্ফু শিথিল করেছে সেখানকার হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী প্রশাসন।

সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কার্ফু শিথিল করা হয়েছে। গুয়াহাটি, বঙাইগাঁও, মরিগাঁও, শোণিতপুর, ডিব্রুগড়ে সেনা ও আসাম রাইফেলসের আটটি কলাম মোতায়েন রয়েছে। খবরঃ নয়া দিগন্ত

এর ফলে মানুষ পথে নেমে এসেছে । দোকান আর পেট্রোল পাম্পে দেখা গিয়েছে বিশাল লাইন। গুয়াহাটির বাজারে বাজারে ভিড় জমিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। গোলমাল হতে পারে এই আশঙ্কায় চাল, ডাল, তেল, নুন কিনতে দোকানে ভিড়।

কথিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধিতা আন্দোলনের রাশ এখন সাধারণ মানুষদের হাতে। রাজ্যসভায় বিল পেশের পরপরই উত্তাল হয় গুয়াহাটিসহ অসমের বিভিন্ন এলাকা।

নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় ক্ষোভ কমেনি।শুক্রবার অসমের চানমারিতে বিশাল প্রতিবাদ সভায় হাজির রাজ্যের সাধারণ জনগন। সেই সভায় আগাগোড়া নজরদারি সন্ত্রাসী পুলিশের। হিন্দুত্ববাদী বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বিক্ষোভে যোগ দিচ্ছেন বহু মানুষ।

চার দশক আগে স্বাধীন আসামের স্বপ্ন নিয়ে সংগঠন তৈরি করেছিলেন এক তরুণ। চানমারির মাঠে আন্দোলনের যে ছবি উঠে আসে, সেটাই এখন আসামের সার্বিক ছবি। সামাজিক আন্দোলনে চাপ বাড়ানো। নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতা চালিয়ে যাওয়া।

ভারতের দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার শিক্ষার্থীদের নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ বিক্ষোভে মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয় বেশ কিছু শিক্ষার্থী।

গতকাল শুক্রবার দিল্লী মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশ বিক্ষোভ থামানোর জন্য বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ারশেলসহ গুলি নিক্ষেপ করলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

উম্মিদ নিউজের বরাতে জানা যায়, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইআইএসএ) এর শিক্ষার্থীরা মুসলিম বিরোধী কথিত নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামলে তাদের উপর চড়াও হয় মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশ। ছাত্র-পুলিশ মুখোমুখি সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়, তাদের মধ্যে মিডিয়া কর্মীও ছিলো।

প্রতিবাদের পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি বার্তা প্রচার হয়েছিল। বার্তায় শিক্ষার্থীদের চলমান পরীক্ষাসহ সকল একাডেমিক কার্যক্রম বয়কট করতে বলা হয়।

সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের এই পদযাত্রায় স্থানীয়রাও যোগ দেয়, পুলিশের টিয়ারগ্যাস ও গুলিতে বেশকিছু শিক্ষার্থী আহত হয়।

শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শেষে দাবি জানায় যেন, তাঁদের আটক সহপাঠীদের মুক্তি দেওয়া হয়। আর অন্য কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে যেন কোন মামলা না করা হয়। নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের রোলব্যাকও অন্যতম দাবি ছিল তাদের।

মালাউন পুলিশ বিক্ষোভ থেকে প্রায় পঞ্চাশজন বিক্ষোভকারীকে আটক করে। তাদের জৈতপুর ও বদরপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

শিক্ষার্থীরা এ সহিংসতার জন্য মালাউন পুলিশকে দোষ দেয়। তারা বলেন, প্রতিবাদকারীদের উপর বিনা উস্কানিতে লাঠিচার্জ এবং টিয়ারগ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিল।

জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার ছাত্র মেহেরবান বলেন, মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশ আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। ছাত্রদের উপর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করেছে। পরে বাধ্য হয়ে ছাত্ররা হাতে পাথর তুলে নিয়েছে।

সূত্র: উম্মিদ ডটকম

ভারতের রাজ্যসভায় বিতর্কিত মুসলিমবিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল অনুমোদনের প্রতিবাদে দেওবন্দ এলাকার বিক্ষোভ করায় দেওবন্দের দুই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

গত বুধবার সাহরানপুরের এ বিক্ষোভ থেকে প্রায় ২৫০জন মাদরাসা ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

বুধবার মুসলিমবিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল অনুমোদনের প্রতিবাদে শতাধিক ছাত্র বেরিয়ে আসে রাস্তায়। তারা বিক্ষোভ শুরু করে। দেওবন্দের অনেক ছাত্রই সেখানে অংশ নিয়েছিলো। মামলার মধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দের দুই ছাত্রও আছে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম জারবে দেওবন্দ।

আজতক এর খবরের বরাতে জানা যায়, বুধবার সন্ধ্যায় দেওবন্দে কয়েক হাজার মুসলমান নামাজের পরে শহরের ভিতরে স্লোগান দিতে দিতে মুজাফফরনগর-সাহারানপুর মহাসড়কের দিকে ছুটে যায়। মালাউন পুলিশ তাদের থামানোর চেষ্টা করে। এসময় প্রতিবাদকারীরা সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং সন্ত্রাসী দল বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়।

গতকাল শুক্রবার দেওবন্দ মাদরাসায় মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশ ও প্রাশাসনিক কর্মকর্তারা চাপ সৃষ্টির জন্য মাদরাসা কর্তপক্ষের সঙ্গে কথা বলে। বৈঠকে দারুল উলুম দেওবন্দকে সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্রদের বের হতে নিষেধ করা হয়। কোনো আন্দোলনে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সূত্র: জারবে দেওবন্দ।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী কাল্পনিক চরিত্র রামের স্বীকৃতি সম্বলিত বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত ভারতের সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত সব ক'টি রিভিউ পিটিশন খারিজ করে দেয়ায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, অবশেষে ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে সেদেশের আদালতের দরজাও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বের মুসলমানরা বিস্ময়ে হতাশ, হতবাক ও ক্ষুব্ধ।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মালাউন সন্ত্রাসী মোদি সরকারের চাপেই বাবরী মসজিদের স্থানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার রায় দেয়া হয়েছে। কেননা রামের কথিত জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ জমির বিবাদ নিয়ে চলা মামলা নিষ্পত্তির আগেই বাবরি মসজিদের ওপর রাম মন্দির নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে আসছে সন্ত্রাসী দল বিজেপির গুণ্ডারা।"

'বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় থাকায় খননকাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞরা চাপের মধ্যে ছিলেন। তাঁদের বাধ্য করা হয়েছিল মন্দিরের পক্ষে বলতে। অনুসন্ধানের নেতৃত্বে ছিলেন যেই বি আর মানি, যাঁকে এলাহাবাদ হাইকোর্ট দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার মানিকে জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত করে" বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা যায়।'

তিনি বলেন, আর্কিওলজিকেল সার্ভে অব ইন্ডিয়া—এএসআই-এর যে জরিপের প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে রায় দেয়া হয়েছে, তা যে বিতর্কিত, রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মা ও ডি এন ঝা'র মতো ভারতীয় ইতিহাসবিদদের মন্তব্য তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এসব প্রথিতযশা ভারতীয় ইতিহাসবিদরা এএসআই-এর প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের প্রতিবেদনকে গলদ, সন্দেহজনক ও ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন।

সুপ্রিম কোর্টও বলেছে, "এএসআই-এর রিপোর্ট থেকে মন্দিরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না"। তাছাড়া "বাবরি মসজিদের নিচে পুরোনো ছোট মসজিদ ছিল। এর পশ্চিম পাশের দেয়াল, ৫০টি পিলার ও স্থাপত্যশৈলী তারই প্রমাণ। পশ্চিম পাশে দেয়াল দেখলেই বোঝা যায় যে এই পাশে মুখ করে নামাজ পড়া হয়েছে। এর কাঠামো মসজিদের মতো, মন্দিরের মতো নয়" বলে আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে প্রকাশ।

তিনি আরও বলেন, রিভিউ পিটিশনগুলো গ্রহণ করে এসব ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলোর ওপর শুনানীর সুযোগ দেয়া হলে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ভুল-ভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো। সেই পথ বন্ধ করার জন্যেই রিভিউ পিটিশনগুলো খারিজ করে দেয়া হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়,

আইন সঙ্গতভাবে নয়, বরং প্রশ্নবিদ্ধ প্রত্মতাত্ত্বিক জরিপের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্রদত্ত সুপ্রীম কোর্টের বিতর্কিত রায়ে বিজেপি সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে।

তিনি যথাস্থানে বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণের প্রতিশ্রুতি পালনে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্ঠির জন্যে বিশ্বের বিবেকবান সম্প্রদায় ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানান।

সন্ত্রাসী দল বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কর্মসূচিতে মূল বিষয় তিনটি ছিল। যার মধ্যে রামমন্দির তৈরি নিশ্চিত করা ও জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লোপের কাজ শেষ হয়েছে। তৃতীয়টি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরি। আরও প্রকল্প নিয়ে আলোচনাও চলছে। নাগরিকত্ব বিল পাশের পর জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তো আছেই। ২০২৪ সালের আগে তা চালুর কথা বলেছে সন্ত্রাসী অমিত শাহ।

এ বছরে স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা। সেই সংক্রান্ত আইন নিয়েও কথা চলছে।

গোটা ব্যবস্থা আটোসাঁটো করেই এটি আনা হবে। যেমন আনা হয়েছে নাগরিকত্ব বিল। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই কংগ্রেসেরও কিছু নেতা প্রকাশ্যে সমর্থন করেছে।

কেন্দ্রের মন্ত্রী সঞ্জীব বালিয়ান জানায়, সরকার এই বিল আনার ব্যাপারে আলোচনা করছে।

আসামে ইতিমধ্যেই দুই সন্তানের নীতির ভিত্তিতে সরকারি চাকরির পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

আর কংগ্রেসের মত, সেটি তো আসলে মোড়ক। আসল খেলা তো বিভাজনের। লক্ষ্য হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার। ২০২৪ সালে সেটিকে ভর করেই ভোটে লড়বে সন্ত্রাসী মোদি।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

ভারতে নতুন মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে কয়েক দিন ধরেই বিক্ষোভ চলছে। শুক্রবার বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ। নতুন আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীরা মুর্শিদাবাদের একটি রেলস্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় হাজারো বিক্ষোভকারী মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন কমপ্লেক্সে আগুন লাগিয়ে দেয়।

রেলওয়ে পুলিশের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, বিক্ষোভকারীরা হঠাৎ করেই রেলওয়ে স্টেশনে ঢুকে প্ল্যাটফর্ম, কয়েকটি ভবন ও রেলওয়ে অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়।

মুর্শিদাবাদ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় শুক্রবার বিক্ষোভ হয়েছে। হাওড়ার উলুবেড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে ভাঙচুর চালিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের হামলায় বেশ কয়েকটি ট্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আহত হয়েছে একজন ট্রেনচালকও। বিক্ষোভ হয়েছে কলকাতাতেও। পার্ক সার্কাস এলাকায় বেশ কয়েক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে বিক্ষোভকারীরা। বিমানবন্দরেও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন তারা। পূর্ব মেদিনীপুরে ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসুর গাড়িতে হামলা করেন বিক্ষোভকারীরা। পরে সন্ত্রাসী পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে।

অন্যদিকে নতুন এই আইনের বিরুদ্ধে আসামে বিক্ষোভ চলছেই।

অর্ডার কমছেই, অর্থবছরের প্রথম চার মাস রপ্তানিতে ধস । সাত মাসে ৫৯ কারখানা বন্ধ । প্রায় ২৯ হাজার শ্রমিক বেকার । সরকারি সহায়তা নেই, ব্যাংকও সহযোগিতা করছে না।

তৈরি পোশাকশিল্পে ভয়াবহ বিপর্যয় চলছে। অসম প্রতিযোগিতায় অসহায় হয়ে পড়েছেন উদ্যোক্তারা। বিশ্বব্যাপী চলছে ব্যাপক মূল্য যুদ্ধ। অর্ডার কমিয়ে দিচ্ছেন ক্রেতারা।

চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রপ্তানি আয়ে ধস নেমেছে। ৫৯ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে ২৮ হাজার ৭০০ পোশাক শ্রমিক বেকার হওয়ার তথ্য দিয়েছে বিজিএমইএ।

এ প্রসঙ্গে মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলেছেন, পোশাকশিল্প ভালো যাচ্ছে না। বিশ্ববাজারও ভালো না। তবুও কোনো সরকারি সহায়তা পাচ্ছি না। ব্যাংকগুলোও অসহযোগিতা করছে। পাকিস্তানের মতো দেশও বাংলাদেশের চেয়ে ভালো করছে।

পাকিস্তান, তুরস্ক ও প্রতিবেশী ভারত সমানতালে পোশাক পণ্যের দাম কমিয়ে দিচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে এই খাত চলবে। এত বড় শিল্প খাত ঘুরে না দাঁড়ালে দেশ ও অর্থনীতি কীভাবে চলবে?

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেছেন, প্রণোদনা যৌক্তিকীকরণ দরকার আছে। যেখানে রপ্তানি কমছে, সেটা প্রণোদনা দিয়ে কাজ হবে না। এখানে কাঠামোগত সংস্কার দরকার। তবে মুদ্রার অবমূল্যায়ন প্রয়োজন আছে। কারণ, টাকা বেশি অতিমূল্যায়িত হয়েছে। তারচেয়েও বেশি প্রয়োজন বিনিয়োগমুখী পরিবেশ নিশ্চিত করা। দীর্ঘ কয়েক বছরে এক্ষেত্রে বড় উন্নতি দেখছি না। চীনের বিনিয়োগ ও ক্রেতারা ভিয়েতনামে চলে গেলে বাংলাদেশের বিপদ আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং-সানেমের এই নির্বাহী পরিচালক।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বলছে, চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রপ্তানি ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ কমেছে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় পোশাক রপ্তানিকারক দেশের খ্যাতি হারানোর ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বড় প্রতিযোগী বিশ্বের তৃতীয় পোশাক রপ্তানিকারক ভিয়েতনামের কাছে এই হারের আশঙ্কা। অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেছে ভিয়েতনাম।

জানুয়ারি-অক্টোবর ১০ মাসে বিদেশি ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, মজুরি এবং অফিসের ব্যয় বহন করতে না পেরে শুধু কারখানা বন্ধ হয়নি, চাকরি হারিয়েছেন হাজার হাজার শ্রমিক। এখন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। অনেক কারখানা মালিক পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ঠিকভাবে দরকষাকষি করতে পারছে না। অনেকে আবার অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে আসছে। ফলে বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতে দুরবস্থা চলছে। এ পরিস্থিতি আমরা সামলাতে পারছি না।

চলতি অর্থবছর শেষে আয়ের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের চেয়েও কমতে পারে। পোশাকশিল্পের এ পরিস্থিতির জন্য ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি মুদ্রার শক্তিশালী অবস্থান দায়ী। চিঠিতে বলা হয়, চলতি অর্থবছরে পোশাক খাতে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১১ দশমিক ৯ শতাংশ। প্রথম ৪ মাসে রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ডিসেম্বর পর্যন্ত মন্থর ধারা অব্যাহত

থাকতে পারে। মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অন্যদের সঙ্গে টিকে থাকতে না পারায় বাংলাদেশের এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের পোশাক খাতের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৩ হাজার ৮২০ কোটি ডলার। তবে রপ্তানি হবে ৩ হাজার ১৯০ কোটি ডলার। অর্থবছরের শেষে ৭ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হবে। ২৫ শতাংশ স্থানীয় মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৭৯৮ কোটি ডলার। এই অঙ্কের ওপর ডলারপ্রতি পাঁচ টাকা অতিরিক্ত বিনিময় হার নির্ধারণ করা হলে, তাতে লাগবে ৩ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকা। যদিও চলতি অর্থবছর থেকে পোশাক খাতের জন্য নতুন করে ১ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দিতে বাজেটে ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, বিগত ২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৯৬ শতাংশ বা ১২ বিলিয়ন ডলার। ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৩৪ শতাংশ বা ৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। দেখা যাচ্ছে, প্রতিনিয়ত এ খাতের প্রবৃদ্ধি কমছে। বিগত পাঁচ বছরে (২০১৪-২০১৮) যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ ও ইউরোপের বাজারে ৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ পোশাকের দরপতন হয়েছে। সর্বশেষ অক্টোবরে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অনেক কম। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধিতে ভিয়েতনাম অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস রিভিউ ২০১৯ প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), চীন, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ভারত, তুরস্ক, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এই শীর্ষ ১০টি দেশ ৪২ হাজার ১০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা মোট রপ্তানির ৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে চীন। বিশ্ববাজারে দেশটির হিস্যা ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ। চীনের পরই পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ স্থানে আছে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম। বাংলাদেশ ৩ হাজার ২৯২ কোটি এবং ভিয়েতনাম ৩ হাজার ২০০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। উভয় দেশের বাজার হিস্যা প্রায় কাছাকাছি। গত বছর ১০ শীর্ষ রপ্তানিকারকের মধ্যে বাংলাদেশের বাজার হিস্যা ছিল ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। ভিয়েতনামের বাজার হিস্যা হয়েছে ৬ দশমিক ২ শতাংশ।
সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) নিয়ে এখন উত্তাল মেঘালয়। এমন পরিস্থিতিতে শিলং সফর বাতিল করল ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী রবিবার নর্থ-ইস্ট পুলিশ অ্যাকাডেমিতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তার।

সংসদের উভয় কক্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করাতে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল এই সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দুই কক্ষেই বিরোধীদের সব আক্রমণ সামলেছে সে। পাল্টা জবাবও দিয়েছে সেই। কিন্তু এ বার সেই সিএবি ঘিরে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে উত্তাল মেঘালয় সফর বাতিল করতে হল সেই কুখ্যাত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই।

একই সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশে একটি উৎসবে যোগ দেওয়ার কর্মসূচিও ছিল কথিত এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেছে, "গোটা অঞ্চল (উত্তর-পূর্ব ভারত) জুড়ে ন্যায়ের পক্ষে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছে। সেই কারণেই সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অরুণাচল সফর বাতিল করা হয়েছে।"

সিএবি পাশ হওয়ার আগে থেকেই কার্যত আসাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়ে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। বিল পাশ হওয়ার পর তা আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছে।

প্রতিবাদ বিক্ষোভে আগুন, ভাঙচুর যেমন হয়েছে, সন্ত্রাসী পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর খবরও এসেছে। আসামে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। চলছে কার্ফু।মোবাইল-ইন্টারনেট পরিষেবা অধিকাংশ জায়গাতেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের দুই মন্ত্রীর সফর বাতিল করা হয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের ভারত সফরও স্থগিত হয়েছে শুক্রবার।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

হিন্দুত্ববাদী মুশরিক মোদি সরকার মুসলিমহীন ভারতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সেই লক্ষ্যেই এনআরসির পর এবার মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস করেছে সন্ত্রাসী হিন্দু নেতারা। এই বিলের বিরুদ্ধে তাই ফুঁসে উঠেছেন ভারতের মুসলিম

জনসাধারণ। বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম বিক্ষোভকারীদের উপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুশরিক হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বাহিনী।

আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের পর দিল্লি এবং কলকাতাতেও মুশরিক হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকারের মুসলিমবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন ভারতীয় মুসলিমরা। আর, এসময় নিরস্ত্র নিরীহ অধিকার আদায়ের দাবিতে রাজপথে নামা মুসলিমদের উপর আগ্রাসীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুশরিক হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় পুলিশ বাহিনী। ইতোমধ্যেই আসামে মুশরিক হিন্দুত্ববাদীদের গুলিতে ৩জন নিহত হয়েছেন।

এদিকে, গত বৃহস্পতিবার দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব বিলের প্রতিবাদে মিছিল বের করলে ভারতের মুশরিক হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী শিক্ষার্থীদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। এসময় সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীর আঘাতে বহু শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির মহিলা শিক্ষার্থীদের উপরও মুশরিক বাহিনী নির্যাতন করেছে বলে জানা যায়।

একইভাবে পশ্চিমবঙ্গেও মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন মুসলিমরা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানায় ভারতীয় সংবাদসংস্থাগুলো।

গত মাসকয়েক পূর্বে এনআরসির মাধ্যমে মুসলিমদের উচ্ছেদ, আর নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মাধ্যমে এনআরসির ফলে বাদ পড়া হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিয়ে ভারতকে হিন্দুরাজ্য বানানোর স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে মোদি সরকার। মোদি সরকারের নব্যনীতির ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলিম আজ ভারত থেকে বিতাড়িত হওয়ার হুমকিতে রয়েছেন।

'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর নামে সারাবিশ্বে মুসলিমদের উপর বর্বরতম আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা। সন্ত্রাসবাদের মোড়ল আমেরিকার আসল চেহারা আজ বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের উম্মাহদরদী মুসলিমরা আমেরিকাকে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রধান শত্রু হিসাবে চিনে নিতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে উন্মুখ হয়ে আছে মুমিনদের অন্তরগুলো। বিশ্বকুফর শক্তির কেন্দ্র, সাপের মাথা আমেরিকার উপর যেখানে সুযোগ পাওয়া যায়, সেখানেই হামলা চালাতে বদ্ধ পরিকর মুসলিম উম্মাহ। ৯/১১ এর বরকতময়ী হামলার পর বার বার প্রতিবাদী মুসলিমরা আঘাত হেনেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে, আলহামদুলিল্লাহ। মুহাম্মাদ সায়িদ আশ-শামরানি রহিমাহুল্লাহ তেমনি এক অকুতোভয় বীর। গত ৬ই ডিসেম্বর আমেরিকার এক নৌ-ঘাঁটিতে হামলা চালান প্রিয় নবীর জন্মভূমি থেকে উঠে আসা ইসলামের এই সেনা।

কে ছিলেন মুহাম্মাদ সায়িদ আশ-শামরানি?

২১ বছর বয়সী মুহাম্মাদ সায়িদ আশ-শামরানি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন সৌদি বিমান বাহিনীর একজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ নিতে সৌদি বাহিনীর সদস্য হিসাবে তিনি ২০১৭ সালে আমেরিকায় যান। ২০১৮ সালে সৌদি আরবে ছুটি কাটানোর পর, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে আবার আমেরিকায় ফিরে যান তিনি। একজন প্রকৃত মুসলিম হিসাবে দীর্ঘদিন ধরেই নির্যাতিত ও আক্রান্ত উম্মাহর ব্যাথায় অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন সায়িদ আশ-শামরানি। তিনি সিদ্ধান্ত নেন উম্মাহর উপর আগ্রাসন চালানো, লক্ষ লক্ষ মুসলিমের হত্যাকারী আমেরিকার উপর পাল্টা হামলা চালানোর। তিনি সিদ্ধান্ত নেন আমেরিকার দালাল আলে-

সাউদের সেনাবাহিনীর বদলে আল্লাহর সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার। মাজলুমদের পক্ষ হয়ে ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার পেনসাকোলাতে অবস্থিত নৌ বাহিনীর এক স্টেশনে সন্ত্রাসী মার্কিনীদের উপর 'লোন' হামলা চালিয়ে ৩ মার্কিনীকে খতম করেন এবং আরো প্রায় ৮ মার্কিন সন্ত্রাসীকে আহত করেন ইসলামের এই বীর সৈনিক।

কেন মার্কিনীদের উপর হামলা?

কেবল গত এক শতকে বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা যে পরিমাণ অপকর্ম করেছে, যে পরিমাণ নিরীহের খুন ঝরিয়েছে, ইতিহাসের পাতায় তা অত্যন্ত বিরল। এসকল অপকর্মের কারণে সন্ত্রাসী আমেরিকাকে বিশ্ববাসী চিরদিন ঘৃণাভরে স্মরণ করবে। মুসলিমদের উপর তো বটেই এমনকি অপরাপর অন্যান্য জাতির উপরও নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে ভয়ংকর গণহত্যা চালিয়েছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা। মাজলুমদের বিপক্ষে জালিমের হাতকে পোক্ত করছে এই আমেরিকা। তারা ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়াসহ পৃথিবীর বহু মুসলিম অধ্যুষিত দেশকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে এবং করে যাচ্ছে, ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিকে নাপাক ইহুদী ইসরাঈলীদের হাতে হস্তান্তর করেছে। সম্পূর্ণ পৃথিবীকেই এক ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে কুফরী বিশ্বের নেতা আমেরিকা।

টুইট বার্তায় যা বলেছিলেন আশ-শামরানি

মার্কিনী সন্ত্রাসীদের উপর হামলা করার পূর্বে প্রিয় ভাই মুহাম্মাদ সায়িদ আশ-শামরানি রহিমাহুল্লাহ টুইট বার্তা দেন। এ বার্তায় সুস্পষ্টভাবে তিনি তুলে ধরেন তাঁর এ বরকতময় হামলার পিছনের কারণগুলো। টুইট বার্তায় আশ-শামরানি বলেন,
'আমি অন্যায়ের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে, আর আমেরিকা সামগ্রিকভাবে অন্যায় ও অশুভ শক্তির জাতিতে পরিণত হয়েছে।'
তোমরা 'অন্যদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে যাবে অথচ সামান্যও প্রতিফল ভোগ করবে না, এটাই কি তোমাদের প্রত্যাশা?''
না, কেবল আমেরিকান হওয়ার কারণে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে নই। তোমাদের ব্যক্তি কিংবা সামাজিক স্বাধীনতার কারণেও আমি তোমাদেরকে ঘৃণা করি না। বরং প্রতিনিয়ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং মানবতার বিরুদ্ধে তোমরা যে অপরাধ করে চলছো, এবং অন্যান্য অপরাধীদের সাহায্য ও অর্থায়ন করে চলেছো সে কারণেই আমি তোমাদের ঘৃণা করি। আমি দেখেছি ইস্রায়েলের প্রতি তোমাদের সমর্থন, আমি দেখেছি বহু দেশে তোমার সেনাদের হামলা, আমি গোয়ান্তানামো বে দেখেছি। আমি দেখেছি ক্রুজ মিসাইল, ক্লাস্টার বোমা এবং ড্রোন। আমি

দেখেছি এ সবের প্রতি তোমাদের সমর্থন আর সক্রিয় অংশগ্রহণ। আর তাই আমি তোমাদের ঘৃণা করি।”

সায়িদ আশ-শামরানি এসময় উল্লেখ করেন ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ এর সেই বিখ্যাত উক্তি। শাইখ রাহিমাহুল্লাহর কথা নকল করে আশ-শামরানি বলেন, “যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ফিলিস্তিনে সত্যিকার অর্থে নিরাপত্তা পাবো, যতোক্ষণ না আমাদের ভূমিগুলো থেকে আমেরিকান সেনা বের হবে, ততোক্ষণ তোমরা নিরাপদে থাকতে পারবে না।”

এর আগেও মার্কিন সন্ত্রাসীদের উপর আমেরিকার অভ্যন্তরেই একাকী হামলা চালিয়েছেন উম্মাহদরদী মুসলিম বীরেরা। ২০০৯ সালের ৫ই নভেম্বর আমেরিকার টেক্সাসের ফোর্ট হোডে মার্কিন সামরিক ক্যাম্পে হামলা চালান মেজর নিদাল হাসান। ঐ বরকতময় হামলায় নিহত হয় ১৩ মার্কিনী, আহত হয় আরো প্রায় ৩০ সন্ত্রাসী। মেজর নিদাল হাসান ছিলেন শহীদুদ দাওয়াহ শাইখ আনওয়ার আল-আওলাকি রহিমাহুল্লাহ এর নির্দেশনাপ্রাপ্ত।

এভাবেই, পশ্চিমা সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলায় নির্যাতিত উম্মাহর মাঝে আশার আলো হয়ে আছেন উম্মাহর ঐসকল সাহসী বীরেরা; যাঁরা দুশমনের দেশে নিরাপত্তাবেষ্টিত সামরিক ঘাঁটিগুলোতে ঢুকে দুশমনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে তোলেন, তাদের হৃদয়রাজ্যে আঘাত হানেন। বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকার দম্ভকে চূর্ণ করে দেন, এবং সেই শপথ বাস্তবায়িত করেন – “সেই আল্লাহর শপথ! যিনি আসমানসমূহকে সমুন্নত করেছেন কোন স্তম্ভ ছাড়াই। যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ফিলিস্তিনে সত্যিকার অর্থে নিরাপত্তা পাবো, যতোক্ষণ না আমাদের ভূমিগুলো থেকে আমেরিকান সেনা বের হবে, ততোক্ষণ আমেরিকা ও আমেরিকার অধিবাসীরা নিরাপদ থাকতে পারবে না।”

২১ বছরের টগবগে যুবক, প্রিয় ভাই মুহাম্মাদ সায়িদ আশ-শামরানি কালেমার পতাকাতলে একতাবদ্ধ বীর সেনানীর তালিকায় যুক্ত হওয়া নতুন এক নাম। ওয়াহন ও পরাজিত মানসিকতায় আক্রান্ত উম্মাহ আজ তাঁর কদর যদি নাও করে, তবুও আগামীর বিজয়ী প্রজন্ম আল্লাহর দ্বীনের এ সেনাকে স্মরণ করবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ভরে।
আল্লাহ্ সায়িদ আশ-শামরানিকে জান্নাত দান করুন, এবং এই উম্মাহর মা-দের গর্ভে তাঁর মতো আরো সন্তান দান করুন। আমীন।

১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৯

কোথাও জ্বলছে টায়ার, কোথাও আবার ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশের গুলিতে প্রাণ কাড়ল পাঁচ জনের, জ্বালিয়ে দেওয়া হল দুই সন্ত্রাসী দল বিজেপি সাংসদদের বাড়ি, প্রতিবাদীদের সঙ্গে সন্ত্রাসীবাহিনীর লড়াইয়ের চিত্র এখন আসামের দিনপঞ্জি। নাগরিকপঞ্জি থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, প্রতিবাদের আগুন জ্বলেছে শহরের প্রতিটি কোনায়। আসামের এই বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মাঝেই বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেয় যে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে সায় দিয়েছে মালাউন সন্ত্রাসী রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অ-মুসলিমদের নাগরিকত্ব দেওয়ার যে দাবি পদ্মশিবির বিলে পরিণত করেছে, এবার তাতেই রাষ্ট্রীয় সম্মতি মিলেছে,এমনটাই জানিয়েছে আইনমন্ত্রক।

কিন্তু আসাম শান্ত হয়নি। বরং ক্রমশ উত্তপ্ত হয়েছে পরিস্থিতি। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদের মাঝেই রক্ত ঝরল গুয়াহাটিতে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দুজন। সংঘর্ষের মাঝেই আহত হলেন প্রায় ২১ জন। সকলকেই ভর্তি করা হয়েছে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজে।

বিক্ষোভকারীরা সার্কেল অফিস, রেলস্টেশনেও ভাঙচুর চালিয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে আসাম-ত্রিপুরা রেলপরিষেবা। মোতায়েন করা হয়েছে ১২ কোম্পানি বিশেষ সন্ত্রাসী বাহিনী।

তবে আসামের পরিস্থিতি এতোটাই উতপ্ত, তা ছোঁয়া তো দূরের কথা, কাছে গেলেও প্রতিবাদের আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে ২ হাজার সশস্ত্র সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১০টি জেলায় বন্ধ করা হল ইন্টারনেট পরিষেবা, অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু জারি করা হল গুয়াহাটিতে।

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম "হুররাস আদ-দ্বীন" গত বৃহস্পতিবার সিরিয়ার ইদলিব ও আলেপ্পো সিটিতে দুটি পৃথক সফল অভিযান সম্পূর্ণ করেছেন।

"ওয়া হাররিদ্বিল মুমিনিন" অপারেশন রুম হতে জানানো হয় যে, গত ১২ ডিসেম্বর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আলেপ্পো সিটির হারিশা গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরি মুরতাদ বাহিনীর চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন আল-কায়েদার মুজাহিদগণ এবং মুরতাদ বাহিনীর মালামাল সরবরাহ এর লাইনও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

এই অভিযানের সময় মুজাহিদগণ ১৪.৫ মেশিনগানের মাধ্যমে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনী উপর হামলা চালান, যা খুব সফলভাবেই মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে সরাসরি আঘাত করেছে।

অন্যদিকে ঐদিন সকাল বেলায় ইদলিব সিটির দক্ষিণ-পূর্ব পল্লী এলাকা "আল-মাহজুরা" (যেই এলাকাটি গত দু'দিন পূর্বে মুজাহিদগণ বিজয় করেছেন) এর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনী।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায মুজাহিদীন।

এর মধ্যে লোগার প্রদেশের "আরজাহ" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি কনভয়ে সফল হামলা চালান তালেবান, যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাংক ও ২টি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। নিহত হয় ৮ সেনা এবং আহত হয় আরো ৩ সেনা। একই জেলায় মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় আহত হয় আরো ২ সেনা।

এমনিভাবে বলখ প্রদেশের "আলম খাইল" এলাকায় তালেবান মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় নিহত হয় ৩ সেনা এবং আহত হয় আরো ২ সেনা।

এদিকে বাগলান প্রদেশের "দুষী" জেলায় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর পণ্য বহনকারী ২টি ট্যাংকার মুজাহিদগণ বোমা মেরে ঝালিয়ে দেন, একই সময় উক্ত জেলার

"খাওয়াজাহ্" শহরে মুজাহিদদের বোমা বিস্ফোরণে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় তাতে থাকা সকল আরোহী মুরতাদ সদস্য নিহত হয়।

অন্যদিকে জাওজান ও গজনী প্রদেশে মুজাহিদদের পৃথক হামলায় এক কমান্ডারসহ ৫ সেনা সদস্য নিহত এবং ৪ সেনা সদস্য আহত হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার ভোর রাতে আফগানিস্তানের জাবুল প্রদেশের "লাগবাগ" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক চৌকিতে সফল হামলা চালান ইমলামি ইমারতের জানবায তালেবান মুজাহিদীন।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে চৌকিটি বিজয় করতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাংক ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ৭ মুরতাদ সদস্য নিহত এবং ৩ সেনা গুরুতর আহত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ১৫টিরও অধিক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ।

অন্যদিকে তাগাব ও লাগবাগ জেলায় মুজাহিদদের অন্য দুটি পৃথক হামলায় আরো ১০ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক সেনা। এসময় মুজাহিদগণ ১ সেনা সদস্যকে বন্দী করতেও সক্ষম হন।

সিরিয়ায় নবউদ্যমে কাফের বাহিনীর উপর হামলা চালানো শুরু করেছেন আল-কায়েদার সিরিয়ান শাখা হুররাস আদ-দ্বীন নেতৃত্বাধীন ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ। কিছুদিন পূর্ব থেকে 'আমরা মুসলিম ভূমিগুলো পুনরুদ্ধার করবো' শিরোনামে নতুন এক অভিযান শুরু করেছেন মুজাহিদগণ। অপারেশনটি শুরু হওয়ার অল্পকিছু দিনের মধ্যেই নুসাইরীদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। গত ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কাফের বাহিনীর উপর চালানো হামলার একটি পরিসংখ্যান ইনফোগ্রাফিতে প্রকাশ করেছে ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন অপারেশন রুম।

https://alfirdaws.org/2019/12/13/29671/

আসাম, ত্রিপুরার পর এবার মেঘালয়েই অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছে। দুদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট ও এসএমএস সেবা।

বিতর্কিত মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সামাল দিতেই তিন রাজ্যে কারফিউ জারি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার এ নির্দেশ দিয়েছে। খবর এনডিটিভির।

বৃহস্পতিবার রাতে শহরের প্রধান সড়কে বিশাল টর্চলাইট মিছিল বের করা হয়েছে।

রাজধানী থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে উইলিয়ামনগরে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা হেলিকপ্টার থেকে নামার পর তাকে ধুয়োধ্বনি দিয়েছে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলের বিরোধীরা। প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরের সামনেই তরুণ-তরুণীরা 'কনরাড ফিরে যাও' স্লোগান দেয়।

সম্প্রতি বহুল বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস করেছে ভারত। এ বিলের প্রতিবাদে উত্তাল আসামসহ ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো। শুধু মুসলমান বাদে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ভারতে বসবাস করার অধিকার সুরক্ষিত করতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে মালাউন মোদি সরকার।

এই পরিস্থিতিতে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে সাতজন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে দেশটির মালাউন পুলিশ।

গ্রেফতারের ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পালঘর শহরে। বৃহস্পতিবার তাদের গ্রেফতার করা হয় বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সংবাদপ্রতিদিন নিশ্চিত করেছে।

বুধবার রাজ্যসভায় ১২৫-৯৯ ভোটে পাস হয়েছে বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধন বিল। এর আগে গত সোমবার বিলটি পাস হয়েছিল লোকসভায়।

১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনে এই সংশোধনের ফলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে চলে আসা হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান, জৈন, পারসি ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবে।

এই বিলকে কেন্দ্র করে আসাম ও ত্রিপুরা-দুই রাজ্যে সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কারফিউ ভেঙে বের হওয়া বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে সন্ত্রাসী পুলিশ।

কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশটির অন্যান্য গণমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে, গত কয়েকদিনের এই বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত আসামে ৫ জন নিহত হয়েছেন। বিলের প্রতিবাদে রাস্তায় নামা হাজার হাজার মানুষকে ছত্রভঙ্গ করতে সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীর দমনাভিযানে এসব মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

ভারতের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ বিরোধ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর করা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দসহ বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির করা পুনর্বিবেচনার সব আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দেশটির হিন্দুত্ববাদী আদালত। এরই মধ্য দিয়ে ভারতীয় মুসলিমদের মনে বাবরি মসজিদ ফিরে পাওয়ার শেষ আশাটুকুও নিভে গেল।

পিটিশন খারিজের পর গত বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রেসিডেন্ট মাওলানা আরশাদ মাদানী বলেন, আমরা আপসোসের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। আমরা জানি, সব পিটিশনেই খারিজ হয় না। কোনো কোনো পিটিশন খারিজ হয়ে যায়। যেহেতু এ মামলাটির শুরু শেষ আদালত ভিন্নভাবে দেখছে, তাই আমাদের পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে।

তারা এটাও মানে যে, মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির ছিল না, কারণ আমাদের শক্তিশালী দলিল প্রমাণ আছে। আদালত এটাও মেনে নিয়েছে, মসজিদে মূর্তি রেখেছে সে দোষী, যে মসজিদ ভেঙ্গেছে তারাও দোষী, এরপরও আদলত হিন্দুত্বাদী মতাদর্শকে সম্মান জানাতে এ ফায়সালা দিয়েছে। সারা দুনিয়া এ রায়ের ব্যাপারে বলছে , এ রায় আইনের উপর দাঁড়িয়ে দেয়া হয়নি বরং এ রায় দেশের একটি জাতিগত আদর্শকে শক্তিশালী করতে দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের এক বেঞ্চের চেম্বার বাবরি মসজিদ ইস্যুতে আদালতে উত্থাপিত সব আবেদন খারিজ করা হয়। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের ওই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন পড়ে ১৮টি।

আবেদনকারীদের মধ্যে মূল মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে ৯টি আবেদন পড়ে। আর ৯টি আবেদন করে ৪০ মানবাধিকারকর্মীর তৃতীয়পক্ষ। মামলার মূল দুই পক্ষ হলো অল ইন্ডিয়া মুসলিমস পারসোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) ও নির্মোহি আখড়া।

উল্লেখ্য, গত ৯ নভেম্বর অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণা করেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে বলা হয়, বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমিতে গড়ে উঠবে রাম মন্দির। আর এর পরিবর্তে অযোধ্যার যেকোনও স্থানে মসজিদের জন্য বরাদ্দ করা হবে ৫ একর জমি।

ভারতে মালাউনদের সুপ্রিম কোর্ট বাবরি মসজিদ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে করা ১৮টি রিভিউ পিটিশনের সবগুলো খারিজ করে দিয়েছে।

আর কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে মালাউনদের সুপ্রিম কোর্ট। রিভিউ আবেদনগুলো বাতিল হওয়ায় বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণে আর কোনো বাঁধা রইলো না।

পার্সটুডের সংবাদ সূত্রে জানা যায়, গত ৯ নভেম্বর বাবরি মসজিদ মামলার রায় দেয় ভারতের মালাউন হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্ট। রায়ে মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়। মসজিদ নির্মাণের জন্য সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে অযোধ্যার অন্য একটি জায়গায় পাঁচ একর জমি দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর থেকে রায়টি ঘিরে ১৮টি রিভিউ পিটিশন জমা পড়ে আদালতে।

গত বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে’র নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চ পিটিশনগুলো খারিজ করে দেয়। বিচারপতিদের চেম্বারে এক শুনানি শেষে এ রায় দিয়েছে।

বাবরি মসজিদ মামলার রায় নিয়ে প্রথম পিটিশনটি জমা পড়ে ২রা ডিসেম্বর। পিটিশনটি করে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ এর উত্তর প্রদেশের সভাপতি মাওলানা সৈয়দ আশাদ রশিদি। । ঐ পিটিশনে বলা হয়, শীর্ষ আদালত দুপক্ষের মধ্যে ভারসাম্য আনতে গিয়ে হিন্দু পক্ষকে বেআইনিভাবে সুবিধা দিয়েছে এবং মুসলিম পক্ষকে অন্য জায়গায় পাঁচ একর জমি দিয়েছে, যা মুসলিম পক্ষের সওয়াল বা আবেদনের বিষয় ছিল না। পরবর্তীতে ৬ই ডিসেম্বর আরো ছয়টি পিটিশন দাখিল হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ বদাখশান প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

জানা যায় যে, গত বুধবার সকাল বেলায় প্রদেশটির "নাসী" জেলায় এক বীরত্বপূর্ণ অভিযান শুরু করেন তালেবান মুজাহিদগণ। এ হামলা সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যার ফলে মুহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে মুজাহিদগণ "শোরিয়ান" এলাকা বিজয় করতে সক্ষম হন।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৩ সেনা নিহত, ৩ কমান্ডার ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্রসহ ৩০ সেনা বন্দী হয়। আর বাকি সৈন্যরা উক্ত এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে।

অন্যদিকে প্রদেশটির কুহিস্তান ও তাগাব অঞ্চলে তালেবান মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় ৭ এরও অধিক মুরতাদ সেনা হতাহত হয়, অন্যরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে।

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) এর মুজাহিদগণ দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর পৃথক দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তেহরিকে তালেবান এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ এর স্বাক্ষরিত হামলার দায় স্বীকারের সংবাদটি প্রকাশ করে "উমর মিডিয়া"।

তাতে বলা হয়, গত ১১ই ডিসেম্বর তেহরিকে তালেবান এর একদল জানবায মুজাহিদ দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "আরীন খোলা" এলাকায় বেলা ৪ টায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি টহল দলের উপর হামলা চালান। এতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৬ সদস্য নিহত হয়।

অপরদিকে গত দু'দিন আগে ওয়াজিরিস্তানের "জান্না শাজাই" এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি ইউনিটকে টার্গেট করে কমান্ডো অভিযান চালিয়েছিলেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ। ঐ হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৪ সদস্য নিহত হয়।

১২ই ডিসেম্বর, ২০১৯

আসামে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের (সিএবি) প্রতিবাদে কারফিউ ভেঙে বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার মানুষ। এক পর্যায়ে মুক্তিকামী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সন্ত্রাসী পুলিশের তুমুল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে সন্ত্রাসী পুলিশের গুলিতে তিন মুক্তিকামী বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া অনেকে আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে গুয়াহাটিতে এ ঘটনা ঘটে।

এর আগে বুধবার পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে এ বিল পাস হয়। পরে নিম্ন কক্ষে এটি অনুমোদনের পরেই কথিত সরকারের পক্ষ থেকে কারফিউ জারি করা হয়। এছাড়া প্রচুর সংখ্যক সন্ত্রাসী সেনা মোতায়েন করা হয়। হাজারের বেশি বিক্ষোভকারী কারফিউ ভেঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। এতে মুক্তিকামী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সন্ত্রাসী পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন অনন্ত চারটি স্থানে সন্ত্রাসী পুলিশের সঙ্গে মুক্তিকামী বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, হিন্দুত্ববাদী সরকারের পক্ষ থেকে আরও ৪৮ ঘণ্টার জন্য শহরসহ ১০টি জেলায় ইন্টারনেট সেবা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া সেসব স্থানে মুক্তিকামী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সন্ত্রাসী পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে সেসব এলাকায় সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসী পুলিশের গুলিতে তিন মুক্তিকামী বিক্ষোভকারী মৃত্যু হয়েছে। অনেক বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাও রয়েছেন। এ ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সর্নাল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রমেশ্বর তেলি বিক্ষোভকারীদের হামলার শিকার হয়েছে।

সমালোচকরা বলছেন, বিলটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এটি সমর্থন করছে।

সূত্রঃ যুগান্তর

চার মাসেরও অধিক সময় ধরে বন্ধ কাশ্মীরের শ্রীনগরের বিখ্যাত জামে মসজিদ। মুসল্লিদের ভীড়ে যেখানে গমগম করত মসজিদ প্রাঙ্গণ, সেখানে যেন আজ পাখিদের উড়ে যাওয়াও নিষেধ। মসজিদের চারপাশে বন্দুক হাতে পাহারায় সন্ত্রাসী পুলিশ।

আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আল জাজিরার এক সাংবাদিক শূন্য মসজিদের ছবি তুলতে গেলে তেড়ে আসে এক পুলিশ। পুলিশ বলতে থাকে, 'আপনি সাংবাদিক? তাহলে ছবি তুলবেন না, দ্রুত চলে যান। সেনারা দেখলে আপনাকে আস্ত রাখবে না।'

ভারতে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিতের অজুহাতে কথিত সংসদে যখন পাস হচ্ছে নাগরিকত্ব বিল, তখন কাশ্মীরে দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে নিজেদের তৈরীকরা কথিত সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করছে সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদি সরকার। জামে মসজিদের প্রতিবেশী খালিদ বশির গুরা বলেন, 'সরকার মসজিদকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে। আমাদের ধর্ম পালন করা সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু সন্ত্রাসী সরকার তা লঙ্ঘন করছে।'

১৯৬৩ সাল থেকে শ্রীনগরের এই জামে মসজিদে ইমামতি করেন ৮০ বছর বয়সী ইমাম সৈয়দ আহমদ। এই চার মাস ধরে তিনি জামে মসজিদ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে আরেক মসজিদে ইমামতি করছেন। প্রবীণ এই ইমাম আল জাজিরাকে বলেন, 'জামে মসজিদে নামাজ পড়ার সুখই আলাদা। এই সুখ অন্য কোথাও অনুভব করা শক্ত। আমি সেখানে উপস্থিতি দারুণভাবে মিস করি।'

জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য সৈয়দ রহমান শামস বলেন, 'এই প্রথমবার মসজিদটি বন্ধ হয়নি। বরং ২০১৬ সালেও একবার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তবে এবারের মতো এত দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল না।'

উল্লেখ্য, ৫ আগস্টে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর থেকেই বন্ধ করে দেয়া হয় বিখ্যাত এই জামে মসজিদটি। চার মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো মিনার থেকে উচ্চারিত হয় না আজান। সড়কে সড়কে সেনা তো আছেই, শুধু মসজিদের জন্যও বসানো হয়েছে সশস্ত্র প্রহরা।

ডিগ্রি প্রথম বর্ষ পরীক্ষায় শরীয়তপুর সরকারি কলেজ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি সোহাগ বেপারীর পরিবর্তে প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা খেয়েছে হাসেম হাওলাদার (২৪) নামে এক যুবক। এ নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

হাসেম হাওলাদার শরীয়তপুর সদর উপজেলার চরপাতানিধি গ্রামের আ. জলিল হাওলাদারের ছেলে।
শরীয়তপুর সরকারি গোলাম হায়দার খান মহিলা কলেজ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ছিল ডিগ্রি প্রথম বর্ষ দর্শন পরীক্ষা। আর এ পরীক্ষায় শরীয়তপুর সদর উপজেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি সোহাগ বেপারী শরীয়তপুর সরকারি কলেজের ছাত্র হিসেবে একাদশ শ্রেণির ১ম বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

সোহাগ বেপারী অসুস্থ দেখিয়ে শরীয়তপুর সরকারি গোলাম হায়দার খান মহিলা কলেজ কেন্দ্রের ২০১নং কক্ষে বুধবার দর্শন পরীক্ষায় বেড সিটে একা পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ নেয় বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়। সেখানে তিনি পরীক্ষা না দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য হাসেম হাওলাদার নামে একজনকে দিয়ে পরীক্ষা দেয়াচ্ছেন।

বুধবার দর্শন পরীক্ষা চলাকালে শরীয়তপুর সরকারি গোলাম হায়দার খান মহিলা কলেজে পরিদর্শনে যান শরীয়তপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মাহবুব রহমান। তিনি গিয়ে পরীক্ষার্থী সোহাগ বেপারীকে না পেয়ে তার পরিবর্তে বহিরাগত যুবক হাসেম হাওলাদারকে পরীক্ষা দিতে দেখেন। এ সময় নির্বাহী কর্মকর্তা তাকে নাম-ঠিকানা জানতে চাইলে সে সোহাগ বেপারী বলে পরিচয় দেয়।

এ সময় কাগজ-পত্র ও প্রবেশপত্রের ছবির সঙ্গে মিল পাওয়া যায় না।

শরীয়তপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সসন্ত্রাসী সভাপতি সোহাগ বেপারী বলেছে, এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আমি পরীক্ষা দেয়নি। এ বলে মোবাইল ফোন কেটে বন্ধ করে দেয়। এর একাধিকবার ফোন দিলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

শরীয়তপুর সরকারি গোলাম হায়দার খান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো. রেজাউল করিম বলেন, শরীয়তপুর সরকারি কলেজের ছাত্র সোহাগ বেপারীর পরিবর্তে হাসেম হাওলাদার নামে এক যুবক প্রক্সি পরীক্ষা দেয়। প্রথমে আমাদের কলেজের অফিস সহায়ক বিষয়টি জানার পর আমাকে জানায়।

সুত্রঃ যুগান্তর

নিয়মিত মজুরি পরিশোধসহ ১১ দফা দাবিতে খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত ৯ পাটকলের শ্রমিকদের লাগাতার আমরণ অনশনে শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১০টা পর্যন্ত প্রায় শতাধিক শ্রমিককে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সকালে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ-ননসিবিএ সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক খলিলুর রহমান বলেছেন, শীতের রাতে তাঁবু টাঙিয়ে সড়কে অবস্থান নিয়ে অনাহারে থাকায় প্রায় শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

তাদের মধ্যে ২৫-২৬ জনকে খুমেক হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের অনশন স্থানেই স্যালাইন দেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, বুধবার রাতে কথিত শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের বাসায় শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। সেখানে প্রতিমন্ত্রী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করার প্রস্তাব দেয়।

১৫ ডিসেম্বর ঢাকার মিটিংয়ে শ্রমিকদের দাবি পূরণ হবে। কিন্তু শ্রমিক নেতারা মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাবে বলে জানান।

শ্রমিক নেতারা জানান, আগামী ১৫ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় পাট মন্ত্রণালয়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে পাটমন্ত্রী ও শ্রম প্রতিমন্ত্রীর বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ জন্য বুধবার রাতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান খুলনার কর্মসূচি স্থগিত করার অনুরোধ করলেও শ্রমিকরা তা মানেননি।

এর আগে মঙ্গলবার থেকে মজুরি কমিশন বাস্তবায়নসহ ১১ দফা দাবিতে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেন খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত ৯ পাটকলের শ্রমিকরা।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ-ননসিবিএ সংগ্রাম পরিষদের ডাকা কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনার ক্রিসেন্ট, প্লাটিনাম, খালিশপুর, দৌলতপুর, স্টার, ইস্টার্ন, আলিম, জেজেআই ও কার্পেটিং মিলের শ্রমিকরা নিজ নিজ পাটকলের উৎপাদন বন্ধ রেখে মিলের প্রধান ফটকে এ কর্মসূচি পালন করছেন শ্রমিকরা।

এ ছাড়া যশোরে দুটি পাটকল শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমেছেন।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা বলেন, শ্রমিকরা নিজেদের কাঁথা-কম্বল নিয়ে অনশনে নেমেছেন। সমস্যার সমাধান করতে যদি মরতে হয়, তবু দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি চলবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ-ননসিবিএ সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক খলিলুর রহমান জানান, প্রচণ্ড শীত ও ক্ষুধার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সমস্যা সমাধানে ঢাকায় বৈঠক হয়। তার পরও যতই কষ্ট হোক, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনশন চালাবেন বলে জানান শ্রমিকরা।

সুত্রঃ যুগান্তর

মিয়ানমারের নেত্রী সন্ত্রাসী অং সান সুচির মিথ্যা বক্তব্য নিয়ে কক্সবাজারের আশ্রিত রোহিঙ্গারা হতবাক হয়ে পড়েছেন। নেদারল্যান্ডসের হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে দাঁড়িয়ে গতকাল বুধবার সু চি যে বক্তব্য দিয়েছে, এর আগাগোড়াই মিথ্যা বলে দাবি করেছেন রোহিঙ্গারা।

মিথ্যাবাদী সু চির এমন বক্তব্য নিয়ে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোর চা দোকান, হাট-বাজারসহ বস্তিতে বস্তিতে রোহিঙ্গারা একে অন্যের কাছে ব্যক্ত করছেন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া।

কুতুপালং শিবিরের রোহিঙ্গা নেতা সিরাজুল মোস্তফা গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অং সান সু চি একটা ডাহা মিথ্যাবাজ নারী। সে কিভাবে বলে যে রাখাইনে বৌদ্ধ ও সেনারা আমাদের রোহিঙ্গা নারীদের গণধর্ষণ করেনি?'

রোহিঙ্গা নেতা সিরাজুল মোস্তফা বলেন, ২০১৮ সালের ২ জুলাই বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘ মহাসচিব রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেছিল। সেদিন মিয়ানমারের সেনা ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের হাতে গণধর্ষণের শিকার হওয়া কয়েক ডজন রোহিঙ্গা নারীর সঙ্গে তাঁরা একান্তে আলাপ করেছে। এমনকি রাখাইনে ২০১৭ সালের আগস্টে সেনা অপারেশনের সময় নির্যাতনের শিকার হওয়া এসব নারী কক্সবাজারের শিবিরে আশ্রয় নেওয়ার পর প্রসব করা শিশুদেরও দেখান।

অপরাধ কিছু হয়েছে কিন্তু জেনোসাইড হয়নি—মিয়ানমারের এমন বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন রোহিঙ্গারা। উখিয়ার কুতুপালং ৭ নম্বর শিবিরের বি-ব্লকের বাসিন্দা সৈয়দ আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি বর্তমানে যে বস্তিতে বসবাস করছি সেখানেই রয়েছে জোহরা বেগম (১৫) এবং খাইরুল আলম (১১) নামের দুই হতভাগ্য ভাই-বোন। রাখাইনের তুলাতলী গ্রামের এই হতভাগ্য ভাই-বোন একই পরিবারের ১৪ জনকে চিরতরে হারিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছেন। '

সৈয়দ আলম বলেন, সেই তুলাতলী গ্রামের মোহাম্মদ শফি ও হাবিবা বেগম দম্পতির পরিবারের ১৬ সদস্যের মধ্যে মাত্র দুজন প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন।

অন্য ১৪ জনকেই গুলি, দায়ের কোপ এবং আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। সন্ত্রাসী মিয়ানমার সেনাদের হাতে কেবল তুলাতলী গ্রামেরই সাত শতাধিক রোহিঙ্গা প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে প্রায় ৪০ হাজার এতিম সন্তান রয়েছে। এসব এতিম সন্তানের মা-বাবা, ভাই-বোন কেউই আর বেঁচে নেই।

ভারতের লোকসভার পর বুধবার রাজ্যসভায়ও পাস হয়েছে কথিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)। নাগরিকত্ব বিল প্রসঙ্গে লোকসভায় যা ঊহ্য রেখেছিল, রাজ্যসভায় তা স্পষ্ট করেছে দেশটির হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সে বলে, সারা পৃথিবী থেকে যদি মুসলমানরা এসে এ দেশের নাগরিকত্ব চায়, তা হলে তা দেয়া সম্ভব নয়। এ ভাবে চলতে পারে না।

বিরোধীদের মতে, এই বিল হল সরকারের আগ্রাসী হিন্দুত্ব নীতির পরিচায়ক। যদিও সন্ত্রাসী বিজেপির পাল্টা যুক্তি, দলের ইসতেহারেই বিলটি আনার কথা ছিল। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়েছে।

বিরোধী শিবিরের তীব্র প্রতিবাদ, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই সত্ত্বেও রাজ্যসভায় পাস হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)। রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করলেই বিলটি আইনে পরিণত হবে। ফলে আরও মসৃণ হবে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ।

এই বিলে কেন কেবল অমুসলিমদের (হিন্দু, শিখ, পার্সি, খ্রিস্টান, জৈন ও বৌদ্ধ) কেন সুবিধা দেয়া হলো, তা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলে আসছে বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, মুসলিমদের সঙ্গে বিভাজনের রাজনীতি করার উদ্দেশ্যেই বিলটি আনা হয়েছে।

তবে লোকসভায় এই অভিযোগের স্পষ্ট জবাব দেয়নি সন্ত্রাসী অমিত শাহ। পাল্টা প্রশ্ন করে সে বলেছে, গোটা দুনিয়া থেকেই যদি মুসলিমরা এসে এ দেশে নাগরিকত্ব চায়, তাদের সবাইকে কি নাগরিকত্ব দিয়ে দেব? কী করে দেব। দেশ কী ভাবে চলবে, এ ভাবে চলতে পারে না।

তার যুক্তি, প্রতিবেশী তিন দেশের রাষ্ট্রধর্ম হল ইসলাম। সেই কারণে শরণার্থী হিসেবে আসা তিন দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেয়া হবে। না হলে উৎপীড়নের শিকার ওই মানুষেরা কোথায় যাবেন। ’

এদিকে বিলটি নিয়ে মুসলিম সমাজ আতঙ্কিত বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বহু বিরোধী সংসদ সদস্য।

তারা বলছেন, এনআরসি থেকে নাগরিকত্ব বিল কিংবা ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ— কী কারণে ওই বিলগুলো সরকার আনছে তা সবাই বুঝতে পারছেন। সরকারের পদক্ষেপ দেখে মুসলিম সমাজ ভয়ে রয়েছে।

কংগ্রেসের কপিল সিব্বল প্রশ্ন তোলে, ‘কোনো অমুসলিম যে ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, তা কী ভাবে প্রমাণ হবে? কারণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি বলেছিল যে কোনো অনুপ্রবেশকারী, তিনি যে ধর্মেরই হন, আসলে তিনি অবৈধ। ’

পাঞ্জাবের কংগ্রেস সংসদ সদস্য প্রতাপ সিংহ বাজওয়া জানিয়েছে, তার রাজ্যে পাকিস্তানের বহু আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ শরণার্থী হিসেবে রয়েছেন। ধর্মীয় বৈষম্যের কারণে পালিয়ে আসা ওই মুসলিম নাগরিকদের কেন নাগরিকত্ব দেয়া হবে না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

জবাবে সন্ত্রাসী অমিত শাহ বলেছে, বিভিন্ন দেশের মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ভারত নাগরিকত্ব দিয়ে থাকে। ওই শরণার্থীরা যদি ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন মেনে আবেদন করে, তবে খতিয়ে দেখা হবে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

কথিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-এর প্রতিবাদে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

সিএবি নিয়ে আসামে কোনও সংগঠন আন্দোলনের ডাক দেয়নি। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার প্রতিবাদী যুবক এ দিন পথে নেমে পড়েন, যাদের অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী। অচল হয়ে যায় গুয়াহাটি।

এদিকে, দিসপুরের সচিবালয়ের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে ফেলেন প্রতিবাদীরা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার সন্ধ্যা থেকেই গুয়াহাটিতে কার্ফু জারি করা হয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট, এসএমএস সেনাও।

নামানো হয়েছে দু'কলাম সেনা। বঙাইগাঁও এবং ডিব্রুগড়েও দু'প্লাটুন সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। গুয়াহাটিতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তা অন্যত্র সরানোর কথাও ভাবা হচ্ছে।

আসামে যখন এই অবস্থা, তখন ত্রিপুরায় হামলার জেরে আজ বহু জায়গায় স্বদেশিরা পাল্টা প্রতিরোধে নামেন। ধলাই জেলার কমলপুরে দু'পক্ষকে হঠাতে সন্ত্রাসী পুলিশ ১২ রাউন্ড গুলি চালায়।

মূলত উপজাতি প্রধান জেলাগুলোতে কোথাও লাঠি চালাতে হয়, কোথাও ছুঁড়তে হয় কাঁদানে গ্যাস। বহু এলাকায় জারি হয় ১৪৪ ধারা। অসাম ও ত্রিপুরার জন্য ৫০ সন্ত্রাসী প্লাটুন আধাসামরিক বাহিনী উড়িয়ে আনা হয়েছে। কাশ্মীর থেকেও আনা হয়েছে ২০ প্লাটুন।

আসামের পরিস্থিতি প্রবীণদের আসুর ছাত্র-আন্দোলনের দিনগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বুধবার সকাল থেকেই গুয়াহাটির বিভিন্ন রাস্তায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ছাত্র-যুবরা। রাত পর্যন্ত টায়ার জ্বালিয়ে, স্লোগান দিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় অবরোধ চলে। ফ্যান্সিবাজার, পানবাজার, উলুবাড়ি, গণেশগুড়িতে সকালে দোকানপাট খুললেও পরে সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। সব চেয়ে বড় জমায়েত হয় দিসপুরে সচিবালয় তথা 'জনতা ভবন'-এর সামনে।

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ব্যারিকেড ভেঙে জনতা ভবনে ঢোকার চেষ্টা করেন। আক্রান্ত হয় একাধিক বিজেপি নেতার বাড়ি এবং দলীয় দফতরও।

দিসপুর, গণেশগুড়িতে বিক্ষোভকারীদের হঠাতে সন্ত্রাসী পুলিশ ফাঁকা গুলি চালায়। এবিসি, ডাউন টাউন, জি এস রোডে ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা হলে সন্ত্রাসী পুলিশ লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ও স্টান গ্রেনেড ব্যবহার করে। কোথাও কাঁদানে গ্যাসের সেল তুলে নিরাপত্তা

বাহিনীর দিকে পাল্টা ছোড়েন বিক্ষোভকারীরা। সন্ধ্যায় দিসপুরে একটি বাসে আগুন লাগানো হয়।

আন্দোলন ছড়িয়েছে যোরহাট, গোলাঘাট, তিনসুকিয়া, শিবসাগর, বঙাইগাঁও, নগাঁও, শোণিতপুর-সহ বিভিন্ন জেলায়। ডিব্রুগড়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জখম হন বহু ছাত্রছাত্রী।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী টুইট করেছে, “উত্তর-পূর্বকে উপজাতিশূন্য করার চক্রান্ত চালাচ্ছেন মোদী-শাহ। ”

যদিও আজ রাজ্যসভায় বিল পেশ করে সন্ত্রাসী অমিত শাহ জানিয়েছে, বিলে উত্তর-পূর্বের স্বার্থ যথাসম্ভব দেখা হয়েছে। জবাবি ভাষণেও সে বলেছে, “অসামবাসীদের ভাষাগত ও সাংবিধানিক সব ধরনের অধিকার আমরা সুরক্ষিত রাখব। অসাম চুক্তির ষষ্ঠ ধারা আমরা রূপায়ণ করব। এই বিল মোটেই অসাম বা উত্তর-পূর্বের ভূমিপুত্রদের স্বার্থহানি করবে না।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

আল-কায়দা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু’মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ নতুনভাবে “আমরা অচিরেই মুসলিম ভূমিগুলো পুনরুদ্ধার করবো” শিরোনামে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উপর চলিত মাসে ধারাবাহিক অভিযান চালাতে শুরু করেছেন।

এই অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ১০ ডিসেম্বর সিরিয়ার তুর্কমেন পার্বত্য অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালান আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদগণ। যাতে মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাক ধ্বংস হয়ে যায়।

এদিকে ইদলিব সিটিতে HTS এর সাথে এক যৌথ অভিযানে অংসগ্রহণ করে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন।

আলহামদুলিল্লাহ, উভয় বাহিনীর জানবায মুজাহিদগণ অত্যন্ত সফলতার সাথে উক্ত বরকতময়ী অভিযানের মাধ্যমে ইদলিব সিটির "আল-মাহজুরাহ" গ্রাম নুসাইরী মুরতাদ বাহিনী হতে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধহত দেশ ইয়েমেনে চলমান যুদ্ধের কারণে দেশটিতে প্রতিদিন গড়ে এক হাজারের বেশি মুসলিম শিশু মারা যাচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের ন্যাশনাল স্যালভেশন সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাহা আল মোতায়েক্কালের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ইরানি গণমাধ্যম পার্সটুডে।

পার্সটুডের বরাতে জানা যায়, সৌদি নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী বাহিনীর অবরোধের কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ঠিকভাবে চিকিৎসা সেবা দিতে পারছে না। ফলে শিশুদের প্রাণহানির ঘটনা বেড়েই চলছে।

হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কেন্দ্রে সামরিক বাহিনীর সন্ত্রাসীরা সরাসরি হামলা চালাচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবার এমন ভয়াবহ অবস্থার কারণে এ পর্যন্ত দেশটিতে ছয় হাজার নারী গর্ভকালীন ও প্রসব সংক্রান্ত জটিলতায় প্রাণ হারিয়েছেন।

খবরে বলা হয়, যুদ্ধের ফলে ইয়েমেনের চিকিৎসা সরঞ্জামের ৯০ শতাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। এ অবস্থায় চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ সরবরাহ কাজে বাধা দিয়ে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে সন্ত্রাসী সেনারা।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের শুরু থেকে প্রতিবেশী দেশ ইয়েমেনে হামলা চালিয়ে আসছে সৌদি আরব ও মার্কিন নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী সামরিক জোট।

আসামে কারফিউ জারি করেও থামানো যাচ্ছে না বিক্ষোভ। বরং বৃহস্পতিবার রাজধানী গৌহাটিতে কারফিউ ভেঙেই রাস্তায় নেমে এসেছে সাধারণ মানুষ। ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীবাহিনীর উপস্থিতিতেই জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারা।

গত সোমবার লোকসভার পর বুধবার রাজ্যসভাতেও পাস হয়েছে ভারতের বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)। ওই বিলে কেন শুধু অ-মুসলিমদের (হিন্দু, শিখ, পার্সি, খ্রিস্টান, জৈন ও বৌদ্ধ) সুবিধা দেওয়া হলো, তা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলে আসছেন বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, মুসলিমদের সঙ্গে বিভাজনের রাজনীতি করার উদ্দেশ্যেই বিলটি আনা হয়েছে।

এই বিলের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার থেকে বিক্ষোভ করছে দেশে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে আসাম, মনিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যে। বিক্ষোভ ঠেকতে বুধবার আসামের বিভিন্ন স্থানে কারফিউ জারি করা হয়েছে। ত্রিপুরায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত সেনা।

বৃহস্পতিবার কারফিউ ভেঙেই রাস্তায় নেমে এসেছে গৌহাটির সাধারণ মানুষ। তারা জ্বলন্ত কাঠ ফেলে রাস্তা অবরোধ করে। ডিব্রুগড়ে উগ্রপন্থি হিন্দু সন্ত্রাসী দল রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) একটি কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। আরএসএস কার্যালয়ের বাইরে বেশ কয়েকটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়।

মঙ্গলবার ছাত্রদের নেতৃত্বে বহু মানুষ রাস্তায় মিছিল করতে থাকে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে একাধিক জায়গায় সেনা নজরদারি জোরদার করা হয়। আসামের রাজধানী গুয়াহাটিতে জারি করা হয় কারফিউ।

সেই সঙ্গে ১০ জেলায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করে দিয়েছে। বিপর্যস্ত সড়ক ও রেল পরিষেবা। অবরোধের জেরে অন্তত ১০টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে একাধিক বিমানও।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার উত্তর-পূর্ব শাখার এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সঞ্জীব জিন্দল বলেছে, ‘ডিব্রুগড়ে ন’টি বিমানের উড়ান বাতিল করা হয়েছে। বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় কোনও ট্যাক্সিও পাওয়া যাচ্ছে না, যার ফলে বুধবার যারা বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন, তারা এখনও যেতে পারেননি।’

ভারতে সদ্য পাস হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে মুসলিমবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে এর কড়া সমালোচনা করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব ও হাটহাজারী মাদরাসার সহযোগী পরিচালক আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

আজ ১২ ডিসেম্বর সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, ভারতে পাস হওয়া নতুন নাগরিকত্ব আইন সন্ত্রাসী মোদি সরকারের মুসলিম বিদ্বেষী আচরণের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ।এ আইনের

বাস্তবায়ন হবে মুসলমানদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের হাতিয়ার। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে করা এ সাম্প্রদায়িক আইন অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

তিনি বলেন, এ বিলকে ভারতীয় সাংবিধানিক চেতনাবিরোধী উল্লেখ করে আল্লামা বাবুনগরী বলেন,উগ্র হিন্দুত্ববাদি সন্ত্রাসী মোদি সরকারের এ বিল নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এর সংশোধন অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের মূল বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

আল্লামা বাবুনগরী বলেন, এ আইনের মাধ্যমে ভারতীর মুসলমানদের রাষ্ট্রহীন করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। বিশেষকরে আসামে এনআরসিতে বাদ পরা হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিয়ে মুসলমানদের নারিকত্বহীন করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের অংশ হচ্ছে সদ্য পাস হওয়া ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। এ রকম সাম্প্রদায়িক আইন করে মুসলমানদেরকে ভারত ছাড়ার ষড়যন্ত্র করা হলে মোদি সরকারকে এর কঠোর জবাব দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ,পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ সমূহ থেকে ভারতে আসা মুসলিমদের বাদ দিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, পার্শিদের জন্য নাগরিকত্ব আইন সংশোধন 'ক্যাব' পাস করে তাদের নাগরিকত্ব দিতে চাচ্ছে। এভাবে নির্দিষ্ট ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে ওআইসি,আরবলীগ সহ বিশ্বমুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

সূত্র:ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডটকম

লোকসভার পর ভারতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভাতেও পাস হলো সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকারের উত্থাপিত কথিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বা সিএবি। ধর্মীয় বিবেচনায় তৈরি বিলটি নিয়ে বিতর্কের পর ২৪০ সদস্যবিশিষ্ট রাজ্যসভায় এর পক্ষে ১২৫ এবং বিপক্ষে ১০৫ জন সমর্থন দেয়। মালাউনদের রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করলেই বিলটি এখন আইনে পরিণত হবে।

বিজেপি সভাপতি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসী অমিত শাহ উত্থাপিত বিলটির পক্ষে-বিপক্ষে ভোটাভুটির আগে তা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হবে এ নিয়েও ভোটাভুটি হয়। বিরোধী দলের সাংসদরা মোট ১৪টি সংশোধনীর প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভোটাভুটিতে বিরোধীদের তোলা সব সংশোধনী প্রস্তাব খারিজ হয়।

ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় দীর্ঘ ৭ ঘন্টার বিতর্ক এবং বিরোধীদের প্রবল আপত্তির পর মধ্যরাতে বিলটি পাস হয়। তারপর বুধবার বিলটি নিয়ে রাজ্যসভাতে পাশ হয়।

ভারতে ক্ষমতাসীন কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপি এই বিলের মাধ্যমে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে দেশটিতে যাওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশকারীদের তাদের নাগরিকত্ব দেয়ার বিধান করা হয়েছে।

এদিকে বিলটি নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে। তিন রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ বিলের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানের কথা জানিয়েছে। দোকানপাট ভাঙচু করেছে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস আর গুলিও ছুঁড়েছে। এছাড়া জনতাকে দমানোর জন্য সেনাবাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে।

সিরিয়ায় ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ নতুনভাবে "আমরা অচিরেই মুসলিম ভূমিগুলো পুনরুদ্ধার করবো" শিরোনামে নুসাইরীদের উপর ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছেন। আলেপ্পোর প্রতিটি অঞ্চলে, আর বিশেষ করে হামা, লাতাকিয়া এবং ইদলিবে মুজাহিদগণের স্নাইপার ব্যাটালিয়নের অপারেশন সিরিজ অব্যাহত।

https://alfirdaws.org/2019/12/12/29547/

১১ই ডিসেম্বর, ২০১৯

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে দেশটির রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের নিকটে এই হামলার ঘটনা ঘটে, যাতে ২৫ এরও অধিক মুরতাদ নিহত এবং ৩৯ এরও অধিক আহত হয়েছে।

আল-কায়েদা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব
মুজাহিদিন এর "প্রেস অফিস" গত মঙ্গলবার রাজধানী মোগাদিসুতে রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের নিকটে সরকারী হোটেল "এসওয়াইএল" -এ আল-কায়েদা যোদ্ধাদের আক্রমণ সম্পর্কিত একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

উক্ত বিবৃতিটি আরবি অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে হারাকাতুশ শাবাব এর সহকারী "শাহাদাহ" সংবাদ সংস্থা।

হারাকাতুশ শাবাব এর সম্মানিত মুখপাত্র "শেখ আবদেল আজিজ আবী মুসআব" হাফিজাহুল্লাহ্ এর স্বাক্ষরিত উক্তি বিবৃতিটিতে বলা হয়- গত মঙ্গলবার সন্ধ্যারত ৬:৪০ মিনিটের সময় রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের নিকটে অবস্থিত সরকারি একটি কমপ্লেক্সে মুজাহিদিনরা হামলা চালান। প্রথমে কমপ্লেক্সের প্রবেশপথে মুরতাদ রক্ষীদের হত্যা করা হয়। তারপরে এক মুহুর্তেই মুজাহিদিনরা কমপ্লেক্সের ভিতরে লুকিয়ে থাকা সরকারী কর্মকর্তাদের অনুসরণ করতে করতে উপরের তলায় পৌঁছে যান।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে: "ধর্মত্যাগী মিলিশিয়ারা মুজাহিদদের হামলা বন্ধ করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যার্থ হয়।

হামলার ফলাফল সম্পর্কে বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: "কমপ্লেক্সটিতে দীর্ঘ ৮ ঘন্টা মুজাহিদদের অব্যাহত
অভিযানের ফলে উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসার, রাষ্ট্রপতি গার্ড, সরকারী কর্মচারী এবং গোপন গোয়েন্দা এজেন্টসহ ২৫ এরও বেশি মুরতাদ সদস্য মারা যায়। নিহতদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সদস্য মুরতাদ তুর্কি মিলিশিয়ায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কমপিউন্ডে অভিযান শেষ করে ফেরার পথে মুজাহিদিনরা আরও ১৩ মুরতাদ সদস্যকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে: "হামলায় কমপক্ষে 39 শত্রু আহত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রাক্তন মন্ত্রী, সরকারি প্রতিনিধি এবং সাসরিক বাহিনীর সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উপসংহারে বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "সোমালিয়া ও মুসলিম ভূমিগুলো ক্রুসেডারদের দখল থেকে মুক্ত না হওয়া এবং ইসলামী শরিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ না করা পর্যন্ত মুজাহিদিনরা ধর্মত্যাগ (মুরতাত) ও তাদের কাফের মিত্রদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়।"

পরিবর্তে, স্থানীয় সূত্রগুলি নিশ্চিত করেছে যে রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের নিকটে সরকারী হোটেল "এসওয়াইএল" -এ মুজাহিদদের হামলার সময় ২৫ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে সুরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং আদালতের বিচারক আবদেল কাদের, ওমর আবদেল, কয়েকজন প্রাক্তন ও বর্তমান সংসদ সদস্য, সোমালিয়ার পশ্চিমা সমর্থিত সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা, "ফুয়াদ আগাস ইয়াকুব" সমুদ্র বন্দরের মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা

"আবদুল গণি ওমর মাহমুদ", রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ বাহিনীর সেনাপতি "মাহমুদ ইসমাইল মফক" এবং বিশেষ পুলিশ হিসাবে পরিচিত হারারাড এর "লিবিয়ান নূর" এবং সুরক্ষা ও গোয়েন্দা পরিষেবা ওয়াইয়ের এক কর্মকর্তা, রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের পাহারা দায়িত্বরত মুরতাদ সদস্য ছাড়াও আরো অনেক সামরিক বাহিনীর সদস্য রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী "আবদুল কাদির আলী ওমর" এবং "মাহমুদ আলী মুকান" সোমালি সংসদের সদস্য "জিসাদি" সহ 39 জন আহত হয়েছে।

এই অভিযানের মাধ্যমে আবারও হারাকাতুশ শাবাব সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্গে তাদের লক্ষ্যবস্তু করার ক্ষমতা এবং রাজধানীর সুরক্ষা দৃশ্যের উপর তাদের অবিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

আর এটি দেশটির মুরতাদ ও আমেরিকান নীতির ব্যর্থতাও নিশ্চিত করে, কেননা তারা রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে মুজাহিদদের আক্রমণ চালানো থেকে নিজেদেরকে রাক্ষা করতে পারে নি।

লক্ষণীয় বিষয় যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের মিডিয়া শাখা "কাতাইব ফাউন্ডেশন" এর আগে "কুফফার লিড়ারদের বিরুদ্ধে লড়াই 3" শীর্ষক একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিল, এতে সরকারী হোটেলগুলিকে টার্গেট করার কৌশলটি স্পষ্ট করা হয়েছে, এবং তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্যবস্তু রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তথাপিও এই কুফফার বাহিনী মুজাহিদদের হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে মানবাধিকার পরিস্থিতি চলছে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি অতীতে কখনোই ছিলো না বলে মন্তব্য করেছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ বুধবার গুলশানের লেকশোর হোটেলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনা সভায় সে এ মন্তব্য করে।

মির্জা ফখরুল বলেছে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি গত দশ বছরে শুধুমাত্র ভিন্নমত এবং ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা পোষণ করার কারণে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষকে মামলার আসামী করা হয়েছে। মামলা দেয়া হয়েছে এক লাখ আট হাজার চৌদ্দটি। ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সরকার এবং সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের হাতে মারা গেছেন ১৫২৬ জন। আমাদের হিসাব মতে, গুম হয়েছেন বিএনপির ৪২৩ জন সর্বমোট ৭৮১ জন।

আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মুসলিম হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্বদানকারী দখলদার ও ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসীদের উপর আসমানী গজব।

আল-ইমারাহ সংবাদ সূত্রে জানা যায় যে, গত মঙ্গলবার ভোর সাতটার সময় আফগানিস্তানের রোজগান প্রদেশের "তিরিনকোট" শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার ও দখলদার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর বাসভবনের উপর বজ্রপাত হয়। উক্ত বজ্রপাতের ফলে ক্রুসেডারদের বাসভবনটি ধ্বংস হয়ে যায়। যাতে ৭ মার্কিন ক্রুসেডার সন্ত্রাসী সৈন্য নিহত হয়।

ভারতের লোকসভায় সদ্য পাস হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে দেশটিতে তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ চলছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ডাকে এই বিলের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার ১১ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতালও পালিত হয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ত্রিপুরায় ১২ ঘন্টার জন্য মোবাইল-ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কথিত রাজ্য সরকার। খবর এনডিটিভির।

মঙ্গলবার আগরতলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। তারপরেই যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতের সবক'টি ছাত্র সংগঠন মিলেই এদিন ওই অঞ্চলের সাতটি রাজ্যে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করেছে। বিক্ষোভে-প্রতিবাদে স্তব্ধ হয়ে গেছে গুয়াহাটি থেকে আগরতলা।

সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডেমন্ট বিল বা সিএবি নামে পরিচিত এই বিতর্কিত বিলটির বিরুদ্ধে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রতিবাদে উত্তাল গত বেশ কিছুদিন ধরেই - আর মঙ্গলবার তা তুঙ্গে পৌঁছায়।

অল অরুণাচল প্রদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হাওয়া বাগাংয় বলেন, সরকার নিজেদের রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে এই বিল এনেছে। আমরা উত্তর-পূর্বের লোকজন নিজেদের ভারতীয় ভাবি, দেশপ্রেমী ভাবি। সন্ত্রাসী অমিত শাহ্ও যদি নিজেকে ভারতীয় ভাবে, তার উচিত হবে এটি প্রত্যাহার করে নেয়া।

আসামের গুয়াহাটিসহ উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন জায়গার জনজীবন থমকে যায়, বিলের প্রতিবাদে উত্তর-পূর্বের ছাত্র সংগঠনের তরফে হরতাল ডাকা হয়। মূল রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদে অংশ নেন বিক্ষোভকারীরা। উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেলের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অবরোধ করার কারণে বহু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

বিল পাসের পরদিনই আসামের বিভিন্ন অংশেও ব্যাপক প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে, স্লোগান দেয়ার পাশাপাশি বিধানসভা ও রাজ্যের সচিবালয় সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা।

ডিব্রুগড় জেলায় সিআইএসএফ কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে যায় বিক্ষোভকারীদের। দুলিয়াজানে সংঘর্ষের ঘটনায় তিনজন আহত হন। পরে সন্ধ্যা ৫টায় বন্ধ প্রত্যাহার করা হয়।

ভারতের কুফরি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় বিতর্কের জন্য উত্থাপিত হয়েছে বহুল আলোচিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যাওয়া অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে এই আইনটি উত্থাপিত হয়।

সোমবার (০৯ ডিসেম্বর) লোকসভায় বিলটি তোলে ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন সরকার।

সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিলটি তোলার পর ৯০ মিনিট উত্তপ্ত বিতর্কের পর ২৯৩-৮২ ভোটের ব্যবধানে বিতর্কের অনুমোদন পায়। বিতর্ক শেষে ভোটাভুটিতে অনুমোদন পেলে বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার আগে পার্লামেন্টের কথিত উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার অনুমোদিত হতে হবে। লোকসভায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিজেপি'র সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় বিলটি সহজে অনুমোদন পেল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বিলটিকে 'মুসলিমবিরোধী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

গত ৪ ডিসেম্বর ভারতে অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে একটি খসড়া বিলে অনুমোদন দেয় দেশটির মন্ত্রিসভা। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে শরণার্থী হওয়া অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দিতে এ বিলটি আনা হয়।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী বরিশালের গৌরনদী উপজেলার সীমান্তবর্তী ভূরঘাটা বাস স্ট্যান্ডে হামলা চালিয়ে বাস মালিক সমিতির টোল ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে পার্শ্ববর্তী কালকিনি উপজেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি বদিউজ্জামান বাকামীন খানের নেতৃত্বে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানায়।

বরিশাল বাস মালিক সমিতির স্টাফ ও ভূরঘাটা গ্রামের বাসিন্দা মোকছেদ আলী বেপারী অভিযোগ করেন, কালকিনির ২-৩ যুবক আমার বাড়ির পাশে মাদক বিক্রেতা ও সেবনকারী বাবু ফকির ও নাজমুল মল্লিকের বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে আমি দুপুরের খাবার খেতে বাড়িতে যাই। এ সময় বাকামীন খানকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে কারণ জানতে চাই। তখন এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়।

তিনি বলেন, এর জের ধরে বাকামীন খানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের শতাধিক নেতাকর্মী দুপুর দেড়টার দিকে ভূরঘাটা বাসস্ট্যান্ডস্থ বাস মালিক সমিতির টোল ঘরে ঢুকে আমাকে খুঁজতে থাকে। আমাকে না পেয়ে টোল ঘরে হামলা চালিয়ে টেবিল ও চেয়ারসহ আসবাবপত্র ভাঙচুর করে তারা।

সুত্রঃ যুগান্তর

বাড়িতে গিয়ে তিন কলেজছাত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও তাদের ইয়াবা দিয়ে জেলে ঢোকাবে বলে হুমকি দিয়েছে সিলেটের বিশ্বনাথ থানা সন্ত্রাসী পুলিশের এসআই আব্দুল লতিফ।

যুগান্তর থেকে জানা যায় , অভিযোগকারী রাহেলা বেগম উপজেলা সদরের পাশ্ববর্তী জানাইয়া গ্রামের আশিক আলীর প্রথম স্ত্রী।

রাহেলা বলেন, "গত বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) আমার সতিন মনোয়ারা বেগমের (৪০) দেয়া একটি অভিযোগ তদন্তে বাড়িতে গিয়ে এসআই আব্দুল লতিফ আমার কলেজে পড়ুয়া তিন মেয়েকে হুমকি দেয়।"

প্রতিবাদ করলে সন্ত্রাসী এসআই লতিফ অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে বলে, 'তোদের মতো হাজারও বেহায়া মেয়েদের জেলে ঢোকিয়ে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছি'। একদম ইয়াবা দিয়ে জেলে চালান করে দেব। আর আমার হাত কতটুকু লম্বা তোরা কেন? প্রধানমন্ত্রীও জানে না'।

স্বামী ও সতিনের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ওই বছরেই ২ ছেলে ও ৩ মেয়েকে নিয়ে পৃথক হয়ে একই বাড়িতে আলাদা বসবাস শুরু করে রাহেলা। বর্তমানে রাহেলার দুই ছেলে ব্যবসা করছে আর ৩ মেয়ে কলেজে লেখাপড়া করছে।

এদিকে সম্প্রতি পারিবারিক কলহের জেরে দ্বিতীয় স্ত্রী মনোয়ার সঙ্গেও বিবাদে জড়িয়ে ঘরছাড়া হন আশিক আলী।টাকার জন্য প্রথম স্ত্রী রাহেলার ছেলে ইমামুল ইসলামের কাছে বাড়ির ৯টি গাছ ৪হাজার টাকায় বিক্রি করে ওই টাকা নিয়ে অন্যত্র চলে যান আশিক আলী।

পরদিন সকালে থানায় গিয়ে ইমামুলের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক গাছ কাটার অভিযোগ করেন মনোয়ারা।

এর পরদিন রাহেলার মেঝো মেয়ে সাহেদা বেগমকে পিটিয়ে আহত করেন মনোয়ারা।বিষয়টির সূরাহা করতে দুইবার তাদের বাড়িতে যায় সন্ত্রাসী এসআই আব্দুল লতিফ।

এসময় সে মনোয়ারার পক্ষ নিয়ে রাহেলার কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের ইয়াবা দিয়ে জেলে ঢোকানোর হুমকি দেয়।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষের সময় শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে আহত করার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে ভিসি ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে তাঁরা সন্ত্রাসী প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন।

পরে চুয়েট শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলা এবং সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানে প্রশাসনের ব্যর্থতার বিষয়ে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করে উপচার্যকে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, গত ৬ ডিসেম্বর চুয়েটের প্রধান ফটকের ভেতরে কয়েকজন ছাত্র পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ছাত্রকল্যাণ পরিষদের উপপরিচালকের উপস্থিতিতে পুলিশ

একজন শিক্ষার্থীকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। ওই ছাত্রের মাথায় তিনটি সেলাই দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়ে ঘটনার তদন্তের দাবি করা হলেও চুয়েট কর্তৃপক্ষ সিসি ক্যামেরা অকার্যকর বলে দায় সেরেছে বলে অভিযোগ করা হয়।
সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাচ্ছে। এতে বাড়ছে আমদানি ব্যয়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাণিজ্য ঘাটতির ওপর। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, গত বছরের ৪ ডিসেম্বর আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে প্রতি ডলার পেতে যেখানে ব্যয় করতে হতো ৮৩ টাকা ৯০ পয়সা, চলতি মাসের একই সময়ে তা বেড়ে হয়েছে ৮৪ টাকা ৯০ পয়সা। তবে আমদানি পর্যায়ে করপোরেট ডিলিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন হচ্ছে ৮৬ টাকা পর্যন্ত। রফতানি আয় কমে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহে টান পড়েছে।

এক দিকে আমদানি চাহিদা বেড়ে গেছে, অপর দিকে টাকার মান কমে যাচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে পণ্যের আমদানি ব্যয়ের ওপর। আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিক পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা।

জানা গেছে, বছরের শুরুতেই রেমিট্যান্সপ্রবাহের পাশাপাশি রফতানি আয়ের প্রবৃদ্ধি বেড়ে ছিল। কিন্তু সেই তুলনায় আমদানি চাহিদা বাড়েনি। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অনেকটা সহনীয় ছিল। কিন্তু গত চার মাস ধরে রেমিট্যান্সপ্রবাহ ঠিক থাকলেও একটানা রফতানি আয়ের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। এ দিকে আমদানি চাহিদাও বেড়ে গেছে। সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বেড়ে গেছে। এ দিকে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাচ্ছে।

এ দিকে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট থাকায় ব্যাংকগুলো প্রতিনিয়তই বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে হাত পাতছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জ্বালানি তেল ভোগ্যপণ্যসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই সঙ্কটে পড়া ব্যাংকগুলোর টাকার জোগান দিচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ ব্যাংকই করপোরেট ডিলিংয়ের মাধ্যমে বেশি মূল্যে ডলার লেনদেন করছে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বেঁধে দেয়া বৈদেশিক মুদ্রার দর কার্যকর হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানায়, কিছু কিছু ব্যাংকের ডলারের সঙ্কট রুটিনে পরিণত হয়েছে। কারণ, বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বাড়ছে না। কাংখিত হারে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করতে পারছে না। আবার রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ কম। ফলে পণ্য আমদানির দায় পরিশোধ করতে বাজার থেকে হয় তাদের ডলার কিনতে হচ্ছে, অথবা একটি নির্ধারিত কমিশনের বিপরীতে ধার নিতে হচ্ছে। আর এ সুযোগটি কাজে লাগাচ্ছে কিছু কিছু ব্যাংক। তারা ইচ্ছেমাফিক ডলার মূল্য আদায় করতে চাচ্ছে। তবে, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও তেমন করার কিছু নেই। যেমন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বেঁধে দেয়া মূল্য ধরেই ফরওয়ার্ড ডিলিং করছে।

ফরওয়ার্ড ডিলিং হলো, একটি ব্যাংকের পণ্যের আমদানি দায় মেটাতে ১০ কোটি ডলারের প্রয়োজন। চাহিদার দিনের ৪ থেকে ৫ দিন আগেই বাংলাদেশ ব্যাংক বেধে দেয়া মূল্য ধরে ডলার কেনা হলো। এর সাথে বিনিময় ঝুঁকি বা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম যুক্ত হচ্ছে। যেমন, চার দিন আগে ৮৪ টাকা ৯০ পয়সা দরে ১০ কোটি ডলার কেনা হলো। লেনদেনের দিন ২ শতাংশ অতিরিক্ত ধরে অর্থাৎ ৮৭ টাকায় ডলার লেনদেন করছে। এভাবেই বাজারে বাংলাদেশ ব্যাংক বেঁধে দেয়া দর কার্যকর হচ্ছে না। এ বিষয়ে অপর একটি ব্যাংকের তহবিল ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, তাদের করার কিছুই নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিমালা দিয়ে ব্যাংকগুলোকে আটকাতে না পারলেও তাদেরকে ডেকে এনে এ বিষয়ে সতর্ক করতে পারে।

এ দিকে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমদানি ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। আগে যে পণ্যের দাম ১০০ টাকা ছিল ওই পণ্য শুধু টাকার মান কমে যাওয়ার কারণে এখন ১০৫ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। যেহেতু আমাদের অর্থনীতি বেশির ভাগ আমদানিনির্ভর, এ কারণে টাকার মান কমে যাওয়ার সরাসরি প্রভাব পণ্যের মূল্যের ওপর পড়ে। এতে এক দিকে যেমন পণ্য মূল্য বেড়ে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব পড়ছে, অপর দিকে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, জুলাই-অক্টোবর চার মাসে পণ্য আমদানিতে ব্যয় হয়েছে ১৯ হাজার ৬০৩ কোটি টাকা, এর বিপরীতে রফতানি আয় হয়েছে ১২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাত্র চার মাসে পণ্যবাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এভাবে ঘাটতির পরিমাণ বাড়লে বছর শেষে পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি ৫০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

সুত্রঃ নয়া দিগন্ত

ভারতের নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা এসোসিয়েশন ফর ডেমক্রেটিক রিফর্ম (এডিআর) ও ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ (নিউ) জানিয়েছে যে, ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ফৌজদারি মামলা রয়েছে এমন ব্যক্তির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার হার ২৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুটি সংস্থার যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য মামলা রয়েছে এমন লোকসভা এমপি সংখ্যা বেড়েছে ৮৫০ শতাংশ।

এ ব্যাপারে এডিআর-নিউ তাদের রিপোর্টে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ রয়েছে এমন লোকসভা এমপি সংখ্যা ২০০৯ সালে যেখানে ছিলো ৩৮ জন সেখানে ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে ১২৬ জন, যা ২৩১ শতাংশ বৃদ্ধি।

অন্যদিকে একই অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে এমন এমপি সংখ্যা ২০০৯ সালে যেখানে ছিলো ২ জন সেখানে ২০১৯ সালে হয়েছে ১৯ জন, যা ৮৫০ শতাংশ বৃদ্ধি।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, রাজ্য বিধান সভাগুলোর ৪,০৬৩ জন এমপির মধ্যে ৭৫৯ জন ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিজেপি'র সবেচেয়ে বেশি ২১ জন এমপি'র বিরুদ্ধে নারীর ওপর সহিংসতা চালানোর জন্য মামলা রয়েছে। এর পরে আছে কংগ্রেস ১৬ জন ও ওয়াইএসআর কংগ্রেস ৭ জন।

সংস্থাগুলোর মতে, এতে বুঝা যায় যে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তেমন উদ্বিগ্ন নয়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেয়ার জন্য ভারতীয় সরকার প্রস্তাবিত আইনটি ভারতের আন্তর্জাতিক আইনী বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯-এর অধীনে প্রতিবেশী মুসলিম

সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যাওয়া অবৈধ ও শুধুমাত্র অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দেয়া হবে। নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আরো বলেছে, গত ৯ই ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টে বিলটি পাস হয়েছে। তা ১১ই ডিসেম্বর উচ্চকক্ষে উত্থাপন হওয়ার কথা।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক পরিচালক মীনাক্ষি গাঙ্গুলি বলেছে, এই বিলে শরণার্থী এবং অভয় আশ্রয়ের মতো ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৈষম্য করা হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। এই বিলে আরো অনেক বিষয় আছে, যা সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকারের নীতি।

এসব পলিসি মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সুবিধা দেয়। যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় জড়িত থাকা দলীয় সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিচার না করা। এ ছাড়া জীবন ও নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠিয়েছে সরকার।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ লিখেছে, মুসলিম অভিবাসী এবং আশ্রয় প্রার্থীদের খাটো করে দেখছে বিজেপির রাজনীতিকরা। তারা রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্য এসব মানুষকে অনুপ্রবেশকারী আখ্যায়িত করেছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে এক নির্বাচনী র‍্যালিতে বর্তমানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসী অমিত শাহ অবৈধ অভিবাসীদের উইপোকা বলে আখ্যায়িত করে এবং বলেছে, 'তারা খাবার খেয়ে ফেলছে, যে খাবার আমাদের গরিবদের কাছে যাওয়া উচিত ছিল এবং তারা আমাদের কাজ নিয়ে নিচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে যাওয়া মুসলিম অভিবাসীদের কথা উল্লেখ করে সে এসব কথা বলেছে। সন্ত্রাসী অমিত শাহ বলেছে '২০১৯ সালে যদি আমরা ক্ষমতায় আসি তাহলে এসব মানুষের প্রতিজনকে খুঁজে খুঁজে বের করবো এবং তাদেরকে বের করে দেবো।

মীনাক্ষি গাঙ্গুলি আরো বলেছে, নাগরিকত্ব পাওয়ার সমান ও মৌলিক অধিকার থেকে লাখ লাখ মুসলিমকে বঞ্চিত করার আইনগত ক্ষেত্র তৈরি করছে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী মোদি সরকার।

আল-কায়দার সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম "হুররাস আদ-দ্বীন" এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ গত ৫ ডিসেম্বর সিরিয়ার আলেপ্পো সিটিতে পৃথক দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

যার মাঝে তাদের একটি অভিযান পরিচালিত হয় আলেপ্পো সিটির "তিল-আলুশ" এলাকায়।

এখানে মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্র দ্বারা কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালান, যার ফলে কতক মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

এমনিভাবে ঐদিন আলেপ্পো সিটির "হারিশাহ" এলাকাতেও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে রকেট হামলা চালান আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, এখানেও মুজাহিদদের রকেট হামলায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

সিরিয়ান ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা তানযিম "হুররাস আদ-দ্বীন" এর দ্বারা পরিচালিত "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ গত ৬ ডিসেম্বর সিরিয়ার ইদলিব সিটির "উম্মুত-তাইনাহ" গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কমান্ডারকে টার্গেট করে সফল স্নাপার হামলা চালান।

যার ফলে ঘটনাস্থলেই উক্ত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর কমান্ডার নিহত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

একই দিনে সিরিয়ার লাতাকিয়া সিটিতেও পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করে আল-কায়েদার নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ।

মুজাহিদগণ লাতাকিয়াতে তাদের অভিযান দুটি পরিচালনা করেন "তিল্লাতুল বুরকান" ও "কাতফু-হুসুন" নামক দুটি গ্রামে। এই অভিযান দুটিতে মুজাহিদগণ কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে তীব্র রকেট হামলা চালান। যাতে অনেক নুসাইরী মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

জিহাদের পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় চলছে কুফর ও ইসলামের মধ্যকার এক দীর্ঘ সময়ের লড়াই। এই লড়াইয়ের এক প্রান্তে রয়েছে জুন্দুল্লাহ (আল্লাহর বাহিনী) অন্য প্রান্তে রয়েছে জুন্দুশ শয়তান (শয়তানের বাহিনী)।

সিরিয়ায় চলমান এই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধ আল্লাহর মুষ্টিযোদ্ধা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন (AQ) প্রাণপন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ৮ ডিসেম্বর সিরিয়ার হামা সিটির "সাহলুল-ঘাব" অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদগণ। যাতে মুরতাদ বাহিনীর ১ সদস্য নিহত হয়।

একই দিনে হামা সিটির "মাবাকার" এলাকাতেও কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনীর উপর রকেট হামলা চালান আল-কায়েদার জানবায আল্লাহ ভীরু মুজাহিদগণ। যাতে কতক মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

কথিত নাগরিকত্ব বিল বিরোধী আন্দোলনে গুয়াহাটি-সহ রাজ্যের শহরে-গ্রামে চলল মিছিল, বিক্ষোভ, অবরোধ। নেসো, আসু, কেএমএসএস-সহ বিভিন্ন সংগঠনের ডাকা বন্‌ধে সমর্থন জানায় কংগ্রেস ও বামদলগুলিও। গুয়াহাটিতে একের পর এক আক্রমণ চলল মন্ত্রী-সাংসদদের বাড়িতে, কনভয়ে। বিভিন্ন স্থানে চলেছে মালাউন পুলিশের লাঠি, কাঁদানে গ্যাসও। জখম শতাধিক। ভাঙা হয়েছে গাড়ি, বাস।

প্রতিবাদকারীরা দিসপুরে বিধায়ক-আবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে আসামে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

এ দিন, শিলঘাট, টংলা, ধেমাজিতে অবরোধে আটকে পড়ে বেশ কয়েকটি ট্রেন। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়কগুলিতে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। ১৪৪ ধারা অমান্য করে প্রতিবাদকারীরা রাস্তায় নামে। ভাঙা হয় বাস-গাড়ি। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও সিআরপির সঙ্গে অবরোধকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে। দু'দিনের টানা বন্‌ধে কাজিরাঙায় বহু পর্যটক আটকে পড়েন। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অনশন শুরু করেছেন। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আলফার পতাকা ওড়ানো হয়েছে। নিউ গুয়াহাটি স্টেশনে আন্দোলনে যোগ দেন রেলকর্মীদের একাংশও।

আসাম আন্দোলনের শহিদের পরিবার আজ সরকারি শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান বয়কট করেছে। তার মধ্যেই গুয়াহাটির বরাগাঁওয়ে শহিদ স্মারক ক্ষেত্রের শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ বলেন, "আমি কোনও ভুল করে থাকলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আমাদের সরকার অসমের ভূমিপুত্রদের কোনও ক্ষতি করবে না।"

বরাকে অবশ্য বন্‌ধের বিশেষ প্রভাব পড়েনি। তবে বিল-বিরোধী কয়েকটি সংগঠন বরাকের তিন জেলাতেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পিকেটিঙে নামে। পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে চারশোরও বেশি পিকেটারকে গ্রেফতার করেছে। দু'-এক জায়গায় লাঠিচার্জও করতে হয়।

দেশে মূর্খের শাসন চলছে বলে মন্তব্য করেছে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন।

গত মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস-২০১৯' উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় বিশেষ আলোচকের বক্তব্যে সে এ মন্তব্য করে।

ব্যারিস্টার মইনুল বলেছে, দেশের বিচার ব্যবস্থাকে অস্তিত্বহীন করাই আমাদের এই সরকারের কাজ। দেশে মূর্খতার শাসন চলছে। আমরা যে লেখালেখি করে, রক্ত দিয়ে, সংগ্রাম করে, যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। তা এখন হারিয়ে ফেলেছি।

আমরা চেষ্টা করেছি বিদ্যা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে দেশ গড়ার। কিন্তু আজ মানুষের অধিকার নেই। মানুষকে বিচারহীনতায় ভুগতে হচ্ছে।

সিরিয়ার জিহাদে ফেতনার ছড়াছড়িতে মুজাহিদীনের মাঝে বার বার বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে, মহান রব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানিতে সিরিয়াকে কুফফার বাহিনীর কবল থেকে উদ্ধারের জন্য এখনো সেখানে জিহাদ চলমান রেখেছেন হক্বপন্থী মুজাহিদ সংগঠনগুলো। তেমনই একটি সংগঠন হলো আল-কায়েদার নবগঠিত সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন। এ দলটি সিরিয়ার জিহাদকে ফেতনামুক্ত রেখে জিহাদী দলগুলোর ঐক্যগঠনে যেমন ভূমিকা পালন করছে, তেমনি অন্যান্য হক্বপন্থী জিহাদী দলগুলোর সাথে মিলে কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। আর তাই, সিরিয়ায় কাফের বাহিনীর প্রধান আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন। দলটির নেতাদের ধরিয়ে দিতে কাফেররা পুরস্কারও ঘোষণা করেছে, পাশাপাশি দলটির উপর বিমান হামলা চালানোরও চক্রান্ত করছে তারা। আল্লাহ মুজাহিদীনকে হেফাজত করুন, সাহায্য করুন।

এ বিষয়গুলো নিয়ে ২০১৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর 'দ্য ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট'-এর ওয়েবসাইটে এ্যারন ওয়াই.জেলিন নামের এক গবেষকের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি উপকারী বিবেচনায় আমরা সেটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছি এবং বাংলাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে নিচে সেটি হুবহু পেশ করছি।

যদিও অপারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে হুররাস আদ-দ্বীন এখনো তার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর নির্ভরশীল, তবুও উদীয়মান সংগঠনটি ইদলিব প্রদেশে তাদের উপস্থিতি জোরদার করে চলছে; অন্যান্য দলসমূহকে নিজেদের পতাকাতলে ভেড়ানোর চেষ্টা করার পাশাপাশি ভবিষ্যত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে কার্যকরীভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করছে; জোরালোভাবে নিজেদেরকে সামনের কাতারে নিয়ে আসছে।

কয়েকসপ্তাহ পূর্বে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হুররাস আদ-দ্বীনকে 'বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং এর তিনজন নেতাকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। হুররাস আদ-দ্বীন সিরিয়ায় আল-কায়েদার অফিসিয়াল শাখা। হাইআতু তাহরীর আশ-শাম প্রকাশ্যে নিজেদেরকে তাদের মূল অভিভাবক সংগঠন আল-কায়েদা থেকে গুটিয়ে নেয়ার পর, হুররাস আদ-দ্বীন উক্ত অবস্থান দখল করেছে। এদিকে গত আগস্টে প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামপন্থীরা হুররাস আদ-দ্বীনের সিনিয়র নেতা আবু খালেদ আল মুহান্দিস (ওরফে সুহাইব)-কে হত্যা করে।

এ পর্যায়ে খুবই জরুরি বিষয় হচ্ছে- হাইআতু তাহরীর আশ-শামের সাথে সংগঠনটির আদর্শিক দ্বন্দ্ব খুঁজে বের করা এবং সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এর (হুররাস আদ-দ্বীন) সদস্যরা আসলে কী করছে তা অনুসন্ধান করা। যদি আসাদ সরকার ইদলিবে হামলা করার বা তা পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে হুররাস আদ-দ্বীন এ থেকে ফায়দা লুটতে পারবে। আসাদ সরকার এ ধরনের (ইদলিবে হামলা বা দখল) কিছু করলে তারা যৌক্তিকভাবে দাবি করতে পারবে যে, প্রতিদ্বন্দ্বীরা ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামিক স্টেট (আইএস) ব্যর্থ হয়েছে অঞ্চলটিতে দখল বজায় রাখতে; হাইআতু তাহরীর আশ-শাম ব্যর্থ হয়েছে তুরস্কের সাথে সাময়িক শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে। এভাবে তারা সিরিয়ার অপরাপর জিহাদি সংগঠনগুলোকে নিজেদের দলে ভেড়াতে এবং ভবিষ্যত বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হবে।

যৌথ সামরিক অভিযান

হাইআতু তাহরীর আশ-শাম আল কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর 2018 সালের ফেব্রুয়ারীতে হুররাস আদ-দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই থেকে সংগঠনটি এর প্রধান নেতা খালেদ আল আরুরী ওরফে আবুল কাসেম আল উরদুনী এবং শূরা সদস্যদের পরামর্শক্রমে পরিচালিত হচ্ছে। শূরা সদস্যদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: সামির হিজাজী ওরফে আবু হামাম আল শামী ওরফে ফারুক আল সূরী, সামী আল উরাইদী ওরফে আবু মোহাম্মদ আল শামী, বেলাল খুরাইসাত ওরফে আবু হুযায়ফা আল উরদুনী, ফারাজ আহমদ নানা এবং আবু আবদুল করিম আল-মাসরী।

দলটি তার প্রতিষ্ঠালগ্নে মুসলিমদের অবশিষ্ট ঘাঁটির সুরক্ষায় সকল দল ও উপদলগুলোকে নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। তাদের ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্তত ষোলোটি দল হুররাসুদ দ্বীনের সাথে জোটবদ্ধ হয়। দলগুলো হল:

১/জায়শুল মালাহিম

২/জায়শুস সাহিল

৩/ জায়শুল বাদিয়া

৪/ সারিয়্যা কাবুল

৫/ সারিয়্যা আল গূতা

৬/ কাতিবাতু আবু বকর সিদ্দিক

৭/ কাতিবাতু আবী উবায়দা ইবনে জাররাহ

৮/ সারিয়্যা আল গুরাবা

৯/ কাকিবাতু বদর

১০/ সারিয়্যা সাহিল

১১/ সারিয়্যা আব্দুর রহমান বিন আউফ

১২/ কাতাঈবু জুনদিশ শাম

১৩/ কাতাঈবু ফুরসানিল ঈমান

১৪/ কুওয়াতুন নুখবাহ

১৫/ মাজমূআতু আব্দুল্লাহ আযযাম

১৬/ কাতিবাতু উসদিত তাওহীদ।

ঐক্যের এই বিষয়টিকে হুররাস আদ-দ্বীন পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ব্যাপকভাবে প্রচার করে। এর পেছনে তাঁদের লক্ষ্য এই ছিল যে, মানুষ বুঝবে সংগঠনটি নিঃসঙ্গ নয়। এর প্রতি স্থানীয় দলগুলোর সমর্থন রয়েছে। সেই থেকে তাঁরা যোদ্ধাদের জন্য কমপক্ষে চারটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করেন।

তাঁদের সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে একাধিক যুদ্ধসংঘ গঠন করেন। প্রথমবারের মত ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে হুররাস আদ-দ্বীন এবং আনসারুত তাওহীদ মিলে হিলফু নুসরাতিল ইসলাম নামে একটি যুদ্ধসংঘ গঠন করেন। তেমনি ২০১৮ সালের অক্টোবরে গঠিত হয় ‘ওয়া হাররিদ্বিল মুমিনীন অপারেশন রুম’। এই সংঘের মধ্যে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জাবহাতু আনসারুদ দ্বীন এবং জামায়াতু আনসারুল ইসলাম নামে পরিচিত ছোট দুটি দলও ছিল।

হুররাস আদ-দ্বীন এককভাবে এবং জোটবদ্ধভাবে (২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সর্বমোট 200 হামলার দায় স্বীকার করে। এই হামলাগুলো হয়েছে বিভিন্ন পল্লী এলাকায় ও ছোট ছোট শহরে। এর মধ্যে আলেপ্পো প্রদেশে বারোটি, হামা প্রদেশে ষোলোটি, ইদলিবে সাতটি এবং লাতাকিয়া প্রদেশের পনেরোটি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসব হামলার কমপক্ষে তিনটি হামলা পরিচালিত হয়েছে হুররাস আদ-দ্বীন ও হাইআতু তাহরীর আশ-শামের যৌথ অংশগ্রহণে। এ থেকে বোঝা যায় যে, দল দুটির সম্পর্ক যতটা অম্লমধুর বা বৈরী মনে করা হয় তারা আসলে ততটা বৈরী নয়। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে আবুল লাইস আল হাবিবি নামে পরিচিত হাইআতু তাহরীর আশ-শামের একজন যোদ্ধা ব্রিটিশ ডক্টরাল স্টুডেন্ট আইনান তামীমীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, হুররাসুদ দ্বীনের খাদ্য ও গোলাবারুদের সম্পূর্ণ যোগান দেয় হাইআতু তাহরীর আশ-শাম। ২০১৯ এর জুলাইয়ে জার্মান বংশোদ্ভূত হুররাস আদ-দ্বীনের একজন যোদ্ধা একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, আমাদের সমস্যা কেবল হাইআতু তাহরীর আশ-শামের নেতাদের সাথে। দুই দলের সাধারণ যোদ্ধাদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই।

[বি.দ্র: গত ৪ঠা ডিসেম্বরেও সিরিয়ার ইদলিবে হাইআতু তাহরির আশ-শামের মুজাহিদগণের সাথে মিলে হুররাস আদ-দ্বীন নেতৃত্বাধীন ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ নুসাইরীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছেন।- সম্পাদক]

দাওয়াহ, হিসবাহ এবং ফান্ড সংগ্রহ

সামরিক তৎপরতার পাশাপাশি সংগঠনটি ইদলিব প্রদেশের বিভিন্ন অংশে জোরালোভাবে তাদের মতাদর্শ প্রচার করছে। দুআতুত তাওহীদ আল দাআওয়ী সেন্টারের মাধ্যমে তাঁরা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর পরিচালনায় রয়েছেন উসামা আল শাওকানী। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন: হুরায়রা আল শামী, আবুল বারা আল মুহাজির ওরফে আল তিউনিসী, আবু আদনান আল শামী, আবু মোহাম্মদ আল শামী এবং আবু আব্দুর রহমান আল মাক্কী।

এই প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার কয়েকটি হচ্ছে: জুমার নামাজে সমবেত মানুষকে বোঝানো, যুবকদের মাঝে আলোচনা করা, সাধারণ মানুষের মাঝে দাওয়াতী কাজ করা, বিভিন্ন আলোচনা সভায় আলোচনা করা, দাওয়াহর উদ্দেশ্যে সফর করা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়া, হাসপাতাল পরিদর্শন করা এবং অসুস্থদের খোঁজখবর নেওয়া। তেমনি এর সদস্যরা গাড়ীর চেকপয়েন্টে নিজেদের আদর্শ সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করে থাকেন এবং তাঁদের মতাদর্শ ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি সম্বলিত ব্যানার টানিয়ে থাকেন।

এই প্রতিষ্ঠান অনলাইনের সুবিধা নিয়ে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ইদলিব প্রদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে অনুরূপ একশত সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। খুব সম্ভব আরো অনেক বেশি অনুষ্ঠানের আয়োজন তাঁরা করেছেন, তবে সেগুলো কেবল স্থানীয়ভাবে প্রচার করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৫ থেকে ১০ বছরের শিশুদের জন্য সাহল আল রৌজ এলাকায় একটি গ্রীষ্মকালীন স্কুল চালু করেছে। এর ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত খরচ প্রতিষ্ঠান বহন করে থাকে। এখানে আরবি ও ইংরেজি ভাষা এবং ধর্মীয় বিষয়াদি তথা কুরআন-হাদীস ও শরীআহ শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ক্রীড়া চর্চার ব্যবস্থা রয়েছে।

হুররাস আদ-দ্বীন সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়ার জন্য স্বতন্ত্র একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি অন্যান্য কাজের পাশাপাশি হিসবাহ পেট্রোল তথা মানুষের নৈতিকতা

রক্ষায় সক্রিয়ভাবে কাজ করেন এবং তা তদারকি করেন। স্কুল ছাত্রীদের মাঝে শরিয়াসম্মত শালীন পোষাক বিতরণ করেন।

জাহ্হিযুনা ক্যাম্পেইনের আওতায় হুররাস আদ-দ্বীন এবং এর শাখা ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন অপারেশন রুম সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য স্থানীয়ভাবে এবং অনলাইনে ফান্ড সংগ্রহ করে থাকেন। এই ক্যাম্পেইনের মূলনীতিতে বলা হয়েছে "অর্থ জিহাদের মেরুদণ্ড। অর্থের অভাবে মুজাহিদীনের সক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে"। এই অর্থ অস্ত্রশস্ত্র (যেমন একে ৪৭, বুলেট, রকেট চালিত গ্রেনেড) খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানী, আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়। এই ক্যাম্পেইন শুরু হয় মে মাসের মাঝের দিকে। তাঁরা নিজেদের সমর্থকদেরকে নিবেদিত টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে মেসেজ পাঠানোর দিকনির্দেশনা দেন এবং এসকল অ্যাকাউন্টে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়। ফলে কেউ ফান্ড পাঠাতে চাইলে পাঠাতে পারেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সিস্টেমে ঢোকার কিছু পথ হুররাস আদ-দ্বীন কর্মকর্তাদের রয়েছে। সম্ভবত ফ্রন্ট অ্যাকাউন্টের মধ্য দিয়ে।

ভবিষ্যত বিদ্রোহের অপেক্ষায়

সামরিক ও সামাজিক এতসব তৎপরতা সত্ত্বেও ইদলিবে হুররাস আদ-দ্বীন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গ্রুপ নয়। এটি এখনো অনেকাংশে হাইআতু তাহরীর আশ-শামের ওপর নির্ভরশীল। যদি হুররাস আদ-দ্বীন লক্ষণীয়ভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তাহলে হয়তো হাইআতু তাহরীর আশ-শাম নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে এবং একে দমন করতে হুররাস আদ-দ্বীনের নেতাদের গ্রেফতার করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানীয়ভাবে বিকাশের সম্ভাবনা হুররাস আদ-দ্বীনের সামনে অনেকটা সীমিত। আল-কায়েদার সমর্থকদের সামনে সব সময় বড় একটি সমস্যা হচ্ছে, যখন তাঁরা বিস্তার লাভ করেন এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন,তখন তাঁরা পড়ে যান উভয় সংকটে; তাঁরা তাঁদের মতাদর্শের উপর অবিচল থাকবেন নাকি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে টিকে থাকতে প্রয়োগবাদী হবেন? এই উভয় সংকটের কারণে হাইআতু তাহরীর আশ-শাম নিজেদেরকে আল কায়েদা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে আল-কায়েদা নতুন সমর্থকগোষ্ঠী হিসেবে হুররাস আদ-দ্বীন গঠন করতে বাধ্য হয়েছে।

এখন মার্কিন নীতিনির্ধারকদেরকে ভেবে দেখতে হবে যে, হুররাস আদ-দ্বীনের এই সক্রিয়তা ও গতিশীলতা তাদেরকে আরো অধিক সংখ্যক অভ্যন্তরীণ হামলা চালাতে তাড়িত করবে কিনা। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এবং সেনা সংস্থাকে সংগঠনটির তৎপরতা ও অপারেশনগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায় মার্কিন সেনারা যেভাবে বিমান হামলা করেছে, তেমনি তাঁদের উপরও সুচিন্তিতভাবে বিমান হামলা চালাতে

হবে। পাশাপাশি ওয়াশিংটনকে আসাদ সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট দলগুলোর গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি এই দলগুলোর ইদলিব দখলের ভবিষ্যত কোনো পরিকল্পনা থাকে এবং ইদলিবের পতন হয় তাহলে হুররাস আদ-দ্বীন বিদ্রোহের নেতৃত্বে চলে আসতে পারে।

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদীন গত মঙ্গলবার ও সোমবার আফগানিস্কানের হেরাত, হেলমান্দ ও কুন্দুজে বেশ কিছু সফল অভিযান চালিয়েছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

হেরাত প্রদেশের "পাশ্তোন" জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত অভিযান। তালেবানদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, গত ৩দিন যাবত উক্ত জেলাটির "দাশ্তনিজো" এলাকায় আফগান মুরতাদ বিহিনীর সাথে তীব্র লড়াই চলছে। এখন পর্যন্ত তালেবান মুজাহিদদের সফল হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৪টি ট্যাংক, ৪টি সামরিকযান ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ১০+ সেনা নিহত এবং ১৫ সেনা আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ ২টি গাড়িসহ অনেক অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

একই জেলার অন্য একটি স্থানে গত মঙ্গলবার রাতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলার উপর হামলা চালানো শুরু করেন তালেবান মুজাহিদীন। হামলাটি ঐদিন সকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এসময় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাংক, ৩টি রেঞ্জার গাড়ি এবং মুরতাদ বাহিনীর মালামাল বাহনকারী ৬টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলে ৪ মুরতাদ সেনা নিহত হয় আর বাকিরা পালিয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ ২টি ক্লাশিনকোভসহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এদিকে হেলমান্দ প্রদেশের ৩টি স্থানে মঙ্গলবার তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত পৃথক তিনটি হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাংক ও ১টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় ৩ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

১০ই ডিসেম্বর, ২০১৯

গত ২৫ নভেম্বর ভারতের কথিত সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির বায়ুদূষণকে কেন্দ্র করে বলেছিল, এভাবে মানুষকে ধুঁকে ধুঁকে কষ্ট দেওয়ার বদলে বোমা ফাটিয়ে সবাইকে একবারে মেরে ফেলা ভালো। মজার ব্যাপার হলো, ওই দিন বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরটি ছিল ঢাকা। দিল্লি ছিল চতুর্থ।

কয়েক মাস ধরে বায়ুদূষণে ঢাকা নিয়মিত ফার্স্ট-সেকেন্ড বয়। রিপোর্ট বলছে দেশের শতভাগ মানুষ বায়ুদূষণের মধ্যে বাস করে। আর ২০১৭ সালে সোয়া এক লাখ মানুষ মারাও গেছে বায়ুদূষণে (দ্য স্টেট অব গ্লোবাল এয়ার, ২০১৯)। এই যে এক লাখেরও বেশি মানুষ শেষ পর্যন্ত বাঁচতেই পারল না এই বিষাক্ত শহরে, সেই দায় কার? এই শহরটা পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত শহর হলো কী করে? কেন একটা শহরের বাতাসে স্বাভাবিকের চেয়ে ২০০ গুণ বেশি ক্যাডমিয়াম থাকবে? দ্বিগুণের বেশি সিসা থাকবে? তিন গুণের বেশি ক্রোমিয়াম থাকবে? মারাত্মক ক্ষতিকর ‘পিএম ২.৫’ বিপৎসীমারও ১০ গুণ বেশি থাকবে কেন? আমাদের মন্ত্রীরা বলে, দেশ কানাডা হবে, সিঙ্গাপুর হবে। তো সিঙ্গাপুর, কানাডার বাতাসে স্বাভাবিকের চেয়ে ২০০ গুণ বেশি ক্যাডমিয়াম ভাসে?

ঢাকার বায়ুদূষণের অর্ধেকটা হয় ইটভাটার কারণে। বাকিটা ট্রাক, বাস, শিল্পকারখানার কালো ধোঁয়া, হড়বড়িয়ে গড়ে ওঠা কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি, আর মাশরুমের মতো গজিয়ে ওঠা মেগা উন্নয়ন। প্রশ্ন করুন, ইটের ভাটার বিকল্প কী? কালো ধোঁয়ার বিকল্প কী? বিল্ডিং কোড না মানা বিল্ডিংগুলোর বিকল্প কী? আপাতদৃষ্টিতে বিকল্প নেই। রদ্দি আমলের উন্নয়ন মডেলে এ রকম মানুষ মেরে মেরেই শহর–বন্দর হয়েছে। কিন্তু আমাদের মন্ত্রীদের না রোল মডেল সিঙ্গাপুর, লাস ভেগাস? সৌরবিদ্যুৎ, বর্জ্যবিদ্যুৎ, লোকাল শিল্পায়ন আর টেকসই উন্নয়নের উত্থানের দিনে এবং সর্বোপরি ‘ডিজিটাল’ বাংলাদেশের এই ‘স্বর্ণযুগে’ এই সব মানুষ মারা রদ্দি উন্নয়নের চিন্তা তাঁদের মানায়?

আসল কথা হলো, দেশে মেগা ‘উন্নয়ন’ চলছে ন্যূনতম সমন্বয় ছাড়া। একটা বসবাসের অনুপযোগী ভাগাড় আমাদের রাজধানী। একটা শহরের সবকিছু ভেঙে পড়ছে, তবু বিকেন্দ্রীকরণের ন্যূনতম ইচ্ছা নেই। এই শহরে বছরব্যাপী খাওয়ার পানির জন্য তীব্র হাহাকার। পানির স্তর ২০০ ফুটের নিচে নেমে গেছে! গায়ে গায়ে লাগানো বিল্ডিং। শতকরা ৬৭ ভাগ দালানের বিল্ডিং কোডের বালাই নেই। ফায়ার সার্ভিস ঢোকার রাস্তা নেই। ৭০ ভাগ গ্যাস পাইপলাইনের মেয়াদ নেই। ট্রাফিকের গড় গতি কমতে কমতে ঘণ্টায় মাত্র ৭ কিলোমিটার! এই শহরে না আছে একটা সবুজ খেলার মাঠ, না আছে একটা পরিষ্কার খালের পাড়, না আছে একটা সচল ড্রেন, না আছে একটা নিরাপদ ‘ফায়ার এক্সিট’, না আছে একটা ঠিকঠাক জেব্রা ক্রসিং। বাতাসের লেভেল ‘মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর’। এরই মধ্যে শিশুরা ব্যাগ কাঁধে স্কুলে যায়,

খোলা বাতাসে কাজ করে নির্মাণশ্রমিক, রিকশাচালক, ট্রাফিক পুলিশ, সিএনজি অটোরিকশাচালক, বাসের হেলপার, অফিসগামী হাজারো মানুষ। তারপরও এই মুমূর্ষু মেট্রোপলিটনের চাহিদা মেটাতে প্রতিদিন ট্রাক ভরে ভরে ইটের চালান ঢোকে।

এই সব ইটের সাপ্লাই, এই সব বিল্ডিং কোড না মেনে দাঁড়িয়ে যাওয়া গাদা গাদা বিল্ডিং, এই সব খোলা বাতাসে উড়তে থাকা মহা বিপজ্জনক পার্টিকেল আমাদের ঢোল পেটানো জিডিপির সবচেয়ে বড় খোরাক। ইটভাটা আমাদের জিডিপির ১ শতাংশ। আর নির্মাণশিল্প জিডিপির ১৪ শতাংশ। এই ১৪-১৫ শতাংশ জিডিপি মানে ঢাকার বাতাসে বিষের মতো ছড়িয়ে পড়া কার্বন মনো–অক্সাইড, আর প্রবল হাঁপানিতে ভোগা কয়েক লাখ ইটশ্রমিক। এই ১৫ শতাংশ জিডিপির বদলে দেশের মানুষের গড় আয়ু কমেছে প্রায় দেড় বছর, আর রাজধানীর এক–চতুর্থাংশ বাচ্চা ছেলেমেয়ের ছোট্ট ফুসফুসগুলোও ক্ষয়ে গেছে।

এই উন্নয়নের দেশে বড় বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয় জিডিপির একেকটি শতাংশ।

২.

ঢাকার মানুষের রোগবালাই বাড়ছে। বাড়ছে অ্যাজমা অ্যাটাক, বাড়ছে হার্টের অসুখ, হার্ট ফেইলিউর, রেসপিরেটরি ইনফেকশন, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ডায়াবেটিস আর ফুসফুসের ক্যানসার। বছর বছর এই সব রোগবালাই বাড়ে কেন?

দেশে ওষুধের বাজার সাড়ে ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ওষুধশিল্প আমাদের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ। দেশে অসুখবিসুখ বেড়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া বেড়েছে, ইনহেলার ও মাস্কের বিক্রিবাট্টা বেড়েছে, ব্যাঙের ছাতার মতো ফার্মেসির সংখ্যা বেড়েছে, ওষুধের রপ্তানিও বেড়েছে। এদিকে বাতাসে বাড়ছে সালফার ডাই-অক্সাইড, ধুলায় ক্যাডমিয়াম আর পানিতে সিসা। শহরের কোনায় ঘুপচিতে হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ছে, প্রাইভেট চেম্বারের ব্যবসা বাড়ছে, মোড়ে মোড়ে বাড়ছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার। তো এই সব অসুখবিসুখ, ঘা-পাঁচড়া, হাঁপানি, ক্যানসার নিয়ে রমরমা বাণিজ্য খুব ভালো খবর? গবেষণা বলছে, রাজধানীতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ মারা যাচ্ছে হার্টের অসুখে। আর প্রতিবছর ১৫ লাখ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে ক্যানসারে (ডব্লিউএইচও, ২০১৮)। এই উন্নয়নের দেশে মরণব্যাধিগুলো প্লেগের মতো ছড়িয়ে পড়ছে কেন? মরে যাওয়া মানুষগুলোর ময়নাতদন্ত করুন না, বেঁচে থাকা রোগীগুলোর হার্ট আর ফুসফুসের সিটি স্ক্যানটাও করুন, টের পাওয়া যাবে এর সঙ্গে ‘মেগা’ উন্নয়নের গভীর সম্পর্ক।

একদিকে ধমাধম কোটিপতি বৃদ্ধির এই বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে, আবার অন্যদিকে দেশের ৬০ লাখ মানুষ প্রতিবছর চিকিৎসার খরচ বইতে গিয়ে আরও গরিব হয়ে পড়ছে (আইসিডিডিআরবি, ২০১৪)। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের (২০১৫) গবেষণা দেখাচ্ছে, বাংলাদেশের রোগীদের চিকিৎসার খরচ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। মাথাপিছু আয় বাড়া নিয়ে কত অহমিকা, তো মাথাপিছু সালফার ডাই-অক্সাইড গেলার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া আর মাথাপিছু চিকিৎসার খরচ আট বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা আছে? বায়ুদূষণ কমাতে আদালতের আদেশের পর কেউ কিছু করে? চিকিৎসার খরচ কমাতে বাজেটে বাড়তি বরাদ্দ চোখে পড়ে? উল্টো জনস্বাস্থ্যে আমাদের বাজেট এশিয়ার মধ্যে তলানির দিকে (মাত্র ০.৮ %)। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এমনকি আফগানিস্তানেরও স্বাস্থ্য বাজেট (জিডিপির অনুপাতে) আমাদের চেয়ে বেশি! অসংখ্য মানুষ জমি বেচে, গয়না বেচে, ধারদেনা করে চিকিৎসার অস্বাভাবিক খরচ জোগাচ্ছে। এতে দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনটাও বাড়ছে। আর শেষমেশ ফুসফুসে ঘা-ওয়ালাদের এই সব বেচাবেচিতে ধপাধপ জিডিপিও বাড়ছে।

কিন্তু ভাবুন, হার্টে ঘা, ফুসফুসে ঘা, কিডনিতে ঘা, সারাক্ষণ খুকখুক কাশি, চোখ জ্বালাপোড়া, ক্রনিক মাথাব্যথা, চামড়ার ঘা-পাঁচড়া—এই সব একটা সুস্থ, সুন্দর, 'ডিজিটাল' জাতিকে মানায়? লাস ভেগাস হওয়ার খায়েশ আর জিডিপির ২ শতাংশের বদলে আপনার শিশুসন্তানের ছোট্ট ফুসফুসটি, ছোট্ট হৃদ্‌যন্ত্রটি বেচতে পারবেন আপনি?

৩.

কথা ছিল, একটি স্মার্ট শহর। কথা ছিল সবুজ খেলার মাঠ আর শহর ঘিরে বহতা নদী। কথা ছিল সিঙ্গাপুরের মতো দক্ষ চিকিৎসাব্যবস্থা। বিপুলসংখ্যক নার্স। কানাডার মতো ঝকঝকে বাতাস, নল খুললেই পরিষ্কার পানি। কথা ছিল গণপরিবহন। দেশজুড়ে রেল নেটওয়ার্ক। বাইসাইকেল লেন। কথা ছিল
স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পায়ন। শত শত পাটকল। ধান-সবজি-আলুর কোল্ডস্টোরেজ। উপকূলজুড়ে বায়ুবিদ্যুৎ। মাঠেঘাটে সৌরবিদ্যুৎ, বর্জ্যবিদ্যুৎ,
প্লাস্টিক রিসাইক্লিং। গ্রামে গ্রামে জৈব খামার। ধানখেতে, সবজিখেতে কারখানার কেমিক্যাল উপচে পড়লেই জরিমানা।

অথচ এর বিপরীতে আমরা পেয়েছি ২৯টি কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি। অনিয়ন্ত্রিত ইটের ভাটা, কারখানার বর্জ্য। পেয়েছি খেত-খামার নষ্ট করে দেওয়া ডাইং ইন্ডাস্ট্রি। পদ্মা থেকে বঙ্গোপসাগরে দৈনিক ৭৩ হাজার টন প্লাস্টিক। আমরা পেয়েছি ফরমালিন, ভেজাল খাবার,

দুধের বদলে ডিটারজেন্ট, আর গরুর মাংসে অ্যান্টিবায়োটিক। আমরা পেয়েছি একটি রোগশোকে ভোগা রুগ্ন জাতি, ১০ হাজার জনে মাত্র একজন নার্স, ১ হাজার জনে মাত্র একটি হাসপাতাল বেড, আর শত শত রিকশাচালক ও নির্মাণশ্রমিকের স্রেফ কাশতে কাশতে মরে যাওয়া।

শুধু বায়ুদূষণজনিত রোগে এক বছরেই মরে গেল বাংলাদেশের ১ লাখ ২৩ হাজার মানুষ! ভাবা যায়? এসব এপিটাফে কোনো দিন লেখা থাকবে কি একটি 'রোল মডেল' রাষ্ট্রের উন্নয়ন নামক লুটপাটতন্ত্রের ডাইরেক্ট বলির পাঁঠা হয়েছিল তারা?

এরপর কী? ভারতের মতো বোতলে ভরে ফ্রেশ বাতাস বিক্রি হবে এই দেশে? ওজন মেপে মেপে? সেটাও একখানা নতুন 'বিজনেস মডেল' বটে। জিডিপির কয়েক বেলার খাদ্য।

এভাবে উন্নয়নের দেশে মানুষ মরে, জিডিপি বাড়ে। জিডিপি বাড়ে, মানুষ মরে।

সূত্রঃ প্রথম আলো

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর মধ্যে ফেসবুক অন্যতম। আর ফেসবুকে বিনিময় করা নিজেদের ছবি বা ভিডিওগুলো চাইলে গুগল ফটোজেও পাঠানো যাবে। এ জন্য 'ডাটা পোর্টেবিলিটি প্রকল্প'-এর আওতায় নতুন টুলও উন্মুক্ত করেছে ফেসবুক।

প্রাথমিকভাবে এ সুযোগ পাবেন আয়ারল্যান্ডে বসবাসকারী ফেসবুক ব্যবহারকারীরা।

সব কিছু ঠিক থাকলে শিগগিরই সব ব্যবহারকারীর জন্য ফিচারটি উন্মুক্ত করা হতে পারে।

এ ব্যাপারে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবার সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ দিতেই এ উদ্যোগ। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্লাটফর্মেও এই টুল ব্যবহারের সুযোগ মিলবে।

জানা গেছে, টুলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেসবুকে বিনিময় করা ছবি বা ভিডিওগুলো জমা রাখবে গুগল ফটোজে। ফলে আলাদা করে গুগলের ছবি বিনিময় ও অনলাইন স্টোরেজ সেবাটিতে প্রবেশ করতে হবে না।

সূত্র : ইন্ডিয়া টুডে

১৯৮০ সালে লেবার পার্টির এমপি বিল ল্যান্ডারইউয়ের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল রসলিন ডিলন। কিন্তু নিজের ক্যারিয়ারের ওপর প্রভাব পড়তে পারে এ আশঙ্কায় ধর্ষণের ঘটনা ফাঁস না করতে মেয়েকে নীরব থাকার নির্দেশ দিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হক। ক্ষমতার জন্য কি না করতে পারে সেটাই প্রমান দিচ্ছে এসকল কথিত মানবতাধারীরা।

দেশটির আদালতের নথিতে রসলিন ডলিনের ধর্ষণের এই অভিযোগ দেখতে পেয়েছে অস্ট্রেলীয় দৈনিক দ্য নিউ ডেইলি। এতে ডলিন বলেছে, বাবা বব হকের রাজনৈতিক দল লেবার পার্টির এমপি বিল ল্যান্ডারইউয়ের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল সে।

তবে অভিযুক্ত এই এমপি এখন আর বেঁচে নেই।

৬৯ বছর বয়সী ডলিন তার বাবার সম্পত্তির অস্ট্রেলীয় ৪ মিলিয়ন ডলারের মালিকানা চেয়ে আদালতে মামলা করেছে। আদালতের অ্যাফিডেভিটে ডলিন অভিযোগ করেছে, ল্যান্ডারইউর অফিসে কাজ করার সময় তার ধর্ষণের শিকার হয়েছিল সে।

সেসময় লেবার দলের নেতা হওয়ার চেষ্টা করেছিল বব হক।

আদালতের নথিতে ডলিন বলেছে, ১৯৮৩ সালে অন্তত তিনবার যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিল সে। তৃতীয়বার ধর্ষিত হওয়ার পর তার বাবাকে জানিয়েছিল এবং পুলিশের কাছে অভিযোগ দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু বব হক জবাবে মেয়েকে বলেছিল, তুমি এটা করতে পারো না। আমি এই মুহূর্তে কোনো ধরনের বিতর্কের মধ্যে জড়াতে চাই না।

আমি দুঃখিত যে, লেবার পার্টির নেতা হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। ডলিনের বোন সুয়ে পিটারস হক দ্য নিউ ডেইলিকে বলে, ওই অভিযোগের ব্যাপারে পরিবারের সদস্যরা জানত।

তবে তার পরিবারের সদস্যরা অস্ট্রেলিয়ার এই দৈনিককে মন্তব্য জানাতে রাজি হয়নি। ডলিনের বোন সুয়ে পিটারস বলেছে, ওই সময় মানুষকে জানাতে চেয়েছিল ডলিন। আমার বিশ্বাস ছিল, সে সমর্থনমূলক সাড়া পাবে। কিন্তু আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া সম্ভব হয়নি।

১৯৭৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত লেবার দলীয় এমপি ছিল ইউনিয়নের সাবেক কর্মকর্তা ল্যান্ডারইউ। বব হকের প্রধানমন্ত্রিত্ব থাকাকালীন তার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল ল্যান্ডারইউর। ১৯৮০ সালের দিকে অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে বব হকের আধিপত্য ছিল। ৮০'র

দশকে দেশটির সাধারণ নির্বাচনে অন্তত চারবার জয় পেয়েছিল সে।
আর এমন ধর্ষকরাই দেশ পরিচালনা করছে কথিত মানবতা প্রতিষ্ঠাকারী এসকল দেশের কথিত নেতারা।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় উভয় পক্ষের দুইজন সন্ত্রাসী আহত হয়েছে।

রবিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন বরিশাল-ভোলা সড়কে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা গণিত বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র মহিউদ্দিন আহমেদ সিফাত এবং রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী রফিক হাওলাদার।

আহতদের রাতেই শেরে-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা যায় , ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে রাত ৯টার পর বরিশাল-ভোলা সড়কে বিবাদমান মহিউদ্দিন শিফাত গ্রুপ এবং ইমন-জিসান গ্রুপ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় তারা শিফাতকে কুপিয়ে আহত করে।

খবর পেয়ে শিফাতের অনুসারীরা পাল্টা হামলা চালিয়ে ইমন-জিসান গ্রুপের রফিক হাওলাদারকে কুপিয়ে আহত করে।

আহত সিফাত জানান, রাজনৈতিক কোন্দলের জের ধরে তার ওপর অতর্কিত হামলা করে মোটরসাইকেলে দ্রুত পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

অপরদিকে আহত রফিকের সহপাঠীরা জানায়, ক্যাম্পাসে মিছিল করাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জের ধরে রফিকের ওপর হামলা করা হয়।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের পক্ষে মিছিল-সমাবেশ হয় প্রায়ই। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সেখানে প্রায়ই তাদের মধ্যে অন্তকলহ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রবিবারের এই সংঘর্ষ।

সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর প্রস্তাবিত সার্বজনীন পয়েন্টভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থাপনায় নাখোশ দেশটির বিভিন্ন ইউনিয়ন। এর জের ধরে কয়েক বছরের মধ্যে ফ্রান্সজুড়ে সর্ববৃহৎ ধর্মঘট পালন করছে লাখ লাখ কর্মজীবী মানুষ।

গত বৃহস্পতিবার থেকে দেশজুড়ে সরকারি কর্মকর্তাদের দেরীতে অবসর কিংবা কম পেনশন নিতে বাধ্য করার প্রতিবাদে পেশাজীবী ও শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করছেন। তাদের এ ধর্মঘট চলবে সোমবার পর্যন্ত।

চলমান এ ধর্মঘট সফল করতে কাজ বন্ধ করে রাস্তায় নেমেছেন লাখ লাখ কর্মজীবী মানুষ। যেখানে অংশ নিয়েছেন পুলিশ, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন। ১৯৯৫ সালের পর ফ্রান্সে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এটি ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ ধর্মঘট।

ধর্মঘটের ফলে ফ্রান্সের সড়ক যোগাযোগ, ট্রেন, ট্রাম, রেল ও বিমান যোগাযোগ বন্ধ থাকায় মারাত্মক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তার অবসর ব্যবস্থা না পাল্টানো পর্যন্ত কাজে ফিরবেন না বলে জানান আন্দোলনকারীরা। ফলে এই কর্মবিরতি নিরসনে কীভাবে কাজ করতে হবে তা ম্যাক্রোঁর জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

টানা তিন দিনের ধর্মঘটে যোগাযোগ বন্ধ থাকায় অসহায় হয়ে পড়েছেন জনসাধারণ। ধর্মঘটের কারণে অনেকেই সাইকেল বা স্কুটার ভাড়া করে সড়ক পথে কাজে যাচ্ছেন।

তবে বেশিরভাগই গাড়ি ভাড়া করে বা নিজের গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। কিন্তু অতিরিক্ত গাড়ির চাপে ফ্রান্সের ইল দ্যু ফ্রান্সসহ হাইওয়েতে শুক্রবার বিকেলে ৫০০ কিলোমিটারের বিশাল ট্রাফিক জ্যাম তৈরি হয়। এছাড়াও যানঝটে নাকাল হয়ে পড়েছে প্যারিসসহ অন্যান্য শহরের বাসিন্দারা। বন্ধ রয়েছে বেশিরভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, হোটেলে অলস সময় পার করছেন বিভিন্ন দেশ থেকে ফ্রান্সে বেড়াতে আসা পর্যটকেরা।

এ অচলাবস্থার একটি সমাধান বের করার দাবি জানিয়েছেন ফ্রান্সের সাধারণ নাগরিকেরা। অন্যদিকে রবিবার স্থানীয় সময় বিকেলে চলমান সংকট নিরসনে প্যারিসের এলিসি প্রাসাদে

মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্যকে নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

বিক্ষোভ চলাকালীন সময়ে কিছু মুখোশধারী বিক্ষোভকারী বাসস্ট্যাশন, দোকানে হামলা চালায় ও ভাঙচুর করে। এ সময় পুলিশের সাথে তাদের সংঘাতের ঘটনা ঘটে। কোনো কোনো স্থানে বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়েছে এমন খবর পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের ওপর ধর্মঘটের সময়ে পুলিশ অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও এ বিষয়ে নীরব ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। কিন্তু এ সংস্থাটিই সাধারণত বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে নিজেদের উদ্বেগ জানানোর পাশাপাশি সঙ্কট সমাধানে দ্রুত এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু নাকের ডগায় ফ্রান্সে পুলিশের বল প্রয়োগের বিষয়ে নীরব থাকা সংস্থাটিকে ফেলে দিয়েছে সমালোচনার মুখে।

উল্লেখ্য, ফ্রান্সে বর্তমানে প্রায় ৪২ ধরনের পেনশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এগুলো বিলোপ করে সংস্কারের মাধ্যমে পেনশনকে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির কথিত সরকার।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

গত এক মাসে সিরিয়ায় কুফ্ফার জোট বাহিনীগুলোর অমানবিক হামলায় হতাহতের শিকার হয়েছেন ৫৩৮ জনেরও অধিক নিরাপরাধ মুসলিম।

সিরিয়ান ভিত্তিক "INSIGHT" নামক একটি সংবাদ সংস্থা এর সমীক্ষায় জানা গেছে যে, গত নবেম্বর মাস জুড়ে সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে ৮৯৩ টিরও অধিক রকেট হামলা চালিয়েছে কুফ্ফার (রাশিয়া,ইরান ও মুরতাদ আসাদ বাহিনী) জোটগুলো। এছাড়াও বিমান হামলা চালিয়েছে শতাধিকবার, যাতে ধ্বংস হয়ে যায় সাধারন নিরাপরাধ মুসলিমদের ৫৩৯টিরও অধিক বসতবাড়ি।

অন্যদিকে কুফ্ফার জোটগুলোর স্থল ও আকাশ পথের অমানবিক হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৫০ জন এবং আহত হয়েছেন আরো ৩৮৮ জন নিরাপরাধ মুসলিম।

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা "তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন" তাদের অপারেশন রুমে অংসগ্রহণকারী মুজাহিদদের সাথে নিয়ে গত ৯ ডিসেম্বর সিরিয়ার হামা সিটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন।

"ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ তাদের এই অভিযানে হালকা ও মাঝারি ধরনের অস্ত্র দ্বারা মুরতাদ বাহিনীরগুলোর অবস্থান চিন্হিত করে হামলা চালান।

আলহামদুলিল্লাহ্,যার ফলে মুজাহিদদের সফল এই অভিযানে কুফফার বাহিনীর মালামালের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি কতক মুরতাদ সেনাও হতাহতের শিকার হয়।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদীন আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় প্রতিদিনই আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের পালিত পুতুল সেনাদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ৯ ডিসেম্বর আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের "চারদারাহ" জেলায় মিসাইল হামলা চালান তালেবান মুজাহিদীন। জানা যায় যে, গতকাল জেলা পুলিশ হেডকোয়াটারে উচ্চপদস্থ কতক কমান্ডারসহ আফগান মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা একটি বৈঠক করছিল। আর এই বিষয়টি জানতে পেরেই ততক্ষণাৎ পুলিশ হেডকোয়াটার টার্গেট করে শক্তিশালি মিসাইল হামলা চালান মুজাহিদগণ।

মুজাহিদদের ছুড়া উক্ত মিসাইলটি সফলভাবে আঘাত হানে মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানস্থলে, যার ফলে পুলিশ হেডকোয়াটারের বিশাল একটি অংশই ধ্বসে যায়।
আলহামদুলিল্লাহ্, তালেবান মমুজাহিদদের উক্ত সফল মিসাইল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১২ সেনা নিহত হয় এবং গুরুতর আহত হয় আরো ৪ কমান্ডারসহ ২২ এরও অধিক পুলিশ ও সেনা সদস্য।

এদিকে একই দিনে বাগলান প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের দাওয়াহ্ বিভাগের মেহনতে বিভিন্ন স্থান হতে আফগান বাহিনী হতে ১৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পরে তওবা করে এবং তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হয়।

ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারতে অবস্থান করলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে দুইশো গুণ বেশি জরিমানা গুনতে হবে মুসলিমদের। প্রায় এক বছর আগে ধর্মীয় বৈষম্যমূলক এ ভিসা বিধিমালা কার্যকর করে দেশটি।

ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দুই সপ্তাহ আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের কলকাতা সফরে গেলে নতুন ভিসা নীতিমালা সংক্রান্ত এই বৈষম্যটি প্রকাশ পায়।

ওই সময় দুই দেশের মধ্যকার টেস্ট সিরিজে অংশ নেয়া বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যান সাইফ হাসানের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাকে এই ধর্মীয় বৈষম্যমূলক জরিমানা গুনতে হয়।

পরে সাইফ বিষয়টি কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনে অবহিত করলে সেখান থেকে ভারতের ফরেইনার রিজওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসে (এফআরআরও) যোগযোগ করা হয়।

তখন এফআরআরও সূত্রে জানা যায়, ভিসার নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু নাগরিকদের কেউ মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ভারতে অবস্থান করলে তাকে জরিমানা গুনতে হবে।

সে ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত ১০০ রুপি, ৯১ দিন থেকে দুই বছর পর্যন্ত ২০০ রুপি এবং দুই বছরের বেশি থাকলে ৫০০ রুপি জরিমানা ধার্য করা হবে।

অন্যদিকে একই সময়ের জন্য এই তিন দেশের সংখ্যালঘু ব্যতীত অন্য ধর্মের নাগরিকদের ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে যথাক্রমে ৩০০ ডলার বা ২১ হাজার রুপি, ৪০০ ডলার বা ২৮ হাজার রুপি এবং ৫০০ ডলার বা ৩৫ হাজার রুপি।

এই জরিমানা সংখ্যালঘুদের জন্য রুপিতে ধার্য করা হলেও অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য তা ডলারে ধার্য করা হয়। নতুন এই ভিসা নীতিমালা এফআরআরও এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

কথিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ১১ ঘণ্টার জন্য স্তব্ধ হচ্ছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা মিজোরাম সহ উত্তর-পূর্বের একাধিক ছাত্র সংগঠনের ডাকা এই প্রতীকী বন্ধ শুরু হয়েছে ভোর পাঁচটা থেকে। অন্যান্য সংগঠন ও রাজনৈতিক দল সমর্থিত নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (নেসো) সোমবার লোকসভায় যে নাগরিক বিল পাস হয়েছে তারই বিরোধিতা করে বিকেল চারটে পর্যন্ত এই ধর্মঘট পালন করবে বলে খবর এনডিটিভির।

প্রসঙ্গত, নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিল প্রথম তৈরি হয়েছিল ২০১২-য়। পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দিতেই তৈরি করা হয়েছিল এই বিল। বর্তমানে ১১ বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর ভারতের বাসিন্দা হলেই ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে তাঁরা। একইসঙ্গে, নয়া সংশোধনী বিল নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগে রয়েছেন উত্তর-পূর্ব রাজ্যের ভূমিপুত্ররা। তঁদের ভয়, সংশোধনী বিলের সাহায্যে নাগরিকত্ব লাভের পর নতুন বাসিন্দারা হয়ত উচ্ছেদ করবেন তাঁদের। হয়ত টান পড়বে তাঁদের রুজি-রোজগারে।

আজকের বন্ধ সর্বাত্মক করতে কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, সমস্ত অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি সমিতি, সমস্ত অরুণাচল প্রদেশের ছাত্র ইউনিয়ন, খাসি ছাত্র ইউনিয়ন এবং নাগা স্টুডেন্টস ফেডারেশন সমর্থন জানাচ্ছে এনইএসওকে। এসইফআই, ডিওয়াইএফআই, এআইডিডাব্লুএ, এআইএসএফ, আইআইএসএ এবং আইপিটিএ-র মতো মোট ১৬ টি বামপন্থী সংগঠনও সমর্থন জানিয়েছে নেসোকে। বন্ধের কারণে রাজ্যের গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থগিত রেখেছে আগামীকালের নির্ধারিত সমস্ত পরীক্ষা।

নাগরিক বিল ইস্যুতে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বন্ধ ডাকল নেসো। এই বিল এর আগে পাস হওয়ার পরে ৮ জানুয়ারি একাধিক সংগঠন বন্‌ধ পালন করে। তবে, বিলটি রাজ্যসভায় পাস না হওয়ায় তা সাময়িক স্থগিত থাকে। সোমবার লোকসভায় এর নতুন সংস্করণ সামনে আনা হয়।

গত সোমবার ভারতের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস হয়েছে। ৯০ মিনিট উত্তপ্ত বিতর্কের পর ২৯৩-৮২ ভোটের ব্যবধানে এটি পাস হয়।

ওয়াইসি এই বিল নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সন্ত্রাসী মোদি সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, 'ভারতে মুসলমানদের দেশহীন করার লক্ষ্যেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ও এনআরসি করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র।'

তিনি বলেন, এই বিলটি ভারতের মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান। এই আইন হিটলারের আইনের চেয়েও খারাপ।

ওয়াইসি বলেন, ভারতের মুসলমানদের প্রান্তিক নাগরিকে পরিণত করতেই এই বিল আনা হচ্ছে। এটি মুসলিমদের রাষ্ট্রহীন করার ষড়যন্ত্র।

কেন বিলটি তিনটি দেশের (পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান) ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। ওয়াইসি বলেন, কেন চীন বা অন্য কোনও দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের জন্য এই বিল নয়?

শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারনেই এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করা হচ্ছে। তারপর এনআরসিও রাজনৈতিক কারণেই করা হবে।

ভারতের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় বিতর্কের জন্য উত্থাপিত হয়েছে বহুল আলোচিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যাওয়া অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে এই আইনটি উত্থাপিত হয়।

সোমবার (০৯ ডিসেম্বর) লোকসভায় বিলটি তোলে ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন সরকার।

সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিলটি তোলার পর ৯০ মিনিট উত্তপ্ত বিতর্কের পর ২৯৩-৮২ ভোটের ব্যবধানে বিতর্কে মুসলিমবিরোধী বিলটি অনুমোদন পায়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বিলটিকে 'মুসলিমবিরোধী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

গত ৪ ডিসেম্বর ভারতে অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে একটি খসড়া বিলে অনুমোদন দেয় দেশটির মালাউন মন্ত্রিসভা। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে শরণার্থী হওয়া অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দিতে এ বিলটি আনা হয়।

এর আগে ২০১৬ সালে একবার পার্লামেন্টে এ বিলটি লোকসভার অনুমোদন পেলেও রাজ্যসভার অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হয়। তখন আসামসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলজুড়ে বিলটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়।

০৯ই ডিসেম্বর, ২০১৯

ফিলিস্তিন ভিত্তিক "কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক" নামক একটি সংবাদ এর একটি নতুন যৌথ সমীক্ষায় জানা গেছে যে,দখলদার ইসরাইলী ইহুদী সন্ত্রাসীরা গত নভেম্বরে অধিকৃত ফিলিস্তিন জুড়ে মোট ৩৭৪ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করেছে। যাদের মধ্যে ৬৬ জন শিশু ও ৬ জন মহিলাও রয়েছের।

এতে প্রকাশিত হয়েছে যে,অধিকৃত জেরুজালেম থেকে ১৩২ জন, রামাল্লা ও বিরেহ থেকে ৪২, হেব্রোন থেকে ৭০,জেনিন থেকে ২২, বেথেলহেমের ৪৩, নাবলুস থেকে ১২, তুলকরেম থেকে ১৫, কুলকিলিয়ায় থেকে ৭, টুবাস থেকে ৫, সালফিট থেকে ২, জেরিকো থেকে ৮ ও গাজা থেকে ১১ জন ফিলিস্তিনি আটক করা হয়েছে।

গত নভেম্বর অবধি; ইহুদিবাদী ইসরাইলের দখলদারিত্বের কারাগারে ফিলিস্তিনী বন্দিদের সংখ্যা সর্বমোট ৫০০০ জন পর্যন্ত পৌঁছেছে,যাদের মধ্যে ৩৮ জন মহিলা, ২০০ শিশু এবং ৪৫০ জন প্রশাসনিক আটকের অধিনে রয়েছে। ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ ডজনখানেক প্রবীণ ফিলিস্তিনিকেও আটকে রেখেছে; যাদের বয়স ৬০ এর অধিক এবং শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ইসরাইলী কারাগারের কড়া নিয়ম,বন্দীদের ওপর অত্যাচার ও দুরাবস্থাজনিত কারণের 'প্রতিবাদ স্বরুপ' ফিলিস্তিনি বন্দিরা "অনশন" করে যাচ্ছে।

অভিযোগ রয়েছে, ইসরাইল সাধারণ ফিলিস্তিনিদের অপহরণ,বিনা বিচারে বন্দী ও তাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের জীবানু ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদীন সোমবার আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের "নাদআলী" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিশেষ ফোর্সের একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান চালিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পক্ষহতে জানানো হয় যে, সোমবার সকাল ১০:০০ সময় নাদআলী জেলায় আফগান মুরতাদ বিশেষ ফোর্সের সামরিক ঘাঁটিতে একটি বরকতময়ী ও সফল ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন একজন জানবায তালেবান মুজাহিদ। উক্ত ইস্তেশহাদী মুজাহিদ গাড়ি ভার্তি শক্তিশালী বোমা নিয়ে মুরতাদ আফগান বিশেষ ফোর্সের সামরিক ঘাঁটিতে খুব দ্রুততার সাথে প্রবেশ করেন এবং তা বিস্ফোরিত করেন।

যার ফলে আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিটি পরিপূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। যাতে ৫২ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়, ধ্বংস হয়ে যায় ৫টি ট্যাংক ও সামরিকযান।

এ বার অযোধ্যায় মুসলিমদের বিকল্প জমি দেওয়ার বিরোধিতায় নামল সন্ত্রাসী সংগঠন হিন্দু মহাসভা। অযোধ্যা মামলার রায় পুনর্বিবেচনা করে দেখতে সোমবারই সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানাতে চলেছে তারা।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম আনন্দ বাজার পত্রিকার সূত্রে জানা গেছে, হিন্দু মহাসভার আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন এ দিন সকালে সংবাদমাধ্যমে বলে, "অযোধ্যার যে কোনও জায়গায় মুসলিম পক্ষকে ৫ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আজই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জমা দেব আমরা।"

দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলা নিয়ে গত ৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক রায় দেয় মালাউন সুপ্রিম কোর্ট। তাতে অযোধ্যার বিতর্কিত ওই জমি রামলালা বিরাজমানের হাতে তুলে দেয় শীর্ষ আদালত। অন্যত্র ৫ একর জমি দিতে বলা হয় মুসলিম পক্ষকে।

সেই থেকে সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনা করে দেখতে এখনও পর্যন্ত ছ'টি আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মাওলানা মুফতি হাসিবুল্লাহ, মাওলানা মাহফজুর রহমান, মিসবাউদ্দিন, মুহাম্মদ উমর এবং হাজি নাহবুবের আবেদন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সমর্থনেই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জমা দিয়েছেন তাঁরা। এ ছাড়াও 'পিস পার্টি অব

ইন্ডিয়া'র মুহম্মদ আয়ুবও একটি আর্জি জমা দিয়েছেন। তবে এই প্রথম হিন্দু পক্ষের তরফে রায় পুর্নবিবেচনার আর্জি জমা পড়তে চলেছে।

সন্ত্রাসী যোগী রাজ্যে নারী নির্যাতন যেন কমছেই না । বেড়েই চলেছে । সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস ও বিজেপি মুখে নৈতিকতার কথা বললেও তাদের শাসনে নারী ধর্ষিত , নারী লাঞ্ছিত , বঞ্চিত । উন্নাওয়ে চোখের জলে বিদায় নিয়েছে ধর্ষণের বিচার চাইতে গিয়ে এক ২৩ বছরের তরুণী । গত রবিবার ধর্ষণের অভিযোগ তুলে না নেওয়ার অপরাধে ! এক মহিলার উপর অ্যাসিড হামলার ঘটনা সামনে এল । ঘটনাটি আজ সামনে এলেও এটা ঘটেছে গত বুধবার।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বেশ কিছু দিন আগে চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণের অভিযোগ জানিয়েছিল বছর তিরিশের ওই মহিলা। কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণ না মেলায়, মাঝপথেই তদন্ত বন্ধ করে দেয় পুলিশ। বাধ্য হয়ে সরাসরি আদালতে ধর্ষণের মামলা দায়ের করে নির্যাতিতা।

সেই থেকে অভিযুক্তরা তাঁকে হেনস্থা করছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মামলা তুলে নিতে লাগাতার চাপ দেওয়া হচ্ছিল ওই মহিলাকে। তাতেও কাজ না হওয়ায় বুধবার রাতে ওই বাড়িতে ঢুকে তাঁকে হুমকি দিতে শুরু করে অভিযুক্তরা। তার পরেও নির্যাতিতা মামলা তুলে নিতে রাজি হননি। তখনই তাঁর মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়। অ্যাসিড হামলায় ওই মহিলার শরীরের ৩০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে সন্ত্রাসী যোগী সরকার কিংবা আরএসএস পরিচালিত সরকার নারীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে । কোনো ভাবেই নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারছে না সন্ত্রাসী যোগী সরকার।

ভারতের জবর দখলে থাকা কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের মোকাবেলায় রোবট সেনা নামানোর পরিকল্পনা করছে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী।

সীমান্তে নজরদারি চালানোর পাশাপাশি স্বাধীনতাকামীদের ওপর আরও কড়াভাবে অভিযান চালাতে নামবে রোবট বাহিনী। গ্রেনেড হামলার মুকাবেলা করতে পারবে এসব রোবট। এমনকি ভাঁজ করে সহজেই বহনযোগ্য হবে রোবটগুলো। ভারতের সেনা সদর দফতরের খবর, প্রাথমিকভাবে ৫৫০টি রোবোটিক্স ইউনিট তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এ রোবটগুলোর আয়ুষ্কাল (চাকরির মেয়াদ) হবে অন্তত ২৫ বছর। শিগগিরই ভারতের সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর হাতে এগুলো পৌঁছবে বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। স্বাধীনতাকামীদের যে কোনো প্রতিরোধ ভাঙতে সক্ষম থাকবে এ রোবট। শুধু প্রতিরোধ ভাঙাই নয়, তল্লাশি অভিযানেও দক্ষতা সম্পন্ন হবে।।

জম্মু-কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের দমাতে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে খুব শিগগির এ রোবট তুলে দেয়া হবে।

গরুর গায়ে হাত বোলালে রক্তচাপ কমে। গরুর দুধে সোনা থাকে। গরুর মূত্র ক্যানসার প্রতিষেধক- এমনই অদ্ভুত তত্ত্ব সন্ত্রাসী সংগঠন বিজেপি বা আরএসএস-র পক্ষে থেকে শোনা গিয়েছিল। এবার নয়া দাবি, গরুর পুষলে নাকি অপরাধপ্রবণতাও কমে! হ্যাঁ, এমনটাই দাবি করল **সন্ত্রাসী সংগঠন** আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত্। সংশোধনাগারে তাই গরু পোষার পরামর্শ দিল সন্ত্রাসী সংগঠন RSS প্রধান।

গত শনিবার পুনের একটি অনুষ্ঠানে মোহন ভগবত বলেন, এর আগে জেলের ভিতর গোশালা তৈরি করা হয়। বন্দিরাই তার দেখাশোনা করত। সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ নাকি জানিয়েছে, বন্দিদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কমেছে। আরও বেশি জেলে গোশালা তৈরি করে গবেষণা করা যেতে পারে। এটা সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানের বিষয় বলে জানায় **RSS প্রধান** ।

এর আগে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দাবি করেছিল, গরুর দুধে সোনা থাকে। যা নিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়। লোকসভা নির্বাচনের সময় ভোপালের বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা ঠাকুর বলেছে, গরুর শরীরে হাত বোলালে রক্তচাপ কমে। এমনকি গোমূত্রতে তাঁর ক্যানসারও সারে বলে দাবি প্রজ্ঞার।

তবে সচেতন নাগরিকদের বক্তব্য হল, এগুলো সবই সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস আর বিজেপির রাজনৈতিক কূটকৌশল।এগুলো বলে অন্ধ বিশ্বাসী গোভক্তদের থেকে রাজনৈতিক ফায়দা উঠানোই আসল উদ্দেশ্য।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিরোধিতায় গর্জে উঠছে ত্রিপুরা। ক্যাবের বিরোধিতায় এবার একজোট হয়ে আসরে নামছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের উপজাতি দল ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলার সূত্রে জানা গেছে, বিলের আওতা থেকে পুরোপুরি ত্রিপুরাকে বাদ দেওয়ার দাবিতে আগামিকাল, ৯ ডিসেম্বর থেকে সে রাজ্যে অনির্দিষ্টকালের বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী সোমবারই লোকসভায় পেশ হতে পারে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল।

এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে জেএমসিএবি আহ্বায়ক ও মানবাধিকারকর্মী অ্যান্থনি দেববর্মা বলেছে, ত্রিপুরাজুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন চালানো হবে। রেল-সড়ক অবরোধ করা হবে। তবে বনধ থেকে জরুরি পরিষেবাকে ছাড় দেওয়া হবে। এই বিরোধিতায় একমঞ্চে এসেছে ন্যাশনালিস্ট পার্টি অফ ত্রিপুরা, ন্যাশনাল কনফারেন্স অফ ত্রিপুরা, টিএসপি। এছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও এই বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী সোমবারই লোকসভায় পেশ হতে চলেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯। প্রস্তাবিত বিলটিকে গত বুধবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে। লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিজেপি। ফলে ওই দিনই বিলটি পাস হয়ে যেতে পারে সংসদের নিম্নকক্ষে। দলীয় সাংসদদের সভায় উপস্থিতি বাধ্যতামূলক বলে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল সন্ত্রাসী গেরুয়া শিবির।

০৮ই ডিসেম্বর, ২০১৯

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদীন কুফফার ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ যুদ্ধরত অবস্থায়ও তাদের দাওয়াতে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় গত রবিবার আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তালেবান মুজাহিদদের দাওয়াতি কর্মকান্ডের ফলে মহান আল্লাহ তায়ালার করুনায় ১৭ আফগান সেনা ও

পুলিশ সদস্য নিজেদেরকে কুফ্ফার বাহিনীর কাতার থেকে বের করে তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এব ভবিষ্যতে কুফ্ফার বাহিনীর পক্ষ্য হয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না।

একই দিনে গজনী প্রদেশের শালগার জেলায় গত রবিবার দ্বিপ্রহরের সময় আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ, যাতে ৫ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

গত শনিবার ভোরে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদীন হেরাত প্রদেশের দাশ্তনিয়ো এলাকায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি কনভয়ে তীব্র হামলা চালান। যার ফলে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাংক ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ৩ সেনা নিহত হয় এবং আরো ৫ সেনা গুরুতর আহত হয়। এছাড়াও ঘটনাস্থল হতে একটি সামরিকযানসহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ।

এমনিভাবে জাবুল প্রদেশের কিল্লাত শহরে তালেবান মুজাহিদদের একটি অভিযানে ১ সেনা নিহত এবং ৪ সেনা বন্দী হয়। মুজাহিদগণ একটি গাড়িসহ বেশ কিছু অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

অন্যদিকে রোজগান প্রদেশের বেশ কিছু স্থানে গত শনি ও রবিবার মধ্যরাতে পৃথক পৃথক অভিযান চালান তালেবান মুজাহিদীন, যাতে ৮ সেনা নিহত এবং ৬ সেনা আহত হয়। মুজাহিদগণ একটি ট্যাংকসহ আরো অনেক গনিমত লাভ করেন

ভারত ধর্ষণের রাজধানী হিসাবে বিশ্বে পরিচিত বলে মন্তব্য করেছে দেশটির প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী।

সে বলেছে, বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর প্রশ্ন, কেন ভারত নিজের মেয়ে ও বোনেদের নিরাপত্তা দিতে পারে না। উত্তরপ্রদেশের এক বিজেপি বিধায়ক ধর্ষণের অভিযুক্ত এবং সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী এনিয়ে একটা কথাও বলেনি।

শনিবার (০৭ ডিসেম্বর) কেরালার ওয়ানাডে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সে ওই মন্তব্য করে।

রাহুল বলেছে, দেশজুড়ে সহিংসতার ঘটনাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে অরাজকতা, নৃশংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন আমরা পড়ছি যে মেয়েদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, তাদের শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু ও দলিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনাও বেড়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। দলিতদের মারধর করা হচ্ছে। আদিবাসীদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। তাঁদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

সে বলেছে, আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নাটকীয়ভাবে ভেঙে যাচ্ছে। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে- লোকেরা আইন তাদের নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছে। কারণ এই দেশ যারা পরিচালনা করে তারা অন্ধভাবে শক্তি ও সহিংসতায় বিশ্বাসী। তারা মনে করে যে সমস্ত শক্তি তাদের হাতে রয়েছে।

সূত্র: পার্স্টুডে

ভারতের উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজবাদী পার্টির এমপি ডা. সৈয়দ তুফাইল হাসান ধর্ষকদের পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছে।

উত্তর প্রদেশের উন্নাওতে ধর্ষণের শিকার এক তরুণীর মৃত্যুর পরে শনিবার সমাজবাদী পার্টির (এসপি) মুরাদাবাদের সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ তুফাইল হাসান এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তদের বোন ও মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত যারা তাদের ইট-পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। এই ধরনের ঘটনায় দোষীদের জীবিত অবস্থায় মাটিতে দাফন করে দেওয়া উচিত বলেও সে মন্তব্য করে। সে বলেছে, এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের পরেই ধর্ষকদের মনে ভয়ের সৃষ্টি হবে।

ডা. সৈয়দ তুফাইল হাসান দেশে নারীদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের ঘটনা প্রতিরোধে শরীয়া আইন প্রয়োগের দাবি জানিয়েছে।

তার মতে, 'ধর্ষকদের প্রতি কোনও সহানুভূতি দেখানো উচিত নয় এবং তাদের শরীয়া আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া উচিত। লোকেরা এটিকে নিষ্ঠুরতা বলতে পারে, কিন্তু এটি এখন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে যে সংসদে এখন এমন যৌক্তিক আইন করা উচিত, যার মাধ্যমে বোন-কন্যাকে সুরক্ষিত হয়।'

সরকার কেবল হিন্দু-মুসলিম বিভাজনেই ব্যস্ত কিন্তু নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনও চিন্তা নেই বলেও মুরাদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের এমপি ডা. সৈয়দ তুফাইল হাসান মন্তব্য করে।

ঝালকাঠিতে ১৩ বছর বয়সী এক কিশোরীকে অপহরণের পর ধর্ষণ করেছে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার ছেলেসহ দুইজন।

ধর্ষকরা হলো সদর উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সভাপতি আমজেদ থলপহরীর ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য এমদাদ থলপহরী ও ধর্ষণের ঘটনা মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণকারী বর্ষা আক্তার।

কালের কণ্ঠের বরাতে জানা যায়, গত ৮ নভেম্বর সদর উপজেলার বাউকাঠি গ্রামের বাড়ি থেকে পিপলিতা গ্রামে ফুপুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পথে এমদাদুল থলপহরী কিশোরীকে জোর করে স্থানীয় একটি বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করে। এ ঘটনা এমদাদুলের আত্মীয় বর্ষা আক্তার নামে একটি মেয়ে মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করে। এমাদুল ওই ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে একাধিকবার কিশোরীকে ধর্ষণ করে। এ ঘটনা এলাকায় জানাজানি হলে ১৫ নভেম্বর এমাদুল ওই কিশোরীকে অপহরণ করে বাকেরগঞ্জের বোয়ালিয়া গ্রামে এক নারীর বাসায় আটকে রাখে এবং সেখানেই তাকে নিয়মিত ধর্ষণ করা হতো। এমনকি ওই নারী অন্য পুরুষ এনে কিশোরীকে নির্যাতন করাতো।

গত ৫ ডিসেম্বর মেয়েটি সেখান থেকে কৌশলে পালিয়ে বাড়িতে চলে আসে।

রাজশাহী জেলায় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সম্মেলনস্থলে ফেনসিডিলসহ চলে আসে এক কর্মী। আটক সন্ত্রাসী কর্মীর নাম হাসান কবির (৩৫)। তার বাড়ি জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার ডোমকুলি গ্রামে। হাসান কবিরের বাবার নাম আবদুল আজিজ।

হাসান কবির রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরীর সমর্থক। ফারুক চৌধুরীর সরবরাহ করা হলুদ রঙের টি-শার্ট পরে ছিল এই সন্ত্রাসী। টি-শার্টে ফারুক চৌধুরীর ছবিও আছে।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা গেছে, হাসান কবির সন্ত্রাসী যুবলীগ কর্মী। তার বাবা আবদুল আজিজ সে গোদাগাড়ীর বাসুদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের আট নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য। হাসান নানারকম অপকর্মের সঙ্গে জড়িত।

রাজশাহীর বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে আজ রবিবার সকাল থেকে জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সম্মেলন চলছিল।

রাজশাহী জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরীর বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসায়ীদের 'পৃষ্ঠপোষকতার' অভিযোগ আছে। খোদ সরকারি একটি প্রতিবেদনে তার নাম উঠে এসেছে।

আর জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সম্মেলনে সভাপতিত্বও করছে এই সন্ত্রাসী ওমর ফারুক চৌধুরী। এবারও সে সভাপতি প্রার্থী হচ্ছে বলে নাম শোনা যাচ্ছিল।

ভারতের উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মালাউন "যোগী আদিত্যনাথ"এর রাজ্য এখন ধর্ষণ ও রেপ রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। এই রাজ্যের একটি শহরেই ঘটেছে ৮৬টি ধর্ষণ ও ১৮৫টি যৌন নির্যাতনের ঘটনা।

উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ থেকে "উন্নাওয়ে" শহরের দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটার আর কানপুর থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার।

মালাউন যোগী রাজ্যের সকল শহর বাদ থাক। এই মালাউন যোগীর রাজ্যের শুধু উন্নাওয়ে শহরেই এ বছরের ১১ মাসে ৮৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১৮৫টি। উন্নাওয়ে ধর্ষণের শিকার ২৩ বছরের তরুণীকে অভিযুক্তরা পুড়িয়ে মারার দিনেও সেখানে তিন বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়েছে।

গত কয়েক বছরে একের পর এক এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে মালাউন যোগীর পুরো উত্তর প্রদেশ জুড়েই। যার দৌলতে যোগী আদিত্যনাথের শাসনে রাজ্যের ধর্ষণ রাজধানী হয়ে উঠেছে এই জনপদ! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মালাউন যোগী তা হলে কী করছে? কেন সে এর নৈতিক দায়িত্ব নিচ্ছে না? এই প্রশ্ন তুলেই আজ উত্তরপ্রদেশের এই মালাউন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলল সাধারণ জনতা।

এই উন্নাওয়েই দু'বছর আগে বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। সেঙ্গারের নামে ধর্ষিতার পরিবারের উপর হামলা চালিয়ে সাক্ষী লোপাটের মামলাও ঝুলছে। এ বার সেই উন্নাওয়েই ধর্ষণের শিকার ২৩ বছরের এক তরুণীকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাতেও উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপি-ঘনিষ্ঠদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

এক নজরে মালাউন "যোগী" সন্ত্রাসীর রাজ্য

• চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে ৮৬টি ধর্ষণের ঘটনা
• ওই সময়ে উন্নাও জেলায় ১৮৫টি যৌন হেনস্থার ঘটনা। ধর্ষণ ও হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে উন্নাওয়ের অসোহা, অজগেন, মাখি, বাঙ্গরমউয়ে
• অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত পরে জামিনে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে।
• অভিযোগ, রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ না-পেলে এক ইঞ্চিও নড়ে না পুলিশ
• এছাড়াও বিভিন্ন সময় মালাউনরা তাদের যুবকদেরকে গণমঞ্চ থেকেই ধর্ষণের জন্য উৎসাহিত করে আসছে। যার স্পষ্ট প্রমাণ আমরা বারবারই কাশ্মীরের ক্ষেত্রে দেখে আসছি। এই মালাউনরা কতটা নির্লজ্জভাবে সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যদেরকে কাশ্মীরীদেরকে ধর্ষণ করতে বলেছে তা আমাদের কাররোই অজানা নয়।

এদিকে দেশপির কংগ্রেস নেতা রাহুল গাঁধী বাধ্য হয়ে বলে, "ভারত এখন বিশ্বের ধর্ষণ রাজধানী বলে পরিচিত। বিদেশি রাষ্ট্রগুলো প্রশ্ন তুলছে, কেন আমরা মেয়ে-বোনদের রক্ষা করতে পারি না। উত্তরপ্রদেশের একজন বিজেপি বিধায়ক ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত। তার পরেও প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলেন না!"

মূলত হিন্দুত্ববাদী এই উগ্র সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটির উচ্চপদ থেকে শুরু করে নিচু পর্যয়ের দায়িত্বশীলরাই ধর্ষণ ও রেপ করার ক্ষেত্রে যুবকদেরকে উৎসাহিত করছে।

উন্নাওয়ের এক তরুণী থানায় ধর্ষণের অভিযোগ করলে তা পুলিশ প্রথমে এফআইআর নিতে চায়নি বলেও ইতিমধ্যেই শোনা গিয়েছে।

এমনিভাবে এক মহিলার অভিযোগ, কয়েক মাস আগে ঔষুধ কিনতে বেরিয়েছিলেন তিনি। গ্রামেরই পাঁচ হিন্দু যুবক তাঁর পোশাক ধরে টানতে শুরু করে। ধর্ষণেরও চেষ্টা করে তারা। অভিযুক্তদের মধ্যে রাম মিলন, গুড্ডু ও রাম বাবু নামে তিন যুবককে চিহ্নিতও করেছিলেন ওই মহিলা। কিন্তু অভিযোগ নেওয়ার পরিবর্তে স্থানীয় বিহার থানার এক পুলিশকর্মীর বলে, ধর্ষণ হলে তার পরে থানায় আসুন। এরপর উন্নাও থানায় যান ওই মহিলা।সেখানে গেলে মালাউন

পুলিশ বাহিনী হতে বলা হয়‘ধর্ষণ তো হয়নি। হলে দেখা যাবে,’ এই ভাষাতেই অভিযোগকারিণীকে ফিরিয়ে দেয় সন্ত্রাসী যোগী রাজ্যের পুলিশ।

আজ পূর্ণ হলো ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদা ৩২ তম বছর।

১৯৮৭ সালের আজকের এই দিনে শুরু হয় ইহুদিবাদী দখলদার ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ।
আজ পূর্ণ হল সেই ১৯৮৭ সালে শুরু হওয়া ইন্তিফাদা এর ৩২তম বছর।

যাতে দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইলি সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৩০০০ এরও অধিক মুসলিম। আহত হয়েছেন আরো ৯০ হাজারেরও অধিক ফিলিস্তিনী!

ভারতের সর্বত্র পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিক মাত্রায় বাড়েছ, সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে কলকাতায়। গত বৃহস্পতিবার বাজারে প্রতি কিলোগ্রাম ১৫০ টাকায় পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে।

পেঁয়াজের দাম পশ্চিমবঙ্গের বাজারে প্রতিকেজি ১০০ টাকা ছুঁয়েছিল আগেই। কিন্তু হঠাৎই বুধবার থেকে সেই দাম বেড়ে ১৫০ টাকা হয়ে গেছে।

কলকাতা আর পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু বাজারে পেঁয়াজের এই দামই নেয়া হচ্ছে। কোথাও সেটা দশ টাকা কম।

রান্নার অতি প্রয়োজনীয় এই আনাজের দাম এত লাগামছাড়া ভাবে বেড়ে চলেছে যে মালাউন সরকার সামাল দিতে পারছে না।

আর এলাকায় যারা পেঁয়াজ চাষ করেন, তারা বলছেন কয়েক মাস আগেও ছয়-সাড়ে ছয় টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন ক্ষেত থেকে।

সেই দরে অবশ্য চাষিদের লাভ প্রায় কিছুই থাকে না।

তবু সেই পেঁয়াজই মজুত করে এখন আগুন দামে বিক্রি করা হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে বা খুচরো দোকানে পেঁয়াজের ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি কতটা নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলেই সন্দেহ রয়েছে।

পেঁয়াজ যত দুর্মূল্য হচ্ছে, ততই পেঁয়াজ চুরিও বেড়ে গেছে।

মধ্যপ্রদেশের কৃষকরা রাত জেগে ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে যাতে পেঁয়াজ চুরি না হয়।

আবার পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একটি মুদি দোকান থেকে গত সপ্তাহে প্রায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের পেঁয়াজ চুরি হয়ে গেছে বলে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সুতাহাটা এলাকার ওই দোকানের তালা ভেঙ্গে ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ অর্থ বা অন্য কিছুই চুরি হয়নি। চোরেরা নিয়ে গেছে শুধু ১০ বস্তা পেঁয়াজ।

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে একটি কারখানায় ভয়াবহ আগুনে অন্তত ৪৩ শ্রমিক নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সময় রোববার ভোর ৫টার দিকে দিল্লির রানি ঝাঁসি রোডে আনাজ মান্দি এলাকার একটি কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

এনডিটিভি পত্রিকা জানিয়েছে, ভোরে যখন কারখানায় আগুন লাগে সে সময় অধিকাংশ শ্রমিক ঘুমিয়ে ছিল। কী কারণে বা কীভাবে আগুন লেগেছে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানা যায়নি।

অগ্নিকাণ্ডের সময় কারখানার মধ্যে অর্ধশতাধিক শ্রমিক ছিল বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছে। নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জম্মু-কাশ্মীরে ভারতের হিন্দুপ্রধান অন্য রাজ্যের কোম্পানিগুলোকে জমি বরাদ্দ দেয়া হবে। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে সন্ত্রাসী দখলদার নরেন্দ্র মোদির সরকার। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৭ হাজার বিঘা জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

এর মধ্যে ১০ হাজার বিঘা জম্মুর কাঠুয়া ও সাম্বা জেলায়। বাকি ৭ হাজার বিঘা কাশ্মীরের গান্ডারবল, কুপওয়ারা ও অন্যান্য জেলায়। সরকারের এক সিনিয়র কর্মকর্তা এসব তথ্য জানিয়েছে।

এদিকে বিশেষ মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসন বাতিলের পর থেকে বন্দি উপত্যকার রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা। কোনো বিচার ছাড়াই গত চার মাস ধরে জেলে আটকে রাখা হয়েছে রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের প্রায় পাঁচ হাজার ব্যক্তিকে।

বছরের পর বছর ভারতপন্থী রাজনীতি করার কারণে তারা একদিকে নিজ জনগণের কাছে বিশ্বাসঘাতক তকমা জুটেছে, অন্যদিকে সন্ত্রাসী মোদি সরকারের চোখে হয়েছে 'ভারতের শত্রু'। *সূত্র:দ্য ওয়্যার, বিবিসি।*

ভারতীয় সংবিধান থেকে বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কিত ৩৭০ ধারা বাতিলের অনেক আগে থেকেই কাশ্মীরে বিনিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাইরের অন্যান্য রাজ্যের বহু কোম্পানি। ৫ আগস্টের পর থেকে বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে একপ্রকার লাইন ধরেছে কোম্পানিগুলো।

কেন্দ্রীয় সরকারের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বিনিয়োগ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে ৪৪ কোম্পানি। এর মধ্যে ৩৩টি কোম্পানির প্রস্তাব গ্রহণ করেছে মালাউন সরকার।

এর মধ্যে রয়েছে ডালমিয়া সিমেন্ট, শ্রী সিমেন্ট, জ্যাকশন গ্রুপ, রিলায়েন্স গ্রুপ, আদানি গ্রুপ, সিভিকে গ্রুপ, পেপারবোট ডিজাইন স্টুডিওস প্রাইভেট লিমিটেডসহ বিভিন্ন কোম্পানি। বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে তথ্য প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ, উৎপাদন, হোটেল, প্রতিরক্ষা, পর্যটন ও শিক্ষাক্ষেত্রে। সবমিলিয়ে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫,০০০ কোটি টাকা। বিনিয়োগের পরিমাণ ১ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এসব কোম্পানির পাহাড়সম বিনিয়োগের জায়গা করে দিতে হাজার হাজার একর জমির দরকার। স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (এসআইডিসিও) ব্যবস্থাপনা পরিচালক রবিন্দর কুমার গত বুধবার জানায়, জম্মু ও কাশ্মীর মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১৭ হাজার বিঘা জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

জমি খোঁজা ও চিহ্নিত করার এই প্রক্রিয়া আরও কিছুদিন চলবে বলেও সে জানায়। কুমার বলেছে, উপত্যকার সব ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারদের তাদের অধীনে যেসব জমি আছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশনা জারি করেছে মালাউন সরকার।

পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা অমুসলিমরা মাত্র পাঁচ বছর শরণার্থী হিসেবে থাকলেই নাগরিকত্ব পাবে ভারতের। তবে ২০১4 সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের পাঁচ বছর পূর্ণ হতে হবে তাহলেই নাগরিকত্ব পাবে।

গত সোমবার লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল উপস্থাপন করা হবে। ১৯৫৫ সালের মূল আইনে বলা হয়েছিল, নাগরিকত্ব পেতে হলে এ দেশে থাকতে হবে ১১ বছর।

সংশোধিত আইনে কোনো শরণার্থী অমুসলিম হলফনামা দিলেই তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে দাবি সন্ত্রাসী দল বিজেপি নেতাদের।

নতুন বিলে বালা হয়েছে ইনার লাইন পারমিট ও ষষ্ঠ তফশিলভুক্ত এলাকায় ওই আইন প্রযোজ্য হবে না। একই দেশে নাগরিকত্বের প্রশ্নে কেন দুই ধরনের নিয়ম আনা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজ্য সভার নেতা ডেরেক ও ব্রায়েন।

তার যুক্তি, আগের অধিবেশনে এক দেশ এবং সংবিধানের যুক্তি দেখিয়ে কাশ্মীরের বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হলো। আর পরের অধিবেশনে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্নে দ্বৈত নীতি নিচ্ছে মালাউন সরকার। পুরোটাই হচ্ছে রাজনৈতিক ফায়দার স্বার্থে।

০৭ই ডিসেম্বর, ২০১৯

বিশ্বসন্ত্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-ঘাঁটিতে গত ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবারে হামলা চালিয়েছেন সৌদি আরবের একজন বৈমানিক (বিমান বা জাহাজ চালনা) প্রশিক্ষণার্থী। এ হামলায় ৩ কুফফার নিহত এবং আরো ৮জন আহত হয়েছে বলে জানা যায়।
বার্তাসংস্থা সিএনএ-এর তথ্য মতে, গত ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবারে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ‘ন্যাভাল এয়ার স্টেশন পেনসাকোলা’তে একজন সৌদি আরবিয় বৈমানিক প্রশিক্ষণার্থী ক্রুসেডার মার্কিনীদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ শুরু করেন। এতে, ৩ কুফফার নিহত হওয়াসহ আরো প্রায় ৮জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে আছে দুইজন ‘শেরিফ’ ডেপুটি অফিসারও। এসময়, এক কাফের ‘শেরিফ’ ডেপুটি অফিসারের পাল্টা গুলিতে হামলাকারী সৌদি বৈমানিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো।

এ ঘটনার পর আমেরিকার গোলাম সৌদি আরবের তথাকথিত বাদশা সালমান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উন্মাদ ট্রাম্পকে ফোন করে সমবেদনা জানায়।

টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার কাইলাকুড়ি স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র নিয়ে বহুল প্রচারিত ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’তে একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে সম্প্রতি। ‘ইত্যাদি’র উপস্থাপক হানিফ সংকেত সরেজমিন প্রতিবেদন করেছে স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রটি নিয়ে।

প্রতিবেদনে দেখানো হয়, ক্লিনিকটির প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এড্রিক বেকার নামক এক পশ্চিমা খ্রিষ্টান নাগরিক। সে নিজ দেশের আরামের জিন্দেগি ছেড়ে নিরেট মানবসেবার জন্য বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত এই এলাকায় স্থায়ীভাবে চলে এসেছিল। এবং ‘কেবলই’ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমৃত্যু সে এ ক্লিনিকটি নিয়ে কাইলাকুড়িতেই পড়ে ছিল। এখানেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির দাওয়ায় তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। মানবসেবার কারণে এলাকায় সে ‘ডাক্তার ভাই’ নামে পরিচিত ছিল।

ইত্যাদির ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ডাক্তার ভাই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বাংলাদেশের ডাক্তারদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল, বাংলাদেশি ডাক্তারদের কেউ যেন এই ক্লিনিকটির দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সুবিধাবঞ্চিত এই উপজাতি এলাকার মানুষগুলোর ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে। কিন্তু বাংলাদেশি ডাক্তারদের কেউই তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দেননি, কিছুদিন পর ডাক্তার ভাইও মারা যায়।

অবশেষে দুবছর পর তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে আমেরিকার খ্রিষ্টান তরুণ এক ডাক্তার দম্পতি। তাঁরা এড্রিকের মানবতাবাদী এই কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০১৮ সালে ছোট ছোট চার শিশু সন্তান নিয়ে আমেরিকার বিলাস বহুল জীবন ছেড়ে প্রত্যন্ত এ গ্রামে চলে এসেছে। এবং ‘নিঃস্বার্থভাবে’ আর্তমানবতার সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করছে।

হানিফ সংকেতের এই প্রতিবেদন ইত্যাদিতে প্রচারিত হবার পর এড্রিক বেকার ও তরুণ ডাক্তার দম্পতির মানবতা নিয়ে যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হচ্ছে, তেমনি এই মানবতাবাদের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ধর্মান্তরবাদ নিয়েও হচ্ছে জোর সমালোচনা। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররাও এই প্রতিবেদনে দেশি ডাক্তারদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে।

ক্ষুব্ধ বাংলাদেশি ডাক্তারগণ

চিকিৎসা সংক্রান্ত অনলাইন পত্রিকা মেডি ভয়েস ডটকমের সম্পাদকীয়তে আজ (২ ডিসেম্বর) হানিফ সংকেতের ওই প্রতিবেদনের কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। পেশাজীবী নেতা ডা. বাহারুল আলম সেই সম্পাদকীয়তে বলেন, তৎকালীন ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের আধিপত্য ও উপনিবেশিকতা পাকাপোক্ত করার জন্য ব্রিটিশরা দাতব্য বা মিশনারি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সুপরিকল্পিত অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। উদ্দেশ্য- একটি সাদা চামড়ার পাশ্চাত্যের ব্রিটিশরা কত দয়ালু ও মহান সেটা প্রমাণ করা! বিপরীতে ভারতীয়রা কত কাঙ্গাল ও করুণা ভিক্ষা চাইতে ভালবাসে! যা প্রকারান্তরে ভারতের উপর ব্রিটিশদের আধিপত্য, শোষণ, নির্যাতনে সহায়ক শক্তি হিসাবে ভূমিকা রেখেছে এবং এখনও ভারতবর্ষে সেই উপনিবেশিকতার প্রভাব বজায় আছে। সেই প্রচারে ভূমিকা রেখেছে হানিফ সংকেত ও তার ইত্যাদি।

তিনি বলেন, হানিফ সংকেত ও তার ইত্যাদির প্রচারে যারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাদের দু'শ বছরের উপনিবেশিকতার ইতিহাস স্মরণে রাখা উচিত। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দাতব্যের অপকৌশলের আড়ালে আমাদের মনোজগতে ব্রিটিশ শাসন মেনে নেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল। হানিফ সংকেতের ইত্যাদির প্রচার সে অপকৌশলের বিবর্তিত অধ্যায়।

এদিকে মেডি ভয়েসের অপর একটি মতামত কলামে ডা. আবদুর রব নামে একজন বিশেষজ্ঞ মেডিকেল অফিসার বলেছেন, ডা. এড্রিক বেকার বা তাঁর উত্তরসূরি আমেরিকান ডাক্তার দম্পতির এই মানবসেবা আলাদাভাবে বিশেষায়িত করার কিছু ছিল না। কারণ, এ দেশে অসংখ্য ডাক্তার এমন আছেন যারা নিজ এলাকায় নামমাত্র ভিজিটে অথবা একদম ফ্রিতে মানুষকে চিকিৎসা পরামর্শ দিচ্ছেন। ইত্যাদি অনুষ্ঠান সেসব ডাক্তারদের নিয়ে কোনো প্রতিবেদন করার আগ্রহ দেখায় না, আগ্রহ কেবল সাদা চামড়ার লোকজনের লৌকিক মানবসেবায়!

তিনি ক্ষোভ ঝেড়ে বলেন, সাদা চামড়ার লোকজন নামমাত্র চিকিৎসা সেবা দিয়ে ইত্যাদির কাছে তাঁরা হয়ে যায় হিরো, আর আমরা কালো চামড়ার লোকজন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে প্রতিদিন হাজারও রোগীকে নামমাত্র ফি'র বিনিময়ে চিকিৎসাপরামর্শ দিয়ে 'কসাই'ই থেকে যাই।

ডা. আবদুর রব বলেন, পাইকগাছায় যে জায়গায় আমি বসি সেটা একটা ডায়াবেটিক সেন্টার। বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির একটা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রতি শুক্রবার বিএমএ'র কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ডা. শহীদুল্লাহ বিনামূল্যে যে পরিমান ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগী দেখেন

এবং প্রতি ইউনিয়নে ফ্রি ক্যাম্পের নামে যে পরিমান রোগী ওষুধসহ ফ্রি দেখেন, ডা. বেকার তার ভগ্নাংশ পরিমাণ রোগীও চোখে দেখেনি। কই, জনাব হানিফ সাহেব ডা. শহীদুল্লাহকে নিয়ে তো ইত্যাদিতে প্রচার করেনি? নাকি প্রচারের জন্য সাদা চামড়ার হতে হবে, খ্রিষ্টান মিশনারির লোক হতে হবে, সারা জীবন বিয়ে না করে থাকতে হবে আর সুদূর আমেরিকা থেকে ক্যাথলিক ধর্মীয় আবেগে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মানব সেবা করতে হবে?

মানবতাবাদী ডাক্তার নাকি ধর্মান্তরবাদী মিশনারি?

ডা. এড্রিক বেকার কি উপজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলে কেবলই মানবতার তাগিদে জীবন পার করেছিল, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে, জানতে চেয়ে ফাতেহ টুয়েন্টি ফোর থেকে কথা বলা হয়েছিল মধুপুরের স্থানীয় কয়েকজনের সাথে।

তাঁদের কেউই নামপ্রকাশ করে মিডিয়ায় এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি। নাম-পরিচয় গোপন করার শর্তে প্রত্যেকেই জানিয়েছেন মধুপুরের শোলাকুড়ি ইউনিয়নে মূলত উপজাতিদের বসবাস। এখানে বেশ অনেক বছর ধরে খ্রিষ্টান মিশনারিরা সেবার আড়ালে ধর্মান্তকরণের কাজ করে আসছে। একসময় যেখানে একজন খ্রিষ্টানও ছিল না, সেখানে উপজাতিদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ এখন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। ওই এলাকায় খ্রিষ্টান মিশনারিরা বেশ কয়েকটি স্কুল ও ক্লিনিক স্থাপন করেছে। এগুলো মিশনারিদের অর্থায়ন ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ডাক্তার বেকারের কালিয়াকুড়ি হাসপাতাল এগুলোরই একটি। সে মূলত খ্রিষ্টান মিশনারিদেরই লোক। উপজাতিদের মধ্যে খ্রিষ্টবাদ প্রচারের লক্ষ্যেই সে এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং সেবার আড়ালে মানুষকে এখান থেকে মূলত খ্রিষ্টধর্মের প্রতিই আকৃষ্ট করা হয়।

তাঁরা বলেন, ডাক্তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর যে ডাক্তার দম্পতি এখানে এসেছে, তাঁরাও খ্রিষ্টান মিশনারির লোক। ক্যাথলিক খ্রিশ্চিয়ান মিশনের তত্ত্বাবধানেই তাঁরা এখানে এসেছে। এবং তাঁদের যাবতীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা মিশনারিই করে থাকে।

একই কথা বলছেন ডা. আবদুর রবও। তিনি বলেন, ডা. বেকারের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি একটি মিশনারি হাসপাতাল। এটা বিদেশি ডোনেশনে চলে। কিছু স্থানীয় দানও আছে। যারা এখানে কাজ করছে একেবারে ফ্রি নয়, মিশন থেকে টাকা পায়। ক্যাথলিক খ্রিশ্চিয়ান মিশন। এই মিশনের উদ্দেশ্য কী, (খ্রিষ্টবাদের প্রচার এবং মানুষকে ধর্মান্তরিত করা) তা কারও অজানা থাকার কথা না।

ডা. রব বলেন, বাংলাদেশের কিছু ডাক্তার এখানে একই সিস্টেমে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছিল। স্বয়ং ডা. বেকার অপারগতা দেখিয়ে বলেছিল, দেশি ডাক্তার এলে মিশনের ফান্ডিংয়ে সমস্যা হবে। এইখানে কে কাজ করবে সেটা মিশনের ঠিক করে দেয়। এর পরেও গণস্বাস্থ্য মেডিকেলের দুই জন ডাক্তার প্রতি সপ্তাহে ফ্রি চিকিৎসা দেন সেখানে। ইত্যাদির রিপোর্টে অত্যন্ত চতুরতার সাথে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সেটি এবং আমার মতো গ্রামে পড়ে থাকা ডাক্তারদেরকে স্রেফ অপমান করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে 'গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি' বের করেছে নরওয়ের মোবাইল নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান প্রোমন।

এ ত্রুটি কাজে লাগিয়ে হ্যাকারদের পক্ষে গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লগইন তথ্য হাতিয়ে নেয়া সম্ভব। অ্যান্ড্রয়েডের এ ত্রুটি ব্যবহার করে ভুয়া লগইন স্ক্রিন বানাতে পারে সাইবার হামলাকারীরা।

এরপর লগইন স্ক্রিনগুলোর সঙ্গে উপযুক্ত অ্যাপ বসিয়ে তথ্য হাতিয়ে নেয়া যায়। প্লে স্টোরের এক জরিপে দেখা গেছে, অ্যান্ড্রয়েডের এ দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য বানানো হয়েছে ৬০টির বেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে।

গুগলের দিক থেকে অবশ্য বলা হয়েছে, ত্রুটিটি সারাতে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এবং এর মূল বের করতে আরও তদন্ত চালানো হচ্ছে। প্রোমনের প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা টম হ্যানসেন বলেন, অনেক দেশের বেশকিছু ব্যাংককে লক্ষ্য বানানো হয়েছে এবং গ্রাহকের অর্থ চুরি করতেও সক্ষম হয়েছে ম্যালওয়্যারটি।

ম্যালওয়্যারযুক্ত অ্যাপগুলো বিশ্লেষণ করেছে প্রোমন। অ্যাপগুলোর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হানা দেয়া হচ্ছিল বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ম্যালওয়্যারটির নাম বলা হয়েছে স্ট্যান্ডহগ।

গ্রাহক যেখানে মনে করছেন তারা বৈধ অ্যাপ ব্যবহার করছেন, আসলে তারা হামলাকারীর বানানো ভুয়া স্ক্রিনে ক্লিক করছেন। কোনো অ্যাপ স্ট্যান্ডহগ ত্রুটির অপব্যবহার করছে কি না, তা বের করা হচ্ছে এর মাধ্যমে।

সুত্রঃ যুগান্তর

একের পর এক হত্যাকাণ্ডে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে রাজশাহীর মানুষ। গত ১৭ দিনে পাঁচজন খুন হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু'জন কলেজছাত্র, একজন সাধারণ মানুষ ও দু'জন ব্যবসায়ী। চারটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে নগরে এবং একটি গোদাগাড়ী উপজেলায়।

এদের মধ্যে চারজনকে প্রকাশ্যে ছুরি মেরে ও কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। বাকি একজনকে শ্বাসরোধে হত্যা করে তার চারটি গরু নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। নগরবাসী বলছেন, নগরীতে গভীর রাতে বাস-ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি ফেরার পথে অহরহ ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছেন মানুষ। আওয়ামী দালাল পুলিশের রাতের টহল দায়সারাভাবে চলায় ছিনতাইকারীরা আবার নগরীতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ।

১৩ নভেম্বর দুপুরে রাজশাহী রেলভবনে প্রকাশ্যে ছুরি মেরে খুন করা হয় সানোয়ার হোসেন রাসেলকে (৩০)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয় রাসেলের ভাই আনোয়ার হোসেন রাজা। চিকিৎসা শেষে রাজা কিছুটা সুস্থ হলেও তিনি সন্ত্রাসীদের ভয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে পারছেন না। নিহত রাসেলের পরিবারের অভিযোগ, কতিপয় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতার আশ্রিত সন্ত্রাসী সুজন ও তার সহযোগীরা নগরীর চিহ্নিত সন্ত্রাসী। রেলের কয়েক ঠিকাদারও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পেছনে কলকাঠি নেড়েছে। এ কারণে পুলিশ সুজন ও তার সহযোগীদের গ্রেফতারে তেমন চেষ্টা করছে না। সুজনের সহযোগীরা এখনও রেলভবনসহ নগরীর বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যেই ঘুরছে বলে অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।

রাসেল হত্যাকাণ্ডের দিনই নগরীর শাহ মখদুম থানার নতুনপাড়া এলাকায় আবদুল্লাহ আল ফাহিম (১৯) নামের এক কলেজছাত্রকে প্রকাশ্যে ছুরি মেরে খুন করা হয়। ছিনতাইয়ে ব্যর্থ হয়ে চিহ্নিত অপরাধীরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটায় বলে নিহত কলেজছাত্রের পরিবারের দাবি। ২১ নভেম্বর গোদাগাড়ীর কদমশহরে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে ছুরি মেরে খুন করা হয় শান্ত ইসলামকে। নিহত শান্ত দামকুড়া কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হন শান্তর ভাই স্বপন ইসলাম। এ ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ। গোদাগাড়ী থানা পুলিশ বলছে, শান্তর হত্যাকারী মাজেদুল ও তার ভাই সাজেদুল এখনও গ্রেফতার হয়নি।

বাকি টাকা চাওয়ায় নগরীর মালদা কলোনী এলাকায় ব্যবসায়ী রাজন শেখকে (২০) সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুন করে। এলাকাবাসীর দাবি, রাজনের হত্যাকারী সন্ত্রাসী সোহেলের বিরুদ্ধে রাজপাড়া থানায় চাঁদাবাজির একাধিক মামলা রয়েছে। সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর রাতে নগরীর

দাসপুকুর এলাকার একটি খামারের মালিক আবদুল মজিদকে (৫৪) শ্বাসরোধে হত্যার পর তার চারটি গরু লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় মামলা হলেও এখন পর্যন্ত জড়িত কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি কথিত এই পুলিশ বাহিনী। রাজপাড়া থানার ওসি শাহাদাৎ হোসেন জানায় কারা মজিদকে হত্যা করেছে তা পুলিশ এখনও শনাক্ত করতে পারেনি।

সুত্রঃ যুগান্তর

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুই নেতার অনুসারীদের মধ্যে হাতাহাতি ও চেয়ার ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার সকালে নগরীর লালদিঘী মাঠে এই ঘটনা যখন ঘটেছে।

সম্মেলন শুরুর আগেই এই ঘটনা ঘটেছে।

কথিত কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আগে দেশজুড়ে জেলা-উপজেলায় এখন আওয়ামী লীগের সম্মেলন চলছে। এর ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সম্মেলন হচ্ছে।

সকাল থেকেই চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা থেকে মিছিল নিয়ে দলে দলে লালদিঘী মাঠে আসতে থাকে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, সকাল থেকে মাঠে অবস্থান নিয়েছিল সন্ত্রাসী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও মিরসরাই উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিনের অনুসারীরা।

১০টার কিছু সময় আগে মাঠে আসে মিরসরাই উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আতাউর রহমানের অনুসারীরা।

এই সময় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়, পরে শুরু হয় চেয়ার ছোড়াছুড়ি। প্রায় ১০ মিনিট ধরে চলে এই সংঘাত।

সুত্রঃ যুগান্তর

আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের বীর সেনানীরা গত আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর- এই তিন মাসে সন্ত্রাসী মার্কিন ক্রুসেডার বাহিনী এবং তাদের গোলাম আফগান বাহিনীর উপর সর্বমোট ৪০৭০টি অভিযান পরিচালনা

করেছেন। ঐসকল অভিযানে কুফফার বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। শত্রুবাহিনীর এই ক্ষয়ক্ষতির একটি পরিসংখ্যান ইনফোগ্রাফিতে প্রকাশ করেছে ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের অফিসিয়াল বার্তাসংস্থা আল-ইমারাহ। বাংলাভাষীদের সুবিধার্থে ইনফোগ্রাফিটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করছে 'আল-ফিরদাউস নিউজ'।
ইনফোগ্রাফিটি নিচে দেওয়া হলো-

https://alfirdaws.org/2019/12/07/29389/

ভারত জবর দখলকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকাতে গত শুক্রবার জোরালো বিক্ষোভ করেছে কাশ্মীরের মানুষ। ভারতীয় দখলদারিত্ব এবং এ অঞ্চলে আরোপিত অবরুদ্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানানোর জন্যই এইসব বিক্ষোভ করা হয়।

কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর শ্রীনগর, বাদগাম, গান্দেরবাল, পুলওয়ামা, কুলগাম, শোপিয়ান, বান্দিপোরা, বারামুল্লা, কুপওয়ারা এবং অন্যান্য এলাকাতে মানুষজন রাস্তায় নেমে আসে। এ সময় তারা স্বাধীনতার পক্ষে এবং ভারত-বিরোধী শ্লোগান দেয়। বহু জায়গায় বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করেছে ভারতীয় সন্ত্রাসী পুলিশ ও সেনারা। এতে বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছে। ৫ আগস্টের পর থেকে টানা ১৮ সপ্তাহ ধরে শ্রীনগরের জামিয়া মসজিদ ও অন্যান্য প্রধান মসজিদগুলোতে কাশ্মীরীদেরকে জুমার নামাজ পড়তে দেয়নি দখলদার সন্ত্রাসী মালাউন মোদি সরকারের কর্তৃপক্ষ।

এদিকে, এই অঞ্চল বিশেষ করে কাশ্মীর উপত্যকায় অবরুদ্ধ অবস্থা ১২৪তম দিনে পড়েছে এবং এখানকার পরিস্থিতি এখনও অস্বাভাবিক রয়েছে। ১৪৪ ধারার অধীনে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা, ইন্টারনেট এবং প্রি-পেইড মোবাইল সংযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন থাকায় মানুষের দুর্ভোগ শেষ হয়নি। কাশ্মীর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট শেখ আশিক হোসেন শ্রীনগরে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, ৫ আগস্টের পর থেকে অব্যাহত অবরুদ্ধ পরিস্থিতি এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ১৫,০০০ কোটি রুপির ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন, অবরোধ আরোপ এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর প্রতিটি খাতের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর ইয়ুথ লিগ শ্রীনগরের দস্তগির সাহিব অভিমুখে মার্চের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ ও পোস্টারিং করেছে। তারা সোমবার শ্রীনগরের ইউএন অফিস অভিমুখে

একই ধরণের মার্চের জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তারা বুধবার সম্পূর্ণ বন্ধ পালন এবং বৃহস্পতিবার জনতার কারফিউ পালনের আহ্বান জানিয়েছে।

অধিকৃত কাশ্মীরের হাই কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশানের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি গুলাম নবি শাহীন কেএমএসের সাথে এক সাক্ষাতকারে দাবি জানিয়েছেন যাতে বার প্রেসিডেন্ট মিয়া আব্দুল কাইয়ুম, সিনিয়র আইনজীবী নাজির আহমেদ রোঙ্গা, মোহাম্মদ আশরাফ বাট এবং হিলাল আকবর লোনসহ অবৈধভাবে আটককৃত সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হয়।

ব্রিটেনের ‘দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট’ পত্রিকার উর্দু ভার্সন ইন্ডিপেন্ডেন্ট উর্দু – যেটি ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়, সেখানে প্রকাশিত এক নিবন্ধে জানানো হয়েছে যে, কাশ্মীরে নারীদের উপর নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে গেছে এবং যে সব ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে, আসল ঘটনার সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে যে, অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে দমনের জন্য ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনারা ধর্ষণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। নিবন্ধে কাশ্মীরের এক সাংবাদিককে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনারা দিনে বা রাতে যে কোন সময় যে কোন বাড়িতে ঢুকে নারীদের – বিশেষ করে তরুণীদেরকে নির্যাতন করছে।

চলতি বছরের আগস্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন-বিষয়ক সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করে। ওই ঘটনার প্রেক্ষাপটে আগে থেকেই বিপুলসংখ্যক ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনী মোতায়েন থাকা ওই অঞ্চলে আরো প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করা হয় মোদির দমন ও অবৈধ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা লোকজনকে ‘শান্ত’ করতে (পড়ুন: আরো নির্যাতন চালাতে)। ওই এলাকায় যাওয়া বা বের হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়, এমনকি সাংবাদিকদের পর্যন্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, কাশ্মীরে স্বজন বা পরিবার সদস্য বা বন্ধুদের অবস্থা জানার কোনো উপায় থাকেনি বাইরের লোকজনের জন্য।

কাশ্মীরী জনগণের ওপর ভারতের বর্ধিত নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষা করতে না পারলেও ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের দীর্ঘ দিন ধরে চলা নির্মম নির্যাতনের সাথে এর মিল দেখা যাচ্ছে। আর এই তুলনা ভারত সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৬ ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কে একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নিউ ইয়র্ক সিটির ভারতের কনস্যাল জেনারেল সন্ত্রাসী মালাউন সন্দীপ চক্রবর্তীর মন্তব্যে বিষয়টি বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে কাশ্মীরী হিন্দু ও ভারতীয় লোকজনকে বলেছে যে ইসরাইলি মডেল অনুসরণ করে কাশ্মীরে বসতি

স্থাপন করবে ভারত। সে বলেছে, আমি বিশ্বাস করি যে সেখানকার নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হবে, ফলে হিন্দু পণ্ডিতরা ফিরে যেতে পারবে। আপনাদের জীবদ্দশাতেই আপনারা ফিরে যেতে পারবেন। আর আপনারা সেখানে নিরাপত্তা দেখতে পাবেন। কারণ বিশ্বে এ ধরনের একটি মডেল রয়েছে। ইসরাইলি লোকজন তা পারলে আমরাও পারব।

কাশ্মীরী জনগণের ওপর মোদির নির্যাতন বাড়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেশির ভাগই এর নিন্দা করছে। তবে অন্যান্য ঘটনার আড়ালে চলে যেতে পারে নির্যাতনের খবর। কিন্তু কাশ্মীরী জনগণের দুর্ভোগ অব্যাহতই থাকবে।

মালাউন চক্রবর্তী ইসরাইলের উদাহরণ তুলে ধরেছে, যারা বিশ্ব কুফ্ফারদের প্রকাশ্য মদদে ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করতে, এর জনগণকে নির্যাতন চালাতে, অবৈধ বসতি স্থাপনকে ব্যবহার করতে, ভূমি বাজেয়াপ্ত করতে, বর্ণবাদ চালাতে, সম্ভব সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ চালাতে, অপহরণ করতে, খুন করতে, মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করতে সব ধরনের নির্মম পন্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হয়েছে। এগুলো আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন, মানবতাবিরোধী অপরাধ। আর এতে অর্থায়ন করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্য বেশির ভাগ লোক বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। মাঝে মাঝে কেবল নিন্দাসূচক কিছু কথা বলেই দায়িত্ব শেষ করছে। ইসরাইল যদি নৃশংসতা চালিয়ে পার পেতে পারে, তবে ভারত কেন পারবে না?

কানাডায় একটি ইহুদি সংগঠন একটি অনুষ্ঠানে দুজন বক্তাকে উপস্থাপন করে। এদের একজন ছিল এক হিন্দু পুরোহিত এবং অপরজন ছিল এক রক্ষণশীল ভাষ্যকার। এমনটা করা হয়েছিল কানাডিয়ানদের কাছে এই বিষয়টি প্রমাণ করতে যে জর্জ ওরওয়েলের ‘সাদা হলো কালো’ এবং ‘উঁচু হলো নিচু’ পূর্বাভাস নিশ্চিতভাবে ফলপ্রসূ হওয়ার প্রমাণ দিতে। অনুষ্ঠানে বলার চেষ্টা করা হয় যে ইসরাইল হলো চরমপন্থার বিরুদ্ধে। অথচ জায়নবাদের কথা চিন্তা করলে এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে। কারণ যে জায়নবাদের ওপর ভিত্তি করে ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটিই চরমপন্থী, বর্ণবাদী দর্শনভিত্তিক। ইসরাইল সৃষ্টি হয়েছে এই ধারণার ভিত্তিতে যে দেশটি হবে কেবল ইহুদি জনসংখ্যার দেশ। অথচ কানাডার জায়নবাদী গ্রুপটি আমাদের অন্য কথা শেখাচ্ছে।

২০১৪ সালে গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের নৃশংস ও প্রাণঘাতী বোমা হামলার সময় একটি ইসরাইলি প্রকাশনার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, বিশেষ পরিস্থিতিতে গণহত্যাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ইসরাইল-ফিলিস্তিন সঙ্ঘাতের মধ্যে এ ধরনের মন্তব্য করার মাধ্যমে আসলে ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালানোকে গ্রহণযোগ্য হিসেবেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

অবশ্য তীব্র আপত্তির কারণে ওই সম্পাদকীয়টি প্রত্যাহার করে নেয়া হলেও জায়নবাদীদের মধ্যে বিরাজমান অভিন্ন মানসিকতার সাথে পরিচিত হয়েছে ফিলিস্তিনিরা।

এখন এই রোগ ভারতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্তত সরকারি সন্ত্রাসী কর্মকর্তাদের মধ্যে গণহত্যার ধারণা দানা বেঁধে ওঠছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সাধারণভাবে মুক্ত বিশ্বের নেতা হিসেবে দেখার ধারণা বিরাজ করছে। কিন্তু বিশ্ব কুফ্ফারদের লিডার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু ইসরাইলের সমর্থনে অটল রয়েছে। সে সম্ভব সব উপায়ে ইহুদি দেশটির প্রতি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ট্রাম্পের মতো সন্ত্রাসী লোকেরা ইসরাইল প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে যেভাবে সমর্থন দিয়েছে, এখন একইভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদিকেও দেবে।

সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর/ কাউন্টার পাঞ্চ

ভারত তার উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করলেও কোন শুল্ক বা ট্রানজিট ফি দিতে হবে না। শুধু নামকাওস্তাতে প্রশাসনিক ফি দিতে হবে। আগামী জানুয়ারি থেকে এই পণ্য আনা-নেওয়ার পরীক্ষামূলক কাজটি শুরু হচ্ছে।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের জাহাজ চলাচল বিষয়ক আন্ত:সরকার কমিটিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সচিব পর্যায়ের দুই দিনব্যাপী বৈঠকটি শেষ হয়।

আলোচনা শেষে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুস সামাদ ও তার ভারতীয় প্রতিপক্ষ মালাউন গোপাল কৃষ্ণ সাংবাদিকদের ব্রিফ করে।

আব্দুস সামাদ বলেছে, জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ এন্ড ট্রেড অনুযায়ী ভারতকে কোন কাস্টমস ডিউটি ও ট্রান্সশিপমেন্ট চার্য দিতে হবে না।

তবে সড়ক পরিবহনের অতিরিক্ত কিছু প্রশাসনিক ফি দিতে হবে। এর বিনিময়ে তারা পণ্য পরিবহনের অনুমতি পাবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে প্রশাসনিক ফি কত হবে সে বিষয়টি এখনো হিসাব করা হয়নি। দেশের প্রধান দুই সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করার জন্য এটা দিতে হবে।

সে জানায়, জানুয়ারিতে দুই বন্দর ব্যবহার করে পরীক্ষামূলক ট্রানজিট শুরু হওয়ার পর প্রশাসনিক ফি নির্ধারণ করা হবে।

আলোচনার ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করে ভারতীয় সচিব গোপাল কৃষ্ণ বলেছে যে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের বিষয়ে চুক্তি চূড়ান্ত করার মতো কিছু বিষয় এখনো শেষ করা হয়নি।

বাংলাদেশকে দুটি সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করতে দিতে ভারত চাপ দিয়ে ২০১৫ সালের ৬ জুন একটি এমওইউ সই করার জন্য ভারতঘেষা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধিন সরকারকে রাজি করাতে সফল হয়। ২০১৮ বছর ২৫ অক্টোবর এ ব্যাপারে চুক্তি সই হয়।

গত ৩-৬ অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নয়া দিল্লি সফরে গেলে বাংলাদেশের দুই সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের ব্যাপারে স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) সই হয়।

ভারত ২০১৬ সালের জুন থেকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে মালামাল পরিবহনের সুবিধা ভোগ করে আসছে। এ জন্য দুই দেশের মধ্যে রিভার প্রটোকল সই হয়।

সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

উন্নাও: শুধু ১০০-র কাছাকাছি ধর্ষণ নয়। ২০০-র কাছাকাছি যৌন হেনস্থাও ঘটেছে এই এক বছরে। এই পরিসংখ্যান কেবল নথিভুক্ত হয়েছে, নথিভুক্ত না হওয়া রোজের এমন নানা ধর্ষণ আর হেনস্থা জুড়লে সংখ্যাটা কত দাঁড়াবে ইয়ত্তা নেই!

সাল ২০১৯। জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে নভেম্বর অবধি মোট ৮৬ টি ধর্ষণের ঘটনা সন্ত্রাসী যোগী রাজ্যের শহর উন্নাওতে (Unnao)! নির্দ্বিধায় এই জেলা এখন উত্তরপ্রদেশের 'ধর্ষণের রাজধানী' (rape capital of Uttar Pradesh) হিসাবে পরিচিত হওয়ার সমস্ত যোগ্যতাই অর্জন করে ফেলেছে। শুধু ১০০-র কাছাকাছি ধর্ষণ নয়। ২০০-র কাছাকাছি যৌন হেনস্থাও ঘটেছে এই এক বছরে। এই পরিসংখ্যান কেবল নথিভুক্ত হয়েছে, নথিভুক্ত না হওয়া রোজের এমন নানা ধর্ষণ আর হেনস্থা জুড়লে সংখ্যাটা কত দাঁড়াবে ইয়ত্তা নেই! উন্নাওয়ের জনসংখ্যা প্রায় ৩১ লক্ষ। উন্নাও লখনউ থেকে প্রায় ৬৩ কিলোমিটার এবং কানপুর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রতিবেদন অনুসারে, এই একই সময়কালে এই জেলা থেকে মহিলাদের যৌন হেনস্থার ১৮৫ টি ঘটনার বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কুলদীপ সেঙ্গার

এবং গত বৃহস্পতিবার ঘটনা, যাতে ধর্ষিতার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় সেগুলি ছাড়াও একটি বিশিষ্ট মামলা হ'ল পূর্বায় এক মহিলার ধর্ষণ। এ বছরের ১ নভেম্বর ওই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল।

উন্নাওয়ের আসোহা, আজগাইন, মাখি এবং বাঙ্গারমাউয়ে ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির বিভিন্ন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা হয় প্রথমে গ্রেফতার হয়ে পরে জামিনে মুক্তি পেয়েছে বা পালিয়ে গিয়েছে। স্থানীয় মানুষ এই পরিস্থিতির জন্য পুলিশকে দোষারোপ করেছে।

আজগাইনের বাসিন্দা রাঘব রাম শুক্লা বলেছে, "উন্নাওয়ের পুলিশ পুরোপুরি রাজনীতির পুতুলে পরিণত হয়েছে। ওপর মহলের রাজনৈতিক কর্তাদের অনুমতি না পেলে তারা এক ইঞ্চিও নড়বে না। এই মনোভাব অপরাধীদের আরও উৎসাহিত করছে।"

স্থানীয় একজন আইনজীবী বলেন, "এখানে অপরাধকে কেন্দ্র করে রাজনীতি চলছে। রাজনীতিবিদরা এখানে রাজনৈতিক হিসেব নিকেশ বুঝে নেওয়ার জন্য অপরাধকে ব্যবহার করছে এবং পুলিশ তাদের হাতের পুতুল হয়ে রয়েছে।

ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদের ধ্বংসকারীদের শাস্তির দাবি করলেন অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতীন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী 'করসেবক' নামধারী জনতা কয়েকশ' বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

গত (শুক্রবার) রেডিও তেহরানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুফতি আব্দুল মাতীন বলেন, '১৯৯২ সালে যারা এই প্রাচীন সৌধের ওপরে হামলা করেছিল তাদের উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ঘোষণা করুক সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে এই ঐতিহাসিক জায়গার ঐতিহ্য কীভাবে বজায় থাকবে তা সুপ্রিম কোর্টকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। ওই জায়গার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রক্ষা করা হোক। ৪০০/৫০০ বছরের একটা প্রাচীনত্বকে এভাবে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। এই বক্তব্য কেবল মুসলিমদের নয়, আমি মনে করি এই বক্তব্য ভারতের প্রত্যেক জনগণের হওয়া উচিত। আমি মুসলিম বলে মসজিদের পক্ষে কথা বলছি এটা ভুল কথা।

মুফতি আব্দুল মাতীন বলেন, ‘১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যারা বাবরী মসজিদের উপরে হামলা চালিয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে মালাউন সরকারের নীরব দর্শকের ভূমিকা এটা কখনওই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্র হতে পারে না। এটা সাঙ্ঘাতিকভাবে অন্যায় হয়েছে সরকারের। যারা ভেঙেছে তাদের আজও পর্যন্ত কোনো শাস্তি হল না। এটা চূড়ান্তভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলার বিপর্যয়। ১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই বিতর্কিত জায়গা সম্পর্কে বলেছিল যারা বাবরী মসজিদে হামলা করেছে তারা অন্যায় করেছে। ১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্টের কলমে যেটা ‘মসজিদ’ বলে উল্লেখিত আছে, সেটা ২০১৯ সালে এসে আবার মসজিদ উধাও হয়ে যাবে এটা কখনও হতে পারে না।’

এ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় দেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী হয়নি বলেও অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতীন।

০৬ই ডিসেম্বর, ২০১৯

বিগত কিছুদিন পূর্বে আফগানিস্তানের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আহমাদ ওয়াহিদ মুজদাহকে আমেরিকার গোলাম আফগান গোয়েন্দারা শহিদ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে ইসলামী ইমারতের সম্মানিত মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ গত ২১শে নভেম্বর একটি বার্তা প্রদান করেছেন। পাঠকদের সুবিধার্থে বার্তাটির বাংলা অনুবাদ নিচে পেশ করা হলো-

দেশের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ, উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও লেখক আহমাদ ওয়াহিদ মুজদাহ-কে শত্রুদের গোয়েন্দা বাহিনী শহিদ করে দিয়েছে বলে মর্মান্তিক সংবাদ পাওয়া গেছে।
এই মর্মান্তিক ঘটনায় ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। আর, আহমাদ ওয়াহিদ মুজদাহ রহিমাহুল্লাহের শাহাদাতকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দেশের জন্য অনেক ক্ষতিকর মনে করছে।
শহীদ আহমাদ ওয়াহিদ মুজদাহ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অতঃপর দেশের গৃহযুদ্ধ তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। পরবর্তীতে, ইমারতে ইসলামিয়ার শাসনকালে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইসলামী ইমারতের পলিসিগুলোর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে

প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি আমেরিকার আগ্রাসনেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন।
তিনি জীবনব্যাপী দেশের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং আফগানীদের ঐক্য, মিত্রতা ও একটি বিশুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এই কঠিন পথে তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি অনেক কলাম লিখেছেন এবং বিভিন্ন কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন এবং এই পথেই নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শাহাদাতে দেশবাসি একজন দক্ষ ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে। অপরদিকে এতে স্বাধীনতার মিথ্যা দাবিদার হতভাগা দেশদ্রোহী গোয়েন্দাদের আসল চেহারা ও বাস্তব রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এসকল গোয়েন্দারা দেশের কতক ইলমী ব্যক্তিত্ব, গবেষক ও রাজনীতিবিদদেরকে ইসলামী চিন্তাচেতনা ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা পোষণ করার অপরাধে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে এবং তাঁদের উপর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।
আমরা শহীদ আহমাদ ওয়াহিদ মুজদাহ রহিমাহুল্লাহের পরিবার, আত্মীয় স্বজন, দোস্ত-আহবাব এবং তাঁর আদর্শিক সহকর্মীসহ সকল দেশবাসিকে তাঁর শাহাদাতের কারণে শান্তনা দিচ্ছি। সবার প্রতি ধৈর্য্যধারণের আশা ব্যক্ত করছি এবং তাঁর জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের দোয়া করছি।
জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ
মুখপাত্র, ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান

ভারতের অযোদ্ধার আলোচিত বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৭তম বার্ষিকী আজ শুক্রবার। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মসজিদটিকে শহিদ করে দেয়। অযোধ্যা মামলার রায়দানের পরেও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদ অব্যাহত। প্রতিবারের মতো এ বারেও দিল্লি থেকে কলকাতা, সর্বত্রই হলো মিটিং মিছিল প্রতিবাদসভা।

জামা মসজিদে প্রতিবাদ

জুম্মার নামাজের পরে দিল্লি জামা মসজিদের বাইরে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল প্রতিবাদ সভা। দিল্লির মাটিয়ামহলের প্রাক্তন বিধায়ক শোয়েব ইকবাল সেখানে বলেন, যাঁরা মসজিদ ভাঙল তাঁদের শাস্তি কবে হবে?

প্রতিবাদে ছোটরাও

জামা মসজিদের প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়েছিল ছোটরাও। তাদেরও হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা 'বিচার চাই'।

প্রতিবাদ মিছিল

সভার শেষে মহল্লায় মহল্লায় মিছিল করে প্রতিবাদকারীরা। তাতে যোগ দেন রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ।

তোমার আমার পাপ

মান্ডি হাউসের মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন বিশিষ্টজনেরাও। তাঁদের সকলেরই বক্তব্য, যে ভাবে মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল তা লজ্জার। পাপ।

পিছিয়ে নেই কলকাতাও

এ দিন দিল্লির মতোই কলকাতাতেও বিশাল মিছিল হয় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে। ১২টি সংগঠন এক সঙ্গে মিছিলে পা মেলান।

পাশে অনেকেই

সন্ত্রাসী দল বিজেপি দাবি করছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অযোধ্যা নিয়ে আর কোনও কথা বলা উচিত নয়। জনগণের বক্তব্য হল, যাঁরা অন্যায় করেছিল, তাঁদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন বন্ধ হবে না।

বহু বছর ধরে চলেছে অযোধ্যা মামলা। সম্প্রতি অযোধ্যা মামলায় রায় দিয়েছে দেশটির মালাউন সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, বিতর্কিত জমিতে তৈরি হবে রাম মন্দির। আর অন্যত্র ৫ একর জমি মুসলিমদের দেওয়া হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক ১৫২৮ থেকে ২০১৯ রাম মন্দির-বাবরি বিতর্কের ইতিহাস।

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যায় তৈরি হয় বাবরি মসজিদ। হিন্দুদের কিছু সংগঠন দাবি করতে শুরু করে মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে তৈরি হয়েছে এই মসজিদ। ১৮৫৩ সালে প্রথম এই ইস্যুতে বিরোধ বাঁধে।

১৮৫৯ সালে ব্রিটিশরা একটি প্রাচীর দিয়ে হিন্দু ও মুসলিমদের প্রার্থনার জায়গা আলাদা করে দেয়। এভাবেই ৯০ বছর ধরে প্রার্থনা চলছিল।

১৯৪৯-এ প্রথম এই জমি সংক্রান্ত মামলা আদালতে যায়। সেইসময় হিন্দু সন্ত্রাসীরা রাতের অন্ধকারে রামের মূর্তি স্থাপন করে মসজিদের ভিতরে।

১৯৮৪-তে রাম মন্দির গড়ার দাবি নিয়ে হিন্দুদের একটি কমিটি তৈরি হয়। তিন বছর পর একটি জেলা আদালত নির্দেশ দেয়, যাতে ওই বিতর্কিত এলাকা হিন্দুদের প্রার্থনার জন্য খুলে দেওয়া হয়। মুসলিমরা তৈরি করে বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি।

এরপর ১৯৮৯-তে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ওই স্থানে। ১৯৯০-তে রাম মন্দির তৈরির সমর্থনে রথযাত্রা করে এলকে আদবানী।

১৯৯২-তে ভারতের তৎকালীন সরকারের প্রকাশ্য মদদে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেয় বর্বর হিন্দু সন্ত্রাসীরা। দেশ জুড়ে দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হয়। ফলে ২ হাজার মুসলমান নিহত হয়।

২০১০-এ এলাহবাদ হাই কোর্ট একটি রায় দেয়। তাতে বলা হয় ওই বিতর্কিত জমিটি তিন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে। নির্মোহী আখড়া, রাম লাল্লা ও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। সেই রায়ে স্থগিতাদেশ দেয় দেশটির মালাউন সুপ্রিম কোর্ট।

প্রথমে তিনজন মধ্যস্থতাকারী দেওয়া হয় এই মামলার জন্য। পরে, গত ৬ আগস্ট থেকে প্রত্যেকদিন এই মামলার শুনানি শুরু করে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপরির বেঞ্চ। ১৬ অক্টোবর সেই শুনানি শেষ হয়।

এরপর গত ৯ নভেম্বর এই মামলায় রায় দেয় দেশটির মালাউন সুপ্রিম কোর্ট।

দেশের উপজাতি-অধ্যুষিত ও দারিদ্র্য-পীড়িত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রবণতা ‘ভয়াবহ আকারে’ বেড়েই চলেছে। পশ্চিমা বিশ্বের অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও ও খ্রিষ্টান মিশনারি সংস্থাগুলো সেবা ও উন্নত জীবনের প্রলোভনে উপজাতি ও দারিদ্র্য-পীড়িত হিন্দু মুসলিমসহ উপজাতীয় ধর্মে বিশ্বাসীদেরকে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে চলেছে। খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারে কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তিকে তোয়াক্কা করছে না মিশনারিরা। বরং মুসলিম দাঈ কিংবা এ তৎপরতা সম্পর্কে সতর্ককারী স্থানীয় আলেমদেরকে নানা ধরনের চাপে রাখছে তারা। এমনকি প্রশাসনিক মাধ্যমেও এ সমস্ত দাঈকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় দাঈদের।

‘পার্বত্য চট্টগ্রামের চিত্র ভয়াবহ’

রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি—তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে আশঙ্কাজনকভাবে খ্রিষ্টান মিশনারিরা কাজ করছে। উপজাতিদের বড় একটি অংশ এখন খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেছে বলে জানাচ্ছেন অঞ্চলটিতে দাওয়াতি মেহনতের সঙ্গে জড়িত আলেম দাঈগণ। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল ফাতেহ টুয়েন্টি ফোরের। নিরাপত্তা জনিত কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি এলাকাই আমার ঘোরা হয়েছে। দাওয়াতি কাজে এই এলাকায় এত বার যাওয়া হয়েছে যে, অনেক এলাকা নিজের এলাকার মতোই আমার কাছে পরিচিত। দুঃখজনক হলো, আজ থেকে ২০-২২ বছর আগে এখানে ১ পার্সেন্টরও কম খ্রিষ্টান থাকলেও বর্তমানে খ্রিষ্টান মিশনারিদের তৎপরতার দরুণ এখানকার বড় একটি অংশ খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, 'ছোট-বড় প্রায় ১৪টি উপজাতীয় গোষ্ঠীর বসবাস এই অঞ্চলে। তাদের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট যে গোষ্ঠীগুলো, তাদের প্রায় সকলেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে। গহীন পাহাড়ের ভেতর তাদের বসবাস, কিন্তু আপনি যদি সেখানে যান আর তাদের জীবনমান দেখেন, তবে মনেই হবে না, আপনি বাংলাদেশে আছেন, মনে হবে ওয়েস্টার্ন কোনো কান্ট্রিতে এসেছেন।

'খ্রিষ্টান মিশনারিরা তাদের শিক্ষাদীক্ষা থেকে শুরু করে রাস্তা-ঘাট সব কিছু করে দিচ্ছে। বিনিময়ে তাদেরকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে। কনভার্টেড এসব খ্রিষ্টানদের সঙ্গে কথা বললে আপনি চমকে যাবেন। এদের ভাব ও আচারে মনেই হবে না এরা বাংলাদেশ নামক কোনো রাষ্ট্রকে স্বীকার করে। তাদের এমনও এলাকা আছে যেখানে খ্রিষ্ট মিশনারিদের দ্বারা প্রুফ করা। সেখানে যেতে হলে বিশেষ বাহিনীর পারমিশন লাগে। আর নির্দিষ্ট লোক ব্যতীত সেখানে ঢোকার পারমিশনও পাওয়া যায় না। রাঙ্গামাটির বড়কল উপজেলায় আছে এমন একটি এলাকা।

'বান্দরবানের মিরিঞ্জা নামক একটা এলাকা আছে, সেখানের উঁচু এক টিলায় মং সম্প্রদায়ের বসবাস। যাদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। খ্রিষ্টান মিশনারিদের কল্যাণে উন্নত হয়েছে তাদের জীবনমান। মং সম্পদায়ের নেতাদেরকে 'কারবারি' বলা হয়। সেখানে একবার সফরে গেলে এক কারবারির সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার। সে জানাল, ধর্ম যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এমনটা ধারণায়ও ছিল না তাদের। একসময় তারা মনে করত জন্মসূত্রে মুসলিম না হলে কেউ মুসলিম হতে পারত না। এই খ্রিষ্ট মিশনারিরা আসার আগে তাদের কেউ কেউ মুসলিম হতে চাইলে এমন কেউ ছিল না, যে তাকে মুসলিম বানাবে। স্থানীয় বাঙালি মুসলিম যারা ছিল, তারা তাদেরকে মুসলিম সমাজে দাখিল করতে অস্বীকৃতি জানাত। খ্রিষ্টান মিশনারিরা

এসে এখন তাদের মনোভাব বদলে দিয়েছে। দলে দলে তাই তারা খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে পাচ্ছে উন্নত জীবনমানের ব্যবস্থা।'

খ্রিষ্টান মিশনারিদের মুকাবেলায় এসব এলাকায় ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতি কার্যক্রম কেমন জানতে চাইলে আলেম এ দাঈ বলেন, তাদের তুলনায় আমাদের কার্যক্রম প্রায় শূন্যের কোঠায়। তাছাড়া আমরা সীমিত পরিসরে যারা কাজ করছি, তারাও নানাভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছি। খ্রিষ্টান মিশনারিদের কৌশলী তৎপরতা এবং তাদের পাহারাদার উপজাতীয় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর হিংস্রতা নানাভাবে আমাদের বাধাগ্রস্ত করে। সেখানে নতুন করে কোনো মসজিদ-মাদরাসা স্থাপন করতে হলে ব্যাপক বেগ পেতে হয়। স্থাপন করলেও সেটা সেখানে মোতায়েনকৃত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের আশপাশে করতে হয়। পাহাড়ের ভেতরে করার কোনো সুযোগ নেই। খ্রিষ্টান মিশনারি ও তাদের নিরাপত্তা বিধায়ক উপজাতীয় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো বাধা দেবে।

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র মুসলিমদেরকেও বানানো হচ্ছে খ্রিষ্টান

শিক্ষাদীক্ষা এবং সুবিধা বঞ্চিত উত্তরাঞ্চলেও খ্রিষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা ভয়াবহ। উত্তরাঞ্চলের বন্যা কবলিত ও দারিদ্রপীড়িত জেলা কুঁড়িগ্রামে ব্যাপকভাবে তারা ধর্মান্তরের কার্যক্রম চালাচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকা স্থানীয় মুসলমানদের নানা কৌশলে খ্রিষ্টান বানানো হচ্ছে। খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাওয়া এসব মুসলমানের অনেকে বুঝতেই পারছেন না যে তাঁরা খ্রিষ্টান হয়ে গেছেন।

স্থানীয় বেশ কয়েকজন দাঈ'র সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, খ্রিষ্টান মিশনারিরা স্থানীয় লোকদের মধ্যে কুরআন-হাদিসের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা সম্বলিত বিভিন্ন বই-পুস্তক বিতরণ করে। এবং এর মাধ্যমে মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর হজরত ইসা আলায়হিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে তাঁর অনুসরণের দাওয়াত দেওয়া হয়। বলা হয়, বর্তমান যে ইসলাম, সেটার তুলনায় 'ঈসায়ি ইসলাম' শ্রেষ্ঠ। কারণ ঈসা আলায়হিস সালাম জীবিত নবি আর মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'মৃত'। তাই সকলের উচিত ঈসা নবির অনুসরণ করা।

এরকম নানা খোঁড়া যুক্তি এবং অর্থ ও জীবনমানের উন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। তবে খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া এসব লোককে বুঝতে দেওয়া হয় না যে তারা খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। তাদেরকে বলা হয়, ভ্রান্ত ইসলাম থেকে সঠিক

ইসলাম তথা 'ঈসায়ি ইসলামের' দিকে ফেরত আনা হয়েছে। তাই তারা এখন থেকে 'ঈসায়ি মুসলিম'।

কুঁড়িগ্রামে খ্রিষ্টান এসব মিশনারির মুকাবেলায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে ইসলামের সঠিক বাণী পৌঁছে দিতে কাজ করা কয়েকজন স্থানীয় দাঈ'র সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছিল ফাতেহ টোয়েন্টি ফোর থেকে। তাঁদের একজন উপরোক্ত তথ্যগুলো নিজের নাম গোপন করার শর্তে প্রদান করলেও অন্যান্য দাঈরা কথা বলতেই অপারগতা জানিয়েছেন। তাদের কথাবার্তায় ছিল ভয় এবং আতঙ্কের ছাপ।

এ ছাড়া টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার বেশ কয়েকটি ইউনিয়নেও চলছে খ্রিষ্টান মিশনারিদের কার্যক্রম। সেখানকার দারিদ্র পীড়িত এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে সেবার আড়ালে ধর্মান্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে খ্রিষ্টান মিশনারিরা। স্থানীয় মসজিদের ইমাম এবং কয়েকজন দাঈ'র সঙ্গেও মুঠোফোনে কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছিল ফাতেহ টুয়েন্টি ফোর থেকে। কিন্তু নাম প্রকাশ করে বা বিস্তারিতভাবে কোনো তথ্য দিতে রাজি হননি কেউই। নাম গোপন রাখার শর্তে তাদের দুজন কেবল একটি ইউনিয়নের কথা বলেছেন। মধুপুরের শোলাকুড়ি ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নে উপজাতিদের বসবাস রয়েছে। বেশ অনেক বছর ধরো খ্রিষ্টান মিশনারিরা সেবার আড়ালে ধর্মান্তকরণে কাজ করে আসছে। বিশ বছর আগেও যেখানে একজন মানুষও খ্রিষ্টান ছিল না, সেখানে এখন দলে দলে মানুষ খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা লাভ করেছে।

তাঁরা বলছেন, ডাক্তার এড্রিক বেকার নামের যে একজন খ্রিষ্টান ডাক্তার ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিকের প্রতিবেদন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'ইত্যাদি'তে সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে, এবং মানবসেবার জন্য যিনি প্রশংসিত হচ্ছেন,সেই মূলত খ্রিষ্টান মিশনারিরই লোক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালিয়াকুরি ক্লিনিকটিও মিশনারির অর্থায়নে পরিচালিত। সেবার আড়ালে তাঁদের মূল উদ্দেশ্য দারিদ্রপীড়িত স্থানীয় মানুষদেরকে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা।

স্থানীয় দাঈদের এমন আতঙ্কগ্রস্ততা এবং এ বিষয়ে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশের কারণ জানতে চেয়ে কথা হয়েছিল এই অঙ্গনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাজধানীর কয়েকজন দাঈর সঙ্গে। তারা ফাতেহ টোয়েন্টি ফোরকে জানান, খ্রিষ্টান মিশনারিদের মুকাবেলায় বাংলাদেশে যারাই কাজ করছেন প্রত্যেকেই একটা চাপ ও হুমকির ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। কঠোর নজরদারির ভেতর রাখা হয়েছে তাদেরকে। এমনকি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনও নজরদারির আওতায় রয়েছে। বিশেষ করে স্থানীয় দাঈদের ওপর এই নজরদারিটা বেশি। তাদের সঙ্গে কারা যোগাযোগ করছে, কীভাবে করছে, এসব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্ত থেকে আব্দুর রহিম (৫৫) ও ওমর আলী (৩২) নামের দুই জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)।

গত বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার ফরহাদপুর নির্মল চরের নিচ হতে ভারতের টিকনা চর ক্যাম্পের বিএসএফ সন্ত্রাসীরা তাদের ধরে নিয়ে যায়।

আটককৃতরা উপজেলার প্রেমতলী কাঁঠাল বাড়িয়া গ্রামের আবু বক্করের ছেলে আব্দুর রহিম ও মৃত মোশাররফ হোসেনের ছেলে ওমর আলী।

মাটিকাটা ইউপির ১ নং ওয়ার্ড সদস্য মো. নয়ন আলী জানান, ওই দুই জেলে বাংলাদেশের অভ্যান্তরে নির্মল চর এলাকায় মাছ ধরে ফেরার পথে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) গুণ্ডারা তাদেরকে টেনে হিচড়ে নিয়ে চলে যায়।

বাংলাদেশে প্রবেশ করে বিএসএফ সন্ত্রাসীরা দুই জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় ওই এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এর আগেও গত ২৩ নভেম্বর দুপুরে রাজশাহীর বাঘা উপজেলার হরিরামপুর সীমান্ত এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশি কৃষককে ঘাস কাটার সময় ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ। পরে পতাকা বৈঠকের পরও ফেরত না দিয়ে তাদের ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানায় সোপর্দ করে বিএসএফ।

সূত্র- পিপিবিডি নিউজ।

মিয়ানমারের নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের বিষয়ে জাতিসংঘের ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি। কথিত জাতিসংঘের সংস্থাগুলো অন্যদের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বললেও নিজেদের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা মেনে চলে না বলে অভিযোগ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

বৃহস্পতিবার (০৫ ডিসেম্বর) টিআইবি কার্যালয়ে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থান ও সুশাসন বিষয়ক এক গবেষণার বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করার সময় সে এ কথা বলে।

ইফতেখারুজ্জামান বলেছে, আমরা জাতিসংঘের কাছে রোহিঙ্গা বিষয়ে তাদের কর্মসূচির পরিচালনা ব্যয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। রোহিঙ্গাদের নিয়ে কর্মসূচি চালাতে তাদের পরিচালনা ব্যয় কত এসব তথ্য বহুবার চাওয়ার পর তারা আমাদের জানিয়েছে, সর্বনিম্ন ৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৩২ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। এটি জাতিসংঘের নিজেদের পরিচালনা ব্যয়।

কিন্তু তারা নিজেরা কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে না। সহযোগী সংস্থাগুলো এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সহযোগী সংস্থাগুলোর পরিচালন ব্যয় কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ফলে এখানে এ ব্যয় দুবার গণনা হচ্ছে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেছে, প্রকৃতপক্ষে পরিচালন ব্যয় কতটুকু তা একমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বলতে পারবে। কিন্তু তারা এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করতে চায় না। তারা আমাদের কাছে নিজেদের স্বচ্ছতা বজায়কারী সংস্থা হিসেবে প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তবে আমরা এর প্রতিফলন দেখি না।

একইসঙ্গে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কারণে কক্সবাজারের স্থানীয়রা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে টিআইবি জানায়, বর্তমানে তারা মানসিক চাপে রয়েছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

চলতি বছরে দেশে ইতোমধ্যে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে এসেছে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

গতকাল বৃহস্পতিবার (০৫ ডিসেম্বর) প্রথমবারের মতো সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অধিদফতর।

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় এই তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে।

আবহাওয়া অফিস বলছে, শুক্রবার অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। আগামী ২ দিন আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই। তার পরবর্তী ৫ দিন রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে।

সূত্রঃ ইনসাফ২৪

ভারতের জলপাইগুড়ি শহরে এবার কথিত এনআরসি আতঙ্কে এক নাগরিক আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

মৃতের পরিবারের বরাত দিয়ে কলকাতার বাংলা পত্রিকা জি২৪ঘণ্টা জানাচ্ছে, জমি সংক্রান্ত বেশকিছু দলিলপত্র না থাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই এনআরসি আতঙ্কে ভুগছিলেন এই নাগরিক। সেই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ওই বৃদ্ধ।

আত্মঘাতী হওয়া ওই ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন (৬৯)। তিনি জলপাইগুড়ির বাহাদুর অঞ্চলের বাসিন্দা।

তবে মাস খানেক ধরেই নিজের একটি জমি সংক্রান্ত সমস্যা চলছিল। তার পরিবারের দাবি, ওই জমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় আতঙ্ক চেপে বসেছিল তার মনে। সেই অবসাদ থেকেই আত্মহত্যা করেছেন তিনি। এমনটাই অভিযোগ পরিবারের।

জেলা পরিষদের সহ সভাপতিরও দাবি, এনআরসি আতঙ্কের কারণেই আত্মঘাতী হয়েছেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন। আর প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশেরও ধারণা, জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ভারতের আসাম রাজ্যে কথিত এনআরসি হওয়ার পর থেকেই এ নিয়ে আতঙ্কে ভুগছেন পশ্চিবঙ্গ রাজ্যের বসিন্দারা। যদিও বিভিন্ন সভাতেই রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপধ্যায়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি হবেই বলে হুঙ্কার দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। ফলে আতঙ্ক তাদের পিছু ছাড়ছে না। গত কয়েক মাসে এই রাজ্যে এনআরসি আতঙ্কে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ ঘটনায় গত ৩ মাসে কেবল জলপাইগুড়িতেই আত্মঘাতী হয়েছেন পাঁচজন।

সূত্রঃ ইনসাফ২৪

কাশ্মীরে ইন্টারনেটে নিষেধাজ্ঞা ১২০ দিন পেরিয়ে গেছে। টানা ইন্টারনেটে নিষেধাজ্ঞার কারণে বন্ধ হতে শুরু করেছে কাশ্মীরের গ্রাহকদের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট।

হোয়াটসঅ্যাপের নীতি অনুযায়ী, ১২০ দিন ধরে এই সামাজিক মাধ্যমে কারও অ্যাকাউন্টে কোনো বার্তা আদানপ্রদান বন্ধ থাকলে সেই অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এই নীতিতেই কাশ্মীরিদের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার অনেকেই টুইটারে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট পোস্ট করেন। তাতে দেখা গেছে, বিভিন্ন গ্রুপ থেকে কাশ্মীরি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রাহকরা বেরিয়ে যাচ্ছেন।

ব্রিটেনপ্রবাসী কাশ্মীরি চিকিৎসক মুদাসির ফিরদোসি বলেন, প্রথমে ভেবেছিলাম কাশ্মীরে ইন্টারনেট চালু হয়েছে।

গ্রাহকরাই গ্রুপ ছাড়ছেন। পরে বুঝলাম বিষয়টি তা নয়।

দেরাদুন প্রবাসী কাশ্মীরি শিক্ষার্থী সুহেল লাইসার বলেন, দেখলাম কাশ্মীর নিয়ে খবর ও ছবি শেয়ার করা হয় এমন একটি গ্রুপ থেকে অনেক কাশ্মীরি বেরিয়ে গেলেন। এ নিয়ে টুইট করে হোয়াটসঅ্যাপকে ট্যাগ করেছেন কাশ্মীরি রাজনীতিক শেহলা রশিদ।

হোয়াটসঅ্যাপের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফেসবুকের মুখপাত্র বলেন, ১২০ দিন নিষ্ক্রিয় থাকলে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যায়।

নিরাপত্তা ও তথ্য মজুত রাখার ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতেই এই পদক্ষেপ। অনেকের মতে, কাশ্মীরিদের ডিজিটাল উপস্থিতির বড় অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা তারা জানতেও পারছেন না।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ভারতের আসামের সন্ত্রাসী দল বিজেপির নতুন জমি নীতি, ২০১৯ পাস হলে দেশছাড়া হতে পারেন ১৩০ লক্ষ মানুষ। তাঁদের মধ্যে ৭০ লক্ষ মুসলিম এবং ৬০ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষির হিন্দু। বনাঞ্চল, নদীচর এলাকার বাসিন্দারা মূলত আদিবাসী জনজাতি এবং পশুপালক শ্রেণিভুক্ত। গত ১৩ নভেম্বর জমি নীতি আসামের মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর ২৮

নভেম্বর বিধানসভায় পেশ হয়। বিতর্কের পর সেটি বৃহস্পতিবার পাস করানোর চেষ্টা করেছিল বিজেপিশাসিত আসাম সরকার। আদিবাসী অধ্যুষিত জমি এবং অন্য সরকারি জমি, যা মূলত বনাঞ্চল এবং নদীচর, সেগুলিকে পুনর্বণ্টন করে রাজ্যের অন্যান্য জনজাতির মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে জমি নীতি, ২০১৯–এ।

তাই এই নীতি পাস হলেই জমিহীন হবেন ৭০ লক্ষ মুসলিম এবং ৬০ লক্ষ বাঙালি হিন্দু। বর্তমানে নদীচরে কমপক্ষে ৩৫ লক্ষ মানুষের বাস, যাদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ মুসলিম। এবং নদীচরের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁদের কোনও পাট্টা বা দলিল নেই। কারণ নীতিমাফিক, বন্যায় জমি ধুয়ে গেলেই জমির মালিকানা স্বত্ব শেষ হয়ে যায়। তাই নদীচরে ওই সব কোনও বাসিন্দারই জমির দলিল নেই। ফলে ওই নীতি পাস হলে বিপদে পড়বেন তাঁরা।

এনআরসি আতঙ্কে ফের আত্মহত্যার অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়িতে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন(৬৫)। বাড়ি জলপাইগুড়ির বাহাদুর অঞ্চলে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের বরাতে জানা যায়, বহু চেষ্টা করে এন আর সি সংক্রান্ত নথিপত্র যোগার করতে না পেরে তিনি অবসাদে ভুগছিলেন।

মুহম্মদ সাহাবুদ্দিনসহ এই নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় গত সেপ্টেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত ৫ জন এনআরসি আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর ময়নাগুড়ির অন্নদা রায়, ২৪ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ির বাসিন্দা শ্যামল রায় ও জলপাইগুড়ি বাহাদুর এলাকার সাবেদ আলী। এরা একই দিনে আত্মঘাতী হন। তারপর ২৩ শে অক্টোবর মাল মহকুমার ক্রান্তি এলাকার বাসিন্দা দেবারু মুহম্মদ আত্মহত্যা করেন। এবার জলপাইগুড়ি বাহাদুর এলাকার মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন। এরা সকলেই এনআরসি আতঙ্কেই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সহ সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ বলেছে, “এনআরসি আতঙ্কে গতকাল রাতে আত্মহত্যা করেছেন মুহম্মদ সাহাবুদ্দিন। বিজেপি এনআরসি করতে চাইছে। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি হতে দেওয়া যাবে না। একটা সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার ও বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। আমরা তার প্রতিরোধ করব।”

প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বুধবার টিভিতে সংবাদ দেখছিলেন সাহাবুদ্দিনবাবু। তখন টিভিতে এনআরসি নিয়ে বক্তব্য রাখছিল সন্ত্রাসী অমিত শাহ। তাতেই তিনি ঘাবড়ে যান। এনআরসি

হবে শুনে অনেক দিন ধরে নথি যোগারের চেষ্টা করছেন। এনআরসির আতঙ্কে মারা গিয়েছে তিনি। স্থানীয়দের দাবি, এরাজ্যে যাতে এনআরআসি না হয়। তাহলে আত্মহত্যা আরও বাড়বে।

সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিমদের রাষ্ট্রহীন করতে চাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল-মুসলেমিন' (মিম) প্রধান ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এমপি। গতকাল (বৃহস্পতিবার) এক টেলিভিশন চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ওই মন্তব্য করেন।

সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) ইস্যুতে সরকারের তীব্র সমালোচনা করে ওয়াইসি বলেন, ভারতের সংবিধানে নাগরিকত্বকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। কিন্তু ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকার তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নাগরিকত্বকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে সংবিধানে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে।

ওয়াইসি বলেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পরে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এনআরসি আসবে, এরমধ্যে 'যারা মুসলিম নয়' তাঁরা সকলেই নাগরিকত্ব পাবে। এবং মুসলিমদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক নয় বরং রাষ্ট্রহীন করতে চাচ্ছে। মোদ্দাকথা মুসলিমদের রাষ্ট্রহীন করতে চাচ্ছে মালাউন সন্ত্রাসী মোদী সরকার। মোদী সরকার দেশকে বিভক্ত করার কাজ করছে।'

এরপর তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী মালাউন সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদী নির্দিষ্ট কিছু মানুষের আদর্শ অনুসরণ করছে। আর এসব মানুষের স্বার্থেই কাজ করছে তার সরকার।

সংবিধানের প্রস্তাবনার উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াইসি বলেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল তৈরি করে সরকার ভারতকে ইসরাইলের কাতারে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। এর বিরোধিতা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব, কারণ এটি নৈতিকতা ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।'

অসমে এনআরসি বাস্তবায়িত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সেখানে মুসলিমদের টার্গেট করা হয়েছিল। এখন তাদের মামলা বিদেশি ট্রাইব্যুনালে ঝুলবে। তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে।'

সূত্র: পার্সটুডে/*হাফিংটন পোস্ট ইন্ডিয়া’*

০৫ই ডিসেম্বর, ২০১৯

ছাত্ররা তিন মাস ধরে স্কুলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। অবেশেষে তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেইসাথে কঠিন শর্তও জুড়ে দেয়া হয়েছে।

তাদেরকে স্কুলের ইউনিফর্ম পরতে বারণ করা করা হয়েছে, বরং তাদেরকে সাধারণ পোশাক পরতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঘুর পথ ব্যবহার করতে, বিক্ষোভকারীদের এড়িয়ে যেতেও বলা হয়েছে। তাদের যদি স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা শেষ করতে হয়, তবে এসব শর্ত পালন করতে হবে।

তাদের নিয়ে যেতে স্কুল থেকে বাস আসবে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আর কখনো পড়েননি আবদুল রহমান রাঠোর। তার মেয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে, কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের কোনো একটি স্কুলে।

রহমান নিজে সরকারি চাকুরে, তিনি তার মতো আরো হাজার হাজার লোকের মতো অফিসে যাচ্ছেন, তবে সপ্তাহে তিন দিনের বেশি নয়।

৫ আগস্ট কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করা ও এর রাজ্যের মর্যাদা বাতিল করার সময় সরকার সেখানে কারফিউ জারি করে, লোকজনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। এরপর থেকে সরকারি সন্ত্রাসীরা বেশ কয়েকবারই ক্রুদ্ধ তরুণদের হামলার শিকার হয়েছে। তারা সরকারি কর্মীদেরকে অভিযুক্ত করেছে রুটিন কাজে যোগদানের মাধ্যমে জনগণের আন্দোলনের সাথে বেইমানি করার জন্য।

এখন ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতে রহমানের মতো হাজার হাজার সরকারি কর্মী সাধারণ পোশাক পরে বাড়ি থেকে বের হন অফিসে যেতে।

এই সরকারি কর্মী স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তার ১৩ বছরের মেয়েকেও তার বাবার মতো স্কুলে যাওয়ার জন্যও একই ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে।

অবশ্য তার মেয়ে মুবিনা রহমান শতাধিক দিনের ব্যবধানেও তার ক্লাসমেটদের সাথে সাক্ষাত করতে পারার সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত। যোগাযোগ অবরোধের কারণে সে ৫ আগস্টের পর থেকে বন্ধুদের সাথে কথাও বলতে পারেনি। সে ইউনিফর্ম বা ঘুর পথ নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। সে সবকিছুই করতে রাজি তার ক্লাসমেটদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য।

রহমান বলেন, এসব ছোট ছেলেমেয়ে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারে না। বিশ্বের আর কোথাও এমন ঘটনা ঘটে না। ছাত্রদেরকে ইউনিফর্ম না পরে স্কুলে যেতে বলাটা আর ১০টা ঘটনার মতো দেখা উচিত নয়। এতে অনেক উদ্বেগ রয়েছে। কাশ্মীর কোন দিকে যাচ্ছে, তা নিয়ে ভাবতে হবে।

তিনি অবশ্য তার মেয়েকে স্কুলে যেতে দিতে রাজি নন। তিনি বলেন, যদি তার ওপর কিছু ঘটে?

এই উদ্বেগ ইয়াসির আহমদেরও। তার ছেলে শাকির আলীর ৯ম শ্রেণিতে পরীক্ষা দেয়ার কথা। তাকেও ঘুর পথে স্কুলে যেতে বলায় তার নিরাপত্তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন।

তবে শাকিরের কাছে অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে স্কুলে যাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে জানায়, আমার বাবা চিন্তায় আছেন, এবং অন্যদের বাবারাও চিন্তা করেন। তবে এই পর্যায়ে পরীক্ষায় হাজির হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাশ্মীরের ছাত্ররা কয়েক দশক ধরেই সজ্ঘাতের যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছে। তবে চলতি বছরটি হচ্ছে সবচেয়ে নির্মম।

পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে কাশ্মীর সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক সিনিয়র কর্মকর্তা *সাউথ এশিয়ান মনিটর*কে বলেন, সরকার কাশ্মীর উপত্যকার বন্ধ থাকা স্কুলগুলো খুলতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন স্কুল কর্তৃপক্ষকে বলছে, ছাত্রদের ক্লাসরুমে ফিরিয়ে আনতে কৌশল বের করতে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, আমরা জানি না, কৌশলে কাজ হবে কিনা। ১০০ দিনের বেশি হওয়ার পরও যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি, এটি তাই প্রকাশ করছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও সিনিয়র মাধ্যমিক মিলিয়ে আনুমানিক ১৪,৯৩৮টি স্কুল আছে।

২০০৪ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী কাশ্মীরে শিক্ষার হার ৬৫.৩৩ ভাগ। গত কয়েক বছরে সাক্ষরতার হার ধীরে ধীরে বাড়ছিল।

গত ৫ আগস্ট মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যটির ওপর কারফিউ জারি করার পর থেকে চার হাজারের বেশি লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার কর্মী, বিচ্ছিন্নতাবাদী। স্বায়াত্তশাসন মর্যাদা বাতিলের ওই আদেশ জারির সময় রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, রাস্তায় রাস্তায় বিপুলসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করা হয়, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, ইন্টারনেট সংযোগ কেটে দেয়া হয়।

এই অঞ্চলের লোকজন অফিসে যাওয়া, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো, দোকানপাট না খুলে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালুন না করে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করে যাচ্ছে।

চলছে আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের সামরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। সেই ধারাবাহিকতায় অতি সম্প্রতি আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহু আনহু সামরিক ক্যাম্প থেকে বেশ কয়েকজন মুজাহিদ প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। সেখানে তাঁরা হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহারের কলাকৌশল শেখার পাশাপাশি অন্যান্য আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

নিচে দেখুন সামরিক ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত তালেবান মুজাহিদীনের হৃদয়কাড়া কিছু দৃশ্য-

https://alfirdaws.org/2019/12/05/29311/

কথিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্পর্কে সন্ত্রাসী মোদী সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন অল ইন্ডিয়া ইত্তেহাদুল মুসলিমিন প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। তিনি বলেন, ভারতীয় মুসলমানদের কাছে কী বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তা জানতে আমরা জানতে চাই। কথিত সরকার ভারতকে ইসরায়েল বানানোর ষড়যন্ত্র করছে।

মিল্লাত টাইমস আরো জানায়, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি আরো বলেন, নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিল বা সিএবি বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে। এটি পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আগত অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান করবে। বিগত লোকসভার

মেয়াদে অকার্যকর হয়ে ওঠা এই বিলটি আগামী সপ্তাহে সংসদে উপস্থাপিত হওয়ার কথা রয়েছে।

অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলি এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করছে। এআইএমআইএম এর প্রধান অসাদুদ্দিন ওয়াইসি এ বিষয়ে মোদী সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন।

আসাদুদ্দিন ওয়াইসি বলেন, নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিল আনার উদ্দেশ্য ভারতকে ধর্ম ভিত্তিক দেশ হিসাবে গড়ে তোলা। ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে কোনও তফাত থাকবে না। সংবিধানের চেতনা ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করে না।

ওয়াইসি সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখেন, কেউ যদি নাস্তিক হয় তবে আপনি কী করবেন? 'এই জাতীয় আইন করার পরে, সারা বিশ্ব আমাদের দেশকে নিয়ে মজা করবে' যে ভারত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব দিবে, কিন্তু মুসলিমদের কে নাগরিকত্ব দিবে না।

আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, বিজেপি সরকার ভারতের মুসলমানদেরকে এটা বুঝাতে চাচ্ছেন যে মুসলিমরা ভারতের প্রথম শ্রেণির নাগরিক নন, দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক?

তিনি আরও বলেন, এদেশে ১০০ মিলিয়ন হিন্দু রয়েছে, তাই বলে তারা যা ইচ্ছে তাই করবে তা হতে পারে না। যে বিল ইচ্ছে পাশ করবে এটা অমানবিকতা ছাড়া আর কিছুই না।

উল্লেখ্য,গত বুধবার ভারতের কথিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস হয়। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বিলটি পার্লামেন্টে আনা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে গিয়ে ভারতে শরণার্থী হওয়া হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ও পারসি সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা আছে বিলে। খবরঃ আওয়ারইসলাম২৪

এমন পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকার মানুষদের মধ্যে পুনরায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে আসামে এনআরসি থেকে ১৯ লাখ মানুষের বাদ পড়ার পর একই আতঙ্কে ১২ জনেরও বেশি মানুষ রাজ্যটিতে আত্মহত্যা করেন। যার কয়েকজনই জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।

ভারতের হায়দ্রাবাদে এক পশু চিকিৎসককে মহাসড়কের পাশে গণধর্ষণ আর পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার ঘটনা নিয়ে যখন ভারতে তোলপাড় চলছে, তার মধ্যেই একই রকম লোমহর্ষক ঘটনা ঘটল বিহারে।

১৬ বছরের এক অজ্ঞাতপরিচয় কিশোরীর দগ্ধ দেহ তারা উদ্ধার করেছে বক্সার জেলার কুকড়া গ্রামে।

ময়নাতদন্ত করেছেন যে চিকিৎসক, তিনি বিবিসিকে জানিয়েছেন কিশোরীর শরীরে ধর্ষণের চিহ্ন তিনি খুঁজে পেয়েছেন ।

বলা হচ্ছে, তাকে প্রথমে গুলি করা হয়েছিল। তারপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে শরীরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। গুলির দুটি খালি কার্তুজও উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে। চাষের ক্ষেতে রাখা খড় দিয়ে ঐ কিশোরীর শরীর জ্বালানো হয়।

মঙ্গলবার অগ্নিদগ্ধ দেহটি ক্ষেতে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। দেহের ঊর্ধ্বাংশ জ্বলে যাওয়ায় গ্রামবাসীরা কেউই ওই কিশোরীকে শনাক্ত করতে পারেন নি।

ধর্ষণের পরে গুলি করার পরেও সব প্রমাণ লোপাট করার জন্যই ওই কিশোরীকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই মনে হচ্ছে। কোমরের ওপর থেকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে দেহটি।"

এই ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল, যখন এক সপ্তাহ আগের হায়দ্রাবাদের পশু চিকিৎসক এক নারীকে মহাসড়কের টোল প্লাজার ধারে নিয়ে গিয়ে অন্তত চারজন ধর্ষণ করে তারপরে পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়।

ওই ঘটনা নিয়ে সারা ভারত জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ হচ্ছে।

বরিশালে শোক র‍্যালি এবং শোক সভা করেছে ইনস্টিটিউট অব হেলথ এন্ড টেকনোলজির (আইএইচটি) শিক্ষার্থীরা। ২০১৪ সালের ৩ ডিসেম্বর বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর সন্ত্রাসী পুলিশের নির্মম নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রতি বছর এই দিনে শোক র‍্যালি ও আলোচনা সভা করে আসছে আইএইচটি শিক্ষার্থীরা।

এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার সকাল ১০টায় শেরে-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসের আইএইচটি চত্বর থেকে একটি শোক র‍্যালি বের করেন শিক্ষার্থীরা। র‍্যালিটি

চাঁদমারী, বান্দ রোড এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাস ঘুরে ফের তাদের ইনস্টিটিউট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

র‍্যালি শেষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডা. মো. সাইফুল ইসলাম, শিক্ষার্থী মো. নাসিম, মো. আশরাফুল, মো. সৌরভসহ অন্যান্যরা।

আইএইচটি শিক্ষার্থী মো. নাসিম জানান, ২০১৪ সালে বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালায় সন্ত্রাসী পুলিশ। সন্ত্রাসী পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জে আইএইচটি'র ৩০ জনের বেশি শিক্ষার্থী আহত হয়।

এর মধ্যে আখিনূর নামে তৎকালীন এক শিক্ষার্থী সন্ত্রাসী পুলিশের নির্যাতনের কারণে মা হওয়ার যোগ্যতা হারান। এ সব কারণে এই দিনটি শোক দিবস হিসেবে পালন করে আসছে আইএইচটি শিক্ষার্থীরা।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কমিশন দেশব্যাপী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও উন্নয়নে সাধ্যানুযায়ী ব্যাপক কার্যক্রম পরিচলানা করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তালেবান সরকারের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কমিশনের কর্মকর্তারা আফগানিস্তানের বলখ শহরের খাস বলখ ও দাওলাতাবাদ জেলার স্কুলসমূহ পরিদর্শন করেছেন। এসময় তাঁরা শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নের ব্যাপারে স্কুলগুলোর প্রিন্সিপালদের সাথে আলোচনাও করেছেন।

নিচে উক্ত পরিদর্শনের কিছু দৃশ্য দেওয়া হলো-

https://alfirdaws.org/2019/12/05/29304/

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শিবপুর বিটঘর ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামের গনি মিয়ার ছেলে প্রভাবশালী হোসেন মিয়া জোরপূর্বক এক অসহায় কৃষক পরিবারের সম্পত্তি জবর দখলের চেষ্টায় ঘরের ভিটা তৈরি করার অভিযোগ রয়েছে।

হোসেন মিয়াকে প্রধান আসামি করে ৭ জনের বিরুদ্ধে ওই কৃষক কাজী আবদুল আহাদ মিয়া নবীনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

কৃষক কাজী আবদুল আহাদ বলেন, আমি ১৯৮২ মৃত আবদুল গনি মিয়ার স্ত্রী মিরাশের নেছার নিকট থেকে জমিটি ক্রয় করি। এ সম্পত্তির ক্রয়সূত্রে বৈধ মালিক হয়েছি এবং দখলে থেকে চাষাবাদসহ ব্যবহার করে আসছি।

এতদিন তারা এ সম্পত্তি দাবি করতে আসেনি সম্প্রতি মিরাশের নেছা মারা যাওয়ার পর আমাকে অসহায় পেয়ে প্রভাব দেখিয়ে ওই জমি দখলের চেষ্টা করে আসছে।

সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শওকত ওসমান বলেছে, আহাদ মিয়া এ সম্পত্তির বৈধ মালিক, ওয়ারিশ দাবিদাররা এ গ্রামে থাকে না। অনেক পূর্বেই তাদের সকল সম্পত্তি বিক্রি করে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

তালেবান নেতৃত্বাধীন সরকার ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগ আফগানিস্তানব্যাপী নিজেদের অধীনস্ত এলাকায় শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশটির লোগার প্রদেশের বারাকি বারাক জেলার আবু মুসলিম খোরাসানি মাদরাসায় একটি কুরআন তেলাওয়াত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের অফিসিয়াল ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ, উলামায়ে কেরাম, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কারও বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসলামী ইমারতের আফগানিস্তানের অফিসিয়াল বার্তাসংস্থা 'আল-ইমারা' ।

নিচে অনুষ্ঠানটির কিছু দৃশ্য দেওয়া হলো-

https://alfirdaws.org/2019/12/05/29300/

খরসাঁওয়ার চাঁদনি চকের পাকা রাস্তায় ভোটের প্রচারে ঘুরছে সন্ত্রাসী দল বিজেপি-র বাইকবাহিনী। জনা পঞ্চাশেক গেরুয়া ফেট্টি বাঁধা যুবক। মুখে মোদী-মুখোশ। ধ্বনি উঠছে, 'জয় শ্রীরাম।'

সে আওয়াজ শুনছে পলেস্তারাহীন ইটের দেওয়াল। ভিতরে পায়ে-চালানো সেলাই মেশিন। ভরদুপুরেও টিমটিম করে জ্বলছে বাল্ব। দরজার সামনে খাটিয়ায় বসে শাহিস্তা আনসারি। পাশে মা শাহনাজ। শাহিস্তার হাতে বছর চব্বিশের এক যুবকের ফটো। সমুদ্রের কিনারে দাঁড়িয়ে হাসছেন তাবরেজ আনসারি। মা বললেন, "মুম্বইয়ে তোলা তাবরেজের এই ফটোর দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে মেয়ে। জোর-জবরদস্তি করে খাওয়াতে হয়।"

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম আনন্দ বাজার পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতীয় মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের এক দল গুণ্ডা কর্তৃক মুসলিম যুবক তাবরেজ আনসারীকে পিটিয়ে হত্যার ফটো-ভিডিয়ো অবশ্য দেখেছে তামাম দুনিয়া। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। এক দল উন্মত্ত হিন্দু গুণ্ডা লোহার রড, লাঠি দিয়ে মেরে চলেছে তাঁকে। ভিডিয়োতে শোনা যাচ্ছে, 'বোল, জয় শ্রীরাম।' গত ১৭ জুনের ঘটনা। পাঁচ দিন পরে, ২২ জুন মারা যান তবরেজ।

দেশজুড়ে হইচই শুরু হওয়ায় লোক দেখানোর জন্য ১১ জনকে গ্রেফতার করেছিল ঝাড়খণ্ডের মালাউন পুলিশ। কিন্তু ১০ সেপ্টেম্বর জানা যায়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিটে খুনের ধারা (ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা) দেওয়া হয়নি। আদালতে মালাউন পুলিশ জানিয়েছে, ময়না তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাবরেজের মৃত্যুর কারণ 'হার্ট-অ্যাটাক'। তাই দেওয়া হয়েছে অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানোর ৩০৪ ধারা।যা ছিল মালাউন পুলিশের চক্রান্ত।

মারা যাওয়ার মাস দু'য়েক আগে তাবরেজের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ১৯ বছরের শাহিস্তার। তিনি বলেন, "পুণেতে ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির কাজ করত ও।

মৃত্যুর পরে মালাউন সরকারের পক্ষ থেকে কেউ আসেনি শাহিস্তার কাছে। আসেননি কোনও বিরোধী নেতাও। শ্বশুরবাড়ি কদমডিহা থেকে শাহিস্তা চলে এসেছেন বাবার কাছে। বাবা মহম্মদ সরাফউদ্দিন পেশায় দর্জি। বড় মেয়ের এই অবস্থার পর ভেঙে পড়েছেন তিনি। শাহনাজ বলেন, "কখন কোথায় যে চলে যায়! পড়শিদের দয়ায় বেঁচে আছি।"

সন্ত্রাসী দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গোড়া থেকেই অভিযুক্তদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। খুনের ধারা না থাকায় তাদের জোর বাড়ে। এর মধ্যে জামশেদপুরের এমজেএম মেডিক্যাল কলেজের একটি দলও জানিয়ে দিয়েছিল, হিন্দু গুণ্ডাদের আঘাতে তাবরেজের খুলি

ভেঙে গিয়েছিল, হার্ট-চেম্বারেও জমে ছিল রক্ত। এর ফলেই 'হার্ট-অ্যাটাক'-এ মারা যান তিনি। পরে মালাউন পুলিশ বাধ্য হয়ে ১১ জনের নামে খুনের ধারা জুড়ে দেয়।

কিন্তু প্রশাসনের এই সামান্য ভূমিকায় অখুশি হয় সন্ত্রাসী দল বিজেপির কর্মীরা। বিজেপির সন্ত্রাসী কর্মী রমেশ সিংহ বলেছে, "তাবরেজ চোর ছিল! বৌটাও এত টাকা পেয়েছে যে ওর বাবাও দর্জির কাজ করে না। কত লোক আসছে ওকে টাকা দিতে! মামলা লড়াতে।" পাশ থেকে এক বিজেপি সন্তাসী কর্মী বলে, "পহেলু খানের মামলা তো জানেন। ভিডিয়ো থাকলেই কি সব হয়। আদালতে সাক্ষী দেবে কে?"

সন্ত্রাসী দল বিজেপির ভয়ে কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আদালতে যায় না যেমনটি হয়েছে মুসলিম ব্যবসায়ী পহেলু খানের মামলাতে। তাকেও হিন্দু সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে হত্যা করেছিল।

তাই প্রতিনিয়ত লড়ছে শাহিস্তা। মাস-দু'য়েকের ঘর করা 'স্বামী'-র ফটো হাতে নিয়ে বলছেন, 'আওর কুছ নাহি, ইনসাফ চাহিয়ে।" কিন্তু প্রশ্ন হল তাবরেজও তো মুসলমান ছিল এখন শাহিস্তা কি ইনসাফ পাবে?

ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের বিজাপুরে মালাউন পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১৭ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে খুন করেছিল। আর নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাওবাদী বিদ্রোহীদের নামে। তবে বাস্তবে ওই ঘটনায় কোনও মাওবাদী মারা যায়নি। গ্রামবাসীও পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়নি। সাত বছর ধরে মামলার শুনানির পর বিচারপতি বিজয় কুমার অগ্রবালের বিচার বিভাগীয় কমিশনের তদন্তে উঠে এসেছে এমন তথ্য। নভেম্বরে সেই বিচার বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েছে। মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার।

রাজ্যের বিজাপুর জেলার সারকেগুড়ায় ওই গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে ২০১২ সালের ২৮ জুন।

কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেদিন পুলিশ বিজাপুরের সারকেগুড়ায় বিনা প্ররোচনায় গ্রামবাসীর ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে বলা যায় গ্রামবাসী পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল কিংবা পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীর কোনও বন্দুকযুদ্ধ হয়েছিল।

ভারতে সন্ত্রাসী দল বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এবার সন্ত্রাসী দল বিজেপির সাংসদ তথা অভিনেতা রবি কিষাণ বলে বসল ভারত নাকি 'হিন্দু রাষ্ট্র'। হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। আর গত বুধবার রবি কিষাণের এই বক্তব্যের পরই দেশজুড়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছে। এদিন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংবাদসংস্থা এএনআইকে রবি বলেছে, 'ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা ১০০ কোটি। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র। গোটা বিশ্বে অনেক ক্রিশ্চান এবং মুসলিম দেশ রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে 'ভারত' নামে একটি আশ্চর্য দেশ রয়েছে।' তাঁর প্রশ্ন, 'যদি বিশ্বে ক্রিশ্চান এবং মুসলিম রাষ্ট্র থাকতে পারে, তাহলে হিন্দু রাষ্ট্র থাকতে সমস্যা কোথায়?'

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় নাগরিকত্ব বিল পাশ হয়েছে। এই বিলে কেবলমাত্র মুসলিমদেরই লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে।

০৪ঠা ডিসেম্বর, ২০১৯

সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে গত ১৮ নভেম্বর দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেছে : "the establishment of Israeli civilian settlements is not,per se, inconsistent with international law."

ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণা কার্যত ফিলিস্তিনকে পাকাপোক্তভাবে ইসরাইলের দখলে নেয়ার আরো একটি অধ্যায়ের সূচনা করা হলো। সেই সাথে আবারো যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন প্রমাণ করল, সন্ত্রাসী দেশটি ইসরাইলের প্রত্যাশা পূরণে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির কোনো ধার ধারে না।

আসলে তার এই বক্তব্য হচ্ছে ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি বিপজ্জনক বক্তব্য। কারণ, সে এই বক্তব্যের মাধ্যমে যা প্রকাশ করল, তা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিস্তিন-সম্পর্কিত পূর্ববর্তী নীতি-অবস্থান থেকে রাজনৈতিকভাবে পুরোপুরি সরে যাওয়া। এই বক্তব্যের মাধ্যমে পম্পেও

খোলাখুলিই বলেছে, ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বেসরকারি বসতি গড়ে তোলা আন্তর্জাতিক আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের শান্তিকামী ও বিকেবান মানুষকে অবাক করে দিয়ে পম্পেও তার এই বক্তব্যের মধ্যে জানিয়ে দিল, যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন এই ডিক্রি জারি করল যে, ইসরাইল আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি উপেক্ষা করে ফিলিস্তিনে যেসব অবৈধ বসতি স্থাপন করেছে, তা কোনো-না-কোনোভাবে আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ইসরাইল বেশ আগে থেকেই ধীরে ধীরে এমন একটি উপসংহারের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিলিস্তিন ও ইসরাইল-সম্পর্কিত পররাষ্ট্রনীতি ধীরে ধীরে পাল্টে ফেলতে শুরু করে।

সন্ত্রাসী ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগের সময়টার 'ফিলিস্তিন-ইসরাইল দ্বন্দ্ব' সম্পর্কিত বিষয়টির দিকে ফিরে তাকালে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা জানি, ইসরাইল নামের দুষ্ট রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল সেই ১৯৪৮ সালে, আর এর মাধ্যমেই একটি আন্তর্জাতিক চক্র কার্যত কবর রচনা করেছিল ফিলিস্তিন নামের রাষ্ট্রটির। সেই ১৯৪৮ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই, এমনকি একটি বারের জন্যও ফিলিস্তিন বা আরবের পক্ষে অবস্থান নেয়নি। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য সব উপায়ে ইসরাইলকে অর্থসহায়তা দিয়েছে ফিলিস্তিন দখলের কাজে। যেমন, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলি বসতি স্থাপনের কাজে ভর্তুকি জুগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

আগেই বলা হয়েছে, পম্পেওর সাম্প্রতিক বক্তব্যের মাধ্যমে ফিলিস্তিন-ইসরাইল দ্বন্দ্ব প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ববর্তী নীতি-অবস্থানের পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটানো হলো। প্রশ্ন হচ্ছে : কিভাবে? ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনকে বুঝতে বারবার ভুল করেছে। এর অর্থ এই নয় যে, যুক্তরাষ্ট্রে আইন বোঝার মতো লোকের অভাব। বরং এর পেছনে কারণ হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে আন্তর্জাতিক সমাজের সাথে। এমনিভাবে বারবার ঘটে চলা একটি বিষয় হচ্ছে, ইসরাইলের ফিলিস্তিন দখল। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই ভোট দিয়েছে কিংবা ভেটো দিয়েছে কথিত জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের অসংখ্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। এসব প্রস্তাবে হয় ইসরাইলের সমালোচনা করা হয়েছিল, নয়তো সমর্থন জানানো হয়েছিল ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি। তবে শুধু একটি মাত্র ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র সাহস দেখাতে পেরেছিল ফিলিস্তিনে ইসরাইলি বসতি স্থাপনের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যহীন বলে উল্লেখ করে (inconsistent with international law)। যখন জিমি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, তখন যুক্তরাষ্ট্র শান্তিপ্রক্রিয়ার একটি রাজনৈতিক মডেল নিয়ে

কথা বলছিল। আর এর সূত্র ধরেই শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষরিত হয় ‘মিসর-ইসরাইল শান্তিচুক্তি’। এটি ১৯৭৯ সালে স্বাক্ষরিত হয় ক্যাম্পডেভিডে। এটি ক্যাম্পডেভিড চুক্তি নামে সমধিক পরিচিত।

সেই তখন টাইম ম্যাগাজিনের অনলাইন সংস্করণে জোসেফ হিঙ্কস লিখেছিল : “Republican and Democratic Presidents have referred to settlements as ‘illegitimate’ but declined to call them illegal— a designation that would make them subject to international sanctions.”। এর সারকথা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট কেউই অধিকৃত ফিলিস্তিনে ইসরাইলে বসতি স্থাপনের কাজটিকে ‘অনুচিত’ (ইলেজিটিমেট) বললেও ‘অবৈধ’ বলতে রাজি হয়নি। কারণ ‘অবৈধ’ বললে ইসরাইল আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে পারত। এই লেখায় আরো বলা হয়- প্রেসিডেন্ট রিগ্যান নিজে ইসরাইলের এই বসতি স্থাপনের নীতির বিরোধী হলেও সে বিষয়টি দেখেছে শান্তির পথে একটি বাধা হিসেবে। সেই সাথে সব ধরনের বসতি নির্মাণের কাজ বন্ধের দাবিও সে জানিয়েছিল।

সন্ত্রাসী পম্পেওর বক্তব্যে, অধিকৃত ফিলিস্তিনে ইসরাইলি বসতি স্থাপনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব বৈপরীত্ব রয়েছে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে বারাক ওবামা প্রশাসন জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভেটো দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ফিলিস্তিনি বসতি স্থাপন হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন (ফ্ল্যাগরেন্ট ভায়োলেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ল)। সে প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছিল, এগুলো নির্মাণের কোনো আইনি বৈধতা নেই (দে হ্যাভ নো লিগ্যাল ভ্যালিডিটি)। যদিও শেষ পর্যন্ত ওবামা ভোটদানে বিরত থাককেই বেছে নেয়। এ সিদ্ধান্তটি বিবেচিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত বিদেশনীতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম। কিন্তু সম্প্রতি ঘোষিত পম্পেওর ঘোষণায় দেয়া সিদ্ধান্তটিকে বিবেচনা করা হয় ইসরাইলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শর্তহীন ও অন্ধ সমর্থনের একটি উদাহরণ হিসেবে। আজকের দিনে ট্রাম্প প্রশাসন যেভাবে ইসরাইলকে সমর্থন করে চলেছে, সেটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি প্রশাসনের জন্য একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের আগের সরকারগুলো কাজ করেছে নিজেদের স্বার্থ ও ইসরাইলের স্বার্থের মাঝে এক ধরনের ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে। অন্য দিকে ট্রাম্প প্রশাসন মনে হয় তার দেশের ফিলিস্তিন ও ইসরাইল-সম্পর্কিত বিদেশনীত পুরোপুরি মিশিয়ে ফেলেছে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও তার ডানপন্থী শিবিরের নীতির সাথে। আমরা যদি বিগত দু’টি বছরের দিকে নজর দিই, তবে দেখব- যুক্তরাষ্ট্র যেন এর সব রাজনৈতিক ক্ষমতা ইসরাইলকে সমর্পণ করে বসেছে। নইলে কোনো কিছু বিনিময়ের কথা চিন্তা না করেই কেন ইসরাইলের সব দাবি ও

প্রত্যাশা অনেকটা বিনা বাক্য ব্যয়ে যুক্তরাষ্ট্র পূরণ করে চলেছে। এর ফলে ওয়াশিংটনকে কেউ কেউ অভিহিত করছেন ‘জেরুসালেম’ নামে। এই জেরুসালেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ‘ইটারনাল আনডিভাইডেড ক্যাপিটেল’ পূর্ব জেরুসালেমকেও। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র গোলান মালভূমি ইসরাইলের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে সম্মতি দিয়েছে। সেই সাথে সম্মতি দিয়েছে ফিলিস্তিনি শরণার্থী সমস্যাটি বেমালুম ভুলে যাওয়ার। পম্পেওর আলোচ্য সর্বশেষ ঘোষণাটি তেমনি নানা পদক্ষেপেরই উদাহরণ।

আসলে সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের কাছে এর পররাষ্ট্রনীতি সারেন্ডার করে বসে আছে। এর একটি তত্ত্ব হচ্ছে- ওয়াশিংটন ধীরে ধীরে, কিন্তু স্থায়ীভাবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আর এ প্রক্রিয়াটির শুরু প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের শাসনামলের শেষ দিকের বছরগুলোতে এবং প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার দুই মেয়াদেও তা অবাধে অব্যাহত থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসরাইলের ইচ্ছার কাছে যুক্তরাষ্ট্রের পরাভূত হয়ে ইসরাইলি বসতি স্থাপনকে বৈধতা দেয়ার বিষয়টি হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে দেশটির সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র ইসরাইলকে দেয়া বিদায়ী এক উপহার। এর আরেকটি ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট রয়েছে, এর আপাত বাতিল কর তথাকথিত ‘ডিল অব দ্য সেঞ্চুরির’ সাথে। এই ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি হচ্ছে অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত একটি পলিটিক্যাল ডকট্রিন, যা দিয়ে ইসরাইলকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা চলেছে। বর্ণবাদ ও দখলদারিত্বে কোনো পরিবর্তন না এনেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রয়াসও এর মধ্যে রয়েছে।

এই ডিল অব দ্য সেঞ্চুরির বিষয়টি কয়েক মাস নিষ্ক্রিয় রাখার পর আবার নতুন করে চালুর জন্য ওয়াশিংটন প্রবল আগ্রহে কাজ করেছে নেতানিয়াহুর প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ আরো দীর্ঘায়িত করতে। বিশেষ করে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুদীর্ঘকাল থাকা এই ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় থাকার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তার বিরুদ্ধে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ।

বর্তমানে ইসরাইলে চলছে এক ধরনের রাজনৈতিক সঙ্কট- ছয় মাস সময়ে দু’টি সাধারণ নির্বাচন, সেই সাথে সম্ভাবনা রয়েছে তৃতীয় একটি নির্বাচনেরও। এর সাথে জড়িত রয়েছে জনগণের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণ। নেতানিয়াহুকে রাজনৈতিকভাবে বাঁচিয়ে রাখতে ওয়াশিংটনে তার মিত্ররা তাকে দিয়েছে কিছু বড় ধরনের লাইফলাইন, এসব করা হয়েছে ইসরাইলের প্রাধান্য বিস্তারকারী ডানপন্থী শিবিরে সন্ত্রাসী নেতানিয়াহুর সমর্থন বাড়িয়ে তোলার পদক্ষেপ হিসেবে।

অধিকৃত ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি স্থাপনের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে স্বীকৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন ইসরাইলের জন্য পথ প্রশস্ত করছে সব ইহুদি বসতি ব্লককে পশ্চিম তীরের সাথে একীভূত করতে। ইসরাইল কখনোই আন্তর্জাতিক আইনকে প্রথম বিবেচ্য হিসেবে আমল দেয়নি। তাই ইসরাইলের জন্য জরুরি প্রয়োজন ছিল আমেরিকার কাছ থেকে এ ধরনের একটি সম্মতি বা স্বীকৃতি, যাতে কমপক্ষে পশ্চিম তীরের ৬০ শতাংশ ইসরাইলের সাথে একীভূত করা যায়। ইসরাইলের প্রতি সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের এই বিশাল ছাড়ের ব্যাপারে নেতানিয়াহু ছিল আরো বেশি আগ্রহী। ইসরাইলি এই সন্ত্রাসী নেতা গত ২০ নভেম্বর সম্মত হয় আরো একটি ষড়যন্ত্রমূলক বিল এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে। এই বিলে বলা হয় জর্দান উপত্যকাকে ইসরাইলের সাথে একীভূত করতে হবে। এই বিলের খসড়া তৈরি করেছে নেতানিয়াহুর দল লিকুদ পার্টির সদস্য শ্যারেন হাস্কেল। সে নেতানিয়াহুর এই সিদ্ধান্তের পর এক টুইট বার্তায় উল্লেখ করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণাটি হচ্ছে : “an opportunity to promote my law for sovereignty in the [Jordan] Valley.”

আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ইহুদি বসতি স্থাপন-সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা শুধু এ কারণেই বিপজ্জনক নয় যে, এটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি লঙ্ঘন। বরং এটি বিপজ্জনক এ কারণে যে, যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নয়। প্রকৃত বিপদ হচ্ছে- ইসরাইলের ফিলিস্তিন দখল প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পরিণত হয়েছে নিছক একটি রাবার স্ট্যাম্পে। যুক্তরাষ্ট্রের এই আত্মসমর্পিত বিদেশনীতি ইসরাইলের চরম ডানপন্থী সরকারকে ফিলিস্তিনি জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ করে দিলো। সেই সাথে বপন করা হলো মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে অশান্তি সৃষ্টির বীজ, যা চলতে পারে বহু বছর ধরে। যদি না এর বিপরীত কোনো প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক সমাজ সূচনা করতে পারে। কিন্তু তেমনটি করার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, কার গোয়ালে কে ধোঁয়া দেয়- বিশেষ করে বিষয়টি যখন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কিছু। অতএব, শেষ ভরসা একমাত্র ফিলিস্তিনি জনগণ। ফিলিস্তিনি জনগণ যদি যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে তুলে অধিকার আদায় করতে না পারে, তবে বিশ্বমানচিত্র থেকে ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব হারাবে। সে অবস্থা পরিত্রাণে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপে কিছু করণীয় আছে বৈকি!

দুই দিনের সফরে মঙ্গলবার সকালে প্রথমবারের মতো ঢাকায় এসেছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী র‍্যান্ডল শ্রাইভার।

সে কথিত প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভীর সঙ্গে আলোচনা করে।

আলোচনায় প্রতিরক্ষা চুক্তি 'আকসা' ও 'জিসোমিয়া' সইয়ের জন্য বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা চালিয়ে যেতে রাজি হয়েছে বলে জানা গেছে।

২০১৮ সাল থেকেই এ নিয়ে দুই দেশ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের জ্যেষ্ঠ ওই কর্মকর্তা দুই দেশের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর মধ্যে সরাসরি সহযোগিতা ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। প্রতিরক্ষা খাতে কর্মদক্ষতা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের বেশি সংখ্যায় নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা।

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় আবুল হাশেম (২৫) নামে গুলিবিদ্ধ এক যুবক চিকিৎসাধীন মারা গেছেন।

মঙ্গলবার (০৩ ডিসেম্বর) সকালে গুলিবিদ্ধ হাশেমকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই দিন রাত সাড়ে ৯টায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত হাশেম নাগেশ্বরী উপজেলার কচাকাটা থানার নারায়ণপুর ইউনিয়নের কালাইয়েরচর এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে।

ইনসাফ২৪ এর সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ভোরে আবুল হাশেমসহ ৪-৫ জনের একটি দল ব্যাবসার কাজে গরু আনতে যান।

ভারতীয় ৪১ সন্ত্রাসী বিএসএফ মন্ত্রিরচর বিওপির জওয়ানরা তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এ সময় আবুল হাশেম মাথার পাশে গুলিবিদ্ধ হন। গুরুতর আহত আবুল হাশেমকে তার সঙ্গীরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে বিকালের দিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার লাশ নাগেশ্বরীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

---

২৬ লাখ টাকা ছিনতাই করেছে সাতক্ষীরা জেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাদিকুর রহমান।

গত ৩১ অক্টোবর সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের পাওখালীতে গুলি করে বিকাশ এজেন্টের ২৬ লাখ টাকা ছিনতাই করে এই সন্ত্রাসী দলের সন্ত্রাসী নেতা।

এ ঘটনায় জড়িত সাইফুল ইসলাম ও মামুনুর রহমান দ্বীপ এই ছিনতাইয়ের সাথে জড়িত। তাদের স্বীকারোক্তিতে বলা হয়, ২৬ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের মাস্টারমাইন্ড জেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ সম্পাদক সৈয়দ সাদিকুর রহমান। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

অবশেষে খোঁজ মিলেছে চন্দ্রযান -২ এর ল্যান্ডার বিক্রমের। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা চাঁদের মাটিতে বিক্রমের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করেছে।

সংস্থাটির পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, নাসা'র উপগ্রহের এলআরও ক্যামেরায় ধরা পড়ছে বিক্রমের ধ্বংসাবশেষের ছবি।

নাসা'র প্রকাশ করা ছবিতে নীল ও সবুজ রঙ করে বিক্রমের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত করা হয়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, নীল রঙ দিয়ে বিক্রমের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, সবুজ রঙ দিয়ে বোঝানো হয়েছে বিক্রমের ভেঙেপড়া টুকরোর ধাক্কায় সরে যাওয়া চাঁদের মাটিকে।

উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদের মাটিতে অবতরণের (সফট ল্যান্ডিং) সময়ে চন্দ্রযান ২ এর অরবিটারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ল্যান্ডার বিক্রমের।

চাঁদের মাটি থেকে ২.১ কিলোমিটার ওপরে সংকেত পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। এই বিক্রমের মধ্যেই ছিল রোভার প্রজ্ঞাণ। তখন মনে করা হয়েছিল, চাঁদের বুকে কোথাও মুখ থুবড়ে পড়েছে বিক্রম।

পিয়াজের মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে চট্টগ্রামে ব্যতিক্রমী সমাবেশ করেছে জনগন। ‘পিয়াজ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন ছড়িয়ে দাও’ শিরোনামের এ কর্মসূচি পালন করে ‘জনদুর্ভোগ লাঘবে জনতার ঐক্য চাই’ শীর্ষক নাগরিক উদ্যোগ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পিয়াজ নিয়ে যে তুঘলকি কাণ্ড করা হয়েছে, তা সন্ত্রাস। আর যারা এর ক্রীড়নক, তারা সন্ত্রাসী। দুষ্ট চরিত্রের এসব মানুষকে সামাজিকভাবে বয়কটের দাবি জানান তারা।

আর সর্বস্তরের মানুষকে সাময়িক সময়ের জন্য পিয়াজ খাওয়া বন্ধ রাখারও আহ্বান জানানো হয় সমাবেশে।

তিন বছরে প্রকল্পের আওতায় কোনো ধরনের যানবাহনই কেনা হয়নি। কিন্তু পল্লী বিদ্যুতের দুই প্রকল্পে ইতোমধ্যে পেট্রল ও লুব্রিকেন্ট বাবদ ব্যয় দেখানো হয়েছে ২০ লাখ ১৪ হাজার টাকা। অন্য দিকে প্রকল্পে যানবাহনের সংখ্যা না বাড়লেও এসব কেনার জন্য ব্যয় দুই প্রকল্পে দুই কোটি ৩২ লাখ ৩০ হাজার টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। ধীরগতির এই দুই প্রকল্পের গড়ে ৫৩টি অঙ্গের মধ্যে ২৯টি অঙ্গের ব্যয় কমলেও সার্বিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় মোট দুই হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

পল্লী বিদ্যুতের প্রস্তাবনা থেকে জানা গেছে, শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে প্রকল্প-১ রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং প্রকল্প ২ ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগের জন্য দু’টি পৃথক প্রকল্প গত ২০১৭ সালের জুনে একনেকে অনুমোদন দেয়া হয়। দু’টির বাস্তবায়ন ব্যয় প্রকল্প-১ এ ছয় হাজার ৭৭৬ কোটি ৯১ লাখ ২৬ হাজার টাকা এবং প্রকল্প-২ এ সাত হাজার ১৩২ কোটি ৩০ লাখ ৯০ হাজার টাকা। তিন বছরে বাস্তবায়নের এই প্রকল্পটি ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত মেয়াদে দু’টি প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি গড়ে মাত্র ৫০ শতাংশ। এখন সময় আরো দুই বছর করে বৃদ্ধি এবং ব্যয় মোট দুই হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলমান দু’টি প্রকল্পের জন্যই ২৭টি করে যানবাহন কেনার কথা ছিল। যার মধ্যে ১টি করে জিপ, ১৪টি করে পিকআপ এবং ১২টি করে মোটরসাইকেল। এই যানবাহনগুলো কেনার জন্য প্রতিটি প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয় সাত কোটি ৪৭ লাখ টাকার বেশি। কিন্তু গত তিন বছরে কোনো যানবাহনই কেনা হয়নি। এখন সময় বাড়ানোর প্রস্তাবনায় এসে

যানবাহনের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও ব্যয় গড়ে এক কোটি ১৬ লাখ ১৫ হাজার টাকা করে প্রতি প্রকল্পে বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। আর এসব যানবাহন কেনা না হলেও এরই মধ্যে পেট্রল ও লুব্রিকেন্ট খাতে দুই প্রকল্পে ১২ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং সাত লাখ ৩৪ হাজার টাকা করে মোট ২০ লাখ ১৪ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে।

পর্যালোচনার তথ্য থেকে জানা গেছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেটের জন্য সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৭ হাজার ৮৪০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণের জন্য মালামাল সংগ্রহের ব্যয় পাঁচ হাজার ৮৭৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা। আর নির্মাণকাজ বাবদ ৭৪৫ কোটি সাত লাখ ৫৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। প্রতি কিলোমিটার লাইন নির্মাণ বা আপগ্রেডেশনের জন্য মালামাল বাবদ ব্যয় ১২ লাখ ২৮ হাজার টাকা এবং নির্মাণকাজের জন্য ব্যয় এক লাখ ৫৬ হাজার টাকা পড়ছে। কিন্তু পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লাখ গ্রাহক (পরে সাড়ে ১৯ লাখ) সংযোগ প্রকল্পে প্রতি কিলোমিটারে লাইন নির্মাণের জন্য মালামাল সংগ্রহে ব্যয় ১১ লাখ ৪২ হাজার টাকা এবং নির্মাণকাজের জন্য ব্যয় এক লাখ ৩৫ হাজার টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতি কিলোমিটারে লাইন নির্মাণে এ ধরনের ব্যয়ের পার্থক্য জনগনকে ভাবিয়ে তোলে।

অন্য দিকে বৈদ্যুতিক পরামর্শক সেবা খাতেও ব্যয় গড়ে প্রতি প্রকল্পে ১২ কোটি টাকার বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প-১ রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ভৌত কাজ অক্টোবর পর্যন্ত ৪৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। তবে অর্থ ব্যয় হয়েছে তিন হাজার ৬৫ কোটি ২৬ লাখ ৭৭ হাজার টাকা বা ৪৫ দশমিক ২৩ শতাংশ। প্রকল্প-২ ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগের ভৌত কাজ ৫১ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। আর টাকা ব্যয় হয়েছে তিন হাজার ৫৩৬ কোটি ৬৪ লাখ টাকা বা ৪২ দশমিক ২০ শতাংশ।

প্রশ্ন হচ্ছে , ৩৫ মাসে যেখানে অগ্রগতি মাত্র অর্ধেক সেখানে আরো ২৪ মাসে বাকি অর্ধেক বাস্তবায়ন কী করে সম্ভব হবে। বিভাগটি বলছে সংশোধিত প্রস্তাবনায় বিতরণ লাইন, উপকেন্দ্র নির্মাণের সংখ্যা ও উপকেন্দ্রের অতিরিক্ত ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব ডিজাইন করার সময় যথাযথভাবে পরিচালিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রাক্কলন করা হয়নি। বিতরণ লাইন নির্মাণের ভৌত পরিমাণ বৃদ্ধির হারের তুলনায় এ বাবদ মালামাল সংগ্রহের ব্যয় বৃদ্ধির হার বেশি। সমজাতীয় প্রকল্পের সাথে তুলনা করে প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন করা দরকার। সেটা করা হয়নি।

এই জ্বালানি ব্যয় ও গাড়ি না কেনার ব্যাপারে আরইবির প্রধান প্রকৌশলী আহসান হাবীবের সাথে গতকাল রাতে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি নয়া দিগন্তকে বলেন, প্রকল্পের গাড়ি

কেনা না হলেও কাজ তো থেমে নেই। প্রকল্পের কাজ যারা করছেন তারা রাজস্ব খাতের গাড়ি ব্যবহার করছেন। সেটার জ্বালানি এই প্রকল্প থেকে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের মালামাল পরিবহনে জন্য ক্রেনসহ বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হচ্ছে। সেগুলোর তেলও এই প্রকল্প থেকে নেয়া হচ্ছে।

গাড়ি কেনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রকল্পের ডিপিপি তৈরি হয়েছে ২০১৫ সালে। তখন যে দর ধরা হয়েছিল তা দিয়ে গাড়ি কেনা যায়নি। কারণ দাম বেশি। তাই ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে এই খাতে ব্যয় সংশোধন করে। তিনি বলেন, আমি জোর গলায় বলতে পারি আরইবিতে কোনো ধরনের অনিয়ম নেই।

কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রকল্পে গাড়ি না থাকলে কেন জ্বালানি খাতে ব্যয় হবে। যার গাড়িই নেই তার কেন জ্বালানি ব্যয় হবে। এটা ঠিক না।

ভারতের সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদি সরকারের জম্মু ও কাশ্মীরের মর্যাদা বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দমন করা হয়েছে।

ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী ২০১৬ সালে স্বাধীনতাকামীদের কমান্ডার বুরহান ওয়ানিকে হত্যার পর যে ধরনের বিক্ষোভ হয়েছিল, তেমন কিছু এখন দেখা যাচ্ছে না। এমন কেন হচ্ছে, এই প্রশ্নের জবাবে উপত্যকার প্রখ্যাত নেতা এমওয়াই তেরিগামি পাল্টা প্রশ্ন করেন: 'আপনি কি কখনো তিহার জেলে বিক্ষোভ হওয়ার কথা শুনেছেন?' কাশ্মীরও এখন জেলখানা।

৫ আগস্ট অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করার পর থেকে কাশ্মীর ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীদের ঘেরাটোপে রয়েছে, যোগাযোগব্যবস্থা স্থবির হয়ে আছে। যোগাযোগব্যবস্থার ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ কিছুটা হ্রাস করা হলেও ব্যাপক সন্ত্রাসী মোতায়েন অব্যাহতই আছে।

নয়া দিল্লি আগেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল দুটি ফ্রন্টে কাজ করার জন্য। একটি হলো স্বাধীনতাকামী নেতা ও পরিচিত সমর্থক ও তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে আগেই তাদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়টি হলো, কেবল স্বাধীনতাকামীদের নয়, প্রতিষ্ঠিত দল ও নাগরিক সমাজের গ্রুপগুলোরও সাংগঠনিক সামর্থ্য ভেঙে দেয়া।

সূচনা

৫ আগস্টের অনেক আগেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এবং তা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল অনেক ফ্রন্টে।

এ ধরনের পদক্ষেপের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় ২০১৭ সালের মধ্যভাগে। ওই সময় স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে অপারেশন অল-আউট শুরু হয়েছিল এবং ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছিল। অপারেশন অল-আউট সফল না হলেও এনআইএ তদন্ত মূল্য দিতে হয়েছিল কথিত স্বাধীনতাকামী ও তাদের সমর্থন ও তহবিল প্রদানের জন্য।

২০১৮ সালের জুনে গভর্নরের শাসন জারির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। জম্মু ও কাশ্মীরের জোট সরকারের ওপর থেকে বিজেপির সমর্থন প্রত্যাহারের প্রেক্ষাপটে তা করা হয়েছিল। এর ফলে সাবেক এই রাজ্যের ওপর সরাসরি দিল্লির শাসন জারি হয়। ফলে এনআইএ'র কর্তৃত্ব বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ফলে স্বায়ত্তশাসন বাতিলের সময় এনআইএ তার জাল অনেক ছড়িয়ে ফেলেছিল, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও মিডিয়ার লোকজনকে বৃত্তাবদ্ধ করে ফেলেছিল। স্থানীয় মিডিয়া ছিল বিশেষ টার্গেট। যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয় বা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয় তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিলেন স্থানীয় সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকার জুনিয়র রিপোর্টাররা ও সম্পাদক মহোদয়। এর ফলে স্থানীয় পত্রিকাগুলো সরকারি নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়।

আগস্টের আগেই নয়া দিল্লি ভারতীয় মালাউন বাহিনী দিয়ে ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ফেলে। তারপর অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল নিয়ে পার্লামেন্টে যায়। তত দিনে উপত্যকা কমবেশি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

আগস্টের পর

৫ আগস্ট বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পার্লামেন্টে ৩৭০ বাতিলের কথা ঘোষণা করেন। সাথে সাথে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কাশ্মীর।

কোনো ফোন ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না। হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়, অনেককে ভারতের নানা স্থানের কারাগারে রাখা হয়। মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সব গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে গৃহবন্দী করা হয়। এদের মধ্যে সাবেক তিন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ, তার ছেলে ওমর আবদুল্লাহ ও মেহবুবা মুফতিও ছিল।

একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাশ্মীরীরা কেবল অবিশ্বাসের সাথে অমিত শাহের ঘোষণার প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কিছু করার সামর্থ্য তত দিনে শেষ হয়ে গেছে। দৃশ্যপটে কোনো নেতা ছিলেন না, কোনো কার্যকর নেতা বা সামাজিক সংস্থা ছিল না, কিছু করার জন্য। এমনকি যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। স্বাধীনতাকামী নেতারা পর্যন্ত তাদের বার্তা ছড়িয়ে দিতে কিংবা লোকজনকে প্ররোচিত করতে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করতে পারছিল না।

কয়েক দিনের মধ্যে পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হতে থাকলেও সেগুলোতে চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর প্রকাশ করা হতো সামান্যই। এমনকি সম্পাদকীয়ও থাকত না। এসবের মতামত অংশে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলো প্রাধান্য পেত।

লোকজনের সমাবেশ প্রতিরোধের জন্য রাস্তা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মোড়, প্রবেশপথগুলোতে সন্ত্রাসীবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো হয়। আর সম্ভাব্য উত্তপ্ত এলাকাগুলোতে গণগ্রেফতার চালানো হয়। তরুণরা ছিল বিশেষ টার্গেট।

তবে এসব সত্ত্বেও বিক্ষোভ পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। কারো আহ্বান ছাড়াই ধর্মঘট পালিত হয়, গণপরিবহন অনেকটাই বয়কট করা হয়। সরকার নিজেই স্বীকার করেছে, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের তিন শতাধিক ঘটনা ঘটেছে।

সবচে বড় বিক্ষোভটি হয়েছে শ্রীনগরের প্রান্তে আনচরে। সেখানে প্রায় ১০ হাজার লোক উপস্থিত ছিল।

অনিশ্চিত ভবিষ্যত

স্বায়ত্তশাসন বাতিলে সাড়ে চার মাস পরও কাশ্মীর এখনো অনিশ্চত অবস্থায় রয়েছে। কিছু কিছু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খুলেছে, রাস্তায় যানবাহনও ফিরছে। কিন্তু এটাকে কি স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায়? না যায় না।

কাশ্মীরে এখনো ইন্টারনেট নেই, প্রিপেইড মোবাইল ফোন নেই। নেতাদের এখনো বন্দী করে রাখা হয়েছে। সব ধরনের বিক্ষোভ কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ রয়েছে। এমনকি নীরব প্রতিবাদও নিষিদ্ধ।

বিশ্বের সবার নজর এখন কাশ্মীরের দিকে থাকায় কোনো গণপ্রতিরোধের ব্যাপারে নয়া দিল্লির রয়েছে নার্ভাসনেস। এ সময় ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সরকার স্বাভাবিক রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের কার্যক্রম শুরু করতে দেবে, এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে যাওয়া মুসলামন ব্যতিত সব অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে আনা বিলে অনুমোদন দিয়েছে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভা।

বুধবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল বা সিএবি নামের এই বিলটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে দেশটির গণমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে।

এ আইনের অধীনে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আসা মুসলমান ব্যাতিত হিন্দু, খ্রিষ্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ও পারসিদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসী অমিত শাহ যখন বিলটি পার্লামেন্টে উপস্থাপন করবে, তখন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপির পার্লামেন্ট সন্ত্রাসীদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

নিজেদের মধ্যে গোলাগুলিতে ভারতের আধা-সামরিক বাহিনী ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত সন্ত্রাসী পুলিশের (আইটিবিপি) ছয় সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। আজ বুধবার ভারতের ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলার ভারত-তিব্বত সীমান্ত এলাকায় কাদেনার ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ও *আনন্দ বাজার পত্রিকা* জানায়, কোনো বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডার জেরে ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের রহমান খান নামে সন্ত্রাসী তার সার্ভিস রাইফেল দিয়ে সহকর্মীদের ওপর গুলি চালালে পাঁচ সন্ত্রাসী নিহত হয়। পরে সে নিজেও আত্মহত্যা করে। এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছে।

ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে কাশ্মীরে গত ৪ মাসে ৩৮ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অন্তত ৮৫৩ জন। নিহতদের মধ্যে ২ নারীসহ ৩ জন যুবক ছিলেন। কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস এই তথ্য জানিয়েছে।

রেডিও পাকিস্তানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহত ৩৮ জনের মধ্যে জেলে বা ভুয়া এনকাউন্টারে ৭ জনকে মেরে ফেলা হয়। এছাড়া শান্তিপূর্ণ মিছিলে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনীর গুলিতে ৮৫৩ জন গুরুতর জখম হয়।

এছাড়া অন্তত ১১ হাজার ৪০০ জন হুরিয়াত নেতা, এক্টিভিস্ট, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সিভিল সোয়াইটি মেম্বারকে এখনো জেলে কিংবা গৃহে বন্দি করে রাখা হয়েছে।

এছাড়া ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে এখন পর্যন্ত ৩৯ জন নারীকে শ্লীলতাহানি ও অপমানের স্বীকার হতে হয়েছে।

কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস বলছে, ভারতীয় দখলদার কর্তৃপক্ষ গত ৫ আগস্ট থেকে শ্রীনগরের ঐতিহাসিক জামিয়া মসজিদে শুক্রবারের নামাজ আদায় করতে দিচ্ছে না।

উপত্যকাটিতে বন্ধ হয়ে আছে ইন্টারনেট সেবা, প্রপেইড মোবাইল ও টেক্সট আদান প্রদান সেবা। সেইসঙ্গে ভারতের মালাউন সন্ত্রাসী বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে অব্যাহত রেখেছে তল্লাশি অভিযান।

গত ৫ আগস্ট ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেয় সন্ত্রাসী দল বিজেপির নেতৃত্বাধীন দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার। এই পদক্ষেপ ঘিরে কাশ্মীর জুড়ে মোতায়েন করা হয় বিপুলসংখ্যক অতিরিক্ত সেনা। আটক করা হয়েছে সেখানকার রাজনীতিককে। কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয় সংবাদমাধ্যমের ওপর।

মহিলাদের জন্য বিশ্বের সব থেকে বিপজ্জনক দেশ ভারত। এই তথ্যই উঠে এলো টমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সমীক্ষায়। সমীক্ষা টিমে ছিলেন মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করা কমপক্ষে ৫৫০ জন বিশেষজ্ঞ। ২০১৮ সালে ওই সমীক্ষাটি প্রকাশিত হলেও গত একবছরে সেভাবে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি বলেই দাবি করেছেন সমীক্ষা করা বিশেষজ্ঞরা। রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৯৩টি দেশের মধ্যে কোন পাঁচটি দেশ মহিলাদের জন্য সব চেয়ে বিপজ্জনক এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা, অর্থনৈতিক সম্পদ, ঐতিহ্য, মানুষ পাচার, যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে সব চেয়ে খারাপ তা নিয়ে সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষা শেষে মোট ১০টি দেশকে মহিলাদের মধ্যে সব চেয়ে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে মালাউন মোদির পরিচালিত দেশ ভারত।

০৩রা ডিসেম্বর, ২০১৯

চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ সভাপতি ফয়সল আহমেদ তালুকদার নবীগঞ্জ সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ডিড রাইটার প্রদীপ সূত্রধরকে দেখে নেওয়ার হুমকী দেওয়ায় শহর জুড়ে তোলপাড় চলেছে। এ ঘটনা ধাপাচাপা দিতে সরকার একটি মহল ওই ডিড রাইটারকে চাপ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে।

কালের কণ্ঠের সুত্রে জানা যায়, নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউমদা ইউনিয়নের খাগাউড়া গ্রামের নবীগঞ্জ এসআর অফিসের দলিল লেখক প্রদীপ সূত্রধর একটি কম্পানির নামে সোমবার দলিল সম্পাদন করে। এ খবর নবীগঞ্জ উপজেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ সভাপতি ফয়ছল আহমদ তালুকদার জানতে পেরে প্রদীপ সূত্রধরকে ফোন করে। ফোন করে সে বলে- মহুরি সাহেব আপনি জাল কাগজ দিয়ে যে কম্পানির নামে দলিল সম্পাদন করেছেন এর অভিযোগ আমার কাছে এসেছে। আমার সাথে একটু দেখা করেন। আমি ছাত্রলীগ সভাপতি ফয়ছল। আমার সাথে এসে বিষয়টির সমাধান করেন।

দলিল লেখক তার সাথে কথা না বাড়িয়ে বলে, প্রমাণ থাকলে আইননুক ব্যবস্থা নিন। বলে ফোন কেটে দেয় সে। কিছুক্ষণ পর ফয়ছল উত্তেজিত হয়ে প্রদীপকে গালিগালাজ করে।

এ ঘটনায় সত্যতা জানার জন্য দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাজিদুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমি আজ বেশি সময় অফিসে ছিলাম না। তবে ঘটনাটি আমি শুনেছি।

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় এক হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ শাহিনুর রহমান (৩৮) নামে এক র‍্যাব সদস্যকে আটক করেছে জনগন।

সোমবার (২ ডিসেম্বর) বিকালে উপজেলার ডোমনপুকুর টিকাদারপাড়া এলাকায় ইয়াবা বিক্রির সময় তাকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

শাহিনুর রহমান র‌্যাব-৬ খুলনায় কর্মরত। সে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় শিমুলতাইর গ্রামের মৃত বারেক সরকারের ছেলে। বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার ডোপনপুকুর নতুনপাড়া গ্রামে প্রায় ১০ বছর ভাড়া বাসায় পরিবার নিয়ে থাকে। সে ছুটিতে বাসায় আসে।

সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে শাহিনুর রহমান ডোমনপুকুর টিকাদারপাড়া এলাকায় অবস্থান করছিল। এ সময় স্থানীয় জনগন তার কাছে বিক্রির জন্য আনা ১ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট পায়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এই সন্ত্রাসী ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

মৌলভীবাজার সদর উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন চলাকালীন সময়ে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দু'গ্রুপ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পরে আওয়ামী দালাল পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কেন্দ্রীয় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতে সোমবার দুপুরে মৌলভীবাজার পৌর জনমিলন কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে পৌর মেয়র মো. ফজলুর রহমান ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ কামাল হোসেনের বলয়ের দু'গ্রুপের মধ্যে চেয়ার ছোড়াছুড়ি, হাতাহাতি ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়।

এসময় এক গ্রুপের নেতাকর্মীরা অন্য গ্রুপের নেতাকর্মীদের দিকে চেয়ার ছুড়ে মারে। এতে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও সম্মেলন স্থলের জানালার গ্লাস ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে মঞ্চ থেকে পৌর মেয়র মো. ফজলুর রহমান ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ কামাল হোসেনসহ একাধিক অতিথি নেমে এসে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনার জন্য সন্ত্রাসী ছাত্রলীগকে অভিযুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মিছবাহ উদ্দিন সিরাজ। সে পৌর মেয়র মো. ফজলুর রহমান ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ কামাল হোসেনের নাম উল্লেখ করে বলেছে, 'আমরা মনে করি এখানে দুজনই নেতৃত্বে আছে। তাদের মূল দায়িত্ব এই সম্মেলন যাতে সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিল কেন্দ্রীয় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন।

উপস্থিত ছিল কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মিছবাহ উদ্দিন সিরাজ, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সংসদ সদস্য নেছার আহমদ, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মিছবাহুর রহমান, পৌর মেয়র মো. ফজলুর রহমান ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ কামাল হোসেন প্রমুখ।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে ভারত থেকে সকল অনুপ্রবেশকারীকে তাড়ানো হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সোমবার ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় সে বলেছে, '২০২৪ সালের মধ্যে গোটা ভারতে এনআরসি হবে। প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বের করে দেশ থেকে তাড়াব। '

অমিত শাহ আরও বলেছে, 'রাহুল বাবা (কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী) বলছে, ওদের তাড়িয়ে দেবে না।

ওরা কোথায় যাবে, কী খাবে? কিন্তু, আমি সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই, ২০২৪ সালে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের আগেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। '

উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেও পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সারা দেশে এনআরসি কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছিল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তা নিয়ে পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে তুমুল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল কথিত কেন্দ্রীয় সরকারকে। বিরোধীদের তোপে পড়ে বিজেপিও। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রত্যেকটিতেই

শোচনীয়ভাবে হেরে গেছে বিজেপি। এর জন্য এনআরসি নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের অবস্থানকেই দায়ী করেছিল বিজেপির বেশ কিছু রাজ্য নেতা।

বিরোধ সত্ত্বেও, গেরুয়া শিবির যে এই ইস্যুতে কোনোভাবেই পিছু হটতে নারাজ, অমিত শাহের এই কথাতেই তা পরিষ্কার।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের তুলনায় শরিয়াহ ভিত্তিক বা ইসলামী ব্যাংকিং আগাচ্ছে দ্রুত গতিতে। শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলো সুদভিত্তিক ব্যাংকের মতো ঋণ না দিয়ে বিনিয়োগ আকারে অর্থায়ন করে থাকে।

গত সেপ্টেম্বরে এ খাতের ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৩ দশমিক ৬১ শতাংশ, যেখানে প্রথাগত ব্যাংকসহ গোটা ব্যাংক খাতের বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

মূলত গত এক-দেড় বছর ধরেই প্রথাগত ব্যাংকিংয়ে ঋণ প্রবৃদ্ধিতে নিম্নগতি দেখা যাচ্ছে।

গত জুনে গোটা ব্যাংক খাতে বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১১ দশমিক ৩২ শতাংশ। গত মার্চে এই প্রবৃদ্ধি ছিল ১২ দশমিক ৪২ শতাংশ, ডিসেম্বরে ছিল ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ এবং গত বছরের সেপ্টেম্বরে ছিল ১৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

অন্যদিকে শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোতে গত বছরের সেপ্টেম্বরে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪ দশমিক ০২ শতাংশ। ডিসেম্বরে এই হার কিছুটা বেড়ে ১৪ দশমিক ৮২ শতাংশ হয়।

গত মার্চে এই হার কিছুটা কমে ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশে নেমে আসে। গত জুনে বিনিয়োগে প্রবৃদ্ধি আরও কিছুটা কমে ১৩ দশমিক শূন্য আট শতাংশে নেমে আসে। তবে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে এ খাতের বিনিয়োগের হার কিছুটা বেড়ে ১৩ দশমিক ৬১ শতাংশে উঠে আসে।

দেশের পুরো ব্যাংক খাতের আমানত ও বিনিয়োগ উভয় দিক দিয়েই এক-চতুর্থাংশ শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর দখলে।

গত সেপ্টেম্বর শেষে দেশের ব্যাংক খাতে মোট আমানতের স্থিতি ছিল ১০ লাখ ৯৩ হাজার ২৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ ছিল দুই লাখ ৬২ হাজার ১১০ কোটি টাকা, যা মোট আমানতের প্রায় ২৪ শতাংশ।

অন্যদিকে গত সেপ্টেম্বর শেষে দেশের ব্যাংক খাতের বিনিয়োগকৃত অর্থ বা ঋণের স্থিতি ছিল ১০ লাখ ১৭ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ ছিল দুই লাখ ৫০ হাজার ৩২৩ কোটি টাকা, যা গোটা ব্যাংক খাতের বিনিয়োগের ২৪ শতাংশেরও বেশি।

রেমিট্যান্স আনার ক্ষেত্রেও এগিয়েছে শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলো। গত জুনে রেমিট্যান্সের ২৫ দশমিক ২৭ শতাংশ এসেছিল এ খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে। সেপ্টেম্বরে এই হার বেড়ে হয়েছে ৩১ দশমিক ১২ শতাংশ।

শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ে করা বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে দেশের ব্যাংক খাতের বিতরণ করা কৃষিঋণের স্থিতি ছিল ৪২ হাজার ২২৭ কোটি টাকা।

এর মধ্যে শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৭৫ কোটি ৬১ লাখ টাকা, যা ব্যাংক খাতের মোট বিতরণ করা কৃষিঋণের মাত্র দুই দশমিক শূন্য সাত শতাংশ। গত জুনে এই হার ছিল তিন দশমিক ৩১ শতাংশ এবং গত মার্চে এই হার ছিল ৯ দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ।

বর্তমানে শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে মোট জনশক্তি রয়েছে ৩৬ হাজার ৩৩৭ জন, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় তিন হাজার ২৭৯ জন বেশি।

বিশ্বের ২১টি দেশের শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ২০১৮ সাল শেষে বেড়ে এক লাখ ৭৫ হাজার ৪০০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর শেষে এর পরিমাণ ছিল এক লাখ ৬৮ হাজার ৪০০ কোটি ডলার।

তবে গত কয়েক মাসে দেশের ব্যাংক খাত কিছুটা তারল্য সংকটের মধ্য দিয়ে যায়, যে কারণে ইসলামিক ব্যাংকিংয়ে উদ্বৃত্ত তারল্যেও কিছুটা টান পড়ে। তবে গত সেপ্টেম্বরে এ খাতের উদ্বৃত্ত তারল্য আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দমমিক ৮৩ শতাংশ বেড়ে ছয় হাজার ১৩০ কোটি টাকা হয়।

এ খাতের ব্যাংকগুলো অনেক বেশি মানবিক, যে কারণেই এ খাতের ব্যাংকগুলোর আমানত ও বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি প্রথাগত ব্যাংকগুলোর তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল।

সূত্রঃ আওয়ার ইসলাম২৪

সম্প্রতি ভারতের হায়দরাবাদে এক নারীকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এই ঘটনায় ভারতজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হওয়ার পর নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, ভারতজুড়ে গণধর্ষণের ঘটনা চলছেই। এবার রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। মালাউনদের মন্দির শহর পুরীতে বাসের জন্য অপেক্ষারত এক তরুণীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করেছে মালাউন পুলিশ। শুধু তাই নয়, পুলিশ কোয়ার্টারের মধ্যেই ওই তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

দ্যা গ্রেট ইন্ডিয়া টাইমসের বরাতে জানা যায়, রামাদিয়া পুলিশ থানার অফিসার মালাউন বিদোন কুমার দাস তার পুলিশ কোয়ার্টারে ওই যুবতীকে ধর্ষণ করে।

ওই তরুণী লিখিত অভিযোগে জানান, দু'জন মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে। তাদের মধ্যে একজন পুলিশকর্মী।

এদিকে, এই ঘটনায় জনরোষ তৈরি হতে শুরু করেছে। কারণ, জনগণ যাদের নিরাপত্তা দেওয়াটাই কাজ মনে করে, তারাই এই কুকর্ম করলে নারীদের নিরাপত্তা কোথায়? মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের রাজ্যে এই ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। তাছাড়া পর্যটন রাজ্যে এমন ঘটনায় বিস্মিত নেটিজেনরা।

এফআইআর থেকে জানা যাচ্ছে, পুরীর নিমাপারা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলেন নির্যাতিতা। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে লিফট দিতে চায়। ওই ব্যক্তিই পুলিশকর্মী বলে দাবি তরুণীর।

পুলিশকে দেওয়া নির্যাতিতার বয়ান, ভুবনেশ্বর থেকে কাকাতপুর গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলাম। আমি ওই ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে গাড়িতে উঠেছিলাম। গাড়িতে উঠে দেখি আরও তিনজন ভেতরে বসে আছে। কাকাতপুরের দিকে না গিয়ে গাড়ি দেখলাম পুরী শহরের দিকে ছুটছে। ওই চারজন জোর করে আমাকে একটি বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে দু'জন আমাকে ধর্ষণ করে। পুরীর ঝান্ডেশ্বরী ক্লাবের কাছে ওই বাড়িটি পুলিশ কোয়ার্টার।

তাঁর দেওয়া বয়ান অনুযায়ী পুলিশ সূত্রে খবর, যৌন নিগ্রহের সময় এক অভিযুক্তের ওয়ালেট ধরে টান মারেন ওই যুবতী। পরে ওই ওয়ালেটে থাকা ফোটো আইকার্ড দেখে তিনি জানতে পারেন ধর্ষকদের একজন পুলিশকর্মী। সেই সূত্রেই এক অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। অপরজনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে অভিযুক্তদের একজন পুলিশ কনস্টেবল। এই ঘটনায় গোটা সমুদ্র পর্যটন রাজ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

অযোধ্যায় শহীদ বাবরি মসজিদের জমিতে রাম মন্দির স্থাপনে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য এই প্রথম আপিল দায়ের করেছে জামিয়তে উলামায়ে হিন্দ। রায়ের ২৪ দিনের মাথায় অযোধ্যা নিয়ে প্রথম মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে। সংগঠনের প্রধান মাওলানা আরশাদ মাদানির দাবি, দেশের মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এই রায় পুনর্বিবেচনার পক্ষে মত দিয়েছেন। প্রায় একই দাবি করে রিভিউ পিটিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ডও।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম *আনন্দ বাজার পত্রিকার* সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার (২ ডিসেম্বর) ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে এ আপিল দায়ের করা হয়। মামলা দায়ের হওয়ার পর জমিয়তের শীর্ষ নেতা মাদানির দাবি, “আদালতই আমাদের অধিকার দিয়েছে মামলা করার, তাই মামলা দায়ের করা হয়েছে।” তিনি বলেন, “অযোধ্যা মামলায় বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু ছিল মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরি হয়েছিল কি না। শীর্ষ আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেছে, মন্দির ধ্বংস করেই যে মসজিদ তৈরি হয়েছিল, এমন কোনও প্রমাণ নেই। সুতরাং মুসলিমদের অধিকার প্রমাণিত। অথচ চূড়ান্ত রায় এর বিপরীতধর্মী। আমরা রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছি কারণ, রায় বোধগম্য হয়নি।”

গত ৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক অযোধ্যা মামলার রায় দিয়েছিল মালাউন সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের প্রধান বক্তব্য ছিল, অযোধ্যার মূল বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমিতে রাম মন্দির তৈরিতে কোনও বাধা নেই। মুসলিমদের মসজিদ তৈরির জন্য ওই বিতর্কিত জমির বাইরে ৫ একর জমি দিতে হবে সরকারকে।

এই রায় নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে তখন থেকেই অসন্তোষ ছিল। প্রায় একই দাবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল বোর্ডও। সেই মামলাও দায়ের হতে পারে এই সপ্তাহেই। রবিবার সংগঠনের নেতারা জমিয়তের সুরেই কথা বলেছিলেন।

তাঁদের বক্তব্য, “অযোধ্যা রায়ের পর থেকেই বিশ্বাস দুর্বল হচ্ছে। দেশের ৯৯ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষই রিভিউ পিটিশনের পক্ষে।”

উল্লেখ্য, গত ৯ নভেম্বর অযোধ্যার শহীদ বাবরি মসজিদের জমিতে হিন্দুদের রাম মন্দির নির্মানের রায় দেয় সুপ্রিম কোর্টের ৫ সদস্যের বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে রাম মন্দির তৈরির পথে যাবতীয় বাধা কেটে গেছে বলে দাবি করেছে সন্ত্রাসী দল বিজেপি।

সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছে, নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা যখন রামমন্দির নির্মাণের কথা বলেছিলাম, তখন অনেকে হেসেছিল। কিন্তু এবার রামমন্দির নির্মাণ ঠেকানোর ক্ষমতা কারও নেই। বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অযোধ্যায় আমরা এক সুবিশাল রামমন্দির তৈরি করব।

ভারতে একের পর এক রাজ্যে সন্ত্রাসী দল বিজেপির ভরাডুবির কারণ হিসেবে এনআরসি আতঙ্কের কথা উঠে এলেও বিজেপি যে তাদের ভাবনা থেকে সরছে না, এবার তা স্পষ্ট করে সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছে, যতই সমালোচনা হোক, পুরো দেশ জুড়ে, সব রাজ্যেই জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ (এনআরসি) করা হবে।

গত রবিবার (১ডিসেম্বর) ঝাড়খন্ড রাজ্যের বোকারোয় এক নির্বাচনী জনসভায় সে এসব কথা বলে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছে, ‘আমরা ভারতের প্রতিটি রাজ্যে এনআরসি কার্যকর করব। কে দেশের বৈধ নাগরিক, আর কে অনুপ্রবেশকারী, তা জানার অধিকার দেশবাসীর রয়েছে। কিছু রাজনৈতিক দল এতে আমাদের সাম্প্রদায়িক বললেও আমাদের কিছু আসে-যায় না।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেছে, অতি ধার্মিক লোকদের প্রতি নজর রাখতে হবে।

পরহেজগার ধার্মিক লোকেরাই সন্ত্রাসী করে দেশে বিশৃঙ্খলা করে।

গত শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে নরসিংদীর বেলাব উপজেলার উয়ারী-বটেশ্বর পশ্চিমপাড়া গ্রামে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকালে সে এসব কথা

বলে। নরসিংদী জেলা পরিষদ প্রায় ৭ কোটি ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করতে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদীদের গঙ্গাঋদ্ধি নামের এই জাদুঘরটি।

গত শনিবার রাতে দিল্লির অন্তর্গত সুভাষ মারেগ এর কাছে তিন মুসলিম তরুণের লাশ পাওয়া যায়। মুসলিম তিন তরুণের লাশ উদ্ধার হওয়ার পর থেকে গোটা দিল্লিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নিহত তিনজনের নাম সাদ, হামজা ও ওসামা। তিনজনই একে অপরের আত্মীয় ছিলো। তারা একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলো।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম মিল্লাত টাইমস জানায়, পুলিশ দাবি করছে রাস্তায় দুর্ঘটনায় এ তিন তরুণ নিহত হয়। যদিও নিহত তিন তরুণের পরিবার পুলিশকে এ বিষয়ে সন্দেহ করছে। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, তারা তিনজন তাদের এক আত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিলো। মটরসাইকেলে করে ফেরার সময় তাদেরকে একটি পুলিশের টহল গাড়ি ধাওয়া করায় দুর্ঘটনা ঘটলে তারা তিনজনই নিহত হয়। তাদের বয়স ছিলো ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। পরিবার দাবি করছে, পুলিশ তাদের ইচ্ছে করে হত্যা করে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে।

আইআইএনএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, সাদের বাবা স্পষ্টভাবে বলেন, এটি কোনও দুর্ঘটনা নয় বরং একটি পরিকল্পিত হত্যা। মধ্য দিল্লি জেলার পুলিশ এই হত্যার জন্য দায়ী। তিনি বলেন, পুলিশ অযথা তাদের ধাওয়া না করলে তারা আজ বেঁচে থাকতো। দুর্ঘটনা ঘটার পর মালাউন পুলিশ তাদের সাহায্য করেনি। কিছু রিকশাওয়ালা তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে, মধ্য দিল্লির ডিসিপি এবং দিল্লি পুলিশের মুখপাত্র মনদীপ রন্ধাওয়া, যিনি রাতের ঘটনার তথ্য মিডিয়াকে জানায়নি।

নিহত সা'দের বাবা অভিযোগ করে বলেন, কেন্দ্রীয় জেলা পুলিশ যদি সত্যবাদী হয় তবে সে কেন ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ গোপন করছে?

মুসলিম তিন তরুণের মৃত্যু নিয়ে নানান জটিলতার মধ্যে অবস্থা আরো কঠিন হচ্ছে। পুলিশ দাবি করছে তিন মুসলিম তরুণ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। আর নিহতদের পরিবার দাবি করছে মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশ ইচ্ছে করে তাদের ধাওয়া করে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

০২রা ডিসেম্বর, ২০১৯

বরগুনার তালতলীতে এক স্কুল ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় ইউনিয়ন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও তার সহযোগীরা ওই ছাত্রীর দুই ভাইকে মারধর করে আহত করেছে। আহত এক ভাইকে গুরুতর অবস্থায় কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

ওই ছাত্রীর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কড়ইবাড়ীয়া টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ওই ছাত্রী। স্কুলে যাওয়া আসার পথে প্রায়ই কড়ইবাড়ীয়া ইউনিয়নের মনির গাজীর ছেলে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মিলন গাজী (২১) বেশ কিছুদিন ধরে মোবাইল নম্বর চেয়ে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে তাকে উত্ত্যক্ত করছিল।

ওই স্কুলছাত্রী বিষয়টি তার পরিবারকে জানালে শনিবার সন্ধ্যার পর বড়ভাই শহিদুল ইসলাম তার খালাতো ভাই ইমাম হোসেনকে নিয়ে কড়ইবাড়ীয়া বাজারে মিলন গাজীর কাছে গিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেন। এসময় মিলন গাজী ক্ষিপ্ত হয়ে তার লোকজন নিয়ে শহিদুল ইসলাম ও ইমাম হোসেনের উপর অতর্কিত হামলা চালায়।

স্কুলছাত্রীর ভাই শহিদুল ইসলাম জানান, ‘আমার বোনকে প্রতিনিয়ত স্কুলে যাওয়া আসার পথে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা মিলন গাজী। বিষয়টি মিলন গাজীকে বুঝিয়ে বলতে গেলে সে আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে মারধর করে। এতে আমার ভাই ইমাম হোসেন গুরুতর আহত হয়ে কলাপাড়া হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডের ৯নং বেডে ভর্তি রয়েছে।’

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের ৭ সন্ত্রাসী কর্মী আহত হয়। শুক্রবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ আব্দুর রব হল থেকে এ ঘটনার সূত্রপাত। এরপর শনিবার সারাদিন উভয় পক্ষ রামদা, রড এবং লাঠিসোঠা নিয়ে দুই হলের সামনে

অবস্থান নিয়ে ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হলে তল্লাশি চালাচ্ছে আওয়ামী দালাল পুলিশ।

বিবাদমান একটি পক্ষ শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক রুবেলের অনুসারী 'সিএফসি' ও অপর পক্ষটি সাবেক দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান বিপুলের অনুসারী 'ভিএক্স'। সিএফসি পক্ষটি শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের এবং ভিএক্স সিটি মেয়র আ জ ম নাসিরের উদ্দিনের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে শহীদ আব্দুর রব হলের টেলিভিশন কক্ষে মিটিং করাকে কেন্দ্র করে এই দুটি পক্ষের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি হয়।

সমকালের সূত্রে জানা যায়, ভিএক্স পক্ষের নেতাকর্মীরা এ এফ রহমান হলে রাত ১১ টায় মিটিংয়ে বসে। তবে যাদের পরীক্ষা চলছে তারা রব হলে নিজ কক্ষে পড়ছিল। সাড়ে ১১ টার দিকে ভিএক্স পক্ষের কর্মীদের কক্ষে গিয়ে সিএফসি কর্মীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেয় এবং রড দিয়ে পেটায়। এতে ভিএক্স পক্ষের কর্মী ও গণিত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের সুইডেন আহম্মেদ আকাশ, তানজিম সাদমান, একই বর্ষের ইসলাম শিক্ষা বিভাগের জাহিদ হাসান, ইতিহাস বিভাগের একই বর্ষের একরামুল হক রিয়াদ, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আহত হয়। তাদের মধ্যে সুইডেন আহম্মেদ আকাশকে গুরুতর অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) পাঠানো হয়।

এ ঘটনা অন্যান্য হলে জানাজানি হলে সিএফসি কর্মীরা শাহ আমানত হলের সামনে এবং ভিএক্স কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে অবস্থান নেয়। এরপর তারা কয়েকবার ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া করে এবং ইট-পাটকেল, কাচের বোতল নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ উভয় পক্ষকে ধাওয়া দিয়ে দুই হলের ভেতরে যেতে বাধ্য করে। দুই পক্ষের কাচের বোতল ও ইট পটকেল নিক্ষেপে সিএফসি পক্ষের ইসলাম শিক্ষা বিভাগের মাস্টার্সের শরীফ উদ্দীন ও প্রান্ত আহত হয়। তাদের সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেলে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ভিএক্স পক্ষের নেতা প্রদীপ চক্রবর্তী দুর্জয় বলেছে, শহীদ আবদুর রব হলে আমাদের কয়েকজন জুনিয়রকে ধারালো রাম দা, রড দিয়ে মারধর করেছে সভাপতির অনুসারীরা। এর আগে দিন একটা ঝামেলা হয়েছিল সভাপতির সঙ্গে বসে আমরা সমাধান করেছিলাম। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আর ঝামেলা করবে না কেউ। একদিন না যেতেই তার কর্মীরা এ ধরনের হামলা করেছে। তাই তার সঙ্গে বসার বা সমঝোতা করার প্রয়োজন মনে করছি না।

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক রুবেল বলেছে, ঘটনার এখনও সমাধান হয়নি। তবে আমরা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছি।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এস এম মনিরুল হাসান বলেছে শুক্রবার রাতে একটা ঝামেলা হয়েছিল সেটা এখনও কোন সমাধান হয়নি। উপাচার্যের সঙ্গে বসে দোষীদের বিষয়ে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

কচু ছাড়া সব কিছুতেই ফরমালিন উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেছে, নির্ভেজাল খাবার দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে, কচু ছাড়া সব কিছুতেই ফরমালিন। খাদ্য ভেজালের কারণে ক্যান্সারসহ জটিল রোগ হচ্ছে। কিছু মানুষ দানব হয়ে যাচ্ছে। এ থেকে মানুষকে ফেরাতে হবে।

আব্দুল হামিদ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, আগে শুধু পকেট মারলেই গণপিটুনি দেয়া হতো, এখন খাদ্যে ভেজালকারী মানুষকেও গণপিটুনি দিতে হবে। মানুষকে এ পথ থেকে ফেরাতে হবে। নইলে জাতি হিসেবে আমরা পঙ্গু হয়ে যাবো।

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) পঞ্চম সমাবর্তনে যোগ দিয়ে রোববার বিকেলে এসব কথা বলে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ।

ফিলিস্তিনের হেবরন শহরে মুসলমানদের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা করছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। এর আগে ফিলিস্তিনের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রদেশটি পশ্চিমা দেশগুলোর মদদে অবৈধভাবে দখল করে ইহুদীবাদী ইসরাইল।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নাফতালি ব্যানেট এরই মধ্যে ওই অবৈধ বসতি স্থাপনের অনুমোদনও দিয়েছে। এবং হেবরন পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে তার নতুন করে ওই অবৈধ বসতি গড়ার অনুমোদনের কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে একের পর এক অবৈধ বসতি গড়ে তুলছে এই ইহুদীবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইল।

হেবরনে এক লাখ ৬০ ফিলিস্তিনি মুসলমানের বসবাস। অন্যদিকে সেখানে গড়ে তোলা অবৈধ বসতিতে কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে বাস করছে ৫০০ ইহুদি সেটেলার।

সূত্র: ইনসাফ২৪

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে (ইফা) ইসলামী বই ছাপানোর নামে ১৭ কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা সিভিল অডিট অধিদফতরের বিশেষ নিরীক্ষায় উদঘাটিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের কপি কম ছাপিয়ে, আরবি ভাষা শিক্ষার টিচার্স গাইড না ছাপিয়ে ইফার মহাপরিচালক (ডিজি) লিখিত বইয়ের রয়্যালিটির নামে এই টাকা তছরুপ করা হয়েছে। এর মধ্যে এক লাখ কপি কুরআন শরিফ কম ছাপিয়ে হাতিয়ে নেয়া হয় প্রায় দুই কোটি টাকা।

ইফার ২০০৯-২০১৮ অর্থ বছরের ১০ বছরের এই নিরীক্ষায় ৯৬টি খাতে সর্বমোট ৭৯৬ কোটি ৭৮ লাখ টাকার অনিয়ম ধরা পড়ে। তার মধ্যে কুরআন শরিফ মুদ্রণসহ পাঁচটি খাতে ১৬ কোটি ৭০ লাখ ৪ হাজার টাকা আত্মসাৎ হয়েছে।

প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারিক কর্মকর্তা সামীম মোহাম্মাদ আফজল ২০০৯ সাল থেকে ইফার ডিজির দায়িত্ব পালন করে আসছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর তার সর্বশেষ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ শেষ হবে।

সিভিল অডিট অধিদফতরের উপ-পরিচালক এম এম নিয়ামুল পারভেজের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের টিম এই নিরীক্ষা পরিচালনা করে। এতে ইফার ১২টি কার্যালয়ের ২০০৯-১৮ সালের বরাদ্দ ও ব্যয় খতিয়ে দেখা হয়।

অডিট টিমের একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ইফার বিরুদ্ধে আনীত কোনো অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ফেরত দেওয়া অর্থ সমন্বয় করা হয়েছে। আরো কিছু ফেরত পেলে তাও সমন্বয় করা হবে। ইতোমধ্যেই এগ্রিড মিটিং হয়ে গেছে। ওখানেই খসড়া রিপোর্টটিই চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ছোটখাট কিছু পরিবর্তন করে চূড়ান্ত রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া প্রক্রিয়াধীন।

রিপোর্টে অনিয়মের পুরো টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান এবং অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার প্রাথমিক প্রতিবেদনে ইফার ১৩৪টি খাতে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগের ব্যাপারে ইফার জবাব চাওয়া হয়। এরপর ইফা ডিজির পক্ষ থেকে কয়েক দফায়

প্রায় ৮২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়াসহ জবাব দেয়। জবাবগুলো আবার খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত খসড়া নিয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইফার কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে বসে অডিট টিম এবং সেটি চূড়ান্ত করা হয়। এতে অনিয়মের খাতের সংখ্যা কমে আসলেও অনিয়মের টাকার অংকে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি।

২০১৭-১৮ আর্থিক সালে ৫ লাখ ৯৯ হাজার ৬৮০ কপি কুরআন সরবরাহের জন্য ইফার প্রেসকে সরাসরি কার্যাদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রেস থেকে ৫ লাখ কপি সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ৫ লাখ ৯৯ হাজার ৬৮০ কপি মুদ্রণের বিল বাবদ ১১ কোটি ৬০ লাখ ৩৭ হাজার ৬০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। এতে ১ কোটি ৯৪ লাখ ৩৭ হাজার ৬০০ টাকা আত্মসাতের ঘটনা ঘটে। এই আত্মসাতের বিষয়ে ইফা সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায় নিরীক্ষার সুপারিশে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া এবং আত্মসাতের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে বলা হয়েছে।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

কথিত সুপ্রিম কোর্টের এফিডেভিট শাখায় সিসি ক্যামেরা বসানোর পরও অনিয়ম বন্ধ করা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছে প্রধান বিচারপতি তাগুত সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।

আজ সোমবার (২ ডিসেম্বর) সকালে একটি মামলার শুনানিকে কেন্দ্র করে পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি এই মন্তব্য করে।

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এ সময় আদালতে উপস্থিত ছিল।

নির্ধারিত মামলার শুনানি করতে গিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম কথিত আদালতকে বলে, 'একটি মামলা আজ (সোমবার) তিন নম্বর সিরিয়ালে (আপিল বিভাগের কার্যতালিকায়) থাকার কথা। কিন্তু অদৃশ্যভাবে তা ৮৯ নম্বর সিরিয়ালে গেছে। কীভাবে গেল তা আপিল বিভাগের কাছে জানতে চায় সে।

এ সময় প্রধান বিচারপতি বলে, 'সিসি ক্যামেরা বসালাম (এফিডেভিট শাখা কক্ষে), এখন সবাই বাইরে এসে এফিডেভিট করে। সিসি ক্যামেরা বসিয়েও অনিয়ম রুখতে পারছি না।' এরপর অ্যাটর্নি জেনারেল বলে, 'অনেকেই মামলার তালিকা ওপর- নিচ করে কোটিপতি হয়ে গেছে।'

প্রধান বিচারপতি বলেছে, 'রাষ্ট্রপক্ষের অনেক আইনজীবীও আদালতে আসে না। বেতন বেশি হওয়ার কারণে এমন হচ্ছে।

বেতন কম হলে তারা ঠিকই কষ্ট করে আদালতে আসত। '

এরপর তাৎক্ষণিক এক আদেশে ডেপুটি রেজিস্ট্রার মেহেদী হাসানকে আপিল বিভাগে তলব করে প্রধান বিচারপতি। তবে মামলার সিরিয়াল করা নিয়ে মেহেদী হাসানের ব্যাখ্যায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

নিচে ভয়াবহ গভীরতা। মাত্র একটি বাঁশে ভর করে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে এভাবে চললেও সংযোগ সড়কটি মেরামত করা হয়নি। গত শুক্রবার মেলান্দহের মাহমুদপুর ইউনিয়নের খাশিমারা গ্রামে। দীর্ঘদিনেও জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের খাশিমারা গ্রামের একটি সেতুর সংযোগ সড়ক মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এতে ১৪ বছর ধরে দুর্ভোগে রয়েছে ৯ গ্রামের মানুষ। ভাঙা অংশে বাঁশের সাঁকো দিয়ে পারাপার হচ্ছে তারা। এতে দুর্ঘটনাও ঘটছে।

গত শুক্রবার সরেজমিনে দেখা যায়, দুর্গম গ্রাম খাশিমারা। গ্রামে ঢোকার রাস্তাও কাঁচা। গ্রামের পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে গেছে উমরা নদী। এই নদীর ওপর সেতুটি। সেতুর পশ্চিম পাশে প্রায় ৫০ মিটার সংযোগ সড়ক ভাঙা। সেতুর সঙ্গে সংযোগ সড়ক ভেঙে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সেখানে বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ভাঙা অংশ দিয়ে চলাচলের জন্য একটি লম্বা বাঁশ দিয়ে সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। সেটিও নড়বড়ে। এটি দিয়ে পারাপার হওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সেতুর পূর্ব পাশের সংযোগ সড়কও ভেঙে গেছে। লোকজন ঝুঁকি নিয়ে একটি বাঁশের ওপর দিয়ে চলাচল করছে।

কয়েকজন গ্রামবাসী জানান, ২০০১ সালে সেতুটি নির্মিত হয়। নির্মাণের পর ২০০৫ সালে সেতুর সংযোগ সড়ক ভেঙে যায়। সময় যত বেড়েছে, ভাঙন আরও বড় হয়েছে। ১৪ বছরেও ভাঙা অংশটুকু মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এরপর গ্রামবাসী মিলে একটি বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করে চলাচল করেছেন। কিন্তু বড় ভাঙার কারণে সাঁকোও বেশি দিন টেকে না। সাঁকো ভেঙে যাওয়ার পর কয়েক বছর যোগাযোগ একদম বন্ধ ছিল। পরে একটি বাঁশ দিয়ে লোকজন চলাচল করছে। সেতুটি দিয়ে খাশিমারা, দক্ষিণ খাশিমারা, রোনাইপাড়া, পুটায়পাড়া, নলকুঁড়ি, নাংলা, ফকিরপাড়া, কাজাইকাটা ও নলছিয়া গ্রামের লোকজন যাতায়াত করে।

খাশিমারা গ্রামের নূরুল ইসলাম বলেন, ভাঙা অংশের জন্য তাঁদের কষ্টের শেষ নেই। চারপাশ দিয়ে নদী। সেতুটি ছাড়া পারাপার হওয়া যায় না। ১৪ বছর ধরে এটি ভাঙছে। কিন্তু কোনো দিনও এটি সরকারিভাবে মেরামত হয়নি। বর্তমানে একটি বাঁশ দিয়ে কোনো রকমে লোকজন চলাচল করে।

নূরুল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি বাঁশ থেকে পড়ে বিভিন্ন সময় চারজন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা হলেন মো. রিফাত (১২), জাকিরুল ইসলাম (৪), সাথি আক্তার (৯) ও আব্দুল হালিম (৩৫)।

রোকনাইপাড়া গ্রামের জবেদা বেগম তাঁর নাতিকে নিয়ে একটি বাঁশ দিয়ে ভাঙা অংশ খুবই সাবধানে পার হলেন। তিনি বলেন, এই ভাঙা অংশ অনেক গভীর। একটি বাঁশে পা রেখে পারাপার হতে খুব ভয় লাগে। ছোট নাতিকে নিয়ে খুব কষ্টে পার হলেন। কত বছর ধরে এই কষ্ট করছেন। কিন্তু এটি আর মেরামত হয় না।

জবেদা বেগম জানান, গত বছর তাঁর নাতনি সাথি আক্তার স্কুলে যাওয়ার সময় বাঁশ থেকে পড়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হয়ে দীর্ঘদিন সে ঘরে পড়ে ছিল। এভাবে প্রায়ই লোকজন বাঁশ থেকে পড়ে আহত হয়।
খবরঃ প্রথম আলো

রোকনাইপাড়া গ্রামের তারা মিয়া বলেন, তাঁদের কপালই খারাপ। ১৪ বছরেও ভাঙা অংশ মেরামতের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৪ বছর ধরে লোকজন ঝুঁকি নিয়ে বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলাচল করছে। সেতুর সুফল তাঁরা ভাঙা অংশের জন্য পাননি। তিনি বলেন, 'ভাঙা অংশ মেরামতের জন্য গ্রামের সবাই এক হয়ে, অনেক জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। কেউ ভাঙা অংশ মেরামতে এগিয়ে আসেনি। তাই বর্তমানে এটা মেরামতের আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছি।'

সেতুটি পার হয়ে খাশিমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও খাশিমারা উচ্চবিদ্যালয়ে যায় শিক্ষার্থীরা। ভাঙা অংশটুকু খুবই ঝুঁকি নিয়ে পার হয় শিক্ষার্থীরা। খাশিমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান বলে, ভাঙা অংশ পার হতে তাদের খুব ভয় লাগে। অনেক উঁচুতে বাঁশটি থাকায় তা নড়বড়ে। মাঝেমধ্যে মনে হয়, এই বুঝি বাঁশ থেকে তারা পড়ে যাচ্ছে।

ই-সিম, অ্যাপলআইফোন ব্যবহারকারীদের কেউ কেউ বলে থাকেন, একটি অতিরিক্ত সিমকার্ড লাগানোর সুবিধা থাকলে ভালো হতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরও একটি সিমকার্ডের জায়গা করে দিতে অ্যাপল নারাজ। কারণ, ওই জায়গা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। শুধু যে আইফোনে, তা কিন্তু নয়, একটিমাত্র সিমকার্ড সমর্থন করে এমন সব ফোনের ক্ষেত্রেও তাই। তবে সমাধানও রয়েছে। আর তা হলো ই-সিম।

ই-সিম কী: ই-সিমের পূর্ণ রূপ হলো এমবেডেড সাবস্ক্রাইবার আইডেনটিটি মডিউল। মুঠোফোনে সচরাচর যে প্লাস্টিকের সিমকার্ড ব্যবহার করা হয়, তা খুব সহজেই খোলা ও পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু ই-সিম ছোট আকৃতির এমন চিপ, যা মাদারবোর্ডে সরাসরি যুক্ত থাকে। যা সাধারণ সিমকার্ডের মতো নেটওয়ার্ক সরবরাহকারী কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

ই-সিমের সুবিধা: এটি সুবিধামতো সাজিয়ে নেওয়া যায়। অর্থাৎ আলাদা সংযোগদাতার জন্য আলাদা সিমকার্ডের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনমতো বিভিন্ন কোম্পানির নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা যাবে। খুব সহজেই ব্যবহার করা থেকে দূরেও থাকা যাবে। তা ছাড়া ফোনের নকশায় ই-সিমের জন্য পরিবর্তন আনা যাবে। সিমকার্ডের জন্য যে বাড়তি জায়গা প্রয়োজন ছিল, তা এখন অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। যাঁরা প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করেন, তাঁদের এ ক্ষেত্রে সিমকার্ড নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

যেসব ফোনে ই-সিম সমর্থন করে: আইফোন এক্সএস, এক্সএস ম্যাক্স, এক্সআর, ১১, ১১ প্রো ও ১১ প্রো ম্যাক্স এবং গুগলের পিক্সেল ২,৩, ৩এ ও ৪ এ সাধারণ প্লাস্টিক সিমকার্ডের পাশাপাশি ই-সিম সমর্থন করে। অন্যদিকে স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি ফোল্ড ফোনে ই-সিমের সুবিধা রাখা হয়েছে।

চমক দেখাতে যাচ্ছে মটোরোলা রেজর। যেটি হবে সম্পূর্ণ ই-সিম নির্ভর।

যেভাবে ব্যবহার করা যাবে: ই-সিম এখনো প্রাথমিক পর্যায় আছে বলা চলে। তবে দিন দিন এর ব্যবহার বাড়বে, যেমনটা বাড়বে মুঠোফোনে ই-সিম সমর্থন। সুবিধাটি ব্যবহার করার জন্য একেক কোম্পানি একেক নিয়ম অনুসরণ করে থাকে। কিছু কোম্পানির ক্ষেত্রে সরাসরি উপস্থিত থেকে চালু করতে হয়, যেমন এটিএন্ডটি। আর কিছু কোম্পানি অ্যাপের মাধ্যমে সেবা দিয়ে থাকে, যেমন ভেরাইজন ওয়্যারলেস।

ভারত থেকে সীমান্ত দিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে অবৈধভাবে বাংলাদেশে মানুষের প্রবেশের ঘটনা সবার, বিশেষ করে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ দাবি করে। গত কয়েক সপ্তাহে যাঁরা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের ভাষ্য হচ্ছে যে ভারতে জাতীয় নাগরিক তালিকার (এনআরসি) আতঙ্ক ও নানা চাপের কারণে তাঁরা ভারত ছেড়ে চলে এসেছেন। এ নতুন ঘটনাপ্রবাহের তাৎপর্য দুটি প্রেক্ষাপটে বোঝা দরকার। এর একটি ভারতীয় অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং অন্যটি হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক।

গত ৩১ আগস্ট আসামে এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরপরই যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, এখন তা-ই বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। সেই সময়েই এটা বোঝা যাচ্ছিল যে এনআরসি থেকে বাদ পড়েছে এমন লোকদের ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে জোর করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর পদক্ষেপ না নিলেও পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে অনেকেই, বিশেষ করে যারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সদস্য, ভীতি এবং চাপের মুখে বাংলাদেশেই আশ্রয় নিতে চাইবে ('আসামের নাগরিকত্ব সংকট: বাংলাদেশের যা করণীয়', *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, ৩১ আগস্ট ২০১৯)। ভারত সরকারের যুক্তি হবে যে তারা জোর করে কাউকে পাঠাচ্ছে না। এখন ভারত সরকার অন্য পদক্ষেপের মাধ্যমে সেদিকেই অগ্রসর হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে যে কর্ণাটক রাজ্য থেকে গত কয়েক দিনে দফায় দফায় 'অবৈধ বাংলাদেশি' বলে আটক করে কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে এবং তাঁদের শিগগিরই বাংলাদেশে 'পুশইন' করা হবে (দ্য টেলিগ্রাফ অনলাইন, ২৪ নভেম্বর ২০১৯)। কর্ণাটকে আটক ব্যক্তিরা 'বাংলাদেশি', তা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কী করে নিশ্চিত হলো এবং তাঁদের আইনি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্ন ভারতের মানবাধিকারকর্মীরা তুলেছেন। 'অবৈধ বাংলাদেশি বিতাড়নের' নামে যা করা হচ্ছে, তাতে মনে হয় ভারত রাখঢাক না করেই একটি ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। এসব পদক্ষেপ যে এনআরসির সঙ্গে যুক্ত, তা ভারতের অভিবাসনবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। অধ্যাপক সব্যসাচী রায় চৌধুরী বলেছেন, একটি থানায় ২০ দিনে ১৮০ জনকে আটকের ঘটনা স্বাভাবিক নয়। পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসী দল বিজেপি নেতাদের ভাষ্য অনুযায়ী 'এনআরসির ভীতি' ইতিমধ্যেই 'কাজ করতে শুরু করেছে' (*হিন্দুস্তান টাইমস*, ২৪ নভেম্বর ২০১৯)।

আসামে ১৯৭৯-৮৫ সালের ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক তালিকা বিষয়ে যে চুক্তি হয়েছিল, ২০১৩ সালে আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল, সেগুলোকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে বা বাধ্য বিষয় বলে বিবেচনা করে ২০১৯ সালে আসামে যে এনআরসির তালিকা তৈরি হয়েছে, তার কোনোটাই সারা ভারতের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু বিজেপির নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহর কিংবা সুস্পষ্টভাবে বললে সন্ত্রাসী 'সংঘ পরিবারের' অ্যাজেন্ডা হচ্ছে এনআরসির নামে ভারতকে এক হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা, যেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠী দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকে

পরিণত হবে। পাঁচ বছর ধরে বিজেপির বিভিন্ন কার্যকলাপেই তা সুস্পষ্ট। এখন একদিকে বিজেপি আসামের এনআরসি বাতিলের দাবি করছে, অন্যদিকে ভারতের সব রাজ্যে এনআরসি করার হুজুগ তুলেছে। কারণ, বিজেপির আশা ছিল এবং এভাবেই প্রচার চালিয়েছিল যে আসামের এনআরসি যাদের নাগরিক নয় বলে শনাক্ত করবে তাদের অধিকাংশ হবে মুসলিম— তাদের সহজেই বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করা যাবে।

এখন সারা ভারতে এনআরসির জুজু দেখানো হচ্ছে সবাইকে। গত বুধবার পার্লামেন্টে অমিত শাহ বলেছে, সারা দেশেই এনআরসি হবে। ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামনে প্রশ্ন, তারা কী করবে। ইতিমধ্যেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এনআরসি বয়কট করার প্রস্তাব উঠেছে (স্ক্রল ডট ইন ২৪ নভেম্বর ২০১৯)। হিন্দুত্ববাদ এবং বিদেশিভীতির (জেনেফোবিয়া) মিশ্রণে যে অ্যাজেন্ডা, তার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে নাগরিক আইন সংশোধন। এই সংশোধনী আগে চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এখন বিজেপি এ বিষয়ে আপসহীন। অমিত শাহ বলেছেন নাগরিকত্ব আইন বদলের আগেই সারা ভারতে এনআরসি হবে। তার ফলে এনআরসির কারণে যারা নাগরিকত্ব হারাবে, নতুন নাগরিকত্ব আইনের আওতায় তারা নাগরিক হতে পারবে, কেবল বাদ যাবে মুসলিমরা। কাশ্মীর বিষয়ে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল এবং আদালতে বাবরি মসজিদ-রামমন্দির নিয়ে তাদের অ্যাজেন্ডার অনুকূলে রায়ের পরে দলের আশু লক্ষ্য দুটি—নাগরিকত্ব আইন সংশোধন এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু।

ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির এসব কূটচালের ফল হচ্ছে বাংলাদেশে অবৈধ প্রবেশ। এখন তা সীমিত আকারের হলেও ভবিষ্যতে তা যে বড় আকার নেবে না, তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস হলে যে অবস্থা হবে, তা কেবল ভারতের ভেতরেই সীমিত থাকবে না। ভারত সরকার এবং ক্ষমতাসীন বিজেপি জানে যে তারা যা করছে, তার ফলে এ অনুপ্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। তারা নির্দ্বিধায় এ কাজে এগিয়ে যাচ্ছে, কারণ তারা সম্ভবত ধরেই নিয়েছে যে এ বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জোর আপত্তি উঠবে না। এটাই হচ্ছে এখনকার পরিস্থিতির জন্য বিবেচ্য দ্বিতীয় প্রেক্ষাপট—বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক।

ভারতের এনআরসির কারণে বাংলাদেশের উদ্বেগের কিছু নেই—ভারতীয় নেতৃত্বের এমন আশ্বাসে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের আস্থা সম্ভবত বেশ জোরালো। কিন্তু এ নিয়ে বাংলাদেশ আগে উদ্বিগ্ন না হলেও এখন যে পরিস্থিতি তৈরি হতে শুরু করেছে, তা বড়ই উদ্বিগ্নের কারণ। এমন একটি পরিস্থিতিতেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছে, ভারত কাউকে পুশব্যাক করবে না বলেছে। এক বছরের বেশি সময় ধরে সন্ত্রাসী দল বিজেপি নেতা

অমিত শাহ ভারতের কথিত অবৈধ অভিবাসীদের ‘বাংলাদেশি’ বলেই বর্ণনা করেছে, ‘উইপোকা’ বলেছে, তাদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে—কিন্তু এসব নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ভারতঘেষা সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। এমনকি ভারতের সেনাপ্রধান সন্ত্রাসী বিপিন রাওয়াত যখন বাংলাদেশে থেকে ‘ব্যাপক অনুপ্রবেশ’কে ‘চীনের সাহায্যে পাকিস্তানের প্রক্সি যুদ্ধ’ বলে চিহ্নিত করেছিল, তখনো সরকার এ বিষয়ে নীরবতা পালন শ্রেয় বলে মনে করেছে।

বাংলাদেশ-ভারত সরকারের মধ্যে সম্পর্ক যে গত এক দশকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এ সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার মাত্রা বোঝাতে একে ‘স্বামী-স্ত্রী’র সম্পর্ক বলেছিল। এত কিছু সত্ত্বেও গত এক দশকে বাংলাদেশের প্রাপ্তি কী, যখনই সেই হিসাব উঠেছে, দেখা গেছে যে প্রাপ্তি একপক্ষীয়—ভারতের অনুকূলে; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভূকৌশলগত—যে দিক থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন।

বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও এ সম্পর্কের অনেক খবরের জন্য বাংলাদেশের মানুষকে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। তার সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কলকাতা সফরের সময়ে যা ঘটেছে, সে বিষয়ে *আনন্দবাজার পত্রিকার* প্রতিবেদন, ‘মিত্র হাসিনার শীতল অভ্যর্থনা, কাঠগড়ায় দিল্লি’। প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফরের সময় ভারতীয় সরকার যে ধরনের অভ্যর্থনা জানিয়েছে, তা যে কূটনৈতিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যমেই আমরা তা পাইনি। এ ঘটনা যে এই প্রথমবার ঘটেছে তা নয়, অক্টোবরে শেখ হাসিনা দিল্লি সফরের সময়েও প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অভ্যর্থনা হয়নি। সেই নিয়েও বাংলাদেশে কোনো গণমাধ্যমে আলোচনা হয়নি। গণমাধ্যমের এ আচরণ থেকেই বোঝা যায় যে সরকার এবং গণমাধ্যম ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় হলেই একধরনের ‘অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতায়’ ভোগে। এ ধরনের আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সামরিক সহযোগিতা চুক্তি বিষয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর উদ্ধৃত করেই বাংলাদেশে এ নিয়ে আলোচনার সূচনা হয়েছিল। এগুলো কেবল গণমাধ্যমগুলোর অদক্ষতার বিষয় নয়।

ভারত বিষয়ে এ ধরনের স্পর্শকাতরতার কারণেই দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ধরনের অসমতা রয়েছে, সেই নিয়ে আলোচনার জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। গণমাধ্যমগুলো রাজনৈতিক বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় বা সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করার অর্থ এই নয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা নেই। এখন অনুপ্রবেশের ঘটনায় এ সম্পর্কের প্রশ্নটিই সামনে আসবে। কেবল অনুপ্রবেশের ঘটনাই বিবেচিত হবে তা নয়,

সম্পর্কের অন্যান্য দিকও বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো এবং নাগরিক সমাজ তা বুঝতে সক্ষম হচ্ছে কি না এবং তাদের যে ভূমিকা, তা পালন করতে তারা প্রস্তুত আছে কি না, সেটাই প্রশ্ন।

***সূত্র: প্রথম আলো* / আলী রীয়াজ:** যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) রোববার জোর দিয়ে দাবি করেছে যে ভারতের ৯৯ শতাংশ মুলমানই অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দেয়া রায়ের রিভিউ চান।

মামলার পক্ষ না হয়েও প্রভাবশালী মুসলিম এই সংগঠনটি রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছে।

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণের অনুমতি দিয়ে রায় দেয় ভারতীয় মালাউন সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। এর বদলে মুসলমানদেরকে অন্য কোথাও মসজিদ নির্মাণ করতে পাঁচ একর জমি দিতে সরকারকে নির্দেশ দেয়।

এআইএমপিএলবি সাধারণ সম্পাদক মওলানা ওয়ালি রাহমানি বার্তা সংস্থা পিটিআইকে বলেন, রিভিউ পিটিশন দায়ের করা হবে, ৯৯ শতাংশ মুসলমান রিভিউ পিটিশন দায়েরের পক্ষে। কেউ যদি মনে করেন মুসলমানদের বড় অংশ তা চান না তাহলে সেটা ভুল।

তবে ওই পটিশন খারিজ করে দেয়া হবে বলেও রাহমানির আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন, তাই বলে আমরা পিটিশন দায়ের করা থেকে পিছিয়ে যাবো না। রায়ে অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয় রয়েছে।

মাস কয়েক আগেও গম-গম করত বেঙ্গালুরু ও সংলগ্ন বেলান্দুর, থুবুরাহল্লি, হারালুর, সরজাপুর এলাকা। কিন্তু, ক্রমশ এলাকাগুলো যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে। অবৈধ বাংলাদেশিদের ধরপাকড় শুরু হতেই ভয়ে বেঙ্গালুরু ছাড়ছে অনেকে। আর তাতেই এই হাল।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রিপোর্টে প্রকাশ, বেলান্দুরে কর্মরত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাংলাদেশি বাসিন্দার কথায়, ‘সরগরম ছিল এই কলোনি। কিন্তু এখন দেখলে কাঁদতে ইচ্ছে করে। প্রায় সকলেই এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছে।’ তাঁর কথায় বাংলাদেশে ফিরতে প্রায় হাজার পনের টাকার প্রয়োজন। সেই অর্থ জোগাড় হলে তিনিও ভারত ছাড়বেন। বিগত ১৩ বছর ধরে বেঙ্গালুরুতে আবর্জনা পরিস্কারের কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। দুই মেয়ের কলেজের পড়ার অর্থ বাংলাদেশে পাঠান এই কাজ করেই। দেশে ফিরতে হলে ভবিষ্যত যে সুখকর নয়, তা জেনেও সীমান্ত পারের চেষ্টায় ওই ব্যক্তি। বেসরকারি পরিসংখ্যানে জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরু শহরে ২০০ থেকে ২৫০ বাংলাদেশি পরিবার ছিল। বেশিরভাগই বাড়ির কাজ বা আবর্জনা তোলার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুলিশ ধরপাকড় জোরদার করতেই বেশির ভাগই চলে গিয়েছে। রয়েছে ১৫-১৬ পরিবার।

থুবুরাহল্লি, হারালুর, সরজাপুরের অবৈধ উপায়ে ভারতে ঢুকে পড়া বাংলাদেশিরা সন্তানদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন, বাড়ির সামগ্রী ও যানবাহন জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। এদের অনেকেই বলছেন, বেঙ্গালুরু পুলিশের হাতে ধরা পড়লে হেনস্তার শেষ থাকবে না। এর থেকে সীমান্ত পার করতে গিয়ে বিজিবির হাতে ধরা পড়লে তাও রক্ষে। প্রমাণের সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশি নাগরিকত্বের। তাদের কথায়, বেশিরভাগই দেশে ফিরে যাচ্ছেন। অল্প সংখ্যক কিছু বাংলাদেশি দিল্লি, তামিলনাড়ুসহ অবিজেপি শাসিত রাজ্যেগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। অনেকের আবার আর্জি তাদের ২ বছরের জন্য কাজের ভিসা দেওয়া হোক। তাহলে কমবে অনুপ্রবেশের হার।

সম্প্রতি, বেঙ্গালুরু পুলিশ শহর থেকে অবৈধ বাংলাদেশিদের ধরতে কড়া পদক্ষেপ করেছে। প্রায়ই চলছে ধরপাকড়। আর এতেই বিপদ বেড়েছে কাজের সন্ধানে এদেশে ঢুকে পড়া বাংলাদেশিদের। শহরে বসবাসকারী ২৮ বছরের এক যুবকের কথায়, ‘সম্প্রতি ৬০ জন ধরা পড়েছে। ভয়ে আমি গাড়ি চালান ছেড়ে দিয়েছি। আমি চাই না পুলিশ আমাকে ধরুক। একবার ধরলে পুরো পরিবারর শেষ হয়ে যাবে।’

যুবকের স্ত্রী বাংলাদেশের বাগেরহাটের বাসিন্দার দাবি, ‘ভারতে ধরা পড়লে অবস্থা শেষ হয়ে যাবে।’ চোখে মুখে ভয়ের ছাপ। প্রশ্ন, ‘খাটলেও আমাদের দেশে অর্থ মেলে না। ফিরে তো যাব। কিন্তু করব কী? পেট চলবে কীভাবে জানি না।’

দিন কয়েক আগেই ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরতে গিয়ে সীমান্তে আটক হন ২০০০ বাংলাদেশি। এই ধরনের ঘটনা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যমগুলে এই খবর প্রকাশ করে। বেশ কয়েকজনের পরিবার ভারতে আসেন ১৯৭১

সালে। উদ্বাস্তু হিসাবে রয়েছেন তারা। ভয়ে তাদেরও কম নয়। উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ২৬ বছর বয়সী যুবক তাই অপেক্ষা করছে। শেষ পর্যন্ত কী হয় তা দেখতে চাইছে সে। কিন্তু এই পরিস্থিতি হাতে গোনা মাত্র।

ধরপাকড় বেড়েছে বেঙ্গালুরুতে। কর্নাটক সরকারও জানিয়েছে এনআরসি হবে রাজ্যে। ৩৫টি আটক কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। আর এতেই ভীতি বেড়েছে। আগেভাগেই বাংলাদেশ চলে যাচ্ছেন এদেশে অবৈধ উপায়ে ঢুকে পড়া ওপারা বাংলার বাসিন্দারা। ধরপাকড়ের গুঁতোয় বাংলা, আসাম, ত্রিপুরার বহু ভারতীয় বাঙালিও আতঙ্কে রয়েছেন।

বেঙ্গালুরু ও সংলগ্ন যেসব এলাকায় বেশি বাংলাদেশিদের বাস সেখানে সপ্তাহ কয়েক আগেই পৌঁছেছিল ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। প্রথমে বাড়ির মহিলা ও শিশুদের কথা বলতেই দেওয়া হচ্ছিল না। নেকেই আবার নিজেদের নাম বদল করে হিন্দু বলে দাবি করেন। যেমন একজন নিজেকে সুমন বলে দাবি করেন। পরে জানান তিনি বাংলাদেশি। অবিলম্বে ভারত ছাড়বেন।

ধস নেমেছে বর্জ্য নিষ্কাশন কারখানাগুলোতেও। কারখানা মালিক বলছিলেন, ‘আমার কাছে ৮০ জন বাংলাদেশি কাজ করত। এখন রয়েছে মাত্রা ২০ জন। এদের অনেকেই চলে যাবে। ফলে খুব সমস্যা হচ্ছে।’ নির্মাণ শিল্পেও বহু বাংলাদেশি কাজ করেন। সেখানেও কাজের চেয়ে চাহিদা শ্রমিকের কম থাকায় মজুরি বেশি পড়ছে। বাড়ছে উৎপাদন ব্যয়। বেঙ্গালুরুর মানবাধিকার কর্মী কলিমুল্লার জানান, ‘এত বছর এদেশে ঢুকে পড়া বাংলাদেশিদের কিছু বলা হল না। এরা শহর পরিষ্কার রাখার কাজ করছে। এরা চলে যাচ্ছে। ফলে শহর ফের নোংরা হতে পারে।’

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ তেলেঙ্গানার রাজধানী হায়দ্রাবাদে এক পশু চিকিৎসক তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যার পর নৃশংসভাবে তার মরদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

কলকাতাভিত্তিক *আনন্দবাজার পত্রিকার* এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, হত্যার প্রায় ৩ ঘণ্টা আগে ওই তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার ছক কষা হয়েছিল। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দেশটিতে তীব্র ক্ষোভ এবং শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তরুণীর স্কুটারের চাকা ফুটো করে দিয়েছিল ঘাতকরা। চাকা ঠিক করে দেওয়ার কথা বলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই স্কুটার। তারপর চারজন মিলে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করেছিল তাকে। শেষে খুন করে পেট্রল-ডিজেল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল তরুণীর মরদেহ।

তেলঙ্গানায় গত বুধবারের এই ঘটনায় শিউরে উঠেছে পুরো ভারত। শুক্রবার ২৬ বছরের ওই তরুণীর আধপোড়া দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। মোহাম্মদ আরিফ (২৬), জল্লু শিবা (২০), জল্লু নবীন (২০) এবং চিন্তকুন্ত চেন্নাকেশভুলু (২০) ট্রাকের কর্মী। হায়দ্রাবাদের কাছে শামশাবাদ টোল প্লাজায় গত বুধবার রাতে ট্রাকের এই কর্মীদের আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় নিজের বোনকে ফোন করে ওই তরুণী বলেছিলেন, 'কয়েকজন অচেনা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। আমার সঙ্গে কথা বলতে থাক।'

কল্লুরু গ্রামের একটি পশু-হাসপাতালে কাজ করতেন ওই তরুণী। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে প্রথমে গোচিবাওলিতে এক চর্মচিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। নিজের স্কুটারটি শামশাবাদ টোল প্লাজার কাছে রেখে ট্যাক্সি নিয়ে ওই চিকিৎসকের কাছে যান তিনি। ফিরে এসে দেখেন, স্কুটারের পেছনের চাকাটি পাংচার।

হায়দ্রাবাদ শহর থেকে শামশাবাদ প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে। তরুণী ওই টোল প্লাজা থেকে রাত সোয়া ৯টার দিকে বোনকে ফোন করে বলেন, দুই ট্রাকচালক তাকে সাহায্য করবে বলছে। তার আপত্তি সত্ত্বেও টায়ার সারিয়ে দেবে বলে স্কুটার নিয়ে চলে গেছে একজন। বোন তাকে পরামর্শ দেন, স্কুটারটি রেখে ট্যাক্সি ধরে চলে আসতে। সে-ই শেষ কথা। পৌনে ১০টার দিকে বোন আবার চেষ্টা করে সেল ফোন বন্ধ পান ওই তরুণীর। পরের দিন সকালে শামশাবাদের আউটার রিং রোডের আন্ডারপাসের নিচে ওই চিকিৎসকের পোড়া দেহাংশ মেলে।

হায়দ্রাবাদ পুলিশ বলছে, বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে টোল প্লাজায় তরুণী চিকিৎসককে স্কুটার রাখতে দেখেই তাকে ধর্ষণের ছক কষেছিল চার অভিযুক্ত। সেখানে বসে মদ পান করছিল তারা। তরুণী ট্যাক্সিতে চলে যেতেই স্কুটারের চাকা ফুটো করে দেয় নবীন। ওই তরুণী ফিরে আসার পরে আরিফ চাকা সারিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। স্কুটার নিয়ে শিবা চলে যায়। তখন আরিফ, নবীন এবং চিন্তকুন্ত টোল প্লাজার কাছেই একটি ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে তরুণীকে।

চাকা সারিয়ে ফিরে এসে ধর্ষণ করে শিবাও। তরুণীর মুখ চেপে ধরে আরিফ। এর পর স্কুটারটি নিয়ে কয়েক বোতল পেট্রল কেনে দু'জন। অন্য দু'জন আরিফের লরিতে করে দেহ নিয়ে যায় আন্ডারপাসে। কিছু ডিজেল বের করা হয় তরুণীর স্কুটার থেকেও। এরপর আন্ডারপাসের এক কোণে মরদেহ নামিয়ে তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে পালায় তারা। পরের দিন ভোরে এক দুধ-বিক্রেতা সেখানে দেহটি জ্বলতে দেখে পুলিশে খবর দেয়।

মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হাফেজ্জী বলেছেন, এদেশ থেকে যারা ইসলামকে মুছে ফেলতে চায় তারাই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ঈমান নিয়ে বাঁচতে জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে গেছে।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহপাকই ইসলামের পতাকে উজ্জল রাখবেন। খেলাফত শাসনব্যবস্থা না থাকায় দেশের জনগণ সুশাসনের অভাব ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ইমান টুয়েন্টিফোরের বরাতে জানা যায়, গত শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকার কামরাঙ্গীরচর জামিয়া নুরিয়া মাদরাসা ময়দানে সভাপতির ভাষনে তিনি এসব কথা বলেন।

মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী বলেন, ইসলাম কুরআন হাদিস ও মহানবী (সা.) কে নিয়ে নাস্তিক্যবাদীরা অপমানজনক কথাবার্তা বলার দু:সাহস দেখাচ্ছে। সব ধরনের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাগুতি শক্তিকে পরাভূত করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে।

মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ আরো বলেছেন, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চীন, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের উপর চলছে অমানবিক জুলুম নির্যাতন এবং প্রতিহিংসার দাবানল। কিন্তু তাদের পক্ষে কথা বলার তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। অথচ হযরত মহানবী (সা.) নিষ্ঠুর বর্বর জাহিলিয়াতের যুগেও পরাজিত শত্রুদের উপর প্রতিশোধের পরিবর্তে দয়া ও ক্ষমার যে নজির স্থাপন করেছিলেন পৃথিবীতে তা আজ বিরল। খেলাফত শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার বিশ্ববাসিকে উপহার দিয়ে গেছেন তাতে মুসলমানসহ সকল ধর্মের মানুষের ন্যায্য অধিকার রয়েছে।

০১লা ডিসেম্বর, ২০১৯

সন্ত্রাসী আওয়ামী যুবলীগ ঠাকুরগাঁও পৌর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানার অপকর্মের শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নামলেন এলাকার নারীরা। আজ রবিবার দপুরে শহরের চৌরাস্তায় ঠাকুরগাঁও জেলা শিল্পকলা একাডেমি সংলগ্ন ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে নারীরা।

এসময় তারা পৌর সন্ত্রাসী যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা'র নানা অপকর্মের কথা তুলে ধরে তার শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঠাকুরগাঁও শহরের জেলা শিল্পকলা একাডেমির সম্মুখে ডিসি বস্তির বাসিন্দা মৃত তসলিম উদ্দিনের ছেলে ঠাকুরগাঁও পৌর যুবলীগের প্রভাবশালী নেতা সোহেল রানা ওরফে ল্যাংরা সোহেল দীর্ঘদিন যাবত এলাকার নারীদের উত্যক্ত করে আসছে।

গত ২৮ অক্টোবর দিবাগত রাত একটার দিকে একই এলাকার এক বিধবা নারীর ঘরে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করে। এসময় সেই নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে সে। তার চিৎকারে শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে আসে ও সোহেল রানাকে গণপিটুনি দিয়ে আটকে রাখে।

পরে রাত দুইটার দিকে সোহেলের বড় ভাই আজম এসে সকালে সুষ্ঠু বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সোহেলকে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোন বিচার পায়নি এলাকাবাসী। এছাড়াও থানায় একটি ধর্ষণ চেষ্টা মামলা করা হলেও আজ পর্যন্ত পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি।

এলাকাবাসী মানববন্ধনে আরও জানান, আওয়ামী দালাল পুলিশ কেন আসামিকে গ্রেফতার করছে না তা আমাদের জানা নেই। আমরা আসামিকে দ্রুত গ্রেফতারসহ এর উপযুক্ত শাস্তি চাই, তা না হলে পরবর্তীতে আমরা আরও বড় আন্দোলন করবো।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত যুবলীগ নেতার কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

খবরঃ বিডি প্রতিদিন

--

রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীকে থানায় আটকে দেড় কোটি টাকার চেক নেয়ার অভিযোগে এবার কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার সেই পরিদর্শক (তদন্ত) সন্ত্রাসী মো. সালাহউদ্দিন এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বাদী মহিউদ্দিনের অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টার দেখিয়ে বাদী মহিউদ্দিনের জমি বন্ধক রেখে চাচাতো ভাই মামলার দ্বিতীয় আসামি মাহাবুব আলম ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন।

সময় মত ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় অর্থ ঋণ আদালতে মাহাবুবের বিরুদ্ধে মামলা করে ব্যাংক। ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মামলা করার পর থেকে আসামি মাহাবুব মহিউদ্দিনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করে। পরবর্তীতে কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সালাহউদ্দিন এবং আসামি মাহাবুব আলম যোগসাজসে টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে চলতি বছরের ৩ আগস্ট রাত ১০টার সময় ৩/৪ জন পুলিশ সদস্য এবং মাহাবুব নগরীর হোটেল সালাউদ্দিনের ক্যাশে বসা অবস্থা থেকে মহিউদ্দিনকে থানায় তুলে নিয়ে যায়। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

থানায় নিয়ে কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সালাহউদ্দিনের তার রুমে আটক রাখে। বাড়ি থেকে চেক বই নেওয়ার জন্য পুলিশ কর্মকর্তা সালাউদ্দিন এবং মাহাবুব বাদী মহিউদ্দিনকে চাপ দেয়।

চেক বই না দিলে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখায়। পরবর্তীতে মহিউদ্দিন বাড়ি থেকে ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে থানায় চেক বই নেওয়ার পর ১ কোটি ৫০ লাখ টাকার চেক লিখে দিতে হুমকি দেয় পুলিশ কর্মকর্তা সালাউদ্দিন ও চাচাতো ভাই মাহবুব। হুমকির মুখে পড়ে শাহাজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর হিসাব নং- ০০১১১০০০০০০৩৫, চেক নং- ০০০০০২২ চেক বইয়ের একটি চেকে ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা লিখতে বাধ্য হয়। এরপর পুলিশ কর্মকর্তা সালাউদ্দিন নিজ হাতে চেকটি গ্রহণ করে। এছাড়া সাদা কাগজে মহিউদ্দিন এবং উপস্থিত কয়েকজন ব্যক্তির স্বাক্ষর নিয়ে ছেড়ে দেয়।

ভুুক্তভোগী মহিউদ্দিন বলেন, থানায় তুলে নিয়ে দেড় কোটি টাকার চেক মাহাবুবের জন্য আদায় করতে পরিদর্শক (তদন্ত) সালাউদ্দিন আমাকে হুমকি, মিথ্যা মামলার ভয় এবং নানা চাপ প্রয়োগ করেছে। আইন অনুসারে কোন পুলিশ কর্মকর্তা তা করতে পারে না। ঘটনার পর জেলা পুলিশ সুপারের বরাবর আমি অভিযোগ করে আদালতে মামলা দায়ের করেছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

মামলার দ্বিতীয় আসামি মাহাবুব আলমের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফোন বন্ধ থাকায় তার সাথে যোগাযোগ করা যায়নি।

উল্লেখ্য, কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সালাহ উদ্দিনের বিরুদ্ধে তার প্রথম স্ত্রী সামসুন নাহার সুইটি গত ২৮ নভেম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) এক ছাত্রীকে চলন্ত বাসে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। বুধবার দুপুরে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামগামী একটি বাসে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বাড়ি থেকে চট্টগ্রাম শহরে যাওয়ার উদ্দেশে পটিয়া থেকে একটি বাসে উঠেন মার্কেটিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ভুক্তভোগী ওই ছাত্রী। পরে বাসটি শহরের চান্দগাঁও এলাকায় পৌঁছালে বাসের দুই সহকারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ টানাহেঁচড়ার পর এই ছাত্রী বাস থেকে নেমে পড়েন।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী ছাত্রী ঘটনার বর্ণনা দিয়ে গণমাধ্যমকে বলেন, পটিয়া থেকে চট্টগ্রামে ফেরার জন্য পটিয়ার মুন্সেফবাজার এলাকা থেকে একটি বাসে উঠেন তিনি। বাসের দুই সহকারীর মধ্যে একজন ভাড়া নিতে এসে তার কাছে জানতে চান নামবেন তিনি। উত্তরে চট্টগ্রাম শহরের দুই নম্বর গেইট নামার কথা বলেন ওই ছাত্রী।

‘কথোপকথনের এক পর্যায়ে সহকারীকে আমি জিজ্ঞেস করি, দুই নম্বর গেইট যেতে বাস থেকে কোথায় নামলে সুবিধা হবে। সহকারী বাস টার্মিনাল নামার পরামর্শ দেয় আমাকে। বাস টার্মিনাল এসে যাত্রীদের সঙ্গে আমিও নামতে চাইলে সহকারী এগিয়ে এসে আমাকে দুই নম্বর গেইট পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে। তবে বাস চালক ও সহকারীদের তাকানো আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়। ’

তিনি বলেন, এক পর্যায়ে দুই সহকারীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় আমার।

আমি চিৎকার করে তাদের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলাম। রাস্তার কিছু মানুষ হয়তো বিষয়টি খেয়াল করছিলেন, তাই আমাকে পরে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তবে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকায় বাসের নম্বর দেখতে ভুলে গিয়েছিলাম।

মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত ভারতের প্রখ্যাত ইসলামপ্রচারক জাকির নায়েক বর্ণবাদী মন্তব্য করার জন্য ওই দেশের এক পার্লামেন্ট সদস্যের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন।

মালয়েশিয়ার ক্ষমতাসীন জোটের শরিক ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন পার্টির (ডিএপি) সদস্য চার্লস স্যান্টিয়াগো গত মাসে ১০ জাতিগত ভারতীয়কে শ্রীলঙ্কার উগ্র তামিল সংগঠন এলটিটিইর

সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আটক করা নিয়ে মন্তব্য করার সময় জাকির নায়েকের বিরুদ্ধেও বক্তব্য রেখেছিলেন। ওই সংগঠনটি ১০ বছর নিস্ক্রিয় থাকার পর হঠাৎ সক্রিয় দেখা যায়। ফোরামে আলোচনাকালে এমপি স্যান্টিয়াগো বলে, এই আটকের ঘটনার সাথে জাকির নায়েকের প্রতি করা রাজনৈতিক সমালোচনার সম্পর্ক থাকতে পারে।

স্যান্টিয়াগো বলে, এই গ্রেফতার আসলে মালয়েশিয়ার ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতি একটি 'হুঁশিয়ারি' এবং সেইসাথে বর্ণবাদী অনৈক্য সৃষ্টিকারী জাকির নায়েকের সমালোচনাকারীদের শাস্তি দেয়ার একটি হাতিয়ার। স্যান্টিয়াগো জানিয়েছে, জাকির নায়েকের আইনজীবীদের পাঠানো মানহানির একটি নোটিশ তিনি পেয়েছে। তারা জানিয়েছেন, স্যান্টিয়াগোর মন্তব্য জাকির নায়েয়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছে। জাকির নায়েক স্থায়ীভাবে মালয়েশিয়ায় বসবাস করছেন। তিনি দেশটির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথেও সাক্ষাত করেন।

উল্লেখ্য, ভারতে জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে অর্থপাচার ও সন্ত্রাসবাদের মদতদানের অভিযোগের তদন্ত চলছে। বেশ কয়েকটি দেশে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ তাকে ভারতে ফেরত পাঠানোর ভারতীয় দাবি নাকচ করে দিয়েছেন। গত আগস্ট মাসে জাকির নায়েকের একটি মন্তব্য মালয়েশিয়ায় বেশ আলোচিত হয়। তিনি ওই সময় বলেছিলেন যে মালয়েশিয়ার জাতিগত ভারতীয় সম্প্রদায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি 'অনুগত।' তিনি মোদিকে মুসলিমবিরোধী হিসেবে অভিহিত করেন।

জাকির নায়েকের এই মন্তব্যের জন্য মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য শুরুতে তার তীব্র সমালোচনা করলেও জোটের অন্যান্য শীর্ষ রাজনীতিবিদ তার সমর্থন করে বিবৃতিতে দেন এবং তাকে 'ক্ষমা' করার জন্য মালয়েশিবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। মালয়-মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তারা এ অবস্থান গ্রহণ করেছেন বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন। উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ার ৬০ ভাগের বেশি লোক মুসলিম। জাকির নায়েক আরো কয়েকজন রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিযেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন পেনাঙ রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয় পি রামসামী, মানবসম্পদমন্ত্রী এম কুলাসেগারান, পরিষদ সদস্য সতিশ মুনিয়ান্ডি।

মালয়েশিয়ার মিডিয়া গত মাসে ১২ জনের একটি দলকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে দুজন ছিলেন ডিএপি পরিষদ সদস্য। তামিল টাইগারদের সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে এখন তদন্ত চলছে। তাদের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়ার সিকিউরিটি অফেন্সেস (স্পেশাল মেজার্স) আইনের অধীনে তদন্ত চলছে। এই আইনে যে কাউকে বিনা বিচারে ২৮ দিন আটক রাখা যায়।
খবরঃ নয়া দিগন্ত

কন্যাসন্তান হওয়াই যেন 'অপরাধ'। আর তার জেরে প্রাণ গেল সাতদিনের দুধের শিশুর। ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে হত্যা করা হলো এক শিশুকে।

ভারতের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার রাতে ব্যাঙ্গালোরে মেদারাল্লি এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

ওই শিশটির মা জানান, শাশুড়ির কাছে মেয়েকে রেখে গোসল করতে গিয়েছিলেন তিনি। ফিরে এসে আর মেয়ের দেখা পাননি। তা নিয়ে প্রশ্ন করলে শাশুড়ি জানান, কিছু লোক জোর করে বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। তারাই শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে গেছে।

এই ঘটনা শুনার পর সন্দেহ হয় তামিলসেলভি। তাই তিনি পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে তল্লাশি শুরু করলে, বাড়ির সংলগ্ন একটি খালি জায়গায় শিশুটির মরদেহ পায়। তার মাথায় গভীর ক্ষত ছিল। তা নিয়ে চেপে ধরতেই অপরাধ স্বীকার করে পরমেশ্বরী।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ব্যাঙ্গালোরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে সময়ের আগেই সন্তানপ্রসব করেন তামিলসেলভি। জন্মের পরই জন্ডিস ধরা পড়ে তার। কন্যাসন্তান হওয়ায় এমনিতেই অসন্তুষ্ট ছিলেন পরমেশ্বরী। শেষমেশ তাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় বলে অভিযোগ।

এমনিভাবে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম অমৃতবাজার সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যের সুনদারেসাপুরাম গ্রামে থেনপেন্নাই নদীর তীরে একটি গর্ত খুঁড়ে একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আটক করা হয় শিশুটির বাবা বরধরাজনকে(২৯)।

শিশুটির মায়ের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ১৭ দিন আগে পন্ডিচেরি হাসপাতালে একটি কন্যাশিশুর জন্ম দেয়। তখন থেকেই শিশুটিকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে পুত্রপাগল বরধরাজন। কন্যা জন্ম দেয়ায় সে তার ওপর মানসিক নির্যাতনও চালিয়েছে ।

শিশুটির বয়স যখন তিনদিন, তখনই একবার তাকে হত্যার চেষ্টা করে বরধরাজন। ওই সময় স্বজনদের চোখে পড়ে যাওয়ায় সে পালিয়ে যায়।

পরে মঙ্গলবার শিশুটির মা ঘুমিয়ে পড়লে নবজাতকটিকে চুরি করে নদীর তীরে চলে যায় বরধরাজন।

সকালে ঘুম থেকে ওঠে বাচ্চাটিকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার জুড়ে দেন মা। পুলিশকে খবর দিলে তল্লাশি চালিয়ে বরধরাজনকে আটক করা হয়। তার দেয়া তথ্যতেই নদীতীরে গর্ত খুঁড়ে উদ্ধার করা হয় বাচ্চাটির নিথর দেহ।
শিশুটির মরদেহ উদ্ধারের পর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রামটিতে।এর আগে ৩১ অক্টোবর হায়দ্রাবাদে মেয়ে নবজাতককে জীবন্ত অবস্থায় মাটিচাপা দেয়ার সময় তার বাবা ও দাদাকে আটক করা হয়। একই ধরনের ঘটনায়, ১৪ অক্টোবর দেশটির উত্তর প্রদেশ থেকে আরও এক বাবাকে আটক করা হয়।

'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গুলি ও বোমা ছুড়েছে একদল বাইক আরোহী। এটা গত শুক্রবারের ঘটনা। সেদিন পরীক্ষা ছিল ছোট বাচ্চাদের। নির্দিষ্ট সময়েই সকলে এসে দিতে শুরু করেছিল পরীক্ষা। হঠাতই প্রচণ্ড বোমার শব্দ, সেই সঙ্গে গুলি। মুহূর্তেই বদলে গেল পরিবেশ। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ছাত্র থেকে অভিভাবকদের মধ্যে।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এই সময়ের বরাতে জানা গেছে, গত শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নিউ কোচবিহার স্টেশন লাগোয়া বাইশগুড়ি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, বাইক চড়ে একদল লোক স্কুল চলাকালীন জয় শ্রী রাম ধ্বনি দিয়ে এসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গুলি ও বোমা ছোঁড়ে। অভিযুক্তরা পালিয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছু গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি তাজা বোমা ও দুই রাউন্ড গুলির খোল উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিউ কোচবিহার রেল স্টেশন সংলগ্ন এফসিআই গুদামের শ্রমিক সংগঠনের দখল নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই গণ্ডগোল চলছে। এই ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ। যদিও তৃণমূল ও বিজেপি একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে।

এই ঘটনায় সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে কোমলমতি ছাত্রদের। স্কুলের বাইরে বোমা-গুলির শব্দে প্রবল আতঙ্কে ভুগছেন তারা।

এক অভিভাবক বলেন, এভাবে স্কুলের সামনে বোমা-গুলি চললে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা কোথায়? এরপর কোন সাহসে ওদের স্কুলে পাঠাবো?

ভারতের দারুল উলুম (ওয়াকফ) দেওবন্দে প্রখ্যাত ধর্মীয় সংগঠন ইসলামিক ফিকহ একাডেমির অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক একটি সেমিনার বন্ধ করে দিয়েছে দেশটির কট্টর হিন্দুত্ববাদী নরেন্দ্র মোদি সরকার।

ভারতের উর্দূ সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফিকহি সেমিনারটি দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

এজন্য সব ধরনের প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিল দেওবন্দ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মালাউন প্রশাসনের অনুমতি না থাকায় অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়।

অনুমতি না দেয়ার কারণ হিসেবে উত্তর প্রদেশে ১৪৪ ধারা জারী থাকার কথা জানিয়েছে মালাউন যোগী আদিত্যনাথের নিয়ন্ত্রিত উত্তর প্রদেশ সরকার।

ইসলামিক ফিকহ একাডেমি ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী আমন্ত্রিত অতিথিদের লিখিত চিঠিতে দাওয়াত প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ২৯ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য এই প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দ এবং ইসলামিক ফিকহ একাডেমির পক্ষ থেকে সবধরণের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিলো, কিন্তু পুরো উত্তর প্রদেশজুড়ে ১৪৪ ধারা জারী থাকার কারণে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে প্রোগ্রাম না করার জন্য লিখিতভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

তাই নির্ধারিত তারিখে এই ফিকহি সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।

এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে কোন প্রোগ্রাম না করার জন্য দেওবন্দ কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নোটিশে কোনো ধরণের আয়োজন না করতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

ভারতের ব্যাঙ্গালোরে আটক কথিত অবৈধ বাংলাদেশীদের পুশব্যাকের জন্য চুপচাপ সরিয়ে নেয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে। সেখান দিয়ে তাদেরকে পুশব্যাক করার কথা। তবে কবে, কখন পুশব্যাক করা হবে এ বিষয়ে সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছে। 'বাংলাদেশী মাইগ্রেন্টস হুইস্কড অ্যাওয়ে টু নর্থ বেঙ্গল ফর পুশব্যাক' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে অনলাইন টাইমস অব ইন্ডিয়া।

এতে বলা হয়, ব্যাঙ্গালোর থেকে কথিত ৫৯ জন বাংলাদেশী অবৈধ অভিবাসীকে সম্প্রতি আটক করা হয়েছে। পুশব্যাকের অপেক্ষায় তাদেরকে কয়েকদিন রাখা হয়েছিল হাওড়ায় দুটি নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু সেখান থেকে উত্তরবঙ্গের দুটি স্থানে সরিয়ে নেয়ার জন্য পরিবহন

চাওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে। এরপরই শুক্রবার দিনের আলো ফোটার আগেই তাদেরকে চুপিসারে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গের কর্মকর্তারা বলছে, কলকাতা থেকে ৩০০ কিলোমিটারের বেশি উত্তরে মালদা জেলার সন্ত্রাসী রক্ষীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্ট্যান্ডবাই থাকতে, যেন তারা ২২ বন্দিকে আরধ্যাপুর এবং সাতমাইল আউটপোস্টের বিএসএফের কাছে হস্তান্তরে সহায়তা করতে পারে। কর্মকর্তারা বলছে, এক্ষেত্রে দক্ষিণ দিনাজপুর সীমান্তকেও বেছে নেয়া হতে পারে।

তবে সুনির্দিষ্টভাবে কোন সময়ে এবং কোন স্থান দিয়ে এসব কথিত বাংলাদেশীকে পুশব্যাক করা হবে সে বিষয়ে তথ্য জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সি কর্মকর্তারা। তারা বলেছে, যথাযথ সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে। ওদিকে শুক্রবার সকাল হওয়ার আগেই বন্দিদের সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে কর্নাটক প্রশাসনও।

হাওড়ার পুলিশ কর্মকর্তারা টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে বন্দিদের একটি আশ্রয়স্থল (হাওড়ার নিশ্চিন্দ) খালি করে দিতে বলা হয়। সেখান থেকে তাদেরকে গাড়িতে তোলা হয়। ওই গাড়ি ছুটে যায় হাওড়া স্টেশনের দিকে। গত মাসে কর্নাটকের রাজধানী থেকে ৫৯ জন কথিত অবৈধ বাংলাদেশীকে আটক করার পর ব্যাঙ্গালোরের ফরেনার্স রিজিয়নাল রেজিস্ট্রেশন অফিস তাদেরকে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ জারি করে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের একজন কর্মকর্তা বলেছে, লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া এবং এর শেষ করা হলো রাজ্যের দায়িত্ব। কিন্তু এবারই প্রথম রাজ্য এসব বন্দিকে এক সপ্তাহ ধরে বন্দি শিবিরে রেখেছে। গত শনিবার থেকে ৫৯ বন্দিকে কলকাতায় আশ্রয় দেয়ার কথা জানায় টাইমস অব ইন্ডিয়া।

বাবরি মসজিদ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক-ধর্মীয় বিবাদের বিষয়। ভারতের মালাউন সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি একটি মাইলফলক রায় দিয়েছে, যেখানে এই জায়গার প্রতি মুসলিমদের দাবি নাকচ করে দেয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে সন্ত্রাসী দল বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দুদের একটি গুণ্ডা দল ৪৯১ বছরের পুরনো এই মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেয়। প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর ১৫২৮ সালে এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। হিন্দুদেরকে এই বিতর্কিত জায়গার

অধিকার দেয়া হয়েছে, যেটাকে হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থান বলে দাবি করা হয় এবং এখানে একটি মন্দির ছিল বলে মিথ্যা দাবি করা হয়। রায়ে মসজিদের ধ্বংসস্তুপের উপর মন্দির নির্মাণের জন্য একটি হিন্দু কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

ঐতিহাসিক দলিলপত্রে দেখা যাচ্ছে বাবরি মসজিদটি অযোধ্যার কেন্দ্রে একখণ্ড উঁচু জমির উপর নির্মাণ করা হয়, যে জায়গাটাকে মানুষ রামদুর্ঘ বা রামকোট বলে ডাকতো। ১৫২৮ সালে সেখানে কোন মন্দির ছিল না যেটাকে বাবর বা মুসলিমরা ধ্বংস করেছে বলে দাবি করা যায়।

রাম বা রামা হিন্দুত্ববাদের কাল্পনিক একজন প্রধান দেবতা। দেবতা বিষ্ণুর সে সপ্তম এবং অন্যতম জনপ্রিয় অবতারদের মধ্যে একজন। দেবতা রামের গল্প ও তার জীবন কাহিনী রামায়ন নামে পরিচিত এবং প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত মহাকাব্যগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। আজও ভারতের হিন্দু সংস্কৃতিতে বিশেষ করে ভারতের ফোক থিয়েটারগুলোতে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনপ্রিয় হিন্দুত্ববাদী টিভি সিরিজগুলোতে এই গল্পভিত্তিক কাল্পনিক চরিত্র সিরিজটি অন্যতম জনপ্রিয়, এবং এর মাধ্যমেই সেটা মূলত সব হিন্দুর মনে সজিব রয়েছে। গল্পের ভাষ্য অনুসারে রামা কোসালার রাজা দশরথের পুত্র। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল অযোধ্যা এবং রাজ্যটি ছিল উত্তর ভারতে, আজকের উত্তর প্রদেশে। এই রাজ্য যখন বর্তমান ছিল বলে বলা হয় এবং রামা যখন জীবিত ছিলেন, সে সময়টা ছিল ১১০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বের মাঝামাঝি। ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব সালে অযোধ্যা জয় করে প্রতিবেশী বৌদ্ধ রাজা মাগাধা। রামা যদি ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তি হয়ে থাকে, তাহলে সে হয়তো বৌদ্ধধর্মেরও আগে বাস করেছে, যেখানে বৌদ্ধরা এখানকার ক্ষমতা নিয়েছিল ২৭০০ বছর আগে বেদিক সময়ে, যেটা ৫০০ খ্রিস্টপূর্বেরও অনেক আগে।

৫০০ বছর ধরে বাবরি মসজিদ নিয়ে কোন বিতর্ক ছিল না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় উনিশ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটিশরা যখন ভারতের হিন্দু ধর্মগুলোকে একত্র করে একটি হিন্দু ধর্মে রূপ দিলো, তখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কারণে প্রথম বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অযোধ্যাতে প্রথম ধর্ম-ভিত্তিক দাঙ্গা হয় ১৮৫০ সালে হনুমান গিরির কাছের একটি মসজিদকে কেন্দ্র করে। সে সময় হিন্দুরা বাবরি মসজিদের উপর হামলা করে। তখন থেকে স্থানীয় হিন্দু গ্রুপগুলো মাঝে মাঝে এই দাবি করে আসছে যে, তাদের ওই জমির অধিকার ফিরে পাওয়া উচিত এবং সেখানে তাদের মন্দির নির্মাণ করতে দেয়া উচিত, কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকারগুলো সেই দাবি সবসময় নাকচ করে দিয়েছে। ১৯৪৬ সালে হিন্দু মহাসভার একটি অংশ অখিল ভারতীয় রামায়ন মহাসভা (এবিআরএম) এই জমির অধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৯ সালে, গোরাখনাথ মঠের সান্ত দিগবিজয় নাথ এবিআরএমে যোগ দেয় এবং নয়দিনের

তুলসির রামায়ন পাঠের আয়োজন করে। এই নয় দিন শেষে হিন্দু উগ্রপন্থীরা জোর করে মসজিদে প্রবেশ করে এবং সেখানে রাম ও সীতার মূর্তি স্থাপন করে। মানুষকে বলা হয় যে, অলৌকিকভাবে এই মূর্তিগুলো সেখানে এসেছে। এই দিনটি ছিল ১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর।

জওহরলাল নেহরু ওই মূর্তিগুলো সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেও স্থানীয় কর্মকর্তা কে কে কে নাইর সেটা মানেনি। পরে মালাউন পুলিশ মসজিদটি ঘিরে রাখলেও সেখানে ঢুকে পূজা করার অনুমতি দেয়া হয় হিন্দু পুরোহিতদের। এভাবে কার্যত মসজিদটি মন্দিরে পরিণত হয়। হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই জায়গাটির অধিকার দাবি করে মামলা করলে আদালত জায়গাটিকে বিতর্কিত ঘোষণা করে এবং সেটি বন্ধ রাখা হয়। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি বড় সন্ত্রাসী দল এবং তাদের মিত্র গুণ্ডা দলগুলো একত্র হয়ে মসজিদের উপর হামলা করে সেটিকে গুড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা দাঙ্গায় রূপ নিলে সে সময় প্রায় দুই হাজার মুসলিমকে হত্যা করা হয়।

আদালতের নির্দেশে প্রত্নতাত্ত্বিকরা জরিপ করে বলেছেন যে, এমন কোন চিহ্ন নাই, যেটা থেকে বোঝা যায় ওই জায়গায় হয়তো মন্দির ছিল। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেছেন, এতে কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, রাম সেখানেই জন্মেছিলে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এই সব রিপোর্টের কিছুটা উদ্ধৃত করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় তাই তথ্যভিত্তিক হয়নি, রায় দেয়া হয়েছে চরমপন্থী বিজেপির পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

অযোধ্যা রায়টি তাই কোন বিস্ময় হয়ে আসেনি। ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকার এবং তাদের প্রধানমন্ত্রী মোদি – যে আরএসএসের আজীবন সদস্য – তারা হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যারা মনে করে যে, মুসলিমরা হয় বাইরে থেকে এসেছে এবং পাকিস্তানের তারা পঞ্চম স্তম্ভ বা সর্বোচ্চ তারা বিভ্রান্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যাদেরকে পরিচ্ছন্নতা অনুষ্ঠানের (ঘরওয়াপসি) মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিজেপি ও মোদির নীতির কারণে এরই মধ্যে ভারতে হাজার হাজার মুসলিম নিহত হয়েছে, সেটা ১৯৯২ সালের অযোধ্যার ঘটনাতেই হোক, বা ২০০২ সালের গুজরাটের ঘটনাতে হোক বা 'সেক্যুলার' ভারতে সঙ্ঘটিত অগনিত মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গাতেই হোক। আরও উদ্বেগের কারণ হলো ভারতের মালাউন সুপ্রিম কোর্ট বিজেপির মতো একই হিন্দুবাদের বাঁশিতে ফু দিচ্ছে। অযোধ্যার রায়ের আগেই সুপ্রিম কোর্ট ভারতের একতরফা ৩৭০ ও ৩৫(এ) অনুচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্ত অনুমোদন দিয়েছে। ভারতের অনেক সাবেক সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিসহ বহু সিনিয়র বিশ্লেষক এই প্রশ্ন তুলেছেন যে, তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই রায় দেয়া হয়নি, দেয়া হয়েছে

ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে। অযোধ্যা এবং সারা দেশে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে এই রায় দেয়া হয়।

ভারতের মুসলিমদের শান্ত রাখার জন্য এটা কি যথেষ্ট হবে? মুসলমানরা কি মসজিদ রক্ষার জন্য জীবনবাজী রাখবে না? যদি ভারতীয় মুসলমানেরা তাতে অপারগ হয়ে যায় তাহলে কি বিশ্বের অন্যান্য মুসলিমরা বাবরী মসজিদ রক্ষায় ভারতীয় মুসলিমদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে না? মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা কি শুধু ভারতীয় মুসলমানদের দায়িত্ব? বিশ্বের অন্যান্য মুসলিমদের কি কোন দায়িত্ব নেই?

যখন ভারতে তাদের মুসলিম ভাইদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে এবং তাদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মসজিদের উপর মন্দির নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। তখন কেউ এই প্রশ্ন করতেই পারেন যে, আরব অনারব মিলিয়ে এতগুলো মুসলিম দেশ, মুসলিমেরা কোথায় গেলো? তাঁরা কি ভারতীয় মুসলিমদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে না?

সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

সমাপ্ত